

প্রতত্ত্ববারিধি তৃতীয়ভাগ

বা

মানবের আদি জন্মভূমি



“যদি হরিশ্চরণে সরসং মনঃ
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্” ।

“বেদোনিত্যমধীরতাম্”

অশ্বতী রীয়েতে সং রভক্ষং

উত্তিষ্ঠতঃ প্রহরত সখায়ঃ ।

অত্র জহাম যে অসন্ অশেবাঃ,

শিবান বয়ম্ উত্তরেম অভিবাজান্ ॥

৮-৫৩ হু-১০৮

এই অশ্বতী নদী, ওহে বসুগণ !

উৎসাহে উঠিয়া সবে হও ছুরা পার।

অসৎ অশিব যাহা করি পরিহার,

আমরা শুভান্বয়ে করিব গমন ॥



শ্রীউমেশচন্দ্রবিদ্যারত্ন ।



শ্রী উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ।

UMESH CHANDRA VIDYARATNA.

(AGE 66).

ORIGINAL ABODE OF MANKIND

OR

PRATNATATVA BARIDHI

PART III

Alhambra
7/4/13

মানবের আদি জন্মভূমি

বা

প্রত্নতত্ত্ব-বারিধি

তৃতীয় ভাগ

কবিতা-কৌমুদী, ব্যাকরণ-মঞ্জুষা, বাচ্যাস্তরদীপিকা, বৈষ্ণবকায়স্থ-মোহ-

মুদগর, বল্লাল-মোহমুদগর, শান্তিলতা, সূত্রধরতত্ত্ব ও সুরাপুর-গুপ্ত

বংশাবলী (সংস্কৃত) প্রভৃতি-গ্রন্থ-প্রণেতা, ভারতী, বঙ্গভাষা,

বঙ্গদর্শন, সাহিত্যসংহিতা, অর্চনা, পথিক ও উপাসনা

প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধলেখক, আরতি

পত্রিকার আদি সম্পাদক এবং ঋগ্বেদের

সংস্কৃত প্রকৃতার্থবাহিনী

টীকারচয়িতা

শ্রীউমেশচন্দ্র বিহারত্ন

প্রণীত

সাথী প্রেস—২১১ পটুয়াটোলা লেন, হারিসন রোড, কলিকাতা

শ্রীহেমচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাহ—অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ শাল।

(সকল স্বত্ব সংরক্ষিত)

মূল্য ১।।০ দেড় টাকা

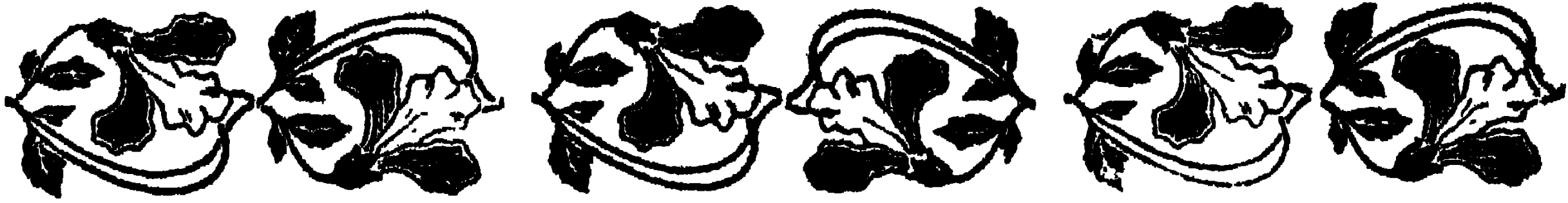
সূচি-পত্র



বিষয়	পৃষ্ঠা
উৎসর্গপত্র	প্রথমে
অবতরণিকা	”
Preface	”
সমগ্র মানবজাতি একনিদানসমুৎস	১
ককেশশ্ পিতৃভূমি নহে	৯
ইউফ্রেটিশ্ পিতৃভূমি নহে	১৫
বাল্টিক্ বেলা	১৯
মিশর	২৪
মিডিয়া বা হেরা	৩২
ইরাণ	৩৬
বাক্টিয়া প্রভৃতি	৫১
বারিগ দ্বীপ	৬১
ভারতবর্ষ ও স্বাস্থ্যপ্রদেশ পিতৃভূমি নহে	৬৩
<p>মিঃ এ. কুর্জেন, পৃজনীয় ৩ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল, ৩ বিনায়ক ভট্ট. শ্রদ্ধেয় ৩ অক্ষয়কুমার দত্ত, বিশ্বকোষ, পৃজনীয় ৩ সত্যব্রত সামশ্রমী ও চরকসংহিতা প্রভৃতি ।</p>	
উত্তর কুরু পিতৃভূমি নহে	৮৮
উত্তর কেন্দ্র	৯২
মহাত্মা তিলক, মহামতি ৩ উইলিয়ম এফ ওয়ারেন সাহেব মঙ্গলিয়াই পিতৃভূমি	১৪৭
পরিশিষ্ট (ক) উত্তর কুরুর আধুনিকত্ব, বৈরাজভবন	২৪৯
পরিশিষ্ট (খ) শ্রদ্ধেয় বিজয় বাবু	২৫৪
পরিশিষ্ট (গ) মহামতি ছেজ	২৬০
সমাপ্তিশ্লোক	২৬১
প্রশংসা প্রদ্রাবলী	২৬৫



শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী
মহারাজ বাহাদুর ।



উৎসর্গ-পত্র

যিনি চারিত্র্যগুণে মানবদেবতা, দানে মূর্ত দাতাকর্ণ, ঔদার্যে
কৌরবকুলকেতু ভীষ্ম, বিনয়ে সব্যসাচী, যিনি অতুল বিভব

থাকিতেও নিরহঙ্কার এবং দরিদ্রের মা-বাপ ও

বিদ্বানের একমাত্র উৎসাহদাতা

ও আশ্রয়স্থান, বাহার

প্রদত্ত ৫০০ টাকা দ্বারা এই

“মানবের আদি জন্মভূমি” মুদ্রিত হইল

সর্বজনপ্রিয়, সর্বজনমনোরঞ্জনকারী অসেচনকমূর্তি

অজাতশত্রু

কাশিমবাজারাধিপ সেই প্রাতঃস্মরণীয়

শ্রীলশ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাজ বাহাদুরের

পবিত্র নামে

এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্রন্থ

কৃতজ্ঞতাভিনয় গ্রন্থকারকর্তৃক সাদরে

উৎসর্গীকৃত হইল।



অবতরণিকা

প্রায় অন্ধশতাব্দীকাল গভীর গবেষণা ও শাস্ত্রালোচনার পর আজি শুভ বা অশুভরূপে আমার প্রত্নতত্ত্ববারিধির তৃতীয়ভাগ বা “মানবের আদি জন্মভূমি” নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। আমি এ বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, আমার শ্রম সফল হইয়াছে কি না, তাহা প্রবীণগণের বিচার্য।

পাশ্চাত্য মনীষিগণ সমস্বরে বলিয়া গিয়াছেন ও বলিতেছেন যে হিন্দুদিগের বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে এমন একটা কথাও নাই যে তাঁহারা ভারতের বাহিরের কোনও জনপদ হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। কেহ কেহ বা বলিতেছেন যে আর্ষাগণ বাক্ট্রিয়া বা ইরান কোথাও তথাকথিত মধ্য আশিয়া হইতে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া একদল ককেশশের পার্শ্ব দিয়া ইউরোপে ও অল্প দল পারস্যের ইরাণে আসিয়া উপনীত হইলেন। পরে গৃহবিবাদনিবন্ধন একদল ইরাণপরিভাগপূর্বক ভারতে যাইয়া হিন্দুজাতির ভিত্তিপত্তন করেন। ইরাণস্থিত অন্তদলেরই নামান্বর আজি পাশীজাতি।

কিন্তু আমরা একমাত্র বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহের প্ৰমাণালোচনাদ্বারা ইহাই জানিতে পারিয়াছি যে, পাশ্চাত্য মনীষিগণের কোনও একটি কথার মূলেই কোনও প্রকৃত ঐতিহ্য বিদ্যমান নাই। তাঁহারা গ্রীক প্রত্নতত্ত্ব জাতির বয়ঃক্রমের পূর্ব সময়টাকে Prehistoric বা প্রাগৈতিহাসিক সময় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে আমাদের তরু ছাড়া অন্যান্য সমগ্র গ্রন্থই গ্রীক সভ্যতার পূর্ববর্তী, এবং আমাদের বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহই জগতের প্রকৃত ইতিহাস। অবশ্য ই সকল গ্রন্থ একালের মার্জিত প্রণালীতে বিরচিত নহে, কিন্তু অন্য দেশের নাই মায়া অপেক্ষা আমাদের দেশের এই সকল কাণামামার দ্বারা আমরা জগতের প্রাচীনতম যুগের বহু প্রকৃত ঐতিহ্য জানিতে পারিতেছি।

তোমরা বেদসমূহকে কেহ হরেরকাক্, কেহ বা অসারকৃষকগান ও কেহ কেহ বা পলাপবাক্য বলিয়া পছা বা গর্হা কবিত্তে পার, কিন্তু আমরা ক্রমাগত

১৫ বৎসরকাল তন্নতন্নভাবে পুনঃপুনঃ বেদাধ্যয়ন করিয়া ইতাই জানিতে পারিয়াছি যে তদানীন্তন পূর্বপুরুষগণ যখন যাত্রা হইত, যখন যাত্রা ঘটত, মনে যখন যে ভাবের উদয় হইয়াছে, অনুসন্ধানে যখন যাত্রা জানিতে পারিয়াছেন, প্রকৃতির বৈচিত্র্যসন্দর্শনে তাঁহাদিগের প্রসন্নহৃদয়ে যখন যে সকল ভাব ও জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছে, তাঁহারা বেদে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বেদ না ঈশ্বরবাণী এবং না ইহা কণপৌড়াদায়ক চাষার গান বা প্রলাপবাক্য। ইহা জগতের মহান আদি ধর্মগ্রন্থ, আদি মহাকাব্য ও আদি মহাপুরাণ।

ফলতঃ কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খৃষ্টান, কি পার্শী বা কি হিব্রুজাতিসনাথ সেনিতিক জাতি, বেদ, উপনিষৎ, রামায়ণ, মহাভারত ও প্রাচীন এবং প্রধানতম পুরাণসমূহ, উক্ত সর্লজাতির সাধারণ পৈতৃক সম্পৎ। প্রকৃত মধ্য এশিয়া বা মানবের আদি জন্মভূমি মঙ্গলিয়া হইতে গ্রীক, লাতিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, শাকসন ও ইংরাজপ্রভৃতি কোনও জাতির কোনও পুরুষপুরুষ একছের ককেশস হইয়া উত্তরাপাদিতে প্রবেশ করেন নাই, আনরাও পার্শীদিগকে ইরাণে রাখিয়া ভাবতে আসিয়া বন্ধন হইয়াছিলান না। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণ যাত্রা যাত্রা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, তাহা কোনও প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে দেবতাপা ব্রাহ্মণের পিতৃলোক আদিমগণ বা মঙ্গলিয়া হইতে ভারতে আসিয়া অর্থা বা লউ নামে সমলঙ্কত করেন। সেই ভারতীর আরাগণের একদল গৃহবিনাদনিবন্ধন আরাগণের Aryanic Vedic পিতৃগণ পুরুষ পারস্যের উত্তর ভাগ ও তুরস্কের দক্ষিণভাগে বাস করিতে করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের পারস্যের উত্তরভাগে বাস করিতে করিতে, উত্তর ভারতীর আরাগণের নাম হইতে “আরাগণ” নামে বিখ্যাত হইতে হইলে উত্তর অর্থাৎ আরাগণ বা উরাগনামে প্রখ্যাত হয়। ইক্ষক বাহুবলেন উরাগণ, তুরস্কের অর্থাৎ আরাগণ, আলবেনীয়, ককেশসের উপত্যকার আরাগণ, গ্রীসের উত্তরদিকস্থ আরাগণ, জার্মানদিগের আরাগণ এবং এরিণ বা আরাগণাও শব্দ ভারতীর আরাগণ হইতে ব্যুৎপাদিত। আর ব্রহ্মের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাস্বয় বা দে রাজার প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাই আজি জগতে আরাগণ (অসুরস্বয় উদয়) বা Assyria নামের বিষয়ীভূত, এবং উক্ত অসুরগণের অন্তর্গত হুদাশ্ব পণিগণত ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া তুরস্ক বাইরা ফিনীশিয়ান জাতির পণ্ডন করেন।

এবং সগরাদেশে হিন্দু যবনগণ মূণ্ডিতশিরস্ক ও মুক্তকচ্ছ হইয়া লাক্ষিত হইলে তাঁহারা তুরস্কে যাওয়া প্রথমতঃ যে পল্লীস্থানের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা Palastine বলিয়া প্রখ্যাত হয় এবং উক্ত যবনগণ, যবনশব্দের বিকারে (যবন-জোন, জু) ক্রমে জু নামে প্রখ্যতি লাভ করেন। উক্ত হিব্রু বা যবন জাতির এক শাখা আরব ও অন্ত এক শাখা মিশরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই মৈশর যবন-গণের একদলদ্বারাই গ্রীক যবনগণের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয়। তাই এখনও গ্রীকেরা আপনাদের নামের অন্তে ভারতীয় রাজ্য নল্লমের নাম যোজিত করিয়া আসিতেছেন। আরবগণ যবনগণ তাঁহাকে “নু” এবং হিব্রুযবনগণ তাঁহাকে বাইবেলে “নোহুয়া” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, স্বতরাং সমগ্র পুরাতন পৃথিবীর প্রায় সমগ্র জাতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান।

আফ্রিকার সকল সভাজাতি আপনাদিগকে ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাহাদিগের পুনীমঠের নামই পৌরামিড। আর আফ্রিকার মনগণও ঋগ্বেদের “মনদেব” বা ভারতীয় অসুরদিগের শাখাস্তর বিশেষ। তাই মিশরাদেশে ভারতীয় মনু (Manes) ও ভারতীয় মূর্তিপূজার সঙ্গের দেখা যায়। ইউরোপের ড্রুইডদিগের ধর্মকর্ম ও ভারতীয় পৌরাণিক ধর্মের সংস্করণবিশেষমাত্র। ইউরোপের কেলট বা কেলটিকগণ, ভারতীয় কিরাত বা কৈরাটিকগণের অনন্তরবংশ। ইউরোপের Teuton শব্দও বেদের ত্রিতন শব্দইহতে ব্যুৎপাদিত। পাশ্চাত্যেরা শব্দদিগকে অনাথা ও ভারতের বংশীশব্দ বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা অনোধার বৈবস্বত মনুর পুত্র নরিয়্যাস্তব অনন্তরবংশ।

ইক্ষ্বাকুশ্চৈব নাভাগোবৃষ্টঃ শয্যাতিরেব চ ।

নরিয়্যাস্তশ্চ বিখ্যাতো নাভানেদিষ্ট এব হি ॥ ৩৪

করুশ্চ পৃষধুশ্চ বসুমান্ লোকবিপ্রতঃ ।

মনোদৈবস্বতশ্চৈতে নব পুত্রাশ্চ ধাম্বিকাঃ ॥ ৩৫

১ অ—৩ অংশ—বিষ্ণুপুরাণ

ইক্ষ্বাকু, নাভাগ, বৃষ্ট, শয্যাতি, নাভানেদিষ্ট, করুশ, পৃষধু, বসুমান্ ও নরিয়্যাস্ত, এই নয়জন বৈবস্বত মনুর নয় পুত্র।

নরিষ্যতঃ শকাঃ পুত্রা নাভাগস্ত তু ভারত ।

অম্বরীষোহভবৎ পুত্রঃ পাণ্ডিবর্ষভ সন্তমঃ ॥

২৮—১০ অম্বরিবংশ ।

উক্ত নরিষ্যন্তের পুত্রের নাম শক । উক্ত বংশে জন্মগ্রহণনিবন্ধন মহায়া মানবদেবতা বুদ্ধদেব শাক্যসিংহ বিশেষণের বিষয়ীভূত । এই শকগণের সূর্য সগরকর্তৃক পরাভূত ও লাক্ষিত হইয়া (অন্ধমুণ্ডান্ শকান্—২১ ও অ—৪ অংশ বিষ্ণু পুবাণ) প্রথমতঃ অম্বরীক্ষের একদেশ তুরুক্ষে গমন করেন ।

যং শকা বাচ মারুতন্ অম্বরিক্ষম্ । অথর্কবেদ ।

এবং তথায় তাঁহারা আর্ঘ্যারাম (আর্ঘ্যা বনস্তে অত্র) জনপদ ও আর্ঘ্যামানব (আরমানী) জাতির প্রতিষ্ঠা করিয়া ইউরোপে গমন করেন । তথায় তাঁহারা কাশ্মীর সাগরের পশ্চিম বেলায় যে জনপদের পত্তন করিয়াছিলেন, তাহাই আজি ভাষার বিকারে (শকাবসথ হইতে) শিদিয়া নামের বিষয়ীভূত এবং তাঁহাদিগের গুরুপুরোহিত শর্ম্মনগণ ইউরোপে সর্বাধৌ যে জনপদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা তখন

শর্ম্মশিয়

নামে প্রথিত হয় । এই শর্ম্মদিগের দ্বিতীয় রাজার নামই জর্ম্মাণী ও জাতির নাম জর্ম্মাণ । এখনও পোলাণ্ডে শর্ম্মন্ নামে একটি জাতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । এবং এই শকসূদিগের দ্বিতীয় রাজার নামই শাকসনী ও জাতির নাম শাকসন । উক্ত লো জর্ম্মাণ ও শাকসন জাতিহইতে ইংরাজজাতি সমুদ্ভূত । এবং ভারতের ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কীরাতহইতেই কেলট ও গলজাতির সমুদ্ভব ।

গ্রীকগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় যবনসন্তান (তুবসো যবনা জাতাঃ) কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগকে Heleenes জাতিও বলিয়া থাকেন । উক্ত হেলেনিস্ শব্দ সূর্য্যার্ধক হেলিন্ শব্দ হইতে ব্যুৎপাদিত । গ্রীকেরা যে সূর্য্যকে Helios বলিয়া থাকেন, উহারও নিদান সংস্কৃত হেলিস্ (হেলি + সি = হেলিঃ বা হেলিস্) শব্দ । Heleenes শব্দের অর্থ সূর্য্যবংশীয় । কিন্তু গ্রীক যবনেরা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় । সুতরাং বোধ হয় অপোগন্ধানের রোনকপত্তনবাসী সূর্য্যবংশীয় কছোজ ক্ষত্রিয়গণ গ্রীশে বাইয়া প্রথমে উপনিবিষ্ট হইলেন, তৎকাল গ্রীকদিগের জাতীয় নাম Heleenes হইয়াছিল । পরে কছোজেরা ইটালীতে যাওয়া দ্বিতীয় রোমক পত্তনের পত্তন

করিয়া লাতিনজাতিতে পরিণত হইলেন। এই জন্তই গ্রীক ও লাতিন ভাষা সংস্কৃত বহুল ও গ্রীকজাতির মাইথলজি এবং দেবগণ ভারতীয় ভাষাপন্ন।

দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীরাও ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান। এখনও তথায় ভারতবিভাড়িত বলির সন্ন্য রসাতল (বলিভীয়া) বিরাজমান। এখনও দক্ষিণ আমেরিকায় “রামসীতোয়া” উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। বর্ম্মার মগেরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ও জাতিতে কিরাত। সমগ্র পূর্কোপদ্বীপ ভারতসম্ভানে পরিপূর্ণ; উহা ত্রিভূমি ভারতেরই অংশ ও অঙ্গবিশেষ। নেপালের প্রাচীন নাম চীন। এখান হইতে চীননামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণ বর্তমান চীনে বাইয়া উপনিবিষ্ট হইলেন। ইহার পূর্কনার জনলোক।

উদঃ জাতো হিমবতঃ

স প্রাচ্যাং নীয়াসে জনম্। অথর্কবেদ।

এখনও চীনের বহুলোক প্রকৃত হিন্দু এবং তথায় বহু গৃহে দশ মহাবিষ্ণুর পূজা ও আরতি হইয়া থাকে। এই চীনগণদ্বারাই জাপানজাতি গঠিত জাপানীদিগের দেবালয়ে সাইনবোর্ড সকল ত্রিছতী বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। তবে কেবল উত্তর আমেরিকাই স্বর্গ ও নরকের ভূতপূর্ব অধিবাসী দৈত্যদানবগণ দ্বারা অধ্যুষিত। উহারা এইক্ষণে তথায় রেড ইণ্ডিয়ান নামে পরিচিত।

স্মৃতরাং পাশ্চাত্যগণ যাহা যাহা বলিয়া থাকেন তাহার একটা কথাও প্রকৃত নহে। আমরা “ইউরোপীয়গণ ভারতসম্ভান” এই প্রবন্ধে বহু প্রামাণ্য প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদিগের মতের খণ্ডন করিয়াছি।

মহামতি উইলিয়ম এফ ওয়ারেন সাহেব যে প্যারাডাইজ ফাউণ্ড নামে গ্রন্থ লিখেন, পূজনীয় বলবন্তরাও গঙ্গাধর তিলক উহারই অনুগ্রামী হইয়া North pole বা উত্তরকেন্দ্রের আদিগেহসম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছেন। তিলক আমাকে তাঁহার Arctic Home in the Vedas নামক গ্রন্থ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সত্তিত আমার বহু আলোপণ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ও ওয়ারেন সাহেবের উক্তিপরম্পরা সম্পূর্ণ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

অনেকে ভারতের আদিগেহসম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছেন!! যেমন পূজনীয় ৮সত্যব্রত সামশ্রমিপ্রভৃতি। কিন্তু তাঁহাদিগের উক্তিও প্রমাণশূন্য ও বেদ

বিরুদ্ধ বলিয়া আমাকে পরিহার করিতে হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত গুপ্ত এম্-এ (ত্রিপুরা ব্রাহ্ম-সমাজের এক বক্তৃতায়) ইরাণকে আদিগেহ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা মূলগ্রন্থে ইরাণের আদিগেহত্ব নিরাকৃত করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এম্-এ, বি এল মহোদয় মডারেণ রিভিউতে মে ও আগষ্ট মাসে আশিয়ার দক্ষিণের কোন স্থানকে আদিগেহ বলিতে অভিলাম্বী হইয়াছেন। তাঁহার মত পরিশিষ্টে খণ্ডিত হইল। যখন বেদাদি কোনও শাস্ত্রই হিমালয়ের দক্ষিণের কোনও স্থানকে পিতা বা পিতৃলোক বলিয়া নির্দেশ করে না, যখন “ ছোঃ ” পিতৃপদবাচ্য, তখন ব্রাহ্মণ তাঁহার পক্ষে সাহেবদিগের কথায় বিচলিত হওয়া সমীচীন হয় নাট।

আমি মঙ্গলিয়ার মধ্যগত আলটাই (ইলাস্ফায়ো) বা মেরু পর্বতের সান্ন্যদেশকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি এবং জগৎবেদে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রহইতে যে সকল প্রমাণপ্রদর্শন করিয়াছি, বোধ হয়, তৎপাঠে কেহ আর আমার মতের পরিপন্থী হইবেন না। অবশ্য আমি নিঘণ্টুকোষ, যাক, শাকপুণি ও ঔর্ণনাভের নিকরু এবং উবট, সায়ণ, মটীধর ও শঙ্করভাষ্যের বহু কথাই অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনভাবে বেদব্যাখ্যা করিয়াছি, কিন্তু আশা করি তথাপি কেহ—

“ওরে মূর্খ আটলাটিকেরও

কি আবার পাড় আছে ?”

“তাত্ত্ব্য কৃপোদকেনব প্তম্।”

এই সকল ভ্রষ্টবুদ্ধির পদতলে স্বাধীন আত্মা বিলুপ্তিত হইতে দিয়া আমার কথাগুলি উড়াইয়া দিবেন না। আমি ৪৫ বৎসর অক্রান্ত পরিশ্রম ও গভীর গবেষণা করিয়া যাহা সত্য বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, কেহ সহসা তাহাতে অবিশ্বাস করিবেন না।

আমরা মূলগ্রন্থে দেখাইয়াছি যে, বামনবিষ্ণু আমাদের পূর্ব-পিতামহ বৈবস্বতমন্তু ও শসুপ্রভৃতিকে লইয়া অপোগস্থানের ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। তজ্জন্তু অন্তরিক্ষের একদেশ অপোগস্থান “সুরবয়” নামের বিময়ী-ভূত। কিন্তু দেবকুলধুরন্ধর বিষ্ণুকে উপদ্রুত দেবগণের জন্ত তিনবার (ত্রিশিৎ) ভারতে আসিতে হইয়াছিল। আমরা মনে করি তিনি প্রথমবার আফগানিস্থানের পথে আসিয়া পশ্চিমসমুদ্র পার হইতে কষ্ট পাইয়া শেষ দুইবার

বদ্রিনারায়ণের পথে ভারতে আগমন করেন। তাই আমরা কনথলের প্রান্তে হিমালয়পাদদেশে “হরিদ্বার” নামক তীর্থের অস্তিত্ব দেখিতে পাইয়া থাকি। তাঁহার প্রথমপাদবিষ্ণুপস্থান বিষ্ণুপাদ ভূমি ও গঙ্গার উৎপত্তিস্থান বিষ্ণুপদ সরঃ এই হরিদ্বারেরই সুন্দর উত্তরে সমবস্থিত। শাস্ত্রপ্রবীণ পূজনীয় কুম্ভমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ও বিষ্ণুর ভারতগমন স্বীকার করিয়া গিয়াছেন :—

The “three strides of Vishnu are noticed in the Rig Veda, in language which clearly points to the place whence the Aryans commenced their migratory march to India, perhaps under the guidance of Vishnu himself.

Aryan Witness, P. 22.

কিন্তু ইহাই প্রকৃত ত্রিভুজ, পরম্ব বোধ হয় বা it perhaps নহে। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় স্বাধীনভাবে বেদ পাঠ করিলে নিশ্চিতই এই perhaps শব্দের ব্যবহার করিতেন না। শত পথের সেই উত্তর গিরেঃ ননোরপসর্পণঃ ও বিষ্ণুসহ মনাদির ভারতগমন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অবশ্য অনেকই আমার প্রার্থনাবশতঃ আমার এই গ্রন্থের সমালোচনা করিবেন। আমার বিনীত প্রার্থনা ইহাই যে কেহ যেন আদি অন্ত না পড়িয়া ও মূল প্রমাণগ্রন্থগুলি না দেখিয়া সহসাই আমার মস্তক ছাতে না কাটেন। আদি জ্ঞানি, আমার এই গ্রন্থ ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় না গেলে এই ভারতবর্ষে আমি আমার পরিশ্রমের প্রকৃত ওজন করাইতে পারিব না, তথাপি বিনীত নিবেদন, কেহ অবিচারে গালিবষণ না করেন। আমি কোনও কথাই নূতন বলি নাই, ঋষিরাই বলিয়াছেন, স্বর্গ ও নরক ভৌম, দেবতারঃ নর ও মর এবং ঋষিরাই বলিয়াছেন যে, পিতৃভূমি স্বর্গের দেবাখ্যা (ব্রাহ্মণাখ্যা) নররাই ভারতে আসিয়া আৰ্যাজাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। যেমন সেই ভারতীয় আৰ্যাজাতিদ্বারা তত্ত্বান্ত দেশসমূহ অধুষিত, তেমনিই ভারতীয় সংস্কৃতভাষার বিকারেই গ্রীক, লাতীন, জেন্দা, হিব্রু ও জর্মন প্রভৃতি ভাষা গঠিত। বাইবেলও ভারতীয় হিন্দু যবনগণদ্বারা হিন্দুশাস্ত্রের সত্য ও ভ্রান্তিদ্বারা বিরচিত। এবং মহাত্মা যিশুও ভারতে আসিয়া বেদ, উপনিষৎ, গীতা ও মহুসংহিতাপ্রভৃতি পাঠ করিয়া গীতার তন্ময় হইয়া আপনাকে ভারতীয়

“কৃষ্ণ” নামে প্রখ্যাপিত করেন। তাঁহার খৃষ্ট নাম সেই ভারতীয় কৃষ্ণনামেরই বিকারবিশেষ। বাইবেলে খৃষ্ট নাম নাই।

আমি বেদ হইতে “দৈবতকাণ্ড”, “ভৌমকাণ্ড”, “মানবের আদিজন্মভূমি” ও “সারস্বতকাণ্ড” এই চারিখানি গ্রন্থ লিখিয়াছি। তন্মধ্যে প্রয়োজনবোধে প্রথমে তৃতীয়খণ্ড প্রহৃত্ত্ব-বারিধি বা এই গ্রন্থের প্রচার করিলাম। মানব-দেবতা অবদানকল্পতরু মাননীয় শ্রীলশ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাজ বাহাদুরের প্রদত্ত ৫০০ টাকা সাহায্যে ও সাহিত্যজগতে সর্বজনবিদিত বহুশাস্ত্রে কৃতশ্রম ও পারদৃশ্য পূজনীয় শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত হইল। এজন্ত ইংল্যান্ডের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিব। কলাগভাজন শ্রীমান্ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ বাবাজীউ আমাকে ওয়ারেণ্ সাহেবের গ্রন্থ দিয়া আমার প্রভূত উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহাকেও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আমার প্রাণের প্রাণ, প্রাণপ্রতিম কনিষ্ঠপুত্র স্বর্গত মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত আমার এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিতেছিল, সে গত ২৪শে আগষ্ট রাত্রি ৭টা ৩ মিনিটের সময় দেওঘরে, ছটি হাত বোড় করিয়া আমার বাম উরুতের উপর মাথা রাখিয়া—

কার্মিনি ! কার্মিনি ! মা মা !

হে বিশ্বেশ্বর ! হে বিশ্বেশ্বর !

বড় শ্লাঘা ! বড় শ্লাঘা ! বড় শ্লাঘা ! বড় শ্লাঘা !

এই কথাগুলি বলিতে বলিতে নীরব হইয়াছিল, স্তত্রাং অনুবাদের ভার অথোর হস্তে দিতে হইবে। শ্রাবণের উপাসনায় আমার মনোরঞ্জনের প্রথম ও শেষ প্রবন্ধ (পেন্সিল দিয়া মৃত্যুশয্যায় লেখা) “মিলন-মন্দির” মুদ্রিত হইয়াছে। এখন ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা, ভগবান্ আমাকেও সহরে তাহার সহিত সম্মিলিত করুন

যখন শোণনদের পশ্চিমতীরে মনোরঞ্জনকে লইয়া আমি কৈলোয়ারে ছিলাম, তখন সে দিবা দ্বিপ্রহরে তন্দ্রাবেশে স্বপ্নে দেখে, কে তাহাকে বলিতেছে, “তুই আর আঠার দিন এই পৃথিবীতে আছিস্”—ঠিক সেই অষ্টাদশ দিবসে সে শেষশাস্ত্রা করিল। আমিও তাহার মৃত্যুর দিন দেওঘরে দিবা দ্বিপ্রহরে

তদ্রূপে খোলাচক্ষে এক সন্ন্যাসীকে দেখিতেছিলাম। আমার চক্ষু খোলা ছিল, আমি এক তাননরনে সেই সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইতেছিলাম, কিন্তু আমার কনিষ্ঠা কন্যা সরযুবালার ডাকে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়। পরদিনও অপর এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে স্বপ্ন দেখি। ইহাতে আমার মনে হইতেছে যে, প্রথম জন মনোরঞ্জনকে লইয়া যাইতে ও দ্বিতীয় জন যেন আমাকে সন্ন্যাসী হইতে উপদেশ দিতে আসিয়াছিলেন? কে জানে ইহার ভিতর কি আছে?

৪৫।৫, শিমলা ষ্ট্রীট,

৮শে অগ্নিন, ১৩১৯ শাল।

কলিকাতা

সারস্বতগেহ।

হতভাগধেয়

শ্রী উমেশচন্দ্রদাশশর্মা।

PREFACE.

Western scholars have classified men as Caucasian, Mongolian, Ethiopian etc., or as Aryan and Non Aryan. But why we consider the whole human race as the descendants of one primitive pair? This riddle has been solved in this work.

If the whole human race be the descendant of a single pair, it follows that they had a certain original home in a certain region of the world. The object of my present work is to shew that this original home was Mongolia. The first man, Virat, lived on the slopes of Mount Méru or Altai in Mongolia. This place is referred to in the Hindu scriptures as "Vairāja-bhavana" or the abode of Virat. Western Scholars state that the cradle home of the human race could not be fixed and that it has not been alluded to in the Hindu Scriptures.

But I have attempted to show that the original home is not only named but its location clearly described in the Vedas, Upanishads, Smritis, Purānas, Rāmāyana, Mahābhārata etc., or, in other words, in the ancient literature which is the common inheritance of the

Hindus, Pársis, Buddhists, Christians and Moslems alike. This original home was Mongolia which was known as "Pitá," "Pitriloka" (the abode of the fathers), Dyo (the original heaven, or Nábhi ("navel", so named because it is situated in the middle of Asia). I have also pointed out that 'Svarga (heaven), Naraka (hell) and Pitriloka (the abode of the fathers) mentioned in the ancient Sanskrit literature refer to actual countries and not to any mythical "other worlds" visited by the departed souls. The original Svarga or Pitriloka is identical with Mongolia, the abode of the Devas ; Naraka is the country inhabited by the Daityas and Danavas, the step-brothers of the Devas. It was situated to the North of Lake Mánsa.

Neither Bactria, nor the banks of the Amu or Jaxartes, nor the slopes of the Hindukusha, or Persia could properly be designated as Central-Asia ; and there is no foundation of the view expressed by western scholars that one branch of the Aryans dwelling in one of those countries migrated to Europe via Caucasus, while the other settled in Persia and that a part of the second branch settled in India and became known as the Hindus. There is no authority in support of the above view or of the view of Messrs. Latham, Poesche, Penka and other scholars that the shores of the Baltic sea were the original home of the Aryans, nor are they based on sound reasoning. On the other hand my theory is supported by the Vedas and other Hindu Scriptures.

Being dislodged by the Daityas and Danavas from the Paradise (original home), our ancestors, the Devas, migrated to India and having extended their power over the dark-skinned aborigines, became known as the "Áryas" or Lords. They became known as Áryas only when they came to India and not formerly. Their earlier designation was Bráhmaṇa or Deva. The land occupied by them was Áryáavarta or "Aryanem Vaejo" (Varta of Aryas).

There having arisen among the Áryas or the Devas settled in India, a dispute as to the form of worship, eating and drinking etc., they were split up into the Asuras and Devas or Suras.

सुरापरिग्रहात् देवाः सुराख्या इति विभ्रुताः ।

"Having drunk wine, they became Suras". The Asuras being defeated

in the conflict that ensued were forced to take shelter in what is now known as Persia and Turkey in Asia. This conflict is known in the Hindu Scriptures as the *Devi-yuddha*.

The Asuras were thus Aryans, Devas and Brahmanas also (Brahmana does not here mean Brahmin by caste but "performer of austerities"). Vritra, the leader of the Asuras, founded a country in Northern Persia which became known as *Aryayana* (the abode of the Aryas) or Aryans). His younger brother, Bala, founded the kingdom of *A'suriya* (Assyria in Turkey and the country founded by the Panis, a clan of the Asuras, was Phoenicia. The exodus of the Asuras from India is fully described in the Rigveda. Not advancing mere theories, but relying on our authoritative holy Scriptures, we must take the Parsis, Assyrians, Carthagians, Phoenicians and the Pœnis (which is the Latin form of Sanskrit Pani) and Moors of Northern Africa as migrators from India having their original home in Mongolia.

Prince Yavana was the son of Turvasu, the grandson of King Nahusha of the Lunar Race. His descendants were the Yavanas and their country was *Ya'vanina* (Yunani, Junan etc.). Being defeated by King Sagara, they were forced to shave their heads, give up their religion and flee from their country. They settled themselves in Palestine and became the Jews (the word Jew being derived from Sanskrit *Yavana* through the Prakrita form of *Jona*). One branch of them went to Arabia and another to Egypt and became the ancestors of the Moslems and the Egyptians respectively. Hence the Arabs describe themselves as the descendants of Nu, who is identical with our Nahusha. This Nahusha and his son *Yaya'ti* are also referred to in the Bible as Noah and Japhet. The Egyptians followed the Puranic religion of the Hindus. Thus their chief deity was the bull-bannered Isis (Skr. Isa—Siva). The word "Pyramid" also refers to Sanskrit "Puri-matha".

Mr. Pococke has recorded, in his "India in Greece," that the *Ethiopians of Africa claimed to be the sons of India.

The Greeks are descended from a colony of the Egyptians in Europe. So the Greeks still use the word *Nahush* as a surname.

(This fact has been made known to me by my third son, Mr H. L. Gupta who visited Greece). Hence also the affinity of the Greek mythology and language with those of India. Thus the people of Turkey, Persia, Arabia, Egypt, Abyssinia, Carthage, Morocco and Greece are migrators from India and so remotely from Mongolia.

Being disgraced by king Sagara, the Kambojas, a tribe of Kshatriyas of the Solar (or rather of the Vaivasvata) race fled to Europe. These are the ancestors of the Helenics of Helas or the Greek as they called themselves (Sans. Heli, Nom. Sing. Helis, or Helin means the "sun"). A band of Yavanas of the Lunar race and of Kambojas of the Solar race founded a city on the Tiber, named Rome after the original city of Romaka (in Apogasthara, a country in Ketumala) and became the fore runners of the Roman or Italian nation, the original home of which was thus Mongolia.

Saka was the son of Narishyanta, one of the nine sons of Manu Vaivasvata, the king of Ayodhya. Lord Buddha is known as Sa'kyasinha (the Lion of the race of Saka) owing to his birth in this line. The larger portion of the Sakas, the descendants of the prince Saka, had to leave India, and they settled on the slopes of Mount Caucasus owing to their disgrace (of having to shave one half of their heads) and their defeat by king Sagara.

यत् शका वाचमारुहन् अन्तरोक्षम् ॥ अथर्ववेद ।

These migrators carried with them Indian culture, religion, custom and the *Sakari tongue*, a dialect mid-way between Sanskrit and Anglo-saxon.

शकाराणां शकादीनां शकारो मय्ययोजयेत् ॥ साहित्य-दर्पण ।

Thus Sanskrit *Pa'thas*, Bengali *Pa'thara*, Sa'kari *Va'thar*; whence *Outhura* used in Lanka and A. S. *Water*, English *Water*, German *Wasser* and Greek Hyder are derived.

This Saka sunu ("son of Saka") tribe of the A'rya race established the Kingdom of A'rya'ra'ina' (Erzeroum)

(आर्या रमन्ते च न आर्यरम)

in Turkey and became known as A'rya Ma'navas (Armenians). Then they left the slopes of the Causasus and proceeded to Europe. So

the Europeans describe them as of the Caucasian race. But though Caucasus was their home just before their entrance into Europe, their original home was in Mongolia. Scythia is only a corruption from *Sakīvasatha* or "the abode of the Sakas" on the west bank of Kaśyapina (Caspian) Sea. Hence the Northern Saka-sunus proceeded still more to the North-west and thus became the Saxons of Saxony.

The Sakas were Hindus and so they persuaded their preceptors and priests, the Sarmans, to accompany them. The settlement of these Sarmans was Sarmānēsiyā (Sarmetia). Thence they proceeded to the North west and became the progenitors of the modern Germans. The word *German* is simply *Sarman* with the change of the sound of *S* into that of *G*. "German" may also be derived from "*Jaramāna*" which occurs in the Veda and has been explained by Sa'yana as meaning "worthy of reverence". Though there is no caste system in Europe, the Germans rank very high in nobility and it is most probably due to their being the descendants of Brahmans. Thus the Saxons, Germans, and (hence their kinsmen) the English are descended from an Indian race having their original home in Mongolia.

The kingdom of the Kiratas, a degraded Kshatriya race, was to the south east of Nepal. Thence proceeded to Burma a band of Kirātas described in the Rāmāyana as gold-coloured and fine-looking. These were the ancestors of modern Burmese. Another band of the same people proceeded to the south-west and founded the "kingdom of Kirātas" or Khilat. The Kelts of Spain, Portugal, France and Ireland are sons of the Kirātas who migrated to Europe from Khilat. The word Gaul is only a variant of "Kelt". The Slavs were the inhabitants of the Uttara (Northern) Kuru where they migrated directly from Mongolia (and not via India as the other nations of Europe did). Thus it follows that Mongolia is the original home of all the races of Europe. It is needless to add that the Encyclopædia Britannica and other authorities derive the words Saxon, Kelt, etc., in other ways. But scholars will judge which of these sets of derivations to prefer—that without any authority or that supported by authoritative Hindu Scriptures.

The Chinese, a race of degraded Kshatriyas, lived in Nepal, the old name of which was China. These Chinese migrated to the country the ancient name of which was "Jana loka" but which is now known as China after them. Even now relics of Hindu religion, e. g., the worship of the ten Maha'vidya's are to be met with in China. Japan was settled by some Chinese tribes and also by hundreds of Bengalis proceeding there to preach Buddhism, as is proved by the fact that the sign-boards of the temples in Japan are even in the present day written in "Trihuti" Bengali characters. Thus Mongolia is the original home of the Chinese and Japanese also.

The Malaya Peninsula, Siam, Burmah, Anam, Cambodia, etc., are only a division of "the three divisioned" (Vedic *Tribhumi*) India. Hindus are to be found in the Isle of Bali, Java etc., even to the present day. It is also a known fact that Lanka' (Sarana Dvipa), Ceylon and other islands are occupied by Indian tribes. Thus Mongolia is the original home of the inhabitants of Farther India, Malaya Archipelago, Lanka, Ceylon etc.

That Bharata conquered Ga'ndhara (Kandahar) from the Gandharvas and founded two cities, Pushkara'vati (Ghazni) and Takshasila' (Taxila) named after his two sons is known to all readers of Ra'ma'yana (Uttaraka'nda, 101).

The Ya'davas reigning in the city of Pratishtana to the east of Praya'ga (and not the city of the same name in the Deccan) fled to Kabul from fear of Jara'sandha (See Mahabharata). Their descendants are the Pathans derived from Pratishtana through the intermediate form of Pustana). Thus Mongolia is the original home of the people of Afganistan also.

America is the seven Patalas (nether regions) of the Hindu Scriptures which state that the Daityas, Danavas and Nagas migrated from Mongolia, Tartary, Tibet, and Middle-Siberia to Patala or America. Some Asuras or Parsis (e. g. Mahishasura) were forced to proceed to America from India also.

दैत्याश्च देव्या निहतैश्च शुभे देव-रिपौ बुधि ।

निशुभे च महावीर्ये मेधाः पातालमायवुः ॥

बुद्धौ ।

The kingdom of Vasuki, the Naga (Serpent)-king, was Patagonia and that of the Daitya King Bali was Bolivia (Skr. Bali-bhumi—the land of Bali. Thus the Red-Indians are the descendants of the people of Mongolia.

The celebration of the festival of “Ramsitoya” in many parts of South America and the fact that the Ancient American temples were built after Hindu model prove the existence of a Hindu Colony there.

Recently a stone image of Krishna or Buddha has been dug out in America. American scholars have come to the opinion that it was carried there by the Aryas of Central Asia. But there never was, nor now is, any race known as the Aryas in Central Asia : nor can the image of the purely Indian Krishna or Buddha originate there. Thus we must conclude that the image is that of Krishna who flourished some 2500 years before the time of Buddha, and that it was carried to America by the Hindus. Thus the cradle of all the Americans was Mongolia.

I have thus tried to show that Mongolia was the original home of the whole of human race. Of course the ancient traditions of the Kaffris, Kukis, Garos, Abors, Esquimaus etc, are not known ; but as the Hindu Scriptures point out that the Rakshasas, Kinnaras, Gandharvas etc, migrated from Svarga (heaven) to India and other countries, their original home must be taken as Mongolia. They came so long before the advance of the ancestors of the Aryas that their skin was scorched into black by the burning climate. The languages of the Garos, etc, show traces of their being derived from a corrupted form of Sanskrit.

Now I appeal to you, my Indian brethren, and all Aryan brethren of Asia, Europe, America and Africa, who are late inhabitants of India, to think freely and to study the Vedas and other ancient literatures of India, which you have inherited, and I am sure that you all will come to my conclusions.

After a laborious study, extending over 45 years, in the various departments of Sanskrit Literature, and having devoted myself for more than 25 years specially to the Vedas, the Upanishads and

other important works related to them, and collected materials from these original sources, I have compiled, a book of research on the antiquities of India entitled the "Pratnatattva Varidhi" of which the first Volume, the "Daivata Kanda", treats of the Devas; the second, the 'Bhauana Kanda', of the geography of the Vedic Age, and the Ethnology of the world, the third (the present work), the "Manaver Adi janna-bhumi" of the original home of mankind, and the fourth, the 'Sarasvata Kanda', of the civilisation of the ancient Hindus, their Religion, Philosophy, Philology and Science and Art, and they attempt to prove that the Hindus were the first teachers of mankind,* and the world's civilisation is immensely indebted to them. It, moreover, goes to point out, in addition, to their proficiency in Physical Science, Astronomy, Chemistry, Botany, and Mathematics, their high progress in the modern Mechanical Science, notably in their invention of Steam and Locomotive Engines, Balloons, Guns, Iron Ships etc., etc. In the section on Philology, I have shown that Sanskrit is the parent of all the Languages, ancient or modern, of the whole human race.

Heaven is in the next world, the Devas are adorable, Antariksha or Nabhas (which really refers to Turkey, Persia and Afghanistan) is the region of air, Akasa or Vyoma (which really means Mongolia) the void sky, and we, Hindus, are the original inhabitants of India—these mistakes led all the Indian commentators out of the way. Therefore I am writing a Sanskrit Commentary of the Rigveda called "Prakritartha Vahini" with a Bengali translation giving a new and true interpretation.

The Hon'ble Maharaja Manindra Chandra Nandi Bahadur of Kasimbazar, who is famous for his charity and kind-heartedness has very kindly helped me with the princely donation of Rs 500 to defray the costs of publishing this work. But want of funds prevents me from publishing my other works. Is there not such a real rich man who can help me?

UMESH CHANDRA DASH SHARMA,

45/5 Simla Street,

CALCUTTA :

Sarasvata-Geha.

VIDYARATNA.

* एतद्देशपसूनस्य सकाशात् अयजन्मनः ।

स्वं स्वं चरितं शिष्टैरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ मनु ।

মানবের আদি জন্মভূমি

সমগ্র মানবজাতি একনিদানসমুখ

“কোদদর্শ প্রথমং জায়মানম্”

ঋগ্বেদ বলিতেছেন, কোদদর্শ প্রথমং জায়মানম্ ? প্রথম উৎপন্ন ব্যক্তিকে কে দেখিয়াছে ? ন কোপি । কোন ব্যক্তিই প্রথম জায়মান ব্যক্তিকে দেখে নাই । কেন ? যখন জগতের সকল নরনারীর আদি মাতাপিতা অথবা প্রথম মানবদম্পতি জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন জগতে আর কোন মানব ছিল না, সুতরাং দেখিবে কে ? তখন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পশু, পক্ষী ও কীট পতঙ্গেরাই যাহারা নিকটে ছিল, তাহারা তাঁহাদিগকে দেখিতে সমর্থ হইয়াছে । সুতরাং সেই আদি মানবমিথুন জন্মপরিগ্রহদ্বারা কোন্ স্থান পবিত্র করিয়াছিলেন, তাহা দুজ্জের্য নহে, পরশু অবিজ্জের্য । তবে আর এ বিষয়ে লেখনী ধারণের আবশ্যকতা কি ? ইহা কোন মানবই, সেই আদি স্মৃতিকাগারের অবস্থানবিন্দু অঙ্গুলিনির্দেশদ্বারা দেখাইয়া দিতে সমর্থ নহে, এবং সমর্থ হইতে পারিবেও না, কিন্তু জগতের আদি মহাকাব্য আদি মহা পুরাবৃত্ত ও আদি মহাগ্রন্থ বেদচতুষ্টয়, সেই আদি স্মৃতিগেহসনাথ আদি প্রত্নৌ-কের স্থাননির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন । পৃথিবীর আর কোন জাতির আর কোন গ্রন্থই সেই আদি পিতৃভূমির নাম ও সীমানির্দেশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই ।

আচ্ছা জগতে যখন খেত, কৃষ্ণ, খর্ব্ব, স্থূল, উন্নতনাসিক ও অবনতনস এবং প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত-হনুইত্যাदि নানা পৃথক্শ্রেণীর লোকই দেখিতে পাওয়া যায়, তখন জগতের সমগ্র নরনারী যে একমানবদম্পতি-প্রভব, তাহা কি প্রকারে মনে করা যাইতে পারে ? কেনেরী স্বীপের লোকেরা অষ্টাপি শিশ

দিয়া কথা কহিতেছে, ভাষাহীন মনুষ্যের সত্তাও জগতে বহু দেখিতে পাওয়া যায়, আর যত লোক রহিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যেও একের ভাষার সহিত অন্যের ভাষার কোনও সমতাই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে না, সুতরাং মনুষ্যগণ একই সময়ে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মানবদম্পতি হইতে প্রসূত হইয়াছিল, যদি ইহাই প্রকৃত ঐতিহ্য হয়, তাহা হইলে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া একটি নির্দিষ্ট স্থান কিরূপে থাকিতে পারে ?

ইহা পাশ্চাত্যকোবিদবৃন্দের হৃদয়ে একদা এ জিজ্ঞাসারও সমুদ্রেক না হইয়াছিল, তাহা নহে। তাঁহারা তৎকালে মনুষ্যদিগকে ককেশীয়, মঙ্গলীয়, ইথীওপিয়, কাক্রী ও নিগ্রো প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু আমরা ইহার মূলে কোনও সত্য আছে বলিয়া মনে করিয়া থাকি না। কেন ?

পশু-পক্ষি-প্রভৃতির গ্রাম মানুষ কোন বন্ধমূল সংস্কার বা ভাষা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন না; ভাষা তাঁহারা নিজেরাই গড়িয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং সেই ভাষা প্রণয়ন করিবার মহাশক্তিলাভ করিবার পূর্বে যে সকলজাতি সেই আদি প্রত্যেকঃ পরিত্যাগপূর্বক কেনেরি প্রভৃতি দ্বীপে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, অথচ নিজেরা চেষ্টা করিয়া কোন ভাষার সৃজন করিয়া করেন নাই বা লইতে অসমর্থ হইয়াছেন, তাহারাি আজি জগতে ভাষাহীনজাতি বলিয়া পরিজ্ঞাত। তৎপর সেই আদি পিতৃভূমিতে ভাষার কতক সৃষ্টি হইলে, তাহারা সেই অপরিণত ভাষা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের ভাষার সহিত আমাদের তদানীন্তন প্রাচীনতম ভাষার আংশিক মিল থাকিলেও নানা কারণে বিকারগ্রস্ত তাহাদিগের ভাষা ও অতুন্নত আমাদের বর্তমান ভাষার সহিত সমতা প্রদর্শনও অসম্ভব। তবে ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিলে উহার মধ্যেও যে অসীম সমতা রহিয়াছে, তাহা অল্পভূত হইতে পারে। “যোজনাস্তুর ভাষা” যেমন ভাষা যোজনাস্তুরে যাইয়া বিকৃত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সভ্যতার উন্নতি ও অবনতির সহিতও ভাষা কালে কালে পরিবর্তনশীল হইয়া থাকে, তৎকালে একই ভাষাভাষী একই মনুষ্যজাতির মধ্যে আজি ভাষাগত এত গভীর বৈষম্য সমাগত। জগতের আদি ভাষা গীর্জাণবাণী বা সংস্কৃত ভাষার বিকারে জগতের আর্ধ্য অনাৰ্য্য সমগ্র জাতির ভাষাই উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু নানা বিকারের সংঘটন ও নানা প্রাদেশিক ভাষার স্বাতন্ত্র্যবশতঃ এবং

ঔপনিবেশিকগণের ভাষায় নানা নূতন নূতন শব্দের সমাগমনিবন্ধন আজি মাহুষ, "আদিতে জগতের সমুদয় লোক একই সংস্কৃতভাষাভাষী ছিল", ইহা অস্বীকার করিতেও সমর্থ নহেন। কিন্তু সমুদয় পৃথিবীর সভ্য মানবজাতির আদি পৈতৃক সম্পৎ বেদ, জগতের দ্বিতীয় যুগের গ্রন্থ রামায়ণ ও চতুর্থ যুগের গ্রন্থ বাইবেলে মানবগণ যে পূর্বে একই ভাষা-ভাষী ছিলেন, তাহা বিশদাকরেই বিবৃত রহিয়াছে। সেই একই ভাষা যে প্রকার আবহাওয়া ও অন্ত্যস্ত নানা কারণে নানা বিকারের ভিতর দিয়া নানা স্থানে যাইয়া নানা মূর্তি ধারণ করিয়াছে, তদ্রূপ জগতের একই মানব নানা স্থানে যাইয়া আবহাওয়া, আহাৰ্য, বিজ্ঞা, বুদ্ধি ও ব্যবসায়প্রভৃতির পার্থক্যবশতঃ এই দৈহিক আকৃতিগত বৈষম্য উৎপন্ন করিয়াছে। ভাষার স্থায় মনুষ্যের আকারও যোজনাস্তরে পার্থক্য-ভাজী। কলিকাতার লোক হইতে নদীয়া ও যশোহরের লোকের আকার স্বতন্ত্র, আবার বরিশালের লোকে যেন সে স্বাতন্ত্র্য আরও একটু স্বাতন্ত্র্যবান্। ফলতঃ মানবজাতির মধ্যে খেত, কৃষক বা ককেশীয়, নিগ্রো অথবা আৰ্য্য, অনার্য্য বলিয়া কোন ঐশ্বরিক ভেদ নাই।

এরূপ জনশ্রুতি যে আদি মানবদম্পতি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন। একালেও আমরা সাক্ষর ও সভ্যলোক অপেক্ষা নিরক্ষর ও অসভ্য লোকদিগের বর্ণগত ও আকারগত বহু বৈষম্য দেখিতে পাইয়া থাকি। পাঁচ সহোদর ভ্রাতার মধ্যে পণ্ডিত ও কৃতবিদ্য ভ্রাতার যেরূপ আকার, নিরক্ষর বা দস্থ্যতন্ত্রর কিংবা বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ভ্রাতার আকার ঠিক তদ্রূপ নহে। আবার সমতলক্ষেত্রবাসী লোকদিগের আকৃতির সহিতও পর্বতপ্রধানস্থানবাসীদিগের আকারগত বৈষম্য স্বতই অত্যধিক। পাঞ্জাব ও রাজপুতনার যে ক্ষত্রিয়গণ উন্নতনাসিক ও পরিমিতহনু, সেই ক্ষত্রিয়গণেরই যে সকল নেদিষ্ঠ দায়াদ নেপাল বা মণিপুরে যাইয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের নাসিকা অস্বল্পত ও হনু দ্রাঘিমাশনাথ। চীন ও জাপানীদিগের আদি নিবাসভূমি ভারতবর্ষের নেপাল ও বঙ্গদেশ, কিন্তু আজি আবহাওয়ার পার্থক্যনিবন্ধন তাঁহাদিগের মধ্যেও যেমন ভাষাগত বৈষম্য ঘটিয়াছে, তদ্রূপ আকারগত বৈষম্যও ঘটিয়াছে। কিন্তু জাপানবাসীরা জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যেরূপ অত্যাশ্রিত লাভ করিতেছেন বা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহাদিগের নাসিকা অচিরেই উন্নতি লাভ করিবে। এই ভারতবর্ষের মধ্যেও

বহু পরিবারে ঋতনাসিক প্রশস্তহনু লোক শতকরা পঁচিশ জন বিদ্যমান, ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও এ হেন অবস্থা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং আকার বা ভাষাগত বৈষম্যদ্বারা মনুষ্যগণকে ভিন্নপিতৃমাতৃক ভিন্ননিদানজ্ঞ মনে করা সমীচীন নহে। প্রথম যুগের লোকেরা বহুদিন বর্ষের ছিলেন, তাঁহা-দিগের দৈহিক বর্ণও কৃষ্ণ ছিল, তাই আফ্রিকার কাফ্রী, ভারতের গারো ও সাঁওতাল প্রভৃতি জাতিতে কালিমার এত প্রবলতা। শীত ও গ্রীষ্মের প্রভেদও দৈহিক বর্ণের নিদান হইয়া থাকে। শীত প্রধানদেশের বহু লোক মূর্খ বা বর্ষের হইলেও শুক্রিমা ভজনা করিয়া আসিতেছে। ইউরোপের নিম্নশ্রেণীর লোক ও আমাদিগের কাশ্মীর, নেপাল ও ভূটান প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোক তাহার উদাহরণ ভূমি। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদিগের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও অধিকাংশ লোক কৃষ্ণ বা শ্যামবর্ণ। ইহার কারণ ভারতের গ্রীষ্ম-প্রধানতা। বেদের বহু স্থলে বিবৃত রহিয়াছে যে, আমরা আমাদিগকে খিড্ডা (১৮—১০০ সৃ—১ম) বা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট ও এ দেশের আদিমনিবাসী বর্ষের লোকদিগকে তাহাদের বর্ণের কৃষ্ণত্বনিবন্ধন “কৃষ্ণত্বচ্” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। সেই শ্বেতকায় আমাদিগের বর্ণগত কালিমার একমাত্র প্রধান কারণ বা নিদানই আমাদিগের দেশের গ্রীষ্মাধিক্য। সুতরাং ভাষা ও বর্ণগত বা আকারগত প্রভেদ থাকিলেও মনুষ্যগণকে পৃথকনিদানসমূহ মনে করিবার কোন হেতুই দেখা যায় না। সেরূপ হইলে আমাদিগের বেদ বা বাইবেলাদি গ্রন্থে উহার কোন না কোন আভাস থাকিতই।

তৎপর আমাদিগকে উহাও ভাবিয়া দেখা কর্তব্য যে, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশ এবং আরব দেশ ও বহু দ্বীপ উপদ্বীপ সমুদ্রপ্রসৃত। আফ্রিকার মধ্য ভাগ এখনও আপনার বাল্যাবস্থার পরিচয় প্রদান করিতেছে। সাহারা মহা মরু, শুকদেহ মহাসাগরের বক্ষঃস্থলবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে, প্রাচীনতম বেদ গ্রন্থে হরিয়ূপীয়া বা ইউরোপ মহাদেশের সমুল্লেক্ষ থাকিলেও উহা সপ্তদেব লোক সনাথ কাণ্ডপীয় মহাদেশ বা আশিয়া ও সপ্তপাতাল বা আমেরিকা হইতে বহু অববয়বাঃ। ঐ সকল দেশে যে সকল সভ্য জাতি বসবাস করিতেছেন তাঁহারা আমাদিগের ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব অধিবাসী। আফ্রিকার কৃষ্ণত্বচ্ লোকেরা তথাকার আদিমনিবাসী হইলেও সে দেশের অর্কাচীনতানিবন্ধন

কাক্রীদিগকে পিতৃভূমির প্রাথমিক যুগের লোক ভিন্ন আফ্রিকার ভূইফোড় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ঐরূপ আরব, তুরুক, পারস্ত বা অপোগ স্থানবাসীরাও ভূতপূর্ব ভারতসন্তান।* ব্রহ্ম, শাম, আসাম, চীন, জাপান ও বালীপ্রভৃতি দ্বীপ এবং লঙ্কা ও সিংহলদ্বীপবাসীরাও ভূতপূর্ব ভারত সন্তান। আমেরিকার পেরুপ্রভৃতি দেশের অধিবাসীরাও ভারতহইতে ঐ সকল দেশে যাইয়া উপনিবেশিত হইয়াছিলেন। আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ানগণও উক্ত মহাজনপদের আদিম অধিবাসী নহেন। আজি তাঁহারা সভ্যসমাজের বহিষ্কৃত হইলেও একদিন তাঁহারা শৌর্য ও বিদ্যাবুদ্ধিবলে জগতে সমগ্র সভ্য সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্রে দৈত্য ও দানব প্রভৃতি বলিয়াই সমাখ্যাত, সুতরাং তাঁহারা আমাদের মাতৃশ্রেয় বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তাঁহারাও স্বর্গদেশ কিম্বুকৃষ্ণবর্ষ বা তিব্বতের প্রত্যন্ত ভূমি “নরক” নামক জনপদ হইতে পাতাল বা আমেরিকায় যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। রুশিয়ার গ্লাভনিকগণও উত্তর কুরু (North Siberia) বা ব্রহ্মলোকের ভূতপূর্ব অধিবাসী ও দেবকুলপ্রভব। খুব সম্ভব কোনও হিমপ্রলয়কালে তাঁহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া রুশিয়ায় যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিতে বাধা হইয়াছিলেন। আমরা হিন্দুগণ ও পারশিকেরা ভারতের অধিবাসী হইলেও আমরা কেহই ভারতের আদিম অধিবাসী নহি। সুতরাং মনুষ্যগণ যে সর্বদা একটা নির্দিষ্ট পিতৃভূমিতেই উৎপন্ন হইয়া বসবাস করিতেছিলেন, উহা যেন বস্তুতই স্বতঃসিদ্ধ। যদি জগতের আমূল মানবজাতি, ভিন্নভিন্ননিদানপ্রভব হইতেন, তাহা হইলে আমরা জগতের নানাদিকে নিশ্চিতই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রাচীনতম পিতৃভূমি দেখিতে পাইতাম, জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রাচীনতম গ্রন্থ সমূহেও উহাদের কোন না কোনও প্রকারে সমুলেখও থাকিত, কিন্তু কুত্রাপি সেরূপ বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না, জনশ্রুতিও উহার কোনও রূপ সমর্থন করে না। কি ভারতবর্ষ বা আরব, পারস্ত, তুরুক, কি ইউরোপ কিংবা কি আফ্রিকা অথবা কি আমেরিকা ইহার প্রত্যেক স্থানের অধিবাসীগণই আপনাদিগকে এই সকল দেশের উপনিবেশিক

* মাতা মনুর সন্তান দ্বিতীয় বরণপ্রভৃতি কেহ কেহ কেবল পিতৃভূমি হইতে পারস্ত ও অপোগ স্থানে গমনকরিয়াছিলেন।

বা আগন্তুক বলিয়াই অবগত, পরন্তু আদিম অধিবাসী বলিয়া নহে। পৃথিবীর সভ্যজাতির কোনও প্রাচীনতম বা আধুনিক গ্রন্থেও এই সকল স্থানের মধ্যে কোনও একটি স্থান সমগ্র মানবজাতির বা কতিপয় মানব সম্প্রদায়ের আদি পিতৃভূমি বলিয়া প্রখ্যাপিত বা প্রখ্যাত নহে।

“পিতা”, “পিতৃভূমি” বা “পিতৃলোক”

প্রভৃতি শব্দও জগতের অন্ত কোনও জাতির গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু জগতের সমগ্র মানবজাতির আদি সাধারণ পৈতৃক গ্রন্থ বেদসমূহে যেমন ইহা রহিয়াছে যে—

“স্বর্গ ও ভারতবর্ষই জগতের মধ্যে প্রাচীনতম জনপদ”

তদ্রূপ সমগ্র বৈদিক গ্রন্থে “পিতৃলোক” বা “পিতৃভূমি” বলিয়াও একটি পবিত্র প্রত্নোক: বা পুরাতন স্থানের নাম বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এই পুস্তকে সেই মহান্ প্রত্নোক: পিতৃলোক বা মানবের আদি জন্মভূমির কথাই বিবৃত করিব। এবং সাহসভরে আশা করি সকলকে অঙ্গুলিনির্দেশপূর্বক সেই পিতৃভূমির অবস্থানবিন্দুও দেখাইয়া দিতে সমর্থ হইব। ঋগ্বেদের একত্র বিবৃত রহিয়াছে যে—

সনা পুরাণ মধি এমি আরাং

মহঃ পিতৃ জনিতু জামি তন্নঃ ।

দেবাসো যত্র পনিতার এবৈঃ

উরৌ পথি ব্যাতে তস্তু রন্তঃ ॥ ৯—১৪২—৩ম।

তত্র সায়ণভাষ্যঃ...হে জ্যোঃ ! মহো মহত্যাঃ পিতুঃ সর্কশ্চ পালয়িত্যাঃ জনিতুঃ জনয়িত্যাঃ তব সনা সনাতনং পুরাণং পূর্বক্রমাগতং নঃ অস্মাকং যদেতৎ জামিষ্মঃ

“সর্বম্ একস্মাৎ জাতম্”

ইতি জ্যো ভগিনী ভবতি । তাদৃশং ভগিনীত্বং তৎ আরাং অধুনা অধ্যোষি স্মরামি দিবঃ পিতৃশ্চে জনয়িতৃশ্চে চ মন্ত্রবর্ণঃ

„জ্যোর্মৈ পিতা জনিতা

নাভিরত্র” ইতি । ৩৩—১৬৪২—১ম।

যত্র যশ্চাং দিবি অন্তর্মধ্যে উরৌ বিস্তীর্ণে ব্যুতে বিবিঞ্জে পথি নভসি পনি-
তারঃ স্বাং স্ববস্তো দেবাসো দেবাঃ এবৈঃ গমনসাধনৈঃ শ্বৈঃ শ্বৈঃ বাহনৈঃ সহিতাঃ
সন্তঃ তস্তুঃ তত্র স্তিতাঃ দেবা মদীয়ং স্তোমং শৃশ্বন্ত ইতি ভাবঃ ।

দত্তজানুবাদ . আমি এক্ষণে মহৎ পিতার সেই সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিত্ব
চিন্তা করি । তাঁহার বিস্তীর্ণ নির্জন পথে স্তিতিকারী দেবগণ স্বীয় স্বীয় বাহনের
সহিত অবস্থান করেন ।

আমরা এই ভাষ্য ও অনুবাদের সকল কথা তথ্যবাহিনী বলিয়া গ্রহণ
করিতে পারি না । “পিতা” পদের প্রকৃত পদার্থগ্রহ যে কি করিতে হইবে
তাহা ভাষ্যকর্তা ও দত্তজ মহাশয়ের নিযুক্ত পণ্ডিত মহাশয় কেহই ঠিক করিতে
পারেন নাই, কেবল প্রতি শব্দ বসাইয়া দায়িত্ব কাটাইয়া গিয়াছেন মাত্র ।
তথাপি আমরা ভাষ্য অপেক্ষা বরং অনুবাদের বহু অংশ প্রকৃত বলিয়া স্বীকার
করি । আমাদের মতে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ এইরূপ হওয়াই যেন
সঙ্গত ।

অস্মৎকৃতপ্রকৃতার্থবাহিনী টীকা . কেনচিৎ ভারতবাসিনা ঋষিণা পিতৃ-
ভূমি মুদ্দিশ্ব এবমুক্তম্ অহং আরাৎ দূরাৎ (আরাৎ দূরসমীপয়োঃ ইত্যমরঃ),
নঃ অস্মাকং ভারতগতানাং দেবানাং আর্ষীভূতানাং ভারতবাসিনাং মহঃ মহতঃ
জনিতুঃ জনয়িতুঃ (জনিতা মন্ত্রে ইতি পাণিনিঃ) জন্মভূমেঃ পিতুঃ পিতৃভূমেঃ
তৎপূর্বক্রমাগতং সনা সনাতনং পুরাণং প্রাচীনতমং জামি জামিত্বং জ্ঞাতিত্বং
“স্বর্গবাসিনো দেবা অস্মাকং জ্ঞাতয়ঃ” ইতি অধ্যমি স্মরামি সততং চিন্তয়ামি ।
যত্র পিতৃভূমৌ যদন্তঃ মধ্যে উরৌ বিস্তীর্ণে ব্যুতে বিবিঞ্জে পথি দেবযানে পথি
পনিতারঃ স্তিতিকারিণঃ, যাগযজ্ঞপরায়ণাঃ দেবাসঃ দেবাঃ এবৈঃ শ্বৈঃ শ্বৈঃ
আয়ুধৈঃ উপলক্ষিতাঃ সন্তঃ সততং শত্রোরাগমনভয়াৎ ইতি ভাবঃ তস্তুঃ ।

অনুবাদ—আমি আজি বহুদূরহইতে বহুদিনের পর আমাদের পূর্ব
জন্মভূমি পিতৃলোকবাসীদিগের সহিত আমাদের সেই সনাতন পুরাতন
জ্ঞাতিত্বের কথা ভাবিতেছি । যেখানে আমাদের জ্ঞাতি দেবতারা দেবযান
পথে সশস্ত্র থাকিয়া যজ্ঞাদিতে স্ততিপাঠ করিতেন ।

যাহা হউক দেবগণের বাসস্থান স্বর্গই যে এই মহতী পিতৃভূমি, তাহা
আমরা যথাস্থানে বলিব । তবে এখানে সাঙ্গণ যে—

সৰ্বম্ একস্মাৎ জাতম্

এই একটি মহাবাক্যের অবতারণা করিয়াছেন, আমরা তৎপ্রতিই সামাজিক গণের দৃষ্টির আকর্ষণ করিতে চাই। যদি ভারতসম্প্রদায়েরা “আমরা সকলেই এক স্থানের অধিবাসী ছিলাম” এই সত্যটি গুরুপরম্পরাক্রমে জানিয়া ও শুনিয়া না আসিতেন, তাহা হইলে সারণ কখনও এরূপ কথা মুখ দিয়া বাহির করিতে অবসর পাইতেন না। অতএব সকল মন্তব্যেরই যে পূর্বে কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থান সাধারণ পিতৃভূমি ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই।

তবে জগদ্বরেণ্য সেই পবিত্র “পিতৃভূমি” বা “আদি প্রত্নোকঃ” কোন্ দেশ? আমাদের বেদাদি সৰ্ব শাস্ত্রেই সেই পুণ্যতম পিতৃভূমির পবিত্র নাম বহুশঃ সঙ্কীর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা উহার নাম ও অবস্থানবিন্দু নির্দেশ করিয়া দিতেও পরাজুথ হয়েন নাই। ভারতীয় আৰ্যগণ আপনাদিগের সেই আদি পিতৃভূমির কথা যথাযথভাবেই অবগত ছিলেন, কিন্তু শাস্ত্রহইতে তাহা দেখাইবার পূর্বে আমরা সৰ্ব্বাদৌ পরিপন্থিগণের বিকৃত মতের খণ্ডন ও নিরসন করিতে প্রয়াস পাইত।

পাশ্চাত্যকোবিদবৃন্দ জগতের সমগ্র আযাজাতিকে “ককেশীয়ান রেস” বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে, বিশেষতঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি বহুসংখ্যক ভারতসম্প্রদায় ও ককেশশ পর্বতের পাদদেশকে সেই আদি প্রত্নোকঃ বলিয়া নির্দেশ করিতে অভিলাষী। কিন্তু ইহার সমর্থক কোনও প্রমাণ হিন্দু বা পাশ্চাত্যজাতি কি সেমিতিক জাতির কোন গ্রন্থেও বিদ্যমান নাই। জর্মান ও শাকসন প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষ শর্ম্মন্ ও শক-স্কুরা ভারত হইতে যাইয়া কিয়ৎকাল ককেশশের পাদদেশে বসবাস করিয়া-ছিলেন। আৰ্যমানব বা আৰ্যগণ তাঁহাদিগেরই দায়াদবান্ধব, কিন্তু ঐ সকল জাতি ভিন্ন গ্রীক বা রোম কিংবা স্লাভনিক প্রভৃতি জাতি ককেশশের ভূতপূর্ব অধিবাসী নহেন। আমরা হিন্দুগণও যে কোন দিন ককেশশ বা তাদৃশ কোন প্রতীচ্য জনপদ হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, এরূপ কোন জনশ্রুতি বা শাস্ত্রপ্রমাণ শ্রুত বা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে না। পণ্ডিতগণের শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়, তাঁহার অক্ষর ও লিপিবিশয়ক প্রবন্ধের একত্র বলিতে-ছেন যে—

In my opinion the Aryans, when they separated themselves from each other about 2,000 B. C., possessed a crude kind of writing, from which grew up the alphabets of India, ancient Persia and Europe. In all probability the primitive Aryans must have borrowed their alphabetic system from the Semitic people. The Aryans and the Semitics were neighbours of each other, the former having lived round the Cacasus mountains, and the latter below Mount Ararat, between the Tigris and the Euphrates. My view about the dispersion of the Aryan people and their borrowing of the alphabet from the Semitics falls in with the Hebrew scripture, according to which Noah was the progenitor of both the Aryans and the Semitics. Noah had three sons, named Shem, Ham and Japheth respectively.—The Indian world, page 387.

“একদিন আমরা ও সেমেতিকেরা ককেশশ ও আরাট পর্বতের পাদদেশে পরস্পর প্রতিবাসিরূপে বাস করিতে ছিলাম। তৎপর আমরা খৃষ্টের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে উক্ত সেমেতিকগণের নিকট অক্ষর ও লিখন প্রণালী ধার করিয়া নিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছি। নোওয়া আমাদের উভয় জাতির সাধারণ পূর্ব পিতামহ।”

ইহা সেমেতিকগণ নোওয়ার সন্তান বটেন, নোওয়া বা নহষ একই ব্যক্তি, সুতরাং তিনি আমাদের দেশের চন্দ্রবংশীয় রাজগণেরও পূর্বপুরুষ হইতেছেন, কিন্তু তিনি সমগ্র হিন্দুজাতির পূর্বপুরুষ নহেন। আর নোওয়া বা নহষ যে কবে তুরুক্ষে বসবাস করিতে গিয়াছিলেন, কবে যে আবার ককেশশ ছাড়িয়া ভারতে আগমন করিলেন, তাহাও জগতের কেহ অবগত নহেন, কোনও শাস্ত্রেও এ কথা নাই, পরন্তু সেমেতিকেরাই বরং ইহা বলিয়া থাকেন যে জন ও জ্ঞান-স্রোতঃ পূর্বহইতেই পশ্চিমদিকে অর্থাৎ পেলেষ্টাইন প্রভৃতি ভূখণ্ডে প্রবাহিত হইয়াছিল; ককেশশ সকলের নিদান ভূমি হইলে বাইবেল উত্তরদিকের নামই করিতেন। জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীও সতীশ বাবুর এই উক্তির সমর্থন-জন্ত অঙ্গুলি উত্তোলন করেনা, তথাপি সতীশবাবু কেন যে এই বাহ্যত পাশ্চাত্য মতের অবতারণা করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। বাইবেলে বিবৃত আছে যে—

1. And the whole earth was of one language, and of one speech. 2. And it come to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of shinar and they dwelt there.—Genesis Chap. XI.

অর্থাৎ পূর্বে সমগ্র পৃথিবীর ভাষা এক ছিল, উচ্চারণও এক ছিল এবং মনুষ্যেরা পূর্বহইতে পশ্চিমে গমন করিতেছিলেন। এবং পশ্চিমে চলিতে চলিতে তাঁহারা শীনার দেশে এক প্রান্তর প্রাপ্ত হইয়া তথায় গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিলেন।

শীনার দেশ ককেশশের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। সুতরাং যদি ককেশশ আদি স্থান হইত, তাহা হইলে বাইবেল নিশ্চিতই লিখিতেন যে মনুষ্য সকল উত্তরপশ্চিমহইতে দক্ষিণপূর্বদিকে চলিতে ছিলেন। তাহা না লেখাতেই বুঝিতে হইবে যে, বাইবেলের লেখকেরা ককেশশকে আদি প্রত্নলোকঃ বলিয়া অবগত ছিলেন না।

বলিতে পার যে বাইবেলের অর্থ ত উহা নহে। পাদ্রীসাহেবেরা এমন কি বিলাতের পাদ্রী ডাক্তার Daddi সাহেব পর্য্যন্ত যথাক্রমে উহার এইরূপ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

অনুবাদ—অপর লোকেরা পূর্বদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে শিনিয়র দেশে এক প্রান্তর পাইয়া সে স্থানে বসতি করিল।

ব্যাখ্যা—1. All the inhabitants of the earth, before they were divided and dispersed, spoke one common language, as descended from one common parent. 2. (As they journeyed from the east) and it come to pass as they journeyed thus east word, more and more towards the east.

কিন্তু আমরা মনে করি এই অনুবাদ ও টীকা সম্পূর্ণ বাইবেলগন্ধি, পরস্তু প্রকৃত নহে। মূলে আছে “From the east” সুতরাং যেন বুঝা যাইতেছে যে লোক সকল পূর্বহইতে উহার বিপরীতে ঠিক পশ্চিমেই চলিতে ছিল। মহামতি মুইর সাহেব তাঁহার Sanskrit Text book নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে এলফিনষ্টোন সাহেবের যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্বারা আমাদের উক্তিই সমর্থিত হইয়া থাকে।

Mr. Elphinstone, as we have seen, dose not decide in favour of either theory, but leaves it in doubt wheather the Hindus were an autochthonous or an immigrant nation. As a justification of his doubt, he refers to the circumstance that all other known migrations of ancient date have proceeded from east to west.—Pag 322.

ইহার তাৎপর্য্য ইহাই যে আগন্তুক মানুষ সকল পূর্ব্বদিক হইতেই পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং এতদ্বারা ককেশশের পিতৃভূমিত্ব নিরাকৃতই হইতেছে। প্রাচ্যসৌভাগ্যসহিষ্ণু ওয়েবার সাহেবও বলিয়াছেন যে—

• In the picture just now drawn, positive signs are after all almost entirely wanting, by which we could recognise the Country in which our forefathers dwelt, and their common home. That it was situated in Asia is an old historical axiom; the want of all animals especially Asiatic in our enumeration above seems to tell against this, but can be explained simply by the fact of these animals not existing in Europe, which occasioned their names to be forgotten or at least caused them to be applied to other similar animals; it seems, however, on the whole, that the climate of that country was rather temperate than tropical, most probably mild and not so much unlike that of Europe; from which we are led to seek for it in the highland of Central Asia, which latter has been regarded from time in memorial as the cradle of the human race.

Modern Investigation on Ancient India Page 10.

অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার কোনও এক উচ্চভূমিই মানবের আদি জন্মভূমি। মহামতি মোক্ষমূলর প্রভৃতিও এই মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমরা পশ্চিমহইতে পূর্বে আগমন করি নাই, ইহাও যেমন সর্ব্ববাদিসুসম্মত স্বীকৃত সত্য, তেমনই সেমিতিকের নিকট অক্ষর ধার করা ও ককেশশের পিতৃভূমিত্বও অব্যাহত নহে। অবশ্য শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণমোহনবন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় তাঁহার Aryan witness নামক গ্রন্থের একত্র বলিয়াছেন যে—

We find that the Aryans who emigrated to India were once familiar with the lofty citadel of Bel. and must have then lived not very far from the Euphrates.—Page 62.

কিন্তু ইহার মূলেও কোনও সত্য বিনিহিত নাই। মধ্য এশিয়াহইতে মানুষকে ভারতে আসিতে হইলে কেন যে ইউফ্রেটিশের বেলাভূমি তাঁহাদিগের স্বপ্নেরও স্মরণের হইবে আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেও অসমর্থ। পক্ষান্তরে দেখ সত্যনিষ্ঠ বিলাতী পোকক সাহেব বলিতেছেন যে—

In the scriptures, the second origin of mankind is referred to a mountainous region east word of shinar; and the ancient books of the Hindus fix the cradle of our race in the same quarter. **The Hindu paradise is on Mount Meru, on the confines of Cashmir and Thibet.**

India in Greece. Page 127.

অর্থাৎ বাইবেলে লিখিত আছে যে শীনার দেশের পূর্বদিকস্থ পার্বতা-ভূখণ্ডে মানবজাতির দ্বিতীয় প্রত্নলোকঃ এবং হিন্দুদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদাদিতে লিখিত আছে যে ঐ দিকেরই কোনও স্থান মানবজাতির আদি জন্মভূমি বলিয়া কথিত। তবে হিন্দুরা বলিয়া থাকেন যে মেরুপর্বতই তাঁহাদিগের স্বর্গধাম, উহা কাশ্মীর ও তিব্বত দেশের সীমায় অবস্থিত।

আমরা পোকক মহোদয়ের এই সিদ্ধান্তেও সন্মত নহি, শীনার দেশের পূর্বের কোনও স্থান যেমন “ইডেন উদ্যান” মানবজাতির দ্বিতীয় প্রত্নলোকঃ নহে, ভারতবর্ষই জগতের “দ্বিতীয় প্রত্নলোকঃ,” তদ্রূপ ইডেন উদ্যান বা ভারতবর্ষের কোনও স্থানও মানবজাতির আদি নিকটন বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রসমূহ বিনির্দেশ করেন, নাই। এবং মেরুপর্বত আমাদের স্বর্গভূমি হইলেও উহা কাশ্মীর বা তিব্বতের নিকটবর্তী কোনও স্থানে অবস্থিত বলিয়া জানা যায় না। যাহা হউক তথাপি পাশ্চাত্য পোকক বা বাইবেল কেহই এ কথা বলিতেছেন না যে ককেশস পর্বতের পাদদেশে মানবের আদি জন্মভূমি, কিংবা হিন্দুরা তথা হইতে ভারতে আগমন করিয়া ছিলেন। তবে ভারতবর্ষ জগতের দ্বিতীয় প্রত্নলোকঃ বটে, আর শীনার, বাবিলন, পেলোপোনাইন ও ককেশস প্রদেশের লোকেরা

যে ভারতহইতে তথায় যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, পোকক তাহাও মানিয়া লইতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না।

The same system was evident in the Indo—Saurian settlements of palestine, where the children of Israel found the numerous tribes of the Hivite, Amorite, Perizzite, Jebusite, and many others, exactly analogous to the habits of these same Indians, whether under the name of Britons, sachas, or sacasoonoos (Saxan). Page 158—59.

অর্থাৎ যে প্রকার ভারতের শকস্বনুগণ ইংলেণ্ডে যাইয়া ব্রিটন বা শকস্ প্রভৃতি নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন, তদ্রূপ ভারতের সূর্য্যবংশীয় লোকেরা পেলেষ্টাইনে যাইয়া ইস্রাইলবংশীয় হীবাইত, এমোরাইত, পেরিজাইত ও জেবুছাইত প্রভৃতি শাখার পত্তন করিয়াছেন।

ফলতঃ আর্য্যশব্দের অপভ্রংশেই ইস্রাইল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় আর্য্যগণই যে পেলেষ্টাইনের ইস্রাইল বা আর্য্যবংশের নিদান, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। পোকক স্থানান্তরেও বলিতেছেন যে—

That a system of Hinduism pervaded the whole Babylonian and Assyrian empires, scripture furnishes abundant proofs, in the mention of verious types of the sun-god

Page 178.

অর্থাৎ সমগ্র বেবিলিয়ান ও আসীরিয়ান সাম্রাজ্যের মধ্যে যে হিন্দুদিগের সূর্য্যোপাসনার বহুল প্রচার হইয়াছিল, ধর্ম্মগ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। পোকক স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

It is only of late years that any relationship was allowed between Hebrew and Sanskrit, but Furst and Delitzach have abundently proof it and it is now universally acknowledged.

অর্থাৎ হিব্রু ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা এ বিষয় লইয়া কতিপয় বৎসর বিতর্ক চলিতেছিল। পরে ফার্ট ও ডেলিটজাচ সাহেব অতি উত্তমরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে উক্ত উভয় ভাষা পরস্পর নিকট সম্পর্ক বিশিষ্ট এবং এ মত এখন সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া গৃহীতও হইয়াছে।

সংস্কৃত ও হিব্রু ভাষাতে এত সমতা কি প্রকারে হইল? পোকক বলিতেছেন যে—

ভারতের যদুবংশীয় লোকেরা সীরিয়া দেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলে সেই দেশের নাম Judia ও উপনিবেশিকগণের নাম যাদবের অপভ্রংশে Jew হইয়াছিল এবং ভারতবাসীরা সীরিয়াতে আসিয়া যে পল্লীর স্থাপন করেন, তাহারই নাম পেলেষ্টাইন (পল্লীস্থান)।—identity of idolatry is proved between Judia the old country and palestine the new.

Page 230.

Its other name, Palestine, is derived from the term "Palistan." Page 214.

He has already remarked the extraordinary spectacle of a people of a high northerly latitude, in the Vicinity of the Himalayan mountains and the province of Ladakh, settled in the fertile land of Egypt, and bringing thither its religious rites and the various usages of a society that stamp an Indian original. That population is again to be distinctly seen in Palestine.—Page 214.

The tribe of Yudah is in fact the very Yadu, of which considerable notice has been taken in my previous remarks.

Page 22.

আমরা মহামতি পোককের সকল মতের সমর্থনিতা নহি, যদু বা যাদব শব্দ হইতে জু শব্দ ব্যুৎপাদিত হইতে না পারে তাহা নহে, কিন্তু জু শব্দের নিদান প্রকৃত পক্ষে যেন যবন শব্দ। মেদিনীকরগুপ্ত মহাশয় বলিতেছেন যে—

জু রাকশে সরস্বত্যাঃ

পিশাচে যবনেহপি চ।

আমরাও বলি জুডিয়া শব্দ যদু শব্দের বিকার হইলেও জু শব্দ যাদবশব্দ-সম্ভূত নহে, উহার জননিতা যবন শব্দ। তবে তিনি যে পেলেষ্টাইন, সিরিয়া, এসেরিয়া বা বেবিলন ও ফিনিশীয়া প্রভৃতি দেশবাসীগণকে ভূতপূর্ব ভারতবাসী বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণই সত্যগর্ভ। যে প্রকার ভারতের "পল্লীস্থান" শব্দ বিকৃত হইয়া "Palestine" শব্দের জন্মদান করিয়াছে, তদ্রূপ ভারতের অসুর

হইতে আশুরীয় ও পণিহইতে ফিনিশীয়া শব্দের সমুদ্রব হইয়াছিল। Assyria শব্দ আশুরীয় শব্দের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভারতের আৰ্য্যবংশীয় ব্রাহ্মর ও তদীয় ভ্রাতা বলাসুর ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া যথাক্রমে পারস্যের উত্তরভাগ ও তুরুক্ষে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাই পারস্যের উদীচ্য ভূমি ইরান (আর্গায়ণ) ও তুরুক্ষের একদেশ আশুরীয় নামের বিষয়ীভূত হয়। বলাসুরের বাসস্থান উক্ত উপনিবেশভূমি Assyriaই বাবিলনের সহিত অভিন্ন বস্তু। সুতরাং এহেন ভারতীয় উপনিবেশভূমি, ভারতের অধিবাসিগণের আদি জন্মভূমি হইতে পারে না, ভারতীয়গণ এছেরিয়া বা ককেশসহইতে ভারতে আগমনকরিয়াছেন, এ বৃথা কুচিন্তাও মনোমধ্যে জাগরিত হইবার কোন হেতুও দেখিতে পাওয়া যায় না। বালিতে পার যে ভারতহইতে যে এছেরিয়ায় লোক যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? ঠিক ঐরূপ প্রমাণ বিদ্যমান নাই, কিন্তু ভারতহইতে ব্রাহ্মরপ্রভৃতি যে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, সে প্রমাণ রহিয়াছে।

নুদস্ব অদেবয়ুঃ জনম্ । ২৪—৬৩ সূ—৯ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে সোম স ত্বং অদেবয়ুম্ অদেবকামং জনং রাক্ষস বর্গং নুদস্ব প্রেরয় ।

দত্তজানুবাদ—হে সোম তুমি দেবদেবী লোককে অপদস্ব কর ।

এই ভাষ্য ও অনুবাদের সর্বাংশ সাধীয়াই নহে। “অদেবয়ু” শব্দের অর্থ যাহারা দেবকামনা করে না, দেবদেবী, সুতরাং সুরবিরোধী অশুর, আর “নুদস্ব” অর্থও “অপদস্ব কর” নহে, পরন্তু প্রেরয় দূরীকর । অর্থাৎ হে সোম তুমি দেবদেবী অশুরগণকে দূর করিয়া দেও । স্থলাস্তরে রহিয়াছে—

বজ্রিন্ ওজসা পৃথিবাঃ

নিঃশশা অহিম্ । ১—৮০ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে বজ্রিন্ ইন্দ্র ! ত্বং ওজসা বলেন পৃথিবাঃ সকাশাৎ অহিং বৃত্তং নিঃশশাঃ নিরগময়ঃ ।

দত্তজানুবাদ—হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র তুমি বলদ্বারা পৃথিবীর নিকটহইতে অহিকে তাড়িত করিয়াছিলে ।

এখানেও ভাষ্য ও অনুবাদ ঠিক হয় নাই। মূলে “সকাশাৎ” কথাটি নাই। সুতরাং উহার অবতারণা করা অশাস্ত্রীয় হইয়াছে। আর এই পৃথিবী শব্দের যে প্রকৃত অর্থ কি, তাহাও ভাষ্যকার বা অনুবাদক বুঝিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। উহার অর্থ Earth বা ভূমণ্ডল হইলে কোনও অর্থই হইতে পারে না, কেন না ইন্দ্র কি বৃত্তকে পারলৌকিক কোনও স্বর্গাদি স্থানে নিঃসারিত করিয়াছিলেন? বস্তুতঃ এই পৃথিবী শব্দের প্রকৃত অর্থ পৃথুর পৃথুল রাজ্য এই ত্রিকোণ ভারতবর্ষ। ইন্দ্র বৃত্তকে বলদ্বারা সেই ভারতবর্ষহইতে নিঃসারিত করিয়াছিলেন। কোথায়? তাহা বেদে নাই, কিন্তু বেদে আছে ইন্দ্র অন্তরিক্ষে যাইয়া তথায় বৃত্তকে বধ করেন। তথাহি—

বৃত্তং নিরন্তো জঘন্ বজ্রিন্। ২—৮০সূ—১ম

তত্র সায়ণঃ—হে বজ্রিন্ বজ্রবন্ ইন্দ্র ত্বম্ ওজসা বলকরেণ অদ্ভাঃ অন্তরিক্ষ সকাশাৎ বৃত্তং নির্জঘন্ হতবান্ অসি।

দত্তজানুবাদ—হে বজ্রিন্ তুমি সেই বলদ্বারা অন্তরিক্ষের নিকট হইতে বৃত্তকে বিনাশ করিয়াছিলে।

এখানেও সকাশাৎ শব্দের অকারণ যোজনা করা হইয়াছে। ফলতঃ ইন্দ্র অন্তরিক্ষ (অদ্ভাঃ) অর্থাৎ উহার একদেশ পারশ্বে (ইরাণে) যাইয়া তথায় বৃত্তকে বধ করিয়াছিলেন। অগ্ৰচ্চ—

অহিং বিবৃশ্চৎ বজ্রিন্ পরিষদঃ জঘান

আয়ন্ আপো অয়নন্। ৭—৩৩সূ—৩ম

ইন্দ্র অন্তরিক্ষে গমনপূর্বক (আপঃ অয়নন্ আয়ন্) বজ্র বা কামানদ্বারা বৃত্তকে সদলবলে নিহত করিয়াছিলেন।

সুতরাং বৃত্ত ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া যে অন্তরিক্ষের একদেশ উত্তর পারশ্বে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা ঠিকই। তাহাতেই ঐ স্থান ইরাণনামের বিষয়ীভূত হয়। ঐরূপ ভারতহইতে বিতাড়িত বৃত্তদ্রাতা বলাসুর যাইয়া যে স্থানে গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা আসুরীয় বা Assyria নামে বিশেষিত হয়। সুতরাং এহেন Assyria বা বাবিলন ভারতীয়গণ বা পৃথিবীর কোনও মানবের আদি জন্মভূমি হইতে পারে না। বলিতে পার ভারতের বল যে বেবিলনে গিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কি? বাবিলনে কি বলনামে কোন

রাজা ছিলেন ? পূজনীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার Aryan Witness নামক গ্রন্থের একত্র বলিতেছেন যে—

If now we compare the Indian narrative with the records of Cuniform Inscriptions, there can scarcely remain a doubt that the Vala of the Rigveda, was the Belus or Bel of the Inscriptions—that the lofty capital of Vala, in the Rigveda, was the lofty citadel of Bel in the Inscriptions, that the Asuras Panis, (Sanskrit Panayas) of the Veda, were identical with the Phinides of classical history or mythology—that the river crossed by Sarama, or whatever detective was indicated by that term, was the Euphrates. As far then as the subject of this chapter is concerned, we find that the Aryans who emigrated to India were once familiar with the lofty citadel of Bel, and must have then lived not very far from the Euphrates.—Aryan Witness. Page 62.

আসিরীয়া বা বাবিলনের ক্ষোদিত লিপিতে বেলাস বা বেল নামে এক রাজার নাম বিবৃত আছে। ঋগ্বেদে ও বলনামক অশুরের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ ও ক্ষোদিত লিপি উভয়ই ইহা উক্ত যে বেলের বাসস্থান দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। এবং উক্ত বেদের পণিগণ আর প্রচলিত ইতিহাসের ফিনিডেশগণও একই। দেবশুনী সরমাই গুপ্তচররূপে ইউফ্রেটিশ নদী পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এবং বোধ হয় ভারতের আগন্তুক আয়গণ নিশ্চিতই এই সকল স্থানের সহিত পরিচিত ছিলেন, এবং তাহারা ঋগ্বেদ ইউফ্রেটিশের কোনও নিকটবর্তী স্থান হইতে ভারতে আগমন করেন।

আমরা পূর্বেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি। তথাপি পুনরায় বলিতে বাধ্য হইতেছি যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এ অনুমানের সমর্থক কোনও প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থে অবতারণিত করা হয় নাই। আর তিনি একজন বেদজ্ঞ বা বেদজ্ঞাভিমानी ব্যক্তি হইয়াও কেমন করিয়া যে এই বেদবিরুদ্ধ কথাগুলি বলিলেন তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। ভারতের বল ও বাবিলনের Bel যে একই ব্যক্তি, তাহা আমরাও স্বীকার করি, এবং ভারতের বৃত্র ও বলই যে পণিগণসহ ভারতহইতে পারস্য ও বাবিলন প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন,

তাহাতেও সন্দেহ মাত্রই নাই। আমরা “অসুর বা পার্শীজাতি” প্রবন্ধে ইহার সমর্থক বহু বেদমন্ত্রেরই সমাহার করিয়াছি। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিলেই প্রকৃত তথ্যের নির্ণয় করিতে পারিবেন। এ পুস্তকেও প্রসঙ্গাধীন বহু বেদমন্ত্র অধ্যাহৃত হইয়াছে। সূত্রাং ইউফ্রেটিসনাথ কোনও প্রতীচ্য ভূখণ্ড মানবের বা ভারতীয় আৰ্য্যগণের পিতৃভূমি, একথা নিরাকৃত হইতেছে। ঐরূপ ককেশশ পর্বতের যে পাদদেশকে ইউরোপীয়গণ মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া অবগত, তথায়ও তাঁহাদিগের পূর্বপুরুষ শর্শন ও শকসুসুগণ ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই অথর্ববেদে এইরূপ মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়—

যৎ শকা বাচ মারুহনু অন্তরিক্ষম্। ৪র্থ ঋণ্ড—৭৩৪ পৃঃ

যেহেতু শকগণ (শকসুসুসমূহ) সংস্কৃত ভাষা (বা শাকারিভাষা) লইয়া অন্তরিক্ষে গমন করেন। এই শকেরাই আরমানিয়াতে আৰ্য্যমানবজাতি বা আৰ্ম্মানীজাতির পত্তন করিয়া ইউরোপে যাইয়া শাকসনজাতির দেহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহাদিগের গুরুপুরোহিত শর্শনেরাই ইউরোপের শর্শেসিয়া ও জর্মানরাজ্যের প্রতিষ্ঠাপয়িতা। ইহারা ককেশশপাদদেশহইতে ইউরোপে যাওয়াতেই ইহাদের অনন্তরবংশ ইউরোপীয়গণ আপনাদিগকে ককেশীয়ান জাতি বলিয়া পরিচিত করিয়া আসিতেছেন। সূত্রাং ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ ককেশীয়ান জাতি হইলেও জগতের দ্বিতীয় প্রহ্লোকঃ ভারতবাসী আমরা ককেশীয়ানপদবাচ্য হইতে পারি না। শ্রদ্ধেয় সতীশ বাবু কেন যে এরূপ কাহিনীর অবতারণা করিলেন, তাহা তিনিই জানেন। আর ককেশীয় জাতি ভারতহইতে যে ককেশশে গমন করেন তাহার বয়ঃক্রম তিন চারিহাজার বৎসর হইতে পারে, কিন্তু আমরা আদি পিতৃভূমি হইতে যে ভারতে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহার বয়ঃক্রম অন্যান লক্ষবৎসর বা বহুবহুস্রবৎসর হইবে, পরন্তু ষ্টিপূর্ব দুই সহস্র বৎসর বা ৩২১১ বৎসর নহে। যাহা হউক পাশ্চাত্যগণ যে পৃথিবীর সমগ্র আৰ্য্যজাতিকে ককেশীয়ান বিশেষণের বিষয়ীভূত করেন, তাহা ঠিক নহে। ইউরোপের স্লাভনিক, গ্রীক ও রোমকগণও ককেশীয়ান পদবাচ্য নহেন বা হইতে পারেন না।

এরূপ ভূমিতে ও দেখিতে পাইয়া থাকি যে, এখন নাকি ইউরোপীয়গণ আশিয়াটিক ককেশীয়ান নামও অবমাননাসূচক মনে করিয়া আপনাদিগকে “ইউরোপীয়ান” রেস নামে সমাখ্যাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যেন ইউরোপই মানবের আদি জন্মভূমি ও আমরা হিন্দু ও পারসীকেরাও যেন উক্ত ইউরোপ হইতেই ভারতে ও পারস্যে আসিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতা-ভব্যতা সকলই যেন ইউরোপমূলক, তাহারাই যেন প্রকৃত আর্ষা, আর আমরা So-called আর্ষ্য মাত্র এবং বালটিক সাগরের দক্ষিণবেলাই যেন মানবের সেই আদি স্মৃতিকাগার !!

কিন্তু আমরা তারস্বরেই বলিতেছি যে, পাশ্চাত্য মনিষীরা কখনই যেন এই সকল অমূলক হুঃস্বপ্নের নিকট আত্মসমর্পণ করেন না। বালটিকসাগরের কর্কমক্লিন্ন দক্ষিণবেলা দূরে থাকুক, ইউরোপের অত্যাচ্ছ মহাশৈলনিচয়ের কোনও সানুদেশও সেই পবিত্র আদি স্মৃতিকাগারের মহিমার প্রতি লোভ করিতে পারে না। অবশ্য ইউরোপও একটি প্রাচীনতম জনপদ বটে, নতুবা আমাদের ঋগ্বেদে উহার সমুল্লেখ থাকিতে পারিত না, কিন্তু তথাপি উহা যে আশিয়া ও আমেরিকাহইতে অতীব আধুনিক স্থান, তাহা ঋগ্বেদের বর্ণনা দ্বারাই অস্বীকৃত হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে বিবৃত রহিয়াছে যে—

বধীর্দিক্তো বরশিখস্য শেষঃ,

অভ্যাবর্ত্তিনে চায়মানায় শিক্ষন্ ।

বৃচীবতো যৎ হরিয়ুপীয়ায়াম্

হন্ পূর্বে অর্কে ভিয়সা পরো দর্ভ্ ॥ ৫—২৭ সূ—৬ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্... অয়ম্ ইন্দ্রঃ চায়মানায় চয়মানস্য রাজ্ঞঃ পুত্রায় অভ্যাবর্ত্তিনে এতন্মামকায় রাজ্ঞে শিক্ষন্ ঈপ্সিতানি বহুনি প্রযচ্ছন্ বরশিখস্য অস্বরস্য শেষঃ পুত্রান্ বধীৎ অবধীৎ । বরশিখস্য পুত্রান্ কথমবধীৎ ? ইত্যুচ্যতে যৎ যদা অয়মিন্দ্রঃ হরিয়ুপীয়ায়াং হরিয়ুপীয়া নাম কাচিৎ নদী, কাচিৎ নগরী বা তস্তাং পূর্বে অর্কে প্রাগ্ভাগে স্থিতান্ বৃচীবতঃ বৃচীবন্মামবরশিখস্য কুলোৎপন্নঃ পূর্বে: উদগোজ্ঞান্ বরশিখস্য পুত্রান্ হন্ অবধীৎ তদা অপরঃ অপরভাগে স্থিতো বরশিখস্য শ্রেষ্ঠঃ পুত্রঃ ভিয়সা ভীত্যা দর্ভ্ দীর্ঘোহভূৎ ।

ইন্দ্র চয়মান রাজার পুত্র অভ্যাবর্ত্তীকে ধনদান করিতে ইচ্ছা করিয়া বধন

হরিয়ুপীয়া জনপদের পূর্বভাগে বৃচীবৎশীয় বরশিখনামক দৈত্যের পুত্রগণকে বধ করিলেন, তখন তাঁহার অপর পুত্র ভয়ে ভীত হইয়াছিল।

এই হরিয়ুপীয়াই বর্তমান ইউরোপ মহাদেশ। ঋগ্বেদের সময়ে ইহা কেবল মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছিল মাত্র। ঐ সময়েও তথায় লোকের প্রকৃত বসবাস হইয়াছিল না। কেবল দেবগণনির্কাসিত দুই একঘর দৈত্যদানব যাইয়া তথায় গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বরশিখ তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্রতম। উক্ত হরিয়ুপীয়ার অপভ্রংশেই “ইউরোপীয়া” ও ইউরোপীয়ার অপভ্রংশে “ইউরোপা” হইয়া শেষে তাহা হইতে ইউরোপ (Europe) শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসুগণ ইউরোপের প্রাচীন মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই উহাতে “Europia” শব্দের সত্তা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। সুতরাং এহেন অর্কাচীন স্থান বা তাহার কোনও অবাস্তবভূমি মানবের আদি স্মৃতিকাগার হইতে পারে না। অপিচ কেবল ইহাই নহে, পরন্তু ভারতবর্ষহইতে লোক সকল যাইয়া উপনিবেশসংস্থাপন করাতাই যে গ্রীক, লাতিন, জর্মান, শাকসন, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজপ্রভৃতি সমগ্র জাতির দেহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহা আমরা

“ইউরোপীয়গণ ভারতসন্তান”

এই প্রবন্ধে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছি। মহামতি পোককসাহেবও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুকূল মতের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন।

The great aggregate of the colonists of Greece has already been shown to consist of these two great 'bodies, the Solar and the Lunar races. Page—254.

অর্থাৎ যাহারা গ্রীশদেশের প্রধান অধিবাসী, তাহারা ভারতবর্ষের চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের সমবায়সমূহ পদার্থ মাত্র।

আমরাও সর্কান্তঃকরণে এই মতের সমর্থন করিয়া থাকি, তবে ইহার মধ্যে আইওনীয় বা যবনগণ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, তাহারা তুর্কসন্তান, আর যাহারা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, তাহারা কেহ শকসন্তান ও কেহ কেহ বা কষোজক্ষত্রিয়-প্রসূতি।

A very considerable portion of this people was of the Budhistic faith; and by their numbers and their martial

proweess ultimately succeeded in expelling from northern Greece the clans of the Solar Race. Page. 238.

অর্থাৎ উত্তর গ্রীকগণের সংখ্যাধিক্য, রণনৈপুণ্য এবং বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস সন্দর্শনে তাঁহাদিগকে সূর্যাবংশীয় ক্ষত্রিয় ভিন্ন আর কিছু বলিয়াই মনে হয় না। পোকক স্তলান্তরে বলিয়াছেন যে—

The primitive history of Greece is the primitive history of India, (page 30) I come now to one of the strongest evidences of mythology—mythology first Indian, then Greek. (page 89). The great heroes of India are the gods of Greece (page 142).

অর্থাৎ ভারতের প্রাথমিক ইতিহাস ও পৌরাণিক গল্পসমূহ যাহা, গ্রীশেরও তাহাই, ঐ সকল বিষয়ে ভারত আদি ও আদর্শ, গ্রীশ দ্বিতীয় ও অনুকারী। আর ভারতের যাহারা বীর ছিলেন, গ্রীকগণ তাঁহাদিগকেই দেবতাজ্ঞানে আরাধনা করিতেন। ইহা বলিয়াই পোকক শেষে বলিলেন যে—

The case may be stated as follows :—The picture is Indian—the curtain is Grecian and that curtain is now withdrawn.—Introduction, Page 8.

অর্থাৎ কথাটা এইরূপে বলা যাইতে পারে যে, গ্রীকগণের ছবিটা ভারতীয়, আর আবরণটা গ্রীশীয়, কিন্তু সে আবরণও সম্প্রতি উন্মোচিত হইয়াছে। অর্থাৎ গ্রীকগণ যে ভূতপূর্ব ভারতসন্তান তাহা বুঝিতে কাহার আর বাকি নাই। এদিকে গ্রীশদেশের লোকেরাই ইটালীতে যাইয়া রোমরাজ্য ও লাটিনজাতির পত্তন করিয়াছিলেন। সুতরাং রোমকগণও ভারতসন্তানভিন্ন আর কিছুই নহেন। কেন ?

ভারতের তুর্কসন্তান যবনগণ যাইয়া গ্রীশে আইঃনীয় জাতির দেহপ্রতিষ্ঠা করেন ; আবার ভারতসাম্রাজ্যের রোমকপত্তনবাসী কস্মোজক্ষত্রিয়গণও যাইয়া গ্রীশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইটালীতে যাইয়া আপনাদিগের আদি রোমকপত্তনের অনুকরণে টাইবরতীরে দ্বিতীয় ও তুরুক্ষে তৃতীয় রোমক পত্তন বা ক্রমসহরের প্রতিষ্ঠা : করেন, কাবুলের অন্তর্গত রোমকপত্তন কস্মোজ ক্ষত্রিয়গণের বাসভূমি ছিল। উহা অন্তরিক বা কেতুমালবর্ষের একটি প্রধান

নগর এবং অস্তরিক্কে একদেশ অপোগস্থান (আপঃ) একদিন ভূ বা পৃথিবী অর্থাৎ ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া বৈদিককোষ নিঘণ্টুতে অস্তরিক্কে পর্য্যায়ে গৃহীত হইয়াছে। আপগানিস্থান অস্তরিক্কে এক দেশ হইলেও উহা ভারতের অধিকৃত হইয়া ভারতসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, তাই পৌরাণিকেরা আফগানিস্থানকে ভারতের পশ্চিম সীমা না বলিয়া যবনদেশ পারশ্বকেই পশ্চিম সীমান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এবং উহা যত্বংশীয় শকুনী, ভগিনী গান্ধারী, মহর্ষি পাণিনি ও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় কন্বোজগণদ্বারাই সতত অধ্যুষিত ছিল। সূতরাং ভারতের তুর্কসুসুস্তান যবন ও কন্বোজগণের সমবায়-সমুখ গ্রীক ও লাটিনেরা নির্বূঢ় ভারতসুস্তানই বটেন। মহামতি Neibuhr সাহেবও বলিয়া গিয়াছেন যে “রোম” কথাটি লাটিন ভাষার নহে।

‘That Rome,’ writes Neibuhr, ‘was not a Latin name.’
India in Greece.

তবে উহা কোন্ ভাষা? উহা ভাস্করাচার্যের ভূবনকোষধৃত রোমক পত্তন, সূতরাং সংস্কৃতভাষা। আমরা ঐরূপেই সপ্রমাণ করিয়াছি যে, ভারতের ত্রাত্যক্ষত্রিয় কীরাত জাতিই ইউরোপের স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রেন্স, আইরিশ ও অষ্ট্রীয়গণের প্রধান উপাদান। সংস্কৃত কীরাত ও কৈরাতিক শব্দ হইতেই প্রতীচ্য Kelt ও Keltic শব্দ ব্যুৎপাদিত। তাঁহারা কেহই বালটিকবেলার ক্লিয়ভূমিপ্রভব ভূইকোড় বস্তু নহেন।

ঐরূপ ভারতের শকসুত্ৰ ও শর্ম্মন্ যাইয়া ইউরোপের শাকসন ও জার্মাণ জাতির দেহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এবং এই লো-জার্মাণ ও শাকসন জাতি হইতেই ইংরাজ জাতি সমাগত, সূতরাং বালটিকবেলা কি প্রকারে, এহেন ইউরোপীয়গণের আদি জন্মভূমি হইতে পারে? অবশ্য জার্মাণ ও শাকসনজাতির কতকগুলি লোক ইংলওপ্রভৃতি স্থানে প্রবেশের পূর্বে কিয়ৎকাল বালটিক বেলায় যাযাবরভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সেই অর্কাচীন বালটিকবেলা কি প্রকারে জগতের সমগ্র নরনারীর আদি পিতৃভূমি বলিয়া স্বীকৃত হইবে? পোকক বলিতেছেন যে—

With these warlike pilgrims on their journey to the Far West,—bands as enterprising as the race of Anglo-Saxons,

the descendants, in fact, of some of these very Sakas of Northern India. Page 29.

অর্থাৎ এই রণতুর্নাদ যাত্রীগণ যাইতে যাইতে অতি সূদূর পশ্চিমে যাইয়া উপস্থিত হইয়া একটি সাহসী একলো-শাকসন জাতির সৃজন করেন। উঁহারা উত্তর ভারতের শকজাতি ভিন্ন আর কিছুই নহেন। পোকক স্থলাস্তরে বলিতেছেন, যে—

The Aswamedha was practised on the Ganges and Sarjoo by the Solar Princes, twelve hundred years before Christ, * * when the rocks of Scandinavia and shores of the Baltic, were yet untrod by man. Page 51—52.

অর্থাৎ যে সময়ে গঙ্গা ও সরযু নদীর তীরদেশে সূর্যাবংশীয় রাজগণ খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দী পূর্বে (বস্তুতঃ বহু সহস্র বৎসর পূর্বে) অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন আমাদের ইউরোপের স্কেণ্ডিনেভিয়ার পর্বতসঙ্কুল বন্ধুর ভূমিখণ্ড কিংবা বালটিক সাগরের বেলাভূমি, মনুষ্যের পদচিহ্নদ্বারাও অঙ্কিত হইয়াছিল না।

সুতরাং এহেন অজাতশত্রু বালটিকবেলা জগতের আদি পিতৃভূমিদের দাবি করিতে পারে কিনা, তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখুন। অবশ্য বেলজিয়ম, ইংলণ্ড, সুইজারল্যান্ড ও বালটিকবেলার নিম্নদেশে বহু প্রাচীনতম যুগের জীবকঙ্কাল সকল দৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যদি প্রতীচাগণ উপযুক্ত খননযন্ত্রের সাহায্যে মধ্য এশিয়ার উচ্চভূমিসমূহের বহু নিম্নতল পর্য্যন্ত খনন করিয়া দেখিবার শক্তি লাভ করিতেন ও খনন করিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এমন সকল অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব জীবকঙ্কাল ও লৌহবস্ত্রের লৌহ-খণ্ড সকল দেখিতে পাইতেন, যাহাতে তাঁহারা বিস্ময়ে বিহ্বল ও স্তম্ভিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। ফলতঃ কি বালটিকবেলা, কি ভল্গা নদীর সৈকত ভূমি, ইহার একটিও পবিত্র আদি স্মৃতিকাগার নহে। যদি বালটিকবেলা বা ইউরোপের অন্য কোনও ভূখণ্ড মানবের আদি জন্মভূমি হইত, তাহা হইলে ওয়েবর প্রভৃতি পাশ্চাত্যকোবিদগণ কি প্রাণান্তেও মধ্য এশিয়াকে আদি নিকেতন বলিয়া নির্দেশ করিতেন ?

অতঃপর আমরা মিশরের কথা বলিব। পর প্রত্যয়নেরবুদ্ধি কতিপয় ভারতীর যুবকেরও অভিমত ইহাই যে, পৃথিবীর মধ্যে মিশরদেশ সভ্যতা ও জ্ঞানে বিজ্ঞানে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান। হিন্দুর বেদের বয়ঃক্রম চৌত্রিশ শত বৎসরের অধিক নহে, পক্ষান্তরে মিশরের হাইরোগ্লিফিকলিপিপাঠে জানা গিয়াছে যে উহার বয়ঃক্রম সাড়ে পাঁচহাজার কি ছয়হাজার বৎসর। সুতরাং এহেন প্রাচীনতম মিশরদেশই মানবের আদি জন্মভূমি।

আমরা এই সকল অরণ্যরোদনে কাণ না দিলেই পারিতাম, কিন্তু এরূপ বহুলোক আছেন, যাঁহারা সোণা অপেক্ষা সীসার কদর বেশী করিয়া থাকেন। “একধার উত্তর নাই,” ইহা ভাবাও মানুষের পক্ষে বিচিত্র নহে, তাই অর্ধাচীন মিশরের পিতৃভূমিহিনরাসজ্ঞতা ছুচার কথা বলিতে হইল।

বেদের বয়ঃক্রম কত, তাহা আমরা প্রবক্ষান্তরে সপ্রমাণ করিয়াছি। আমরা ভারতে প্রবেশ করিবার বহু পূর্বেই স্বর্গে সামবেদের প্রণয়ন হইয়াছিল, আমরা সাম গান করিতে করিতে ভারতে প্রবেশের পর তিন যুগ ধরিয়া যে সকল মন্ত্রের প্রণয়ন করি, তাহারই সমবায়সমুখ পদার্থের নাম ঋক্ ও অথর্কবেদ। সামবেদের বয়ঃক্রম লক্ষবৎসরের ন্যূন হইবে না, ঋগ্বেদের বয়ঃক্রমও প্রায় পঞ্চাশ সহস্র বৎসর। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদবিভাগকর্তা ঋষিদিগের মধ্যে অষ্টাবিংশতিতম ব্যক্তি। আর্ষদিগের পঞ্জিকা ও পুরাণাদির গণনানুসারে সেই শেষ বেদব্যাসের বয়ঃক্রমই পাঁচহাজার একাদশ বৎসর। তিনি কলিযুগের প্রারম্ভকালের ব্যক্তি, সুতরাং আর গোটা তিনটা যুগের পরিমাণ বথাক্রমে যদি ৬০,৩০ বা ১৫ হাজার বৎসরও হয়, তাহা হইলে স্বর্গের সভাতার যুগের বয়ঃক্রম মিশরের বয়ঃক্রমের কতগুণ অধিক তাহা ভাবিয়া দেখ। তৎপর মানবসৃষ্টির যুগ, বর্ষের মানবের অন্ধতামস যুগ, ভাষা ও কবিত্ববিকাশের যুগসমূহের সমষ্টি করিলে যদি তোমাকে অন্ততঃ সমষ্টিফল লক্ষ বৎসরও মনে করিতে হয়, তাহা হইলে মিশর তখন কোথায় পড়িয়া থাকে? পাশ্চাত্যগণই এখন রেডিয়ম ধাতুর আবিষ্কারের পর বলিতেছেন যে পৃথিবীর সৃষ্টি অন্ততঃ দশকোটি বৎসর হইয়াছে। এখন যদি মনুষ্যসৃষ্টির বয়ঃক্রম এককোটি বা অন্ততঃ একলক্ষ বৎসরও কল্পনা কর, তাহা হইলে মিশরের দাবি ময় খরচাই ডিশমিশ হইবে কি না?

১৯৮৫ ০৫ ২২/২/৬৭

জনতঃ আফ্রিকা অতি আধুনিক মহাদেশ, উহার অভ্যন্তরভাগ অদ্যপি মনুষ্য বাসের উপযুক্ততা লাভ করে নাই। এখানেও জগতের দ্বিতীয় প্রত্যেকঃ ভারতের আৰ্য্যগণ যাইয়া সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং উহা মানবের আদি জন্মভূমি হইতে পারে না। বেদাদি কোন গ্রন্থেই আফ্রিকার নাম উল্লিখিত হয় নাই, সুতরাং উহা আদি সভ্যতার বহুকাল পরে স্থলে পরিণত হইয়াছিল। তৎপর আদি পিতৃভূমিহইতে কতকগুলি কৃষ্ণত্বচ্ বর্ষর যাইয়া উহাতে সর্কাদৌ গৃহ প্রতিষ্ঠা করে, তাহারাই জগতে কাক্রী বলিয়া সুবিদিত। ভারতের আৰ্য্য-গণ যাইয়া যে মিশরে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তৎসমর্থক কতক-গুলি প্রমাণের সমাহার করিব। পোকক একত্র বলিতেছেন যে—

I must beg the reader to bear in mind the distinct assertion which I have already made, of the National unity of Egyptians, Greeks, and Indians.—Page 122.

অর্থাৎ আমি ভারতবর্ষ, ইজিপ্ট ও গ্রীশদেশবাসিগণের সমতা বিষয়ে যে নিশ্চিত ধারণায় উপনীত হইয়াছি, পাঠকগণকে সে বিষয়ে মন দিতে বলিতেছি। কেন? যেহেতু

This fact distinctly recognised, and surveyed without prejudice, even so far as to accept Hellenic authorities, when speaking of the colonisations from Egypt and Phœnicia, will prepare the mind for the reception of much valuable, but often rejected history.—Page 122.

অর্থাৎ ইজিপ্ট ও ফিনিশিয়া হইতে লোক যাইয়া যখন গ্রীশের হেলেনিক জাতি গঠিত করিয়াছে, এবং ইজিপ্ট ও গ্রীক জাতির সহিত যখন ভারতীয় হিন্দুগণের সম্পূর্ণ সমতা রহিয়াছে, তখন ইজিপ্টবাসীরা যে ভারতসন্তান তাহাতে আর সন্দেহ মাত্রই নাই। “ঐতিহাসিকেরা ইহা তুচ্ছজ্ঞানে গ্রাহ্য করিতে না পারেন, কিন্তু আমি ইহা সত্য বলিয়াই মনে করি। বলিতে পার ভারত ও ইজিপ্টে কি সমতা আছে? পোকক বলিতেছেন যে—

The prevalence of the Solar tribes in Egypt, Palestine, Peru, and Rome, will be evident in the course of the following rapid survey.—Page 162.

অর্থাৎ আমরা নিয়ে যে সকল কথা বলিব, তাহাতে ইহাই সপ্রমাণ হইবে যে ঈজিপ্ট, পেলোপোনিস, পেরু ও রোমে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। পোকক বলিতেছেন যে—

The reader will not readily forget the renowned "City of the Sun", "Helispolis", nor Menes, the first Egyptian king of the race of the Sun, the Menu Vaivaswata, or patriarch of the Solar race, nor his statue, that of "The great Menoo", whose voice was said to salute the rising sun.—Page 178.

হে পাঠক! তুমি সহজে Helis polis বা সূর্য্যের নগর, (সৌরপুরী) মিশরের সূর্য্যবংশীয় প্রথম রাজা মেনেস, সূর্য্যবংশের আদি পুরুষ ভারতীয় বৈবস্বত মনু অথবা মিশরে যে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহা কিংবা সেই মহা মনুকে বিশ্বিত হইও না, যিনি উদীয়মান সূর্য্যের উপাসক ছিলেন।

এতদ্বারা জানা গেল যে, মিশরের রাজারা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া প্রখ্যাপিত করিতেন এবং তাঁহারা আমাদের ভারতের আদিরাজ বৈবস্বত মনুকেই আপনাদিগের আদিপুরুষ ও আদিরাজ বলিয়া জানিতেন ও মিশরে তাঁহার এক প্রস্তর বা ধাতুময় প্রতিমূর্ত্তিও স্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐরূপ মিশরের রাজা Rameses এর নাম হইতেও জানা যায় যে উক্ত নামটি আমাদের নামের অনুরূপে রক্ষিত হইয়াছিল। সূত্রাং

For Rome, Egypt like, was colonised by a conflux of the Solar as well as Lunar Race.—Page 180.

মিশরে যে ভারতের চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের সমবায়দ্বারা উপনিবেশ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই।

কেবল ইহাই নহে, আফ্রিকার নদনদী ও পর্ব্বতাদির নামও ভারতের অনুরূপে রক্ষিত হইয়াছিল। যেমন নীলহইতে নাইল নদ, পুরীমঠহইতে Pyramid প্রভৃতি ব্যুৎপাদিত। মিশরের পুরোহিতগণ Piromis নামে কথিত হইতেন, উহাও সংস্কৃত পরমেশ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আচ্ছা মৈশরগণ যে ভারত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ কি? পোকক বলিতেছেন যে—

Philostratus introduces the Brahmin Iarchus, stating to his auditor, that the Ethiopians were originally an Indian race, compelled to leave India, for the impurity contracted by slaying a certain monarch, to whom they owed allegiance.

Page—205.

ফাইলোস্ট্রাটাস বলেন যে, একজন ব্রাহ্মণ আচার্য্য (Iarchus) তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে বলিয়াছিলেন যে—

আফ্রিকার ইথীওপিয়ান অর্থাৎ ইথীওপিয়া (মিশরের দক্ষিণস্থ) দেশবাসী লোকেরা মূলতঃ ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান। তাঁহারা তাঁহাদিগের কোনও সম্রাটকে সমুচিত রাজভক্তি প্রদর্শনের বিনিময়ে তাঁহাকে অতি নিকৃষ্ট উপায়ে হত্যা করিয়াছিলেন, তজ্জন্ম তাঁহারা ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

আমাদিগের মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণাদি বহু শাস্ত্রেও এই কথাগুলি বিবৃত রহিয়াছে যে, শক, যবন, কষোজ, হৈহয় ও তালজজ্বপ্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ অযোধ্যারাজ বাহুকে রাজ্যচ্যুত করিলে তিনি সগর্ভা পত্নীসহ অরণ্যে যাইয়া গুহা মুনির আশ্রমসম্মিলনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজ্যনাশঘটিত মনস্তাপ ও বার্কক্যবশতঃ তিনি তথায়ই উপরত হইলেন, তৎপর তৎপুত্র সগর উক্ত শক, যবনকষোজাদি ক্ষত্রিয়গণকে ধর্মভ্রষ্ট, মুণ্ডিতশিরস্ক, মুক্তকচ্ছ ও অর্দ্ধশিরো মুণ্ডনাদি দ্বারা লাঞ্ছিত ও দেশনির্বাসিত করেন, তাহাতেই তাঁহারা তুরস্ক, আরব, মিশর ও ইউরোপে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং ফাইলোস্ট্রাটাস ও পোককের উক্তির কোন অংশই অলৌকিক বা অতিরঞ্জিত কিংবা অবিশ্বাস্য নহে। তবে শকাদিই যে রাজাকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহা সত্যও না হইতে পারে। যাহা হউক এতদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে ইথীওপিয়গণ আফ্রিকার আদিমনিবাসী নহেন, সুতরাং আফ্রিকা বা মিশরও মানবের আদি জন্মভূমি হইতেছে না। পোকক তৎপরই বলিতেছেন যে—

An Egyptian is made to remark that he had heard from his father, that the Indians were the wisest of men, and that the Ethiopians, a colony of the Indians, preserved the wisdom and usages of their fathers, and acknowledged their ancient origin. We find the same assertion made at a later period,

in the third century, by Julius Africanus, from whom it has been preserved by Eusebeus and Syncellus; thus Eusebeus states, that the Ethiopians, emigrating from the river Indus, settled in the vicinity of Egypt.—Page 205.

প্রত্যেক মিশরবাসীই এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, তিনি তাঁহার পিতাপিতামহের নিকট ইহা শুনিয়াছেন যে, ভারতবাসী লোকেরাই সর্বাধিক জ্ঞানী ছিলেন। এবং ইথিওপিয়ানগণ ভারতীয় উপনিবেশিক ও তাঁহারা তাঁহাদিগের পিতৃগণের জ্ঞান ও আচার ব্যবহারই অত্যাধিক রক্ষা করিয়া আসিতেছেন এবং ভারতবর্ষকেই তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রাচীন বাসভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। আমরাও দেখিতে পাইতেছি যে, খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেও জুলিয়াস এফ্রিকানাস এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং ইউসেবিউস ও সীনক্লেনসও উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। ইউসেবিউস বলিয়াছেন যে ইথিওপিয়ানগণ সিন্ধুদের বেলাভূমি হইতে ইজিপ্টের নিকটে আসিয়া উপনিবেশিত হইয়াছেন।

মিঃ মুরে (Murray) তাঁহার ইজিপ্টের হেগুবুকনামক গ্রন্থের একত্র বলিতেছেন যে—

“Behind the temple of Venus”, says Strabo, “is the Chapel of Isis;” and this observation agrees remarkably well with the size and position of the small temple of that goddess; consisting as it does, merely of 1 central and 2 lateral adyta and a transverse chamber or corridor in front; * * It is in this temple that the cow is figured, before which the Sepoys are said to have prostrated themselves when our Indian army landed in Egypt. Much have been thought of this; but the accidental worship of the same animal in Egypt and India is not sufficient to prove any direct connection between the two religions. Page 316.

মিশরদেশে “আইছিছ” নামে এক দেবতা আছে, উহার সম্মুখে একটা মূর্তি বিরাজমান। যে সকল ভারতীয় সিপাই সৈন্য আরবীপাশার যুদ্ধে মিশরে গিয়াছিল তাঁহারা সেই আইছিছের মন্দিরের নিকট যাইয়া সাষ্টাঙ্গে

প্রণিপাত করিতে লাগিল। কেন ভারতবর্ষ ও মিশরে গাভী ও উরু দেবতার অর্চনার বিষয়ে এই সমতা ঘটিল? ইহা কাকতালীয়বৎ হঠাৎই ঘটিয়াছে? না তাহা কখনই নহে। নিশ্চিতই প্রতীতি হইতেছে যে এই উভয় দেশবাসীদিগের মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ সংশ্রব ছিল।

সে প্রত্যক্ষ সংশ্রব কি? আমরা পূর্বেই পোককের গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছি যে মিশরবাসীরা ভারতবর্ষকে আপনাদের পূর্বনিবাস বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ফলতঃ সাগর-সম্বাধিত শক, যবন, কথোজ ও তালজঙ্ঘ-প্রভৃতি ক্রান্ত্রদিগের কেহ কেহ যে মিশরে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাতে দ্বিধামাত্রও নাই। মিশরের এই আইছিছ দেবতা আমাদের বৃষভধ্বজ ঈশ: (ঈশন্) অর্থাৎ শিব ভিন্ন আর কেহই নহেন। একদল ভারতীয় শিবোপাসক যে মিশরে যাইয়া এই ভারতীয় দেবপূজার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহা যেন ক্রুবই।

কেবল ইহাই নহে, ঈজিপ্টের “মিশর” নামও আমরা ভারতগন্ধি বলিয়া নির্দেশ করিতে অভিলাষী। উহা সংস্কৃত “মিশ্র” শব্দের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেরূপ শকস্বর্নদিগের সহিত কতকগুলি শর্মন্ (শুরুপুরোহিত) ইউরোপে গিয়াছিলেন, তদ্রূপ সাগর-লাঙ্ঘিত ভারতসম্ভানদিগের সহিত কতকগুলি চিকিৎসাব্যবসায়ী মিশ্রব্রাহ্মণও আফ্রিকায় যাইয়া থাকিবেন তাঁহাদিগের “মিশ্র” নাম হইতে তদধুষিত জনপদের মিশ্র বা মিশর নাম হওয়া অসম্ভব নহে। মরে সাহেব বলিতেছেন যে—

The hatred of the Tentyritis for the crocodile was the cause of serious disputes with the inhabitants of Ombos, where it was particularly worshipped; and the unpardonable affront of killing and eating the godlike animal was resented by the Ombites with all the rage of a sectarian feud.—P. 318.

কায়রো দেশের নিকটে “অম্বোস” নামে একটা জনপদ আছে। উহার অধিবাসীদিগের নাম “অমবাইট”। তাহারা কুম্ভীরদিগকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। পক্ষান্তরে টেটিরাইটগণ কুম্ভীরভোজী। তজ্জন্ত এই উভয় জাতি মধ্যে চিরবিষেব বিরাজমান। মরে স্থলাস্তরে বলিতেছেন যে—

Between 2 and 3 miles to the east of Seuwah is the temple of Amun, now called Om Baydah. P. 231.

শিউয়ানগরের দুই তিন মাইল পূর্বে আমুন দেবের মন্দির। উক্ত শিউয়ানগর এইক্ষণ ওমবৈড্‌হা নামে প্রখ্যাত।

আমরা পাঠকগণের নিকট এই বিষয়গুলি উপস্থাপিত করিয়া ইহাহইতে সত্যোক্তার করিতে প্রার্থনা করি। সাহেবেরা এই

Om Baydah

শব্দের অনুবাদ “Mother white” করিয়াছেন। ওম—অম্মা ও বৈড্‌হা শ্বেত। কিন্তু যদি কেহ অম্মোস্ ও ওম্‌বৈড্‌হা নগর এবং অম্বাইট জাতির বিষয় ভাবিয়া দেখেন তবে কি তাঁহারা ইহাদের সহিত ভারতীয় অম্বষ্ঠদেশ ও অম্বষ্ঠজাতির কোনও সমতা স্বীকার করিতে আকৃষ্ট হইবেন না? শিউয়ান শব্দও কি শৈব শব্দের অপভ্রংশ নহে? মরে স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

Near Balla's should be the site of Contra Coptos. Kobet, or Koft, the ancient Coptos, is a short distance from the river, on the east bank. The proper orthography, according to Aboolfeda, is Kobt, though the natives now call it Koft In Coptic it was styled Keft, and in the hieroglyphics. Kobthor a name recalling the Cophtor of scripture. P. 319.

বল্লাসনগরের নিকটে কোপটোস নামে একটি নগর আছে, উহা নদীর পূর্ব-তীরে অবস্থিত এবং ইহার অধিবাসীদিগের নাম কোপ্ট। এই কোপ্ট শব্দের নিদান লইয়াও সকলে বিবদমান। অধ্যাপক আবুলফেদার মতে উহা কেব্ট সংস্কার বিষয়ীভূত, পক্ষান্তরে তদ্দেশবাসিগণ উহাকে কোফট বলিয়া থাকেন। আবার কপটিক ভাষাতে উহা কেফ্ট বলিয়া বিবৃত। পক্ষান্তরে হাইরোমিফিক লিপিতে উহা কোবতর বলিয়া অভিহিত।

আমরা পূর্বেকৃত অম্মোস, অম্বাইট ও অম্বৈড্‌হা এবং এই কোপ্ট শব্দের একত্র সন্নিবেশনিবন্ধন এই কোপ্ট শব্দটী ভারতের “গুপ্ত” শব্দ হইতে উৎপাদিত বলিয়া মনে করিতে চাই, আমাদিগের এ অনুমান ব্যাহত কি সত্যগন্ধি, তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখিবেন। প্রাচীনেরা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈষ্ণ, ধনী, রাজা ও নদী দেখিয়া বাসের উপদেশ করিয়াছেন। আফ্রিকাগত

ভারতসম্বন্ধেও আপনাদিগের সহিত একদল “শুশ্রোপাধিক” বৈজ্ঞানিক লইয়া গিয়াছিলেন, ইহা একবারেই অসম্ভব ব্যাপার নহে। মরে স্থলান্তরে লিখিতেছেন যে—

And though, as in Strabo's time, the Myos—Hormos was found to be a more convenient port than Berenice, and was frequented by almost all the Indian and Arabian fleets, Coptos still continued to be the seat of commerce. P. 319.

অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও আরবদেশের বাণিজ্য জাহাজ সকল সর্বদা মাইওস-নামক বন্দরে যাতায়াত করিত। কপ্টনগর এখনও বাণিজ্যবন্দর বলিয়া পরিচিত।

সুতরাং কেন এই বিতর্ক করা যাউক না যে ভারতবাসীরা কখনও মিশরে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়া নাই, পরন্তু তাঁহারা কেবল সময়ে সময়ে বাণিজ্যোপলক্ষেই তথায় যাইতেন, তাহাতেই ভারতীয় দেবদেবী তথায় প্রতিষ্ঠাপিত ও উপাসিত হইয়াছে ?

না এরূপ হইলে সমগ্র মিশরপ্রভৃতি দেশে ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম ও আচারব্যবহার অপিত দৈহিক সমতা এত বিস্তৃতভাবে প্রসৃত হইতে পারিত না। মিশরবাসীরাও বলিতেন না যে আমরা ভারতের পূর্বাধিবাসী, ইহা আমাদের বাপদাদার নিকট শুনিয়া আসিতেছি। সার উইলিয়মজোন্স সাহেব তাঁহার এশিয়াটিক সোসাইটীর রিপোর্টেও বলিয়াছেন যে মিশরদেশ ভারতীয় আর্ষ্যগণদ্বারা উপনিবেশিত। অবশ্য মিশরের হাইরোগ্লিফিক লিপিপাঠকেরা মিশরের বয়ঃক্রম খৃষ্টপূর্ব ৬৭ হাজার বৎসর বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের তাম্রফলক ও পানীগণের জেন্দাভস্তা পাঠ যেরূপ অজ্ঞাপি অত্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, তদ্রূপ মিশরের লিপি পাঠও অত্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে একই লিপির পাঠোদ্ধার করিতে যাইয়া কেহ মিশরের বয়স খৃষ্টপূর্ব ৬৭ হাজার বৎসর, কেহ ৪৫ হাজার, কেহ ৩৪ হাজার ও কেহ বা দুই হাজার বৎসর বলিয়া নির্দেশ করিতেন না। ধরিয়া লও মিশরের বয়স যেন খৃষ্টপূর্ব ৬৭ হাজার বৎসরই বটে, কিন্তু তাহাতেও উহা যে জগতের দ্বিতীয় প্রত্নৌক:

বর্ষায়সী ভারতভূমি হইতে কত অবরজবয়াঃ তাহা ভাবনারও অতীত পদার্থ।
অতঃপরও যদি কেহ ভারতহইতে মিশরের প্রাচীনত্বের দাবি করিতে চাহেন
তাহা হইলে আমরা

তিষ্ঠ নিঃশ্চয় যামঃ

বলিয়া দূর হইতেই তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিব। জগতের আদি
গ্রন্থ সামবেদের দেশ মন্ডোলিয়া ও জগতের দ্বিতীয় গ্রন্থ ঋগ্বেদের দেশ
ভারতবর্ষ হইতে কি আর কোনও জনপদ প্রাচীন হইতে পারে ?

আমরা অতঃপর Medea বা Hara র আদিজন্মভূমিত্বের কথা ভাবিয়া
দেখিব। বাইবেলবিনোদী পূজনীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার Arian
witness নামক গ্রন্থের একত্র বলিতেছেন যে—

“And thus in our search for the original Aryan home, we
already find unmistakable vestiges in Central and Western
Asia which cannot fail to place us on the right track. P. 68.

আমরা এইরূপে মানবের আদিজন্মভূমি অন্বেষণ করিতে করিতে আশিয়ার
পশ্চিম ও মধ্যভূমিখণ্ডে উহার অবস্থান বিন্দু দেখিতে পাইতেছি, যাহা প্রকৃতই
ব্রাহ্মপরিশৃংখ।

কিন্তু আমরা পূজনীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই দৃঢ়তাতেও সহানুভূতি
বা আস্থা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইলাম না। এসিরীয়ায় বলাসুরের বাড়ী
ছিল, দেবগুনৌ (কুকুরাখ্য নরঃপ্রণী) সরমা তথায় অগ্নিরাদিগের অপহৃত
গরুর অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সত্য হইলেও ঐদিগের কোনও
প্রতীচা আশিয়াটিক ভূখণ্ডে যে মানবের আদি জন্মভূমি নহে, তাহা
বেদবাদবৎ ক্রবই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার পরই বলিয়াছেন যে—

Considering that India, which, long before its time, had
become the most important of Aryan countries, was ignored
in the East, and that Media which, as we shall see after-
wards, was the original seat of the Aryan family, was excluded
in the West, the word Aryana used by the geographers

must have been meant distinctively for Irania or "Iran," though Persia itself seems to have been put out of the enclosure.

P.—15.

আমারা বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের এই কথাগুলির মধ্যে ও কোনও সত্যের সমাবেশ দেখিতে পাইলাম না। ভৌগোলিকেরা যদি পারশ্বের উত্তরভাগকে ইরান বা এরিয়ানা বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, তবে তাহাতেও কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি দেখা যায় না। উহার ঐ নামের ব্যুৎপত্তি ও উহার অর্ধাচীনত্বের কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি ও যথাসময়ে আরও বলিব। কিন্তু পার্শী বা অম্বরগণের Aryana vaejo কথার "এরিয়ানা" ভাগ লইয়া যদি কোনও কথা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা বলিব পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা উহার অনুবর্তন করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। কেন না পার্শীদিগের জেন্দাভেস্তাতে ঐরূপ কোনও শব্দ নাই, উহাতে ছিল "Aryanam vaejo" এবং উহার অর্থও স্বতন্ত্র। পরন্তু উক্ত Aryanam vaejo কথাব দ্বারা যে স্থানের প্রকৃত অববোধ হইয়া থাকে, সেস্থানও প্রকৃত পিতৃভূমি নহে, পরন্তু উহাও কেবলমাত্র আর্য্য-গণের আদি অধুষিত স্থান পুণাভূমি আর্য্যাবর্ত। আর Media নামক কোনও স্থানের কথা পূর্বদেশ ভারতাদিতে অপরিজ্ঞাত থাকিলেও ভারতবাসীরা আদি প্রত্নোক্ত পিতৃভূমির কথা অনবগত ছিলেন না। এবং বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যে বলিতেছেন যে—

The Brahmins were desirous of considering themselves as dead to the Iranians, and the Iranians to themselves. Hence they formally recorded nothing about the ancient exploits or adventures of their forefathers in Central Asia.

P.—40.

ব্রাহ্মণেরা পার্শীদিগহইতে আপনাদিগকে ও পার্শীরা ব্রাহ্মণদিগহইতে আপনাদিগকে মৃত বা নিঃসম্পর্ক ভাবিতেন। তাই তাঁহারা মধ্যএসিয়াতে তাঁহাদিগের পূর্বপিতামহগণ যে সকল বীরত্ব বা অভিযানের কাহা করিয়া-ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই।

কিন্তু ইহা ঠিক প্রকৃত কথা নহে। তাঁহারা সেই প্রাচীনতম যুগে যাহা সম্ভবপর তাহা বেদমন্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি ঐ সকল

মস্তুর অধিকাংশই রাষ্ট্রবিপ্লবে, গৃহদাহে বা কীটদংশনাদিনিবন্ধন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা আছে তাহারও প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যাত না হওয়াতে আমাদিগের পূর্বপিতামহেরা সেই আদি পিতৃভূমির কথা যে প্রকৃতই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াগিয়াছেন তাহা অক্ষাচীন যুগের আমরা জানিতে অসমর্থ হইয়াছি। অধ্যাপক কুজনপ্রভৃতিও ঋষিদিগের স্বপ্নে এইরূপ দোষ চাপাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঋষিগণ বেদে ও পানীরা বন্দোপস্থাতে আদি জন্মভূমির কথা লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন না। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বা সাহেবেরা কেন বেদাদি পাঠ করিয়াও এরূপ দোষারোপ করিতেছেন, তাহা তাঁহারা জানেন। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় অতঃপর বলিতেছেন যে—

We think sufficient traces of Aryan connection have been discovered in the West of Asia to encourage us to persevere in the inquiry after the original settlement of our ancestors in that direction, and this will be our business in the next chapter. P. 77.

কিন্তু আমরা বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থে এমন একটা প্রমাণেরও অবতারণা দেখিতে পাইলাম না, যাহাতে পশ্চিম এশিয়ার কোনও ভূখণ্ড পিতৃভূমি বলিয়া কল্পনায়ও আসিতে পারে। তবে পশ্চিমএশিয়া ও আফ্রিকা এবং ইউরোপের সর্বত্রই ভারতীয় আর্গাণ যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং ঐ সকলদিকে কেন আঘাচক্র দেখিতে পাওয়া যাইবে না? কিন্তু তাহাতে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে উহাই পিতৃভূমি। ইরান (এরিয়া), অর্জরম ও আরারলাও প্রভৃতি দেশের নাম ত আর্গ্য শব্দ হইতেই উৎপাদিত ও ব্যুৎপাদিত? তাহা ঠিক, কিন্তু তাহাহলে ত আঘাবর্তসনাথ ভারতবর্ষকেও পিতৃভূমি মনে করা অধিক সম্ভব হইতে পারে? ইহারা প্রত্যেকেই বা কেন সে দাবি করিতে পশ্চাৎপদ হইবে? ফলতঃ ভারতের এই আগন্তকেরা ভারতে প্রবেশের পূর্বে যে আঘ্যনামধারী ছিলেন না, তখন যে তাঁহারা দেবোপনামা ছিলেন ইহা জানা থাকিলে বন্দোপাধ্যায় মহাশয় “এরা” শব্দ লইয়া এত হাঙ্গামা করিতেন না। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় স্তলাস্তুরে বলিতেছেন যে—

Bochart proves by a learned dissertation that Media was called Ara or Aria from Hara, a place where the Assyrian

Kings Pul and Tiglathpilnesar had banished the Reubenites, the Gadites, and half the tribe of Manasseh. "Hara," he says, "Stands in 1 Chron. V. 26 for Media in Ezra. Omitting the aspirate, Jerome reads it Ara. Indeed by the Greeks also, Media is called Aria, and the Medes, Arians." P. 85.

আমরা ইহা পাঠ করিয়াও মিডিয়ার পিতৃভূমিভেদে অনুকূলে মত গঠিত করিতে পারিলাম না। বোচার্টসাহেব যে কি পাণ্ডিত্য বা কি হেতুপ্রদর্শন পূর্বক মিডিয়ার পিতৃভূমি সম্বন্ধিত করিলেন, তাহাও আমরা বুঝিতে সমর্থ হইলাম না। পৃদ্ধবঙ্গলার লোক ৭ হিব্রু হরিকে "অরি" বলিয়া থাকেন, ইহাতে এই "অরি" অর্থ যেমন শব্দ হইতে পারে না, তদ্রূপ যদি কেহ হেরাকে এরা বলিয়া থাকেন, তবে সেই এরাও কখনই আর্গ্যার্থসমর্থক হইতে পারে না। পৌসানিয়াস (Pausanias) জেনোফন (Xenophon) ও বোচার্ট প্রভৃতি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায়ই অযৌক্তিক ও প্রমাণশূন্য। ফলতঃ এই 'এরা' শব্দ সংস্কৃত "আর্য" শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র। ভারতীয় আৰ্য্য পাশীরা পারস্যের উত্তরভাগে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করাতেষ্ট উহা আৰ্য্যায়ণ, আইরাণ, ইরাণ বা এরা নামে বিখ্যাত হয়। মিডিয়া এরার ভূতপূৰ্ব নাম। পোকক বলিতেছেন যে—

Aria, whence the modern name of Iran, takes its name, as is well known, from the Arii, an ancient Median people. It is a name derived from the Sanskrit Vocabule "Arya."

India in Greece. Introduc. P.—8.

কিন্তু তথাপি বন্দোপাধায় মহাশয় বলিতেছেন যে—

Here we have a chain of evidence leading us to Media as the original home of the Arians. P. 85.

কিন্তু কোন্ প্রমাণনিবহ যে বন্দোপাধায় মহাশয়কে Mediaর পিতৃভূমিভে নিঃসন্দেহ করিল, আমরা তাহা ভাবিতেও অসমর্থ। পাছে কেহ মনে করেন, আমরা প্রমাণ গোপন করলাম, একারণ আমরা এখানে বোচার্টের প্রমাণগুলি উদ্ধৃত করিতে বাধা হইলাম।

He then cites the passage in Herodotus to which we have already referred. He next cites Pausanias in Corinthiacis de Medea, where he says that Medea went to the region

then called Aria and gave to the people thereof the name of Medea. Apollodorus is then quoted, who says, that Ariania was a country near Cadusia. Xenophon is referred to after this, whose testimony is as remarkable as it is curiously satisfactory. He says, "The Thamnerians of Media are near Cadusia", Now Thamneria is derived from "the man" South, and Aria, meaning the southern Arians. And so Bachart concludes :—"Porro Aria est Hara." P.—85.

বলা বাহুল্য কতকগুলি লোকের নাম ও কতকগুলি অমূলক কথার সমাহার করিলেই তাহা যে কি প্রকারে অকাটা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে তাহা আমরা অবগত নহি। ফলতঃ মিডিয়া মানবের আদি জন্মভূমি হইলে বাইবেল, কোরাণ, বেদ ও জেন্দঅভেস্টা ইহার নাম লইতে বিস্মৃত হইতেন না। তাহা হইলে বাইবেল East না বলিয়া মিডিয়া বলিতেন। আর মহামতি এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবও কখন

from east to west

বলিয়া পাঠ সমাপ্ত করিতেন না। প্রকৃত কথা এই যে এই ঈষ্টশতাব্দী দ্বারা একমাত্র ভারতবর্ষ লক্ষিত হইয়াছিল, কেন না পারস্য, তুরস্ক, আরব, আফ্রিকা ও ইউরোপের সভ্যজাতিরা সকলে ভারতের সভ্যতা ভব্যতা লইয়া ঐ সকল দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই আদি পিতৃলোক হইতে ঐ সকল দেশে গমন করেন নাই। প্রকৃত পিতৃভূমি কোন্ স্থানে? তাহা বেদাদিতে বিশদাকারেই বিবৃত রহিয়াছে, আভেস্টা উহার নাম লইয়াও পদার্থগ্রহ করিতে পারেন নাই। বাইবেলের ইডেনগার্ডেনও কল্পনামহাসাগরের ফেনবুদ্ বিশেষ। আদম ও হবার নামও সংস্কৃত আদিম ও শতরূপার নামের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে পারসিকদিগের ইরাণই আদি পিতৃগেহ, কিন্তু মিডিয়ার ঞায় একথার মূলেও কোনও প্রকৃত সত্য বিনিহিত দেখা যায় না। পারসিকেরাও এরূপ কথা মুখেও আনয়ন করেন নাই। মহামতি লাক্সনোইশ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মাত্র বলিয়াছেন যে—

It is my opinion that the Indian colony conducted by Monu, which established itself in Aryavarta, came from

the countries which lie to the west of the Indus, and of which the general name was Aria, Ariana, Hiran.

P. 353 Sanskrit Text—Book Vol. II.

কিন্তু এবিষয়ের সমর্থনজন্য লাললোইশ কোনও প্রমাণেই অবতারণা করেন নাই, ইহা তাঁহার “I think so” ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার মহামতি পোকক Dabistan সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে—

That in the earliest times, primitive nations, related by language to each other, had their origin in the common elevated country of Central Asia, and that the Iranians and Indians were once united before their emigration into Iran and India. India in Greece P. 132.

কিন্তু কোনও ব্যক্তিই প্রমাণদ্বারা তাঁহাদিগের এই সকল মতের সমর্থন করিতে সমর্থ হইলেন নাই। কেবল

I think so, He thought so,
and perhaps it may be so

এই তিনটি আপ্তবাক্যই তাঁহাদিগের একমাত্র সম্বল। যখন ঋগ্বেদ তারস্বরেই বলিতেছেন যে, অসুর বা পাশীরা ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া পারশ্বে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন আমরা প্রকৃত আপ্তবাক্য বেদ অগ্রাহ্য করিয়া কি প্রকারে পাশ্চাত্যগণের মুখের কথায় বিশ্বাস করিব? অপিচ যদি মধ্যএশিয়াই পিতৃভূমি হয়, তাহাহইলে ইরাণের পিতৃভূমিত্ব ত আপনা হইতেই নিরাকৃত হইয়া যায়? আর “ইরাণ” শব্দ আৰ্য্যগন্ধি বলিয়াই যদি উহাকে কেহ পিতৃভূমি বলিতে চাহেন, তাহাহইলে “আয়ার্ণাও”কেই বা পিতৃভূমি মনে করা যাইতে পারিবে না কেন? কেন না উহা আৰ্য্যদিগের Land বা বাসভূমি? এবং ইরাণ ও আৰ্ণাবর্ত, এই উভয় শব্দের মধ্যে আৰ্ণাবর্ত কথাটি যখন নিঃসন্দেহ রূপেই আৰ্য্যনিবাস অর্থের অভিবাক্তি করিয়া থাকে, তখন কেন আমরা আৰ্ণাবর্তকেই পিতৃভূমিত্বের পদে বরণ করিব না? ফলতঃ ইরাণের পিতৃভূমিত্ব সংস্কৃতি বিষয়ে কোনও যুক্তি বা প্রমাণই বর্তমান নাই। উহার ইরাণ নাম কেন হইল, ইহা তলাইয়া দেখিলে তন্নতাবলম্বীরা কখনই ঐরূপ ব্যাহত মতের

অবতারণা করিতেন না। ইরানের ইরাণ নাম হইল কেন? পণ্ডিতপ্রবর রমেশচন্দ্রদত্ত মহাশয় বলিতেছেন যে—

In Asia, ancient Aryan races lived for long centuries in the Punjab. Social and religious differences, however soon broke out among these, and divided them into two sections. One section called their gods by the name of Asura, and abjured animal sacrifices and the use of the unfermented Soma; while the other section called their gods by the name of Deva, and rejoiced in animal food and fermented drink. These differences ended in the final separation of these sections. The Asuraworshippers retired into Persia, and were the ancestors of the modern Persians; the Devaworshippers remained in the Punjab, and were the ancestors of the modern Hindus of Northern India. P. 2.

History of India 5th Revision.

তাহা হইলেই জানা গেল যে পাশীগণ ও আমরা ইরাণে একত্র ছিলাম না, তাঁহারা ও আমরা ভারতেই ছিলাম, পরে তাঁহারা ইরাণে চলিয়া যান। এই আৰ্য্যনামধারী অসুরগণ ভারতহইতে পারস্য গমন করাতেই আশ্বিনের অয়ন উক্ত উত্তর পারস্য আশ্বায়ণ (আশ্বিন+অয়ন=আশ্বায়ণ) নামের বিষয়ীভূত হয়। সেই আশ্বায়ণ শব্দট বিকৃত হইয়া আইরান ও ক্রমে ইরাণে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং ইরাণ কোনও আদি প্রত্যোকঃ নহে। তবে দত্ত মহাশয় যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত ঐতিহ্য সমাক্ষ বিবৃত হয় নাই। প্রকৃত ঐতিহ্য ইহা হই যে আমরা ভারতের বাহিরে অন্য কোনও স্থানে বা পিতৃভূমিতে আৰ্য্যনামে বিশেষিত ছিলাম না। আমরা দেবতারা আদি পিতৃভূমি হইতে বিষ্ণু ও অগ্নিপ্রভৃতি দেববৃন্দের সহায়তায় ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের কৃষ্ণহৃৎ আদিম নিবাসিগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার পূর্বক শোচনীয় অবস্থাপন্ন উহাদিগকে “শূদ্র” ও প্রভু আমাদেরকে “আৰ্য্য” (Lord) উপাধিতে সমলঙ্কৃত করি।

“অৰ্য্যঃ স্বামিবেশ্যোঃ।” ৩।১।১০৩ পা

এবং সেই আৰ্য্যগণের অধ্যুষিত বিক্র্যাহ্মালয়মধাবর্তী পুণ্ড্রভূমি আশ্বিনবর্ত

(আ—সম্যক্ বর্তন্তে অত্র ইতি আবর্তঃ স্থানং, আগ্যাণাম্ আবর্তঃ বাসস্থানং আৰ্য্যাবর্তঃ) নামের বিষয়ীভূত হয়। ইহাই জগতের আদি আগ্যানিকেতন ও ইরাণ দ্বিতীয় আৰ্য্যভূমি, ঐ সময়ে আৰ্য্যগণ কেবল পঞ্চনদ বা পঞ্জাবের সীমামধ্যে সংকুচিত ছিলেন না, তাঁহারা সিন্ধু, সরস্বতী ও সরযূনদীর সমুদায় অববাহিকাভূখণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। এবং তাঁহাদিগের মধ্যে ক্রমে চাতুর্দর্শ্যের প্রতিষ্ঠাও হইয়াছিল। অনন্তর দেববংশীয় সেই আৰ্য্যগণের মধ্যে একদল অসুরপক্ষপাতী ও অসুরোপাসক এবং অন্য দল আপনাদিগের জ্ঞাতি ইন্দ্রাদি নরদেবগণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে এবং পানভোজনাদি বিষয়েও তাঁহাদিগের মধ্যে অনৈক্য ঘটিয়া উঠিলে উভয় দলে মহাসংঘর্ষ ও সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং সেই সংঘর্ষনিবন্ধনই আৰ্য্য ও দেববংশীয় অসুরগণ ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আমরা “অসুর বা পার্শ্বজাতি” শব্দকে এবিষয়ের সাবস্তার বর্ণনা করিয়াছি।

এই “দেবাসুরযুদ্ধ” প্রথমতঃ দেবগণ (স্বর্গস্থ ও ভারতগত) সনাথ ইন্দ্র ও ভারতবাসী দেববংশীয় অসুর বৃত্র, বল ও পণি প্রভৃতির সহিত হইয়াছিল। এবং এই প্রথম যুদ্ধের প্রধান কারণ সুরাপান। এই প্রথম যুদ্ধে পরাভূত হইয়াই অসুরেরা কেহ কেহ তুরুক্ষে, কেহ কেহ আমেরিকা বা পাতালে ও কেহ কেহবা পারশ্বের উত্তর ভাগে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ ইন্দ্রের উপরতির বহু পরে ইন্দ্রোপাসনা প্রভৃতি লইয়া ঘটিয়া ছিল। উহার একপক্ষে শুভ্র নিশুস্ত ও পক্ষাস্তরে চণ্ডীসনাথ দেবগণ ছিলেন, ইহারও নাম দেবাসুরসংগ্রাম বা দেবীযুদ্ধ। এই যুদ্ধে শুভ্র ও নিশুস্ত প্রভৃতি অসুরনেতৃবৃন্দ নিহত হইয়াছিলেন। মহাবীর মহিষাসুর আমেরিকাহতে আসিয়া শুভ্র ও নিশুস্তের প্রধানসেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পারশ্ব ও তুরুক্ষগণঃ অসুরগণের মধ্যে বৃত্র ও ত্বদীয় ভ্রাতা বলাসুর প্রধান ছিলেন, তাঁহারা উভয়েই ইন্দ্রের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। বেদের পণিনামক অসুরগণ তুরুক্ষের যে স্থানে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের নামানুসারে Phinicia নামে প্রখ্যাত লাভ করে এবং বলপ্রভৃতি অসুরগণকর্তৃক অধুষিত অন্য কোনও কোনও ভূখণ্ড অসুরীয় ও আসুরীয় নামে বিশেষিত হইয়াছিল। কালে উক্ত দুই শব্দের বিকার হইতেই Syria ও Assyria নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বলাসুরের সেই এসেরিয়ার

নামান্তরই বাবিলন। আর বৃত্র প্রভৃতি অসুরেরা পারশ্বের উত্তরভাগে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইলে আৰ্য্য তাঁহাদিগের অধ্যুষিত উক্ত স্থান 'আৰ্য্যায়ণ' নামে প্রখ্যাতি লাভ করে। সুতরাং এহেন উপনিবেশভূমি ইরাণ 'আদি জন্মভূমি', কিংবা অন্ততঃ ভারতবাসিগণেরও ভূতপূৰ্ব্ব বাসস্থান বলিয়া কথিত হইতে পারে না। অসুর বা পারসিকগণ যে ভারতের ভূতপূৰ্ব্ব অধিবাসী, তাহার প্রমাণ কি ?

আমারা উপাসনাতে "অসুর বা পার্শীজাতি" প্রকরণে এ বিষয়ে প্রভূত প্রমাণপ্রদর্শন করিয়াছি, এখানেও প্রসঙ্গতঃ কতিপয় প্রমাণের অবতারণা করা গেল।

প্রথম প্রমাণ।—তাঁহাদিগের অগ্ন্যুপাসনা ও সোমরস বা হওয়া পান।

দ্বিতীয় প্রমাণ।—তাঁহাদিগের মধ্যে ভারতীয় চাতুৰ্কর্ণাপ্রথা ও ভারতীয় উপবীতের প্রচলন।

তৃতীয় প্রমাণ।—তাঁহাদিগের জেন্দাভস্তা গ্রন্থে ভারতীয় জনপদসমূহ ও ভারতীয় নদনদীর সমুল্লেক্ষ। অবশ্য তাঁহারা অগ্নিব উপাসনা ও সোমপান মধ্য এশিয়া বা অন্য কোনও স্থানসংস্থ পিতৃভূমিহইতেও পারশ্ব লইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু যে চাতুৰ্কর্ণ্য ও উপবীতধারণের প্রথা ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতের আর অন্য কোনও স্থানেই নাই, পিতৃভূমিতেও ছিল না, পারসিকদিগের মধ্যে সেই প্রথাঘরের অস্তিত্বনিবন্ধনই আমরা তাঁহাদিগকে ভূতপূৰ্ব্ব ভারতসন্তান ভিন্ন আর কিছুই ভাবিতে পারি না। এখনও তাঁহাদিগের নরনারীগণ কটিদেশে উপবীত বা Sacred thread ধারণ করিয়া থাকেন ও এখনও তাঁহাদিগের মধ্যে বর্ষন বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা চত্বী, বৈশ্য বা বাশ, শূদ্র বা শুদিন কিংবা শুদ নামে শ্রেণীচতুষ্টয়ের সত্তা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা যে ভূতপূৰ্ব্ব ভারতসন্তান ইহা নির্বৃঢ় সত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

তাঁহারা কি তাঁহাদিগের কোনও গ্রন্থে আমাদের ভারতবর্ষের নাম গ্রহণ করিয়াছেন? না তাহা করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের আভেস্তায় গোঃ (Gou) নাম বিবৃত রহিয়াছে। ভারতের নাম বহু ছিল। যেমন অজনাভবর্ষ, নাভিবর্ষ, হিমাশ্ববর্ষ, পৃথিবী, ভূ, গো ও বসুন্ধরাপ্রভৃতি, তন্মধ্যে হইতে উহারা কেবল একটি নাম 'গো' শব্দের পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই কার্য্যতঃ

ভারতের নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদেও ভারতী ও পৃথ্বী বা পৃথিবী-শব্দের সমাবেশ রহিয়াছে, বেণতনয় পৃথুর নামহইতে পৃথ্বী বা পৃথিবী নাম ব্যুৎপাদিত। ঐরূপ ভরতহইতে ভারত বা ভারতী, নাভিহইতে নাভিবর্ষ, অজনাভহইতে অজনাভবর্ষ, হিমালয়হইতে হিমাছবর্ষপ্রভৃতি নামের উৎপত্তি হইয়াছে। জেন্দায় এই সকল নাম না থাকিলেও উহাতে যে সকল ভারতীয় অবাস্তুর স্থানের নাম রহিয়াছে, তৎপাঠে জেন্দ (হিন্দু শব্দের অপভ্রংশ) জাতিকে ভারতের ভূতপূর্ব অধিবাসী ভিন্ন আর কিছুই ভাবা যাউতে পারে না। আমরা আভেষ্টাগ্রন্থহইতে কিয়দংশের সমাহার করিয়া আমাদের উক্তির সমর্থন করিব।

1, 2, (1-4):—Ahura Mazda spake to the holy Zarathustra:—I formed into an agreeable region that which before was nowhere habitable. Had I not done this, all living things would have poured forth after Airyana Vaejo.

মহামতি তিলক তাঁহার Arctic Home in the Vedas নামক গ্রন্থের ৩৫৭ পৃষ্ঠাতে জেন্দাভেষ্টার এই সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে—
The paragraphs are marked first according to Darmesteter, and then according to Spiegel by figures within brackets.

অর্থাৎ আমি নিম্নে যে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা ডারমেস্টেটারের মত, তবে বন্ধনীগত সংখ্যা দ্বারা স্পাইগেলের মতও বিজ্ঞাপিত হইতেছে। আভেষ্টায় লিখিত আছে যে—

অহুর মজদা পবিত্র জরাথুষ্ট্রকে কহিলেন, আমি একটি অতি মনোজ্ঞ স্থানের সৃষ্টি করিয়াছিলাম, যাহা পূর্বে কোনও স্থানে মনুষ্যগণদ্বারা অধুষিত হইয়াছিল না। যদি আমি ইহার সৃষ্টি না করিতাম, তাহা হইলে সমুদয় জীবজন্তু এরিয়ানা ভেইজোর দিকে ধাবিত হইত।

ডার্মেষ্টেটার জেন্দার যে শব্দটির অনুবাদ poured forth after Airyana Vaejo করিয়াছেন, হাউগ ও স্পাইগেল তাহার অনুবাদ করিয়াছেন departed to Airyana Vaejo, সুতরাং জানাগেল এই এরিয়ানা ভেইজো সেই মনোজ্ঞ আদিসৃষ্টিস্থান হইতে স্বতন্ত্র ও অগ্র দ্বিতীয় জনপদ। অতএব

জেন্দাভস্তার এই “এরিয়ানা ভেজো” মানবের আদি জন্মভূমি নহে। পরে অনূদিত হইয়াছে।

3. 4. (5-9), —I, Ahura Mazda, created as the first best region, Ariyana Vaejo, of the good creation, (or, according to Darmesteter, by the good river Daitya.) There are there ten months of winter, and two of summer. Page 357.

আমি অহুর মজদা, এরিয়ানা ভেইজো নামে একটি উত্তম জনপদের সৃষ্টি করিলাম, যাহাতে দৈত্যা নদী প্রবাহিত। আমি যত উত্তম স্থান সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে এই এরিয়ানা ভেইজোই সর্বোৎকৃষ্ট। এখানে বৎসরে দশমাস শীত ও দুইমাস গ্রীষ্ম।

এই বর্ণনা দৃষ্টে তিলক প্রভৃতি অনেক মহাত্মাই এই আরিয়ানা ভেইজোকে স্বদূর উত্তরে উত্তর মেরুতে লইয়া যাইতে অভিলাষী। কিন্তু তাঁহাদিগের বুঝা উচিত ছিল যে সাহেবদিগের অনুবাদ নির্দোষ নহে। নির্দোষ হইলে উপরি উদ্ধৃত স্থলে ডারমেষ্টেটার একই কথার স্বতন্ত্র অনুবাদ করিবেন কেন? যাহা হউক তিলক দশমাস শীতের কথা পাঠ করিয়াই বলিলেন যে—

Shows that the Airyana Vaejo must be located near the North pole and not to the east of Iran. Page 353.

কিন্তু আমরা তিলকের গ্রন্থহইতেই দেখাইব যে পাশ্চাত্য কোবিদবৃন্দের জেন্দাভেস্তার এই দশমাস শীতের কথা প্রমাদসঙ্কল। তিলকই বলিতেছেন যে—

All the translators again agree in holding that the statement “Seven months of summer are there and five months of winter” is a later insertion. Page 366.

কেন সাহেবেরা দশমাস শীত ও দুইমাস গ্রীষ্ম ছাড়িয়া আবার সাতমাস গ্রীষ্ম ও পাঁচমাস শীতের কথা বলিলেন? যেহেতু জেন্দার পারশীয়ান টীকা-কারগণই এই মতের অভিব্যক্তি করেন।

But the Zend commentators have stated that there were seven months of summer and five of winter therein; and this tradition appears to have been equally old. Page 371.

সুতরাং বুঝা গেল যে বৈলাতিক অনুবাদকগণের দোষেই এই ও অন্য সকল গোলযোগ ঘটিয়াছে। উত্তর মেরু বা North poleএ দশমাস শীত, দুইমাস গ্রীষ্ম বা বারমাস শীত বলিলেই হয়, কিন্তু যখন মূলের বচনাবলী তৎসমর্থক নহে, পরন্তু কোনও গ্রীষ্মপ্রধানস্থানসমর্থক, যেখানে সাত মাস গ্রীষ্ম ও পাঁচ মাস শীত, তখন সে স্থান সূদূর উত্তরকেন্দ্র বা হিমালয়ের পর পারে হওয়াও সম্ভবপর নহে, ফলতঃ উহা আমাদের আখ্যাবর্ত সনাথ এই গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষের নামগন্ধও ত জেন্দাভেস্তাতে নাই? অবশ্যই নাই, কিন্তু এরিয়ানা ভেইজো আছে? উহাই আমাদের ভারতের পৃণ্যভূমি আখ্যাবর্ত। আর জেন্দাভেস্তায় যে “gau” কথাটি আছে, উহাই আমাদের গোকুপধারিণী ভারতবর্ষ। কেন? জেন্দভাষার সমুদয় পণ্ডিতগণই বলিয়া গিয়াছেন যে, “এরিয়ানা ভেইজো” আমাদের ইরাণের পূর্বদিকে অবস্থিত।

The recent scientific discoveries have, however, proved the correctness of the Avestic traditions, and in the light thrown upon the subject by the new materials there is no course left but to reject the erroneous speculations of those Zend scholars that make the Airyana Vaejo the eastern boundary of ancient Iran. Page 379.

তিলক কেন এমতে দোষারোপ করিতেছেন? নতবা তাঁহার উত্তরকুরুর আদিগেহত্ব সংসিক হয় না? তিনি এই মতের খণ্ডনজন্য যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূলে কোনও দৃঢ়ভিত্তিই বিনিহিত নাই, বেদের বিকৃত ব্যাখ্যা ও যাক্ক এবং উইলিয়ম ওয়ারেণ প্রভৃতির বিকৃত মতই তাঁহাকে কুপথগামী করিয়াছে। তিলকের পথপ্রদর্শক সাহেবরাও ভ্রান্ত? ভ্রান্ত না হইলে অগ্ন্যাণ্ড অনুবাদকেরা দৈত্যা নদীর পরিহার করিবেন কেন? কিন্তু ডাম্পেট্টার উহা গ্রহণ করিয়া সত্যের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছেন।

Airyana Vaejo, of the good creation, by the good river Daitya. P 357.

এই “দৈত্যা” নদী আমাদের দৃষদ্বতী নদী ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের আখ্যাবর্তে উক্ত দৃষদ্বতী নদী অত্যাপি প্রবাহিত রহিয়াছে। এবং

তজ্জগুই এরিয়ানা ভেইজো ও আমাদের আৰ্য্যাবর্তকে অভিন্ন মনে করাই সমীচীন।

বলিতে পার আৰ্য্যাবর্ত শব্দ হইতে Ariyana Vaejo কথাটি আসিল কি প্রকারে? মধ্য এসিয়া বা উত্তরকুরুপ্রভৃতি উদীয়ভূমির কুত্রাপি “আৰ্য্য” নামসংস্কৃষ্ট কোনও জনপদের নামই দৃষ্ট হইয়া থাকে না। ভারতে প্রবেশের পূর্বেও দেবতারা উক্ত “আৰ্য্য” নামে সমলঙ্কিত ছিলেন না। সুতরাং উক্ত এরিয়ানা ভেইজো ভারতগত আৰ্য্যভূত দেবগণের পরিচিত বা অধ্যুষিত কোনও স্থান ভিন্ন অণু কোনও স্থান হইতে পারে না। তৎপর তিলক যে বলিতেছেন যে—

The Airyana Vaejo is the first created happy land, and the name signifies that it was the birth land (Vaejo-seed, Sans, bija) of the Aryans (Iranians), or the Paradise of the Iranian race. Page 360.

এরিয়ানা ভেইজো প্রথমসৃষ্ট সুখময় স্থান, উহার অর্থ ইহাই যে পরমেশ্বর যত ভাল স্থানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তদন্যে এরিয়ানা ভেইজো সর্বপ্রথম (first), পরন্তু উহার অর্থ ইহাষ্ট নহে যে, উহা আদি স্থান, তাহা হইলে অহুরমজদা কেন বলিবেন যে আমি প্রথমে একটি মনোজ্ঞ স্থান সৃষ্টি না করিলে জীবজন্তু সকল এরিয়ানা ভেইজোর অন্তঃসরণে ধাবিত হইত? সুতরাং এরিয়ানা ভেইজো জগতের দ্বিতীয় স্থানই বটে, পরন্তু মানবের আদি সৃষ্টি কাগার নহে।

তৎপর তিলক Airyana Vaejoর Vaejo কথাটির যে ব্যুৎপত্তিনির্দেশ করিতেছেন, উহা অতীব কষ্টকল্পনাসম্বৃত মাত্র।

Vaejo = Seed বা বীজ

নহে। উহা সংস্কৃত ‘আবর্ত’ শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র। আৰ্য্যাণাম্ আবর্তঃ = আৰ্য্যাবর্তঃ। আ সমাক্ বর্তন্তে বিদন্তে আৰ্য্যা অত্র = আৰ্য্যাবর্তঃ। আবর্ত = আবত = বত = বদ = বজ = বেইজ = Vaejo. বলিতে পার এরিয়ানা হইতে আৰ্য্যাণাং পাওয়া গেল কি প্রকারে? এখানেও ডাম্পেটেটারপ্রভৃতি বৈলাতিক বহু পণ্ডিত জেন্দ আভেস্টার প্রকৃত পাঠ কাটিয়া এই বিকৃত “এরিয়ানা” খাড়া করিয়াছেন। তিলকই বলিতেছেন যে—

The Zend phrase Airyanem Vaejo vanghuyao daityayo, which Darmesteter translated as “the Airyana Vaejo, by the good (vanghuhi) river Daitya. Page 362.

অর্থাৎ জেন্দাভেস্টার প্রকৃত পাঠ “এরিয়ানেম ভেইজো” ভেজ্বুয়াও দৈত্যায়াও ছিল। কিন্তু ডার্মেস্টেটার উহার অনুবাদ “এরিয়ানা ভেইজো” করেন। তাহা হইলেই জানা গেল মূলে ছিল—Airyanem Vaejo ?

যাহা আখ্যাণাম্-আবর্ত্তঃ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সাহেবেরা এই ‘ম’ টির কি মূল্য তাহা জানিতে পারিলে ইহার মুণ্ডপাত করিতেন না। কিন্তু গ্রায়পরায়ণ Bunsen উহার অর্থ বুঝিতে না পারিলেও উহার অঙ্গচ্ছেদ ঘটান নাই। তিনি প্রকৃত সত্যই সকলের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছেন। যথা—

Bunsen (cited by Bleeck Vol. I, page—9) thus annotates on “Airyana Vaejo”—The name of the first country is Airyanem Vaejo. By this is to be understood the original Arian home, the paradise of the Iranians. The ruler of this happy land was King Jima, the renowned Jemshid of Iranian legend. Thus Airyana Vaejo becomes altogether a mythical country, the seat of gods and there is neither sickness nor death, frost nor heat, as is the case in the realm of Jima.

Page 14 Arian Witness.

জেন্দাভেস্টার একজন টীকাকারও “আরিয়ানা ভেইজো”কে কল্পিত বস্তু বলিয়াছেন। কিন্তু এই এরিয়ানা ভেইজো কোনও পৌরাণিককল্পনামহা-সাগরের ফেনবুদ্বুদ নহে। বেদ ও আভেস্টার বার আনা কথাই ঐতিহ্যমূলক, ভাষ্যকার ও অনুবাদকদিগের দোষে জনসাধারণ আজি বহু সত্যকে গন্ধর্কের মায়ানগর বা রাজদ্বারবিশোভী কৃষ্ণমাতঙ্গরূপে অভাব পদার্থে পরিণত করিয়া বসিয়াছেন। ইহা ইরাণীয়গণের প্যারাডাইজ বা স্বর্গভূমি কিংবা ভূতপূর্ব নিবাসভূমি বটে, কিন্তু সমগ্র আখ্যাজাতির আদি পিতৃভূমি নহে, তবে আখ্যাত দেবগণের আদি আখ্যানিকেতন বটে। ইরাণ জগতের দ্বিতীয় আখ্যানিকেতন। ইরাণীয়দিগের ইহা পরদেশ বা স্বর্গ হইবে কি প্রকারে? যেমন জাপানীরা

এখনও আৰ্য্যাবর্তসনাথ ভারতবর্ষকে স্বর্গ বলিয়া থাকেন ।* ঐরূপ ইরাণীয়গণও ইহাকে স্বর্গ বলিয়া জানিতেন । কেন না, ইহা সপ্তদেবলোকের অন্ততম দেবলোক । যদুক্তং মৎশ্রুপুরাণে—

ভূলোকোহথ ভুবলোকঃ স্বলোকোহথ মহর্জনঃ ।

তপঃ সত্যঞ্চ সঠৈপ্ততে দেবলোকাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥

ভুলোক—ভারতবর্ষ, ভুবলোক—অন্তরিক্ষ বা তুরুক্ষ, পারশ্র ও আফগানিস্থান, স্বলোক—তিব্বত, চীনতাতার এবং মঙ্গলিয়া, মহর্লোক বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া (চন্দ্রলোক), জনলোক বা বর্তমান চীন, তপোলোক বা বিষ্ণুর বাসস্থান বৈকুণ্ঠ বা মধ্য সাইবিরিয়া, আর সতালোক বা ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরু, এই সাতটী দেবলোক বা স্বর্গভূমি । কৃষ্ণযজুঃ আবার দেবলোকের সংখ্যা একুশটি বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, “একবিংশতি বৈ দেবলোকাঃ” ২৮৭ পৃঃ । সুতরাং সে হিসাবে জগতের দ্বিতীয় প্রত্যোকঃ ভারতবর্ষকে পার্শীরা Paradise বলিবেন না কেন ? আৰ্য্য তাঁহারা ত এখান হইতেই পারশ্রের উত্তরভাগে যাইয়া উহাকে আৰ্য্যায়ণ বা ইরাণনামে বিশেষিত করেন ?

এখানে কি যম রাজা ছিলেন ? যম না পারলৌকিক নরকের রাজা ? হাঁ, বৈবস্বত যম, এই আৰ্য্যাবর্তসনাথ ভারতবর্ষেরও রাজা ছিলেন, ভৌমস্বর্গ ও ভৌমনরকের রাজত্বও তাঁহার হস্তে সমপিত হইয়াছিল । তিনিও আমাদের গ্রাম জননমরণশীল নর ছিলেন, কোনও পারলৌকিক স্বর্গ নরক নাই, উহা বৃথা

* এ কথাই সমর্থনজন্য আমরা এখানে হিতবাদীহইতে একজন জাপানপ্রবাসী ভারত-সম্ভানের পত্র সম্বন্ধিত করিব । “জাপানের পত্র”—ভারতবাসী আর দেবতা নয় । ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশীয় প্রচারকগণ জাপানে বৌদ্ধধর্মের প্রচার করিতে আরম্ভ করেন । সেই সময় হইতে জাপানীরা ভারতবর্ষকে চিনে । এবং সেই সময় হইতেই ভারতবাসীদের সহিত উহাদের সংঘর্ষ । কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত লোপ পাঠয়া এখন ভিন্নরূপ সংস্কৃত দাঁড়াইয়াছে । পূর্বে জাপানীরা ভারতকে “তেনজিকু” এবং ভারতবাসীকে “তেনজিকুজিন” বলিত । উহার অর্থ যথাক্রমে স্বর্গ ও স্বর্গবাসী । আমি কোনও একটা বিশেষ ঐশাক্ত লোকের নিকট শুনিয়াছি, কতিপয় বৎসর পূর্বে এক পল্লীর কোনও একজন লোক একদা এক ভারতবাসীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে আজ আমার জীবন ধন্য হইল । আমার স্বর্গের পথ উন্মুক্ত হইল । আমি স্বচক্ষে আজ দেবতা দেখিলাম । চৈত্র—১৩১২ শাল ।

বিকৃত জল্পনা কল্পনামাত্র। তিনিও কোনও পারলৌকিক স্বর্গনরকের রাজা বা পাণ্ডা ছিলেন না। কৃষ্ণ যজুঃ বলিতেছেন যে—

উপামন্ত্রয়ন্ত রাজোঁন পিতরোঁ যমং

তস্মাৎ যমঃ পিতৃণাং রাজা। ১৫৫ পৃঃ

পিতৃলোকবাসী দেবতারা যমকে রাজ্যপদে বরণ করিবার জন্য মন্ত্রণা করিলেন। তজ্জন্ম যম পিতৃলোকের রাজা হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদও বলিতেছেন যে,—

“যত্র বৈবহতো রাজা

যত্রাবরোধনং দিবঃ।”

যে দিব্ বা স্বর্গে বিবস্থানের পুত্র যম রাজা ছিলেন ও যে স্বর্গে যমের একটি কারাগৃহ ছিল। কৃষ্ণ যজুঃ স্থানান্তরে বলিতেছেন যে,—

অগ্নিভূতানামধিপতিঃ স মা অবতু।

ইন্দ্রোজ্যোষ্ঠানাং যমঃ পৃথিব্যাঃ ॥ ১৯৫ পৃঃ

যাবতী বৈ পৃথিবী তৈশ্চ যম আধিপত্যং পরীয়ায়। ২৯২ পৃঃ

অগ্নি, ভূত বা ভূটিয়াগণের অধিপতি, তিনি আমাকে রক্ষা করুন। ইন্দ্র জ্যোষ্ঠগণ ও যম পৃথিবী বা ভারতবর্ষের অধিপতি।

তাহা হইলেই যমকে এরিয়ানা ভেইজো বা আর্ঘ্যাবর্তের অধিপতি বলা আভেস্তার পক্ষে অসম্ভব হয় নাই। ঐ সময়ে এদেশ রোগ ও অকালমৃত্যুশূন্য ছিল এবং এদেশে সাত মাস গ্রীষ্ম ও পাঁচ মাস শীত থাকতে ইহাকে তুষার ও গ্রীষ্মহীন বলাও অসম্ভব হয় নাই। আর কতক কবির অতিবাদ বলিয়া ধরিয়া লইলেও চলিতে পারে। ফলতঃ ইরাণীয়গণ যখন বলিতেছেন যে, এরিয়ান ভেইজো তাঁহাদিগের ইরাণের পূর্ববর্তী, তথায় দৈত্যা বা দৃষদ্বতী নদী প্রবাহিত সাতমাস গ্রীষ্ম ও পাঁচমাস শীত, তখন ইহাকে স্বদূর উত্তরে লইয়া যাওয়া গ্ৰাম বা যুক্তির কার্য্য নহে। কেবল ইহাই নহে, জেন্দ আভেস্তা আরও বলিতেছেন যে,—

I, Ahura Mazda, created as the sixth best region Haroyu, abounding in the houses (or water.)

I, Ahura Mazda, created as the tenth, best region, the fortunate Harahvaiti.

I, Ahura Mazda, created as the fifteenth, best country, Hapta-Hendu.

I, Ahura Mazda created as the third, best region Mouru, the mighty, the holy.

I, Ahura Mazda, created as the second best region, Gau (plains), in which Sughdha is situated. Thereupon in opposition to it, Angra Mainyu, the death-dealing, created a wasp which is death to cattle and fields. Page 357—358.

আমরাও ইংরাজী জেন্দাভেষ্টার প্রথমেই এই সকল বচনাবলী দেখিয়াছি। এবং মুইর মহোদয়ও তদীয় গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে ৩৩৯।৪০ পৃষ্ঠাতে এই সকল আভেস্টিক মতের সমাহার করিয়াছেন। তবে আমরা অনাবশ্যকবোধে অগ্নাশ্ব স্থানের কথা না বলিয়া কেবল উক্ত কয়েকটি স্থানের ভৌগোলিকতত্ত্ববিষয়ে ছ'চার কথা বলিব।

পাশ্চাত্যেরা বলিতে চাহেন যে, প্রাচীন পারসিকগণ এই আরিয়ানা ভেইজোকে Iran Vaejo বলিতেন. কিন্তু আমরা Bunsen সাহেবের মত উক্ত করিয়া দেখাইয়াছি যে জেন্দাভেষ্টার প্রকৃতপাঠ Airyanem Vaejo, সূত্রাং উহার অর্থ আর্য়দিগের আবর্ত বা আর্য়্যাবর্ত। আভেস্টার হরযুকে গ্রীকেরা Arcia বলিতেন ও একালের লোকেরা হিরাট বলিয়া থাকেন, ইহাও প্রকৃত সংবাদ নহে। গ্রীকেরা Mediaকেই হেরা বা এরিয়া বলিতেন, আর হরযু ও হিরাটে যে কি সাগর্য্য বর্তমান, তাহাও ভগবান্ই জানেন, ফলতঃ উহা আমাদিগের অযোধ্যার উপকণ্ঠবর্ত্তিনী সরযুনদী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ত্রুপ Harahvaiti or Haraquite. Haptahendu, Gau ও Mouru যথাক্রমে আমাদিগের সরস্বতী, সপ্তসিন্ধু, গৌ ও মেরু ভিন্ন আর কিছুই নহে। সিন্ধুনদ ও উহার পঞ্চশাখাপ্রভৃতি লইয়া পঞ্চনদভূমি বিরচিত, সূত্রাং আভেস্টার এই সপ্তহেন্দু, আমাদের পাঞ্জাবেরই নামান্তর মাত্র। মহানতি Spiegel বলেন যে, In the first Fargard of the Vendidad, verse 73, a country called Hapta Hendus or India, is mentioned which in the Cuniform inscriptions is called Hindus সূত্রাং পারসিকগণ ভারতবর্ষকে জানিতেন ইহা ঋবই। আর গ্রীকদিগের

goia ও পারসিকদিগের এই gauও একই পদার্থ, অর্থাৎ উহাদ্বারা আর্গাদিগের গোকপধারিণী পৃথিবী বা ভারতবর্ষই সূচিত হইতেছে। এবং পাশ্চাত্যগণ যে মেফ বা মোরুকে মার্ত বলিয়া দাগাইয়া দিতে বন্ধপরি কর, উহাও মার্তহইতে সূদূর উত্তর-পূর্বে সংস্থিত এবং উহা ইলা-স্থায়ী বা বর্তমান আলটাই পর্বত ভিন্ন আর কিছুই নহে। পারসিকগণ কেন মোরুকে সকল ভূমি অপেক্ষা মহতী ও পবিত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা যথাসময়ে বলিব, আমরাও উক্ত মেরুর মহত্ত্ব ও পবিত্রতাবিষয়ে তুল্যভাবে ঐকমত্যবান্। অবশ্য আমরা পৃথিবী বা গৌ অর্থাৎ ভারতবর্ষে “Sughdha” নামক জনপদের অস্তিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহি। কিন্তু উহা যে স্বাধীনতাতারের সময়কালের সহিত অভিন্ন, তাহার কোনও হেতু দেখা যায় না। তবে যে কারণে পবিত্র প্রয়াগ আজি এলাহাবাদ হইয়া গিয়াছে, পবিত্র মথুরা এসলামাবাদ ও পবিত্রতম কাশী মহম্মদাবাদ হইয়া যাইতেছিল, তাদৃশ কোনও শাক্তকারণে ভারতের কোনও প্রসিদ্ধ স্থান উক্ত সূক্ষ্ম বিরূতনামে বিশেষিত হওয়া বিচিত্র নহে। যাহা হউক আমরা যাহা যাহা বলিলাম ও যে সকল দৃষ্টি প্রদর্শিত হইল, তাহাতে বোধ হয় চেতস্বান্ কেহই এরিয়ানা ভেইজোক্কে আমাদের আর্ঘ্যাবর্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। কেবল আমরা নহি, বহু পাশ্চাত্য কোবিদকদম্বকও এই মতের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন।

The name “Airyana Vaejo” of the Zend Avesta they (eminent scholars) refer to Manu's Aryavarta.

Aryan Witness—Page 13.

অর্থাৎ জেন্দাভেশ্তার এই আরিয়ানা ভেইজোক্কে বহু অধীযান সুপণ্ডিত ব্যক্তি মনুর আর্ঘ্যাবর্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বাইবেলবিনোদী বন্দনীয় কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত পবিত্র সত্য মতের নিরসনজন্য বলিয়া গিয়াছেন যে,—

The one, according to its own authorized interpreters, is an un-geographical place, the other is definitely placed between the Vindhya and Himalayan ranges. * * Ariavarta or Ariades, is a term which was unknown before the age of Manu. The Veda is altogether ignorant of it. Page — 13, 14.

অর্থাৎ জেন্দ আভেস্তা গ্রন্থের প্রধান টীকাকারগণ আরিয়ানা ভেইজোকে একটা অভৌগোলিক স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, পক্ষান্তরে হিমালয় ও বিক্ষ্যাচলের মধ্যবর্তী আর্গ্যাবর্ত ভূভাগ একটা সুপরিচিত সীমাবদ্ধ স্থান। সূত্রাং এতদুভয়ের সমতা হইতে পারে না। আর্গ্যাবর্ত কথাটীও আধুনিক, মনুসংহিতাতে উহার নাম বিখ্যমান নাই, তৎপূর্বের বেদাদি কোনও গ্রন্থেও উহার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদও এ নামের বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

আমরা আমাদের দেশের ভাষ্যকারগণকে জানি। বিলাতী অনুবাদকগণও আমাদের অপরিচিত নহেন, সূত্রাং আমরা ইরানীয় টীকাকারগণের কথায় আস্থা প্রদর্শন করিতে অনভিলাষী। তাহারা আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া টীকাপ্রণয়ন করিলে ঐরূপ অভিমতের অভিব্যক্তি করিতেন না। তৎপর আমাদের বৈদিক গ্রন্থগুলির যখন কেবল সামান্য অংশমাত্রের উদ্ধারসাধন ঘটিয়াছে, তখন আমাদের ঋগ্বেদে যে আর্গ্যাবর্ত শব্দ স্থান পাইয়া ছিল না, ইহা দৃঢ়তার সহিত নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে না। বেদে কি গন্ধা, যমুনা, শতদ্রু ও বিপাশা-প্রভৃতি নামের সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায় না? উহারা কি আর্গ্যাবর্তেরই নদনদীবিশেষ নহে? দেবতারা ভারতে আসিয়া যে ব্রহ্মাবর্ত ও ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, উহাদের সমুল্লেক্ষও কি কোনও বেদে হইয়াছে? পক্ষান্তরে অথর্ববেদে মনুর অযোধ্যার নাম বিবৃত রহিয়াছে।

অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূঃ অযোধ্যা।

তস্মাং হিরণ্যঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ ॥ ৩১

অথর্ববেদ ২য় খণ্ড, ৭৪২ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ অযোধ্যা দেবনির্মিত পুরী, উহাতে আটটা মহল ও নয়টা দ্বার এবং লৌহময় ধনভাণ্ডার আছে, উহা স্বর্গের ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন। ফলতঃ যে যে বেদমন্ত্রে আর্গ্যাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত ও ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের নাম বিবৃত ছিল ঐ সকল মন্ত্র বা মন্ত্রবহুল বেদশাখার বিলোপ ঘটতে বেদে উহাদেরও অস্তিত্ব বিষয়ে লোকের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক যখন আভেস্তার মতে Ariana Vaejo ইরানের পূর্ববর্তী ও উহা যখন আদি পিতৃগৃহ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, তখন কেহ আরিয়ানা ভেইজোকে উত্তর কুরু বা North Pole এ লইয়া যাইয়া উহাকে পিতৃভূমিপদে বরণ করিলে তাহা ঠিক হইবে না।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে “মধ্য এশিয়া মানবের আদি জন্মভূমি এবং সে স্থান আমু বা জারজাকটাস নদীর পুলিন দেশ কিংবা বাক্ট্রিয়া অথবা হিন্দুকুশ পর্বতের প্রান্তভূমি।”

Many eminent scholars have fixed his primitive seat in the vicinity of the Hindukush. Aryan Witness. Page. 13.

Spiegel also takes the same view, and places Airana Vaijo “in the farthest east of the Iranian plateau, in the region where the Oxus and Jaxartes take their rise.

Arctic Home, Page—361.

কিন্তু তাঁহারা ইহার সমর্থক কোনও প্রমাণপ্রদর্শন করিতে সমর্থ হইলেন নাই। ফলতঃ আরিয়ানা ভেইজোই যে আন্যাবর্ত্ত ইহা জানিতে পারিলে তাঁহারা এই বৃথা বাক্যব্যয়ে অগ্রসর হইতেন না। ফলতঃ পাশ্চাত্য মনীষিগণ সামান্য দৃষ্টিতে আফগানিস্থানের উত্তরে যতদূর পর্যন্ত স্থানে আদ্যজাতি ও আন্যভাষার সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা সেই সকল স্থানকেই আদি-গেহ বলিতে লোলুপ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উল্লিখিত কোনও স্থানই সেই পবিত্র আদি-গেহ নহে, এতৎসমুদয়ের কোনও একটী ভূখণ্ড “Central Asia” পদবাচ্য হইতে পারে না। ফলতঃ আমরাদিগের হিন্দুশাস্ত্রগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে তাঁহারা এরূপ ডোমকাণা হইয়া বেড়াইতেন না। Central Asia ও বৈদিক ‘নাভি’ একই।

অল্প কয়েক দিন হইল একজন বিলাতী সাহেব এক অভিনব মতের অবতারণা করিয়া মানবের আদিজন্মভূমিকে পারশ্চোপসাগরের দ্বীপবিশেষে লইয়া যাইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এ বিষয়ে হিতবাদীতে যাহা যাহা অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উক্ত হইল।

“বোম্বাই টাইমসের জনৈক সংবাদদাতা মানবসমাজের স্মৃতিকাগারের আবিষ্কার করিয়াছেন। পারশ্চোপসাগরের বারিননামক দ্বীপটি আদি মানবের উৎপত্তি স্থান, সংবাদদাতা মহাশয় তাহাই সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বারিনদ্বীপে আলিনামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের দক্ষিণে দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমি আছে, তথায় কোনরূপ উদ্ভিদ অথবা লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরটি কেবল সমাধিস্তূপে সমাচ্ছন্ন। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা

যায়, সেই দিকেই কেবল অনুচ্চ সমাধিস্তূপ। আলি গ্রামের নিকটবর্তী কয়েকটি স্তূপের উচ্চতা ৪০ ফুট হইতে ৫০ ফুট হইবে, অবশিষ্ট স্তূপগুলির উচ্চতা ২৫০ ফিট হইতে ৩০০ ফিট। ঐ মরুভূমিতে এইরূপ সহস্র সহস্র সমাধিস্তূপ আছে। লর্ড কর্জেন প্রত্নতত্ত্ববিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন সত্য, কিন্তু এই আলি গ্রামের সমাধিক্ষেত্রের বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা। লর্ড কর্জেন যখন পারশ্চোপসাগর পরিদর্শনে গমন করেন, তখন তিনি এই সমাধিক্ষেত্রকে “কয়েকটি প্রাচীন সমাধিপূর্ণ ক্ষেত্র” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন প্রাচীন মানবজাতি ঐ সমাধিক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছে, লর্ড বাহার তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। যাহা হটক, বোথাই টাইমসের সংবাদদাতা বলেন যে এই বারিন দ্বীপ হইতে আদি মানব সমাজ পারশ্চোর উপকূলে গমনপূর্বক পৃথিবীতে জ্ঞান ও সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিল। যে কাল্দিয়া ও ব্যাবিলন পাশ্চাত্য জগতে সভ্যতার আদি গুরু বলিয়া পরিচিত, সেই কাল্দিয়া ও ব্যাবিলন ঐ বারিন দ্বীপবাসীদের উপনিবেশ মাত্র। সংবাদদাতা এ কথাও বলেন যে চীনজাতির আদি পুর্বযুগ পারশ্চোপসাগর হইতেই ক্রমাগত পূর্বাভিমুখে গমন করিয়া অবশেষে চীনদেশে উপনীত হইয়াছিল এবং তথাকার আদিম বসবাসকে পরিত্যাগ অথবা অরণমধ্যে বিভ্রাট করিয়া অবশেষে তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন করে। চীন দেশের পার্শ্বত্যাগে এখনও নাকি ঐ সকল আদিম জাতির বংশধর বিদ্যমান আছে। খুয়ানদিগের মতে যিশুখৃষ্টের জন্মের ৪০০৪ বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, সেই জন্তু উহারা মানবসমাজকে অতি প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহে। টাইমসের সংবাদদাতা সেই জন্তুই স্থির করিয়াছেন যে বারিন দ্বীপের আদি অধিবাসীরা খৃষ্টজন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল। যাহা হটক, আলি গ্রামের সন্নিহিত সমাধিক্ষেত্রে যাহারা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছে; তাহারা অতি প্রাচীনকালের লোক হইতে পারে; কিন্তু তাহারাই যে জগতে জ্ঞান ও সভ্যতার আদি গুরু, তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ।”

টাইমসের সংবাদদাতা যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটি উক্তিও কোনও প্রমাণদ্বারা সমর্থিত হয় নাই। বারিন দ্বীপের আলি গ্রামে কতকগুলি

সমাধি স্তম্ভ আছে, উহা খৃষ্টপূর্ব দুই সহস্র বৎসরের প্রাচীনতম, ইহাতেই যদি উহাকে জগতের সর্বাধিক প্রাচীনতম স্থান মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে পিরামিডসকুল মিশরও কেন আদি জন্মভূমি বলিয়া সমাখ্যাত হউক না? ফলতঃ মিশরের পিরামিড যেমন মিশরের অপ্রাচীনতা বিঘোষিত করে, তদ্রূপ আলিগ্রামের যুগস্তুত সকলও উহার অপ্রাচীনতাই বিঘোষিত করিতেছে। সে দিনের বুদ্ধদেবের দস্তসমাধিস্তুত যখন ত্রিশফিট মাতীর নীচে প্রোথিত হইয়া গেল, তখন আদিম যুগের নরনারী-প্লেথের সমাধিস্তুত সকল পৃথিবীর কত নিম্নে যাইয়া উপনীত হওয়া সম্ভবপর ছিল? ফলতঃ ঐ সকল উন্নতমস্তক স্তুতই বারিণ দ্বীপের অবরজ্ঞ সপ্রমাণ করিতেছে। আর চীনেরা নেপালহইতে ভিন্ন আলিগ্রামহইতে যে চীনে গিয়াছেন, ইহা চীনগণও অবগত নহেন, তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদিগকে ভূতপূর্ব ভারত-সম্ভান বলিয়া বিশেষিত করিতেন না। মনুও তাঁহাদিগকে ভারতের ব্রাত্য-কৃত্রিয় বলিয়া নির্দেশ করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন। কালিডিয়া ও বাবিলন একজন ইংরাজের কাছে প্রাচীন স্থান বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু জগতের দ্বিতীয় প্রত্নোক্ত ভারতবাসী, বিশেষতঃ ঋগ্বেদে কৃতশ্রম হিন্দুরা কখনই তাহা ভাবিতে পারেন না। জ্ঞান ও সভ্যতা ভবাতা একমাত্র ভারতহইতেই জগতের সর্বত্র যাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, পরন্তু আলিগ্রাম বা কালিডিয়া প্রভৃতি হইতে নহে। যাহা হউক আমরা ইহা বিপ্রলাপবিশেষ মনে করিয়াই তুষ্ণীমু অবলম্বন করিলাম। পাশ্চাত্য পাণ্ডিতেরা একমাত্র অনুমানবলে সিংহল, লঙ্কা, মরিশশ, মাডাগাস্কার ও কাশ্মীর সাগরের বেলাভূমিকেও মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া নির্দেশ করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই। কিন্তু তাঁহারা আমাদের সাধারণ পৈতৃক সম্পৎ জগতের আদি মহা ইতিহাস বেদে লক্ষ প্রবেশ হইলে এই সকল কথা বলিতেন না।

আর একদল লোক আছেন, তাঁহারা আমাদের ভারতবর্ষকেই মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া নির্দেশ ও প্রতিপন্ন করিতে বক্রপরি কর। কিন্তু আমাদের পরমারাধ্য বেদাদি শাস্ত্রনিবহ যখন এবিষয়ের সমর্থনে সম্পূর্ণই অননুকূল, তখন আমরা এই ব্যাহত মতের পরিগ্রহে সন্মত ও প্রস্তুত নহি। মহামতি মুইর সাহেব অধ্যাপক কুর্জেন সাহেবের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে—

*

Mr. A. Curzon maintains the first of these two theories, viz. that India was the original country of the Aryan family from which its different branches emigrated to the north-west and in other directions.

Sanskrit Text Book, Vol. II. Page 299.

হাঁ ইউরোপ, আফ্রিকা, আরব, পারশ্ব, তুরুক্ষ এবং আমেরিকার কতিপয় জনপদ একদিন ভারতসম্মানগণদ্বারাই অধুষিত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি ভারত মানবের আদি জন্মভূমি নহে। কুর্জন পরেই বলিতেছেন যে—

‘ That they could not have entered from the west, because it is clear that the people who lived in that direction were descended from these very Aryans of India, such descent being proved by the fact that the oldest forms of their language have been derived from the Sanskrit (to which they stand in a relation analogous to that in which the Pali and Prakrit stand), and by the circumstance that a portion of their mythology is borrowed from that of the Indo Aryans. Page 299.

হিন্দুরা যে ভারতের পশ্চিম হইতে বাইরা ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন, এরূপ মনে হয় না। কেন না ইউরোপ, আফ্রিকা, পারশ্ব, আরব ও তুরুক্ষ প্রভৃতি দেশবাসীরা উক্ত হিন্দুদিগেরই অনন্তরবংশ। যদি ভাষা লইয়া আলোচনা করা যায় তাহা হইলেও দেখা যায়, যে প্রকার পালী ও প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃতপ্রভব, তদ্রূপ ইউরোপাদির প্রাচীনভাষাসমূহও সংস্কৃতপ্রভব। অপিচ ভারতের পৌরাণিক কাহিনী ও বিকৃত হইয়া ইউরোপাদির পৌরাণিক কাহিনীর জন্মদান করিয়াছে। পরে বলা হইতেছে যে—

Nor could the Aryans, have entered India from the north or north-west, because we have no proof from history or philology that there existed any civilised nation with a language and religion resembling theirs which could have issued from either of those quarters at that early period and have created the Indo-Aryan civilisation. Page—300.

তৎপর আমরা যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইব যে, ভারতীয় আৰ্য্যগণ ভারতের উত্তর বা উত্তর পশ্চিমদিগ্বর্তী কোনও স্বতন্ত্র জনপদ হইতে ভারতে প্রবেশ

করিয়াছিলেন, তাহাও সুদূরপর্যন্ত। কেন না, ঐ সকল দেশের ভাষা, ধর্ম, আচারব্যবহার ও আকৃতিপ্রকৃতি কোনও বিষয়ের সহিতই ভারতবাসীর কোনও বিষয়ের সমতা লক্ষিত হয় না। তৎপর বলা হইতেছে যে—

It was equally impossible that the Aryans could have arrived in India from the east, as the only people who occupied the countries lying in that direction (the Chinese) are quite different in respect of language, religion, and customs from the Indians, and have no geneological relations with them. Page 300.

ঐরূপ ইহাও সম্পূর্ণ অসম্ভব যে হিন্দুরা ভারতের পূর্বাংশে চীনদেশ হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। কেন না উক্ত চীনগণের সহিত হিন্দুদিগের ভাষা, ধর্ম, আচারব্যবহার কোনও বিষয়েই কোনও সমতা নাই। এই উভয় জাতি যে একবংশপ্রভব, এবিষয়েও কোনও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

In like manner the Indians could not have issued from the table-land of Thibet in the north east, as independently of the great physical barrier of the Himalaya, the same ethnical difficulty applies to this hypothesis as to that of their Chinese origin. Page —300.

ঐরূপ ভারতবাসীরা যে ভারতের উত্তর পূর্বাংশে তিব্বতের সমতলক্ষেত্র হইতে ভারতে আসিয়াছেন ইহাও অসম্ভবনীয়। কেন না প্রথমতঃ ভগবান্ এই উভয় দেশের মধ্যে যে একটা নৈসর্গিক বেড়া দিয়া রাখিয়াছেন তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া এক দেশের লোক অন্য দেশে যাওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ যে কারণে চৈনিকগণকে ভারতবাসী সহ সাগন্ধাবান্ মনে করা যাইতে পারিতেছে না, সেই সকল বৈষম্যের সত্ত্বেও এই উভয় জাতির মধ্যে বিলক্ষণ বিত্তমান।

And the Indians cannot be of Semitic or Egyptian descent because the Sanskrit contains no words of Semitic origin and differs totally in structure from the Semitic dialects, with which on the contrary the language of Egypt appears, rather, to exhibit an affinity. Page—300.

তৎপর হিন্দুরা যে সেমেটিক্ বা ইজিপ্ট দেশ হইতে ভারতে গমন করিয়াছেন ইহা ভাবারও কোনও অবসর দেখা যায় না। কেন না ঐ সকল দেশের কোনও ভাষার সহিতই সংস্কৃত ভাষার কোনও সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না।

And no monuments, no records, no tradition of the Aryans having ever originally occupied, as Aryans, any other seat than the plains to the south-west of the Himalayan chain, bounded by the two seas defined by Manu (memorials such as exist in the histories of other nations who are known to have migrated from their primitive abodes), can be found in India. Page—300.

তৎপর ইহাও বিবেচনা যে, যদি অগ্ন্যন্ত দেশের লোকের জায় ভারতবাসীরাও ভারতের ঔপনিবেশিক হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা অগ্ন্যন্ত দেশের লোকের জায় নিশ্চিতই আপনাদিগের ভারতপ্রবেশ বৃত্তান্ত ইতিহাসে লিখিয়া রাখিতেন, এ বিষয়ে কোনও স্মরণচিহ্ন থাকিত কিংবা অন্তঃ জনশ্রুতিও আর্ষাগণের ভারতপ্রবেশের কথা নির্দেশ করিত। কিন্তু ভারতবাসীরাও অগ্ন্যন্ত দেশ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছেন এমন কোনও কথা যখন তাঁহাদিগের কোনও ইতিহাসেই দৃষ্ট হয় না, জনশ্রুতিও শোনা যায় না তখন তাঁহারা যে ভারতেরই আদিম-নিবাসী তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই।

It is opposed to their foreign origin, that neither in the Code (of Manu), nor, I believe, in the Vedas, nor in any book that is certainly older than the Code, is there any allusion to a prior residence, or to a knowledge of more than the name of any country out of India. Even mythology goes no further than the Himalayan chain, in which is fixed the habitation of the gods. Page 303

তৎপর দেখা যায় যে মনুও ভারতীয় আর্ষাগণের দেশান্তর হইতে ভারতে প্রবেশবিষয়ে কোনও কথাই বলেন নাই। মনু হইতে অতীব প্রাচীনতম বেদাদিতেও এ বিষয়ের কোনও একটা ঐতিহ্য বিবৃত দেখা যায় না। তাঁহাদিগের কোনও গ্রন্থে ভারতের বাহিরের কোনও জনপদের নামও দৃষ্ট হইয়া থাকে না। পৌরাণিক কোনও কথাও এবিষয়ে কোনও সাক্ষ্য প্রদান করে না।

ভারতীয়গণের দেবতারা ও হিমালয়ের সান্নিদেশে বাস করেন, পরন্তু কোনও দূর দেশে নহে।

That so far as I know, none of the Sanskrit books, not even the most ancient, contain any distinct reference or allusion to the foreign origin of the Indians. Page 323

আমি যতদূর জানি, তাহাতে দেখা যায় যে, কি অর্ধাচীন বা কি অতীব প্রাচীনতম বেদাদি শাস্ত্র কোনও সংস্কৃত গ্রন্থেই একথা বিবৃত নাই যে ভারতবাসীরা ভারতের বাহিরের কোনও জনপদের ভূতপূর্ব অধিবাসী।

. হাঁ মুইর মহোদয়, কুর্জেন সাহেবের এই সকল মতের সমাহার করিয়াছেন বটে, আমরাও কুর্জেনের ভারতপ্রীতির জগু তাঁহাকে হৃদয়ের অন্তস্তলহইতে ধন্যবাদ প্রদান করিতে অগ্রসর, কিন্তু তথাপি কৃতজ্ঞ আমরা কুর্জেনের মতের সমর্থন করিতে সমর্থন নহি। ইউরোপ, আফ্রিকা, আরব, পারশু, আপগানিস্থান ও তুরুসবাসীরা যে ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান তাহা আমরাও অনবগত নহি। ঐ সকল দেশের ভাষা ও পৌরাণিক ইতিবৃত্তসমূহের নিদানও যে ভারত তাহাও আমরা জানি, কিন্তু তাহাতেই যে আমরা ঐ সকল দেশের কোনও স্থান হইতে ভারতে প্রবেশ করিতে পারি না, একরূপ নহে, তবে আমাদের বেদাদি শাস্ত্রে বা অন্য দেশীয় কোনও শাস্ত্রে সে কথা নাই, তজ্জগুই উহা ঠিক নয় মনে করিতে হইবে। আর ভারতের উত্তর বা উত্তরপশ্চিমদিগন্তী জনপদবাসিগণের সহিত আমাদের ধর্ম, কর্ম, আচার, ব্যবহার ও ভাষাপ্রভৃতির কোনও মিল না থাকিলেও আমরা যে ভারতের সুদূর উত্তরহইতেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের প্রত্যেকশাস্ত্রেই থাকিতে আমরা কুর্জেনের কথায় আস্থা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না।

আর আমরা যেমন পশ্চিমহইতে ভারতে প্রবেশ করি নাই, তদ্রূপ পূর্ব বা উত্তর পূর্বহইতেও ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম না। তথাপি পূর্বদেশবাসী চীন ও তিব্বতীয়গণের সহিত আমাদের যে কোন না কোন বিষয়ে সাম্য নাই ইহা বলাও ঠিক হয় নাই। তিব্বতের অগ্নিদেব ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি ভারতহইতে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমাহার করেন। আর নেপালের প্রাচীন নামই চীন, এখান হইতেই ব্রাত্যক্ষত্রিয় চীনগণ জনলোকে প্রবেশ করেন ও

তদনুসারে উহা চীন নামে প্রখ্যাত হয়। চীনের লোকেরা অত্যাপি আপনা-দিগকে ভূতপূৰ্ণ ভারতসম্ভান বলিয়া অবগত আছেন, তাঁহাদের আচার, ব্যবহার ও ধর্মকথাাদিও অনেক অংশে ভারতীয়। মনু তাঁহার সংহিতার দশমাধ্যায়ের ৪৩৪৪ শ্লোকে ও মহাভারতে অনুশাসন পর্বের ৩৩ অঃ—২১ ও ৩৬ অঃ—১৮ শ্লোকে চীনগণের কথা বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং উহারা কোনও বিষয়ে আমাদের সমতুল্য নহেন, এ কথা প্রকৃত নহে। তবে উহারা এ দেশের ভাষা ভুলিয়া ঐ দেশের ভাষা ও লিখনপ্রণালী গ্রহণ করাতে উভয় জাতির ভাষাগত কতক বৈষম্য ঘটিয়াছে, কিন্তু এখনও তলাইয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, চীন ও জাপানভাষার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃতপ্রভব। আমরা “সংস্কৃত ভাষাই সমুদয় আৰ্য ভাষার আদি জননী” এই প্রবন্ধে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি। তিব্বতের ভাষাও সংস্কৃত হইতে বড় বেশী দূরস্থ নহে, আচার ব্যবহারগত সাম্যও ছিল, কালে বৌদ্ধধর্ম সে সাম্যের বিধ্বংস ঘটাইয়াছে। আমরা আমাদের মতের সমর্থনজন্য এখানে সার উইলিয়ম জোন্সের একটি অভিমত অধ্যাহৃত করিব।

“Of the cursory observations on the Hindus, which it would require volumes to expand and illustrate, this is the result: that they had an immemorial affinity with the old Persians, Ethiopians and Egyptians, the Phœnicians, Greeks and Tascans, the Scythians or Goths and Celts, the Chinese, Japanese and Peruvianese. Page 251, India in Greece.

অনুসন্ধান করিলে কুর্জন মহাদয়ও চীন ও জাপানবাসীর সহিত ভারতবাসীর সমতা অবলোকন করিতে পারিতেন। তবে ভারতবাসীরা যে চীন হইতে ভারতে আগমন করেন নাহি এ কথা ঠিকই। ঐরূপ আমরা যে মিডিয়া বাবিলন, তুরুক্ষ বা ঈজিপ্ট হইতেও ভারতে আসিয়াছিলাম না, তাহাও প্রকৃত কথা। সেমিতিকগণ ও মিশরবাসীরাও ভূতপূৰ্ণ ভারতসম্ভান, তাঁহাদিগের ভাষা ও আচার ব্যবহারও আমাদের সংস্কৃত ভাষা ও আচারব্যবহারের অনুরূপ পরন্তু বিসদৃশ নহে, ইহাও সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। মহামতি পোকক ও বহু প্রবীণ মনীষী ব্যক্তি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিয়া গিয়াছেন, আমরা সাধারণের কৌতুহলনিবৃত্তির উক্ত মাত্র একটি প্রমাণের অবতারণা করিলাম।

It is only of late years that any relationship was allowed between Hebrew and Sanskrit, but Furst and Delitzsch have abundantly proved it, and it is now universally acknowledged. The old language of Egypt is found to be a connecting link between all these great varieties of human speech, and even the Celtic in points where it differs from the Sanskrit nearly corresponds with the ancient Coptic the language of the Pyramids and monuments.

Indian in Greece, Page 208

পোকক ইহাও দেখাইয়াছেন যে মিশরের প্রথম রাজার নাম Menes তিনি আপনাকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়াই দাবি করিতেন। এবং মন্সুর একটি প্রতীমূর্ত্তিও মিশরে রক্ষিত হইয়াছিল।

আর আমরা ভারতবাসিগণ ভারতের কোনও বহির্জনপদহইতে ভারতে আগমন করিলে তাহা আমাদের বেদ, বেদান্ত, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদিতে লিখিত থাকিত, এই যে কথা কুর্জন বলিয়াছেন, তাহার এ কথার মূলেও কোনও সত্য বিনিহিত নাই। কেননা আমরা জানি যে আমাদের প্রত্যেক শাস্ত্রগ্ৰন্থেই আমাদের ভিন্ন দেশহইতে ভারতে আগমন ও কোন্ স্থান জগতের সমগ্র নরনারী ও আমাদের সাধারণ পিতৃভূমি, তাহা পূর্ণমাত্রায়ই বিবৃত রহিয়াছে। তবে পাশ্চাত্য কোবিদবৃন্দ ও মহামতি তিলক কেন যে তাহা বাছিয়া বাহির করিতে পারেন নাই ইহাই আশ্চর্য্য ও দুঃখের বিষয়।

আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে আমাদের শাস্ত্রের কথা গুলি অধ্যাহৃত করিয়া বৃহৎসুগণের কৌতূহলের নিবৃত্তি করিব। তাহা হইলেই সকলে জানিতে পারিবেন যে আমাদের পূর্বপিতামহগণ ভারতে প্রবেশের সময়ে নিরক্ষর ছিলেন না, তাহারা সামগান করিতে কারতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং প্রত্যেক বেদে সেই ভারতপ্রবেশকাহিনী বিশদাঙ্করেই বিবৃত রহিয়াছে।

অতঃপর আমরা কতিপয় ভারতবাসীর কথা বলিব। তাহারাও মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা ভারতেরই আদিম অধিবাসী ও এই ভারতবর্ষই মানবের আদি জন্মভূমি। কিন্তু উহার মূলে যেমন কোনও সত্যই নাই, তেমনই কোনও স্মৃতি ও প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা একে একে

তাঁহাদিগের নাম লইয়া তাঁহাদিগের উক্তির লাঘব গৌরবের কথা সামাজিক গণকে ভাবিয়া দেখিতে বলিব।

(১)। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত (এখন ৮) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল মহাশয় বলিতেছেন যে—

“আমরা যে মধ্য এশিয়াহইতে ভারতে আসিয়াছি ইহা স্লেচ্ছ ও ফিরঙ্গ মত,” বস্তুতঃ আমরা ভারতেরই আদিমনিবাসী। (২)। শ্রদ্ধাভাজন বীরেশ্বর পাণ্ডে মহাশয়, তাঁহার উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারতনামক গ্রন্থের ১৫।১৬ পৃষ্ঠা ও অন্যান্য স্থানে বলিয়াছেন যে, উত্তরদিক আমাদিগের দেবনিবাস. উহা আমাদিগের পিতৃভূমি নহে। আমরা ভারতের স্রোতে পড়িয়া উহার মহিমা বর্ণনা করিয়া থাকি, উহা উৎকৃষ্ট স্থান হইলে আমরা উহা পরিত্যাগ করিব কেন? ফলতঃ! উত্তরদিকের কথা কল্পিত, আমরা ভারতেরই আদিমনিবাসী। ইহার সমর্থনক্রমে তিনি কুর্জন সান্তেবের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন ও “বেদাদিতে ইহা নাই যে আমরা ভারতের বাহিরহইতে ভারতে আসিয়াছি” ইহা বর্ণিত ও কুঞ্জিত হয়েন নাই। (৩)। জাতিতত্ত্ব-বিবেক প্রণেতা শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সেন মুন্সি ও (৪) বিশ্বকোষ এবং (৫) Mr. Grote উক্ত মতের সমর্থনিতা এবং (৬) বেদাচার্য্য ভক্তিভাজন ৮সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় ও তদীয় গোভিল্ গৃহস্থের একত্র ও ঐতরেয়ালোচন গ্রন্থে ভারতবর্ষই যে মানবের আদি জন্মভূমি, ইহা দাঢ্যসহকারেই বলিয়াছেন, আমরা একে একে তাঁহাদিগের ব্যাহতমতের নিরসনে সচেষ্ট হইব।

শ্রদ্ধাভাজন ইন্দ্রনাথ বাবু পাশ্চাত্য ভাস্যার সুপণ্ডিত এবং হিন্দুধর্মগ্রন্থাদিতেও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ও আস্থা রহিয়াছে। কিন্তু ছুঃখের বিষয় তিনি ও অপর চারিজনের কেহই বেদ, উপনিষৎ বা রামায়ণ-মহাভারত কিংবা পুরাণ ও ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থগুলির প্রতি সমুচিত দৃষ্টিপাত করেন নাই। সে দৃষ্টি থাকিলে তাঁহারা বলিতেন না যে “স্লেচ্ছ ও ফিরঙ্গ মত, এবং আমাদিগের বেদাদিতে ইহা নাই যে আমরা ভারতের বাহিরেহইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলাম।” তাঁহারা কেহ কেহ কৌশীতকী ব্রাহ্মণের নাম করিয়াছেন, কিন্তু বিনামক ভট্ট উহার যে বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অশ্রদ্ধ

বলিয়া স্বীকার করাতেই ইহাদিগকে আরও প্রমাদগ্রস্ত হইতে হইয়াছে।
কৌষীতকী বা সাঙ্খ্যায়ন ব্রাহ্মণে বিবৃত আছে যে—

পথ্যা স্বস্তি রুদীচীং দিশং প্রাজ্ঞানাং,
বাগ্ বৈ পথ্যা স্বস্তিঃ। তস্মাং উদীচ্যাং
দিশি প্রজ্ঞাততরা বাক্ উচ্যতে। উদক
উ এব বস্তি বাচং শিক্ষিতুং। যো বা
তত আগচ্ছতি তস্য বা শুক্রযন্তে ইতি
স্মাহ। এষাহি বাচাং দিক্ প্রজ্ঞাতা। ৭।৬

তত্র বিনায়কভট্ট :— প্রজ্ঞাততরা বাক্ উচ্যতে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্যতে
বদরিকাশ্রমে বেদঘোষঃ ক্ষরতে। বাচং শিক্ষিতুং সরস্বতী প্রসাদার্থম্ উদক
এব যন্তি। যো বা প্রসাদং লব্ধ্বা তত আগচ্ছতি স্মাহ প্রসিক্ মাহ স্ম
সর্বলোকঃ।

কৌষীতকীর এই বর্ণনাদ্বারা ঠাঁহার ভারতের আদিনিবাসত্ব সপ্রমাণ
করিতে অভিলাষী, আমরা বলিব, তাঁহার নিতান্তই বকাওপ্রত্যাশী
ছুরাকাজ্জ। ভট্টজী যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণই মূলবিরোধী।
ঠাঁহার ব্যাখ্যা দর্শনমাত্রই প্রতীতি হয়, তিনি মন্ত্রের কোনও প্রকৃত তাৎপর্যই
হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন নাই। মন্ত্রের “উদীচী” শব্দদ্বারা কেবল উত্তর
দিক্ মাত্র বুঝাইতে পারে, উহাদ্বারা অঙ্গুলি নির্দিষ্ট কাশ্মীর বা বদরিকাশ্রমের
অববোধ কেন হইবে? আর সরস্বতীর প্রসাদকথাটিই বা আসিল কেন?
হিন্দুর কোন্ শাস্ত্রে কাশ্মীরকে বাক্যের দিক্ বলা হইয়াছে? আর “পথ্যাস্বস্তি”
কথাটাই বা কেন মৃতের অদাহ নাভিখণ্ডের গায় গঙ্গাজলে বিম্বেষ্ট হইল?

উপাসকসম্প্রদায়ের প্রণেতা ভক্তিভাজন ৮ অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ও উক্ত
মন্ত্রের অর্থ করিতে যাইয়া লিখিলেন যে—“পথ্যাস্বস্তি উত্তরদিকের বিষয়
পরিজ্ঞাত ছিলেন। বাণীই পথ্যাস্বস্তি। এই হেতু উত্তরদিকেই বাক্য
অধিকতর বিজ্ঞাত বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। লোকেও উত্তরদিকে ভাষা
শিক্ষার্থ গমন করে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে ব্যক্তি ঐ দিক্ হইতে
আগমন করেন, লোকে তাঁহারই উপদেশ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হয়। কারণ
লোকে কহে উহা বাক্যের দিক্ বলিয়া বিদিত আছে।

বিশ্বকোষ বলিতেছেন যে—পথ্যাস্বস্তি উত্তরদিक् জানেন। পথ্যাস্বস্তিই বাক্। উত্তরদিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকে। লোকেও ভাষা শিখিতে উত্তরদিকে যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যে লোক ঐ দিক্ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে “তিনি বলিতেছেন” এই বলিয়া তাঁহার (উপদেশ) শুনিতো ইচ্ছা করেন। কারণ এই স্থান বাক্যের দিক্ বলিয়া খ্যাত। অতএব দেখা যাইতেছে, বহুদিন হইতে লোকের বিশ্বাস যে কাশ্মীরই সরস্বতীর স্থান, কাশ্মীরই বেদোক্ত উদীচী প্রদেশ। এই স্থান হইতেই (বৈদিক সংস্কৃত) ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু সরস্বতীর পরিবর্তে কাশ্মীরের শারদ নাম এখনও লোপ হয় নই। এই সরস্বতীর উপকূলেই আৰ্য্যজাতির প্রথম উপনিবেশ অথবা বাস ছিল।

আৰ্য্যশব্দ। ১৬৮পৃঃ বাম স্তম্ভ।

যদি বিশ্বকোষ, উপাসকসম্প্রদায়ের অনুবাদের অনুকরণ করিয়াই তফাতে খাড়া হইয়াই তুষ্টীম্ অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে কোনও কথাই ছিল না। উপাসকসম্প্রদায় যেমন প্রতিশব্দ বসাইয়া রেহাই লইয়াছেন, বিশ্বকোষের ভাগ্যেও সেই রেহাই মিলিত, কিন্তু তিনি আবার বিনায়কের আনুগত্য করিতে যাইয়া ধরা পড়িয়াছেন। ফলতঃ কি বিনায়ক, কি উপাসক সম্প্রদায়, বা কি বিশ্বকোষ, কেহই এই মস্তুর প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই, তাই তৎপাঠে কোনও পদার্থগ্রহণ হইতেছে না।

হিন্দুর কোনও শাস্ত্রেই একথা নাই যে কাশ্মীরে কোনও দিন সরস্বতী নামে কোনও নদী ছিল, আর উহার তীরদেশই মানবের আদি জন্মভূমি কিংবা আৰ্য্য জাতির প্রথম উপনিবেশ। মহানর্ভ মনু, ব্রহ্মবর্ষ ও ব্রহ্মার্ষ্যপ্রদেশের নাম লইয়াছেন, কিন্তু কাশ্মীরের নাম গৃহীত হয় নাই। বেদে উহার কোনও নামেরই সন্ধান দেখিতে পাওয়া যায় না। স্তুরাং বিশ্বকোষ উহা কোথায় পাইলেন, তাহা তিনিই জানেন। আর কাশ্মীরে যে বৈদিক সংস্কৃত ভাষার প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা অপেক্ষা প্রমাদের কথা আর কিছুই হইতে পারে না। বেদই বলিতেছেন যে—

দেবীং বাচ মজনয়ন্ত দেবাঃ। ঋগ্বেদ।

দেবতারাই দেববাণী সংস্কৃতভাষার সৃষ্টিকর্তা। কাশ্মীর দেবভূমি বা

কাশ্মীরবাসীরা দেবতা নহেন, সুতরাং কাশ্মীরে যে গীর্বাণবাণী সংস্কৃতের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা বিপ্রলাপ বিশেষ। বাগ্ভটালঙ্কার বলিতেছেন—

সংস্কৃতং স্বর্গিণাং ভাষা শব্দশাস্ত্রেষু নিশ্চিতা।

কাব্যাদর্শপ্রণেতা মহামুরী দণ্ডী ও কাব্যচন্দ্রিকাও বলিয়া গিয়াছেন যে— সংস্কৃত স্বর্গবাসী দেবগণের ভাষা। পক্ষান্তরে কাশ্মীর প্রকৃত স্বর্গ নহে, সুতরাং তদ্দেশে গীর্বাণবাণীর প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা প্রকৃত কথা হইতে পারে না। আচ্ছা তবে এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থই বা কি, আর মন্ত্রোদিত উদীচী শব্দদ্বারা ই বা ঠিক কোন্ দেশের অববোধ হইয়াছিল?

আমরা মনে করি যে, এই “উদীচী” শব্দদ্বারা কৌষীতকী মহান্ উত্তর কুরু কথ্য বলিতেছিলেন। কেন? তাহা পরে বলা যাইবে, আমরা প্রথমে মন্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা কি, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা পাইব। নিঘণ্টু বলিতেছেন—

চন্দ্রমাঃ, সরস্বতী, উর্কশী গৌরী,

ইন্দ্রাণী, পথ্যাস্বস্তিঃ, উষাঃ, ইন্দা,

ইহারা ৩৬ জন মধ্যস্থানবাসিনী দেবতা। স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত অন্তরিক্ষই মধ্যস্থান (অপোগস্থানাং)। কিন্তু এক দিন ব্রহ্মলোক উত্তর কুরু ও স্বর্গ বলিয়া কথিত হওয়াতে আদি স্বর্গ তিষ্ঠত, তাতার ও মঙ্গলিয়াও মধ্যস্থান বলিয়া কথিত হইতে থাকে। তাই চন্দ্র, সরস্বতী, উর্কশী ও গৌরী প্রভৃতিকেও মধ্যস্থানের দেবতা বলা হইয়াছে। পথ্যাস্বস্তি কাহাকে কহে? নিঘণ্টুর টীকাকার দেবরাজ যজ্ঞা বলিতেছেন যে—

পশুতে তংস্থানিভিরিতি পশ্বা অন্তরিক্ষং তত্রভবা পথ্যা।

সু শোভনা অস্তি রসবত্তয়া যশ্চাঃ সা স্বস্তিঃ।

অর্থাৎ অন্তরিক্ষবাসিনী স্বস্তিনাম্নী বিদুষীর নাম পথ্যাস্বস্তি। তিনি উত্তরদিক্ বা উত্তরকুরু জনপদের কথা অবগত ছিলেন। সরস্বতীর গায় তাঁহারও উপাধি “বাক্” ছিল। এই অন্তরিক্ষ শব্দদ্বারা এখানে আপঃ বা অপোগস্থান অববোধিত হইয়াছে, পথ্যাস্বস্তি আফগানিস্থানবাসিনী বিদুষী ছিলেন। তন্মাং উদীচ্যাং দিশি (বিভক্তিব্যত্যয়ঃ—তন্মাং উদীচ্যাং দিশি) সেই উত্তরদিকে সকলের পরিজ্ঞাত বিশুদ্ধ ভাষা কথিত হইত। তাই লোকেরা এই ভারতবর্ষপ্রভৃতি দক্ষিণদেশহইতে তথায় ভাষা শিক্ষা করিতে

গমন করিতেন। সকলে ইহা বলিতেন যে, যে ব্যক্তি উক্ত উত্তর কুরুহইতে ভাষা শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেন, সকলে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেন। উক্ত উত্তরদিক বা উত্তরকুরুই সংস্কৃত ভাষার স্থান বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল। মহামতি মুইর সাহেবও উক্ত মন্ত্রের অনুবাদ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে—

Pathyasuasti (a goddess) knew the northern region. Now pathyasuasti is vach (the goddess of speech). Hence in the northern region speech is better known and better spoken: and it is to the north that men go to learn speech:— it is said that men listen to the instructions of any one who comes from that quarter: for that is renowned as the region of speech. Page 338.

মুইরের এই অনুবাদ, আনাদিগের বাঙ্গালীদিগের অনুবাদ ও বিনায়কভট্টের ভাষ্য অপেক্ষা সহস্রাংশে বিশদ ও উৎকৃষ্ট। তবে পথ্যাস্বস্তি যে অপোগস্থান (অন্তরিক্ষ) বাসিনী একজন বিদুষী নর দেবকন্যা মুইর তাহা গ্ৰহণ করিতে পারেন নাই।* যাহা হউক ভাষার উন্নতির স্থান এই উদীচ্য ভূমি, উত্তর কুরু, পরন্তু অর্কাচীন কাশ্মীর বা পৌড়বয়াঃ বদরিকাশ্রম নহে। কেন? পাণিনি বলিয়াছেন যে—

আরক্ উদীচাম্ । ৪ । ১ । ১৩০

উদীচাঃ বৃক্সাং অগোত্রাং । ৪ । ১ । ১৫৭

উদীচাং মাতো ব্যতীহারে । ৩ । ৪ । ১৯

মাতরপিতরৌ উদীচাম্ । ৬ । ৩ । ৩২

* মুইর তবু পথ্যাস্বস্তি যে একজন নারী দেবতা, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বিনায়কভট্টের গায় ভট্ট ভাষ্যরও উহার কোনও পদার্থগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। তিনি কুরুযজুর ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিতেছেন—

মূল—পথ্যাঃ স্বস্তিন্ অবজন্ প্রাচীমেব তয়া দিশং প্রাজানন্ । ৭৩ পৃঃ ১০৪ খণ্ড ।

ভাষ্য—কাঃ পুনস্তা দেবতাঃ ? ইত্যাহ পথ্যা মিত্যাদি । পথি সাধুঃ পথ্যা প্রজানাঃ হিত-কর আদিত্য ইতি কেচিৎ । উবা ইত্যশ্চে, প্রজাপতিরিত্যপরে ।

অতি ভ্রষ্ট ব্যাখ্যা, ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের এহেন অত্যাচারেই শাস্ত্রকথা সকল দুর্বোধ ও mythএ পরিণত হইয়াছে ।

তত্র কাশিকা—গোধায়া অপত্যে উদীচাম্ আচার্যাণাং মতেন আরক্ প্রত্যয়ো ভবতি। গৌধারঃ। বৃদ্ধং যৎ শব্দরূপম্ অগোত্রং তস্মাৎ অপত্যে কিঞ্ প্রত্যয়ো ভবতি উদীচাম্ আচার্যাণাং মতেন। মাঙো ধাতোব্যতীহারে বর্তমানাং উদীচাম্ আচার্যাণাং মতেন ক্ৰা প্রত্যয়ো ভবতি। “মাতর পিতরৌ” ইতি উদীচাম্ আচার্যাণাং মতেন অরঙাদেশো মাতৃশব্দস্ত নিপাতাতে মাতর-পিতরৌ (মাতা চ পিতা চ তৌ) উদীচামিতি কিম্ ? মাতাপিতরৌ।

এই উদীচ্য আচার্য্য কাহার? কাশ্মীর বা বদরিকাশ্রমবাসীরা? না তাহা কখনই নহে। ইহাদ্বারা ইন্দ্র, চন্দ্র ও শিব, এই সকল বৈয়াকরণগণ স্মৃচিত হইয়াছেন, পরন্তু ভারতবাসীরা কেহই নহেন। কেন না এই সকল পদের প্রয়োগ ভারতের কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না, এদেশের কোনও গ্রন্থেই কেহ “মাতরপিতরৌ” পদ দেখাইতে সমর্থ হইবেন না। কেন হেমচন্দ্র ও অমর জ এই পদের গ্রহণ করিয়াছেন?

পিতরৌ মাতাপিতরৌ মাতরপিতরৌ

পিতা চ মাতা চ। মর্ত্যাকাণ্ড। হেম

মাতাপিতরৌ পিতরৌ মাতরপিতরৌ চ তৌ। অমর

ইহা উহার পাণিনির প্রয়োগদর্শনে উহার সমাধার করিয়াছেন, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগ দৃষ্টে নহে। তাহা হইলে জয়াদিত্যবামন বলিতেন না যে

উদীচাম্ ইতি কিম্ ? মাতাপিতরৌ

উদীচাং বলা হইল কেন? না উত্তরদিक् না হইয়া অণুদিকের লোকের প্রয়োগে মাতা চ পিতা চ তৌ মাতাপিতরৌ হইবে।

বাহ্লীকভাষা দিব্যানাং। সাহিত্য দর্পণ

বাহ্লীকভাষা উদীচ্যানাং। আচার্যাঃ।

এই প্রয়োগ দৃষ্টেও জানা যাইতেছে যে, পাণিনিপ্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্য-গণ, বাহ্লীকপ্রভৃতি দেবভূমিকেই উদীচ্যভূমি বলিয়া জানিতেন, পরন্তু কাশ্মীরাদি প্রাচ্যভূমিকে নহে। কাশ্মীরও ত উত্তর পশ্চিম প্রদেশ? না, তাহা ভারতবাসীর সম্বন্ধে বটে, কিন্তু শলাতুরবাসী পাণিনিসম্বন্ধে কাশ্মীর ও বদরিকাশ্রম পূর্বদেশ। পাণিনি গান্ধারের অন্তর্গত শলাতুরগ্রামবাসী ছিলেন। পাণিনিই লিখিতেছেন—

ভূদীশলাতুরবংশতীকুচবারাং

টক্ ছণ্ টঞ্ যকঃ । ৪ । ৩ । ২৪

শলাতুরঃ অভিজ্ঞনঃ যশ্চ অসৌ শালাতুরীয়ঃ । যিনি শলাতুরের অধিবাসী
ঠাঁহার নাম শালাতুরীয় । উক্তক্ হেমচন্দ্রেন—

অথ পাণিনৌ শালাতুরীয় দাক্ষ্যেয়ৌ ।

মর্ত্ত্যাকাণ্ড । ১৩১ পৃঃ

সুতরাং বুঝাগেল পাণিনি যাহাকে উদীচী বলিয়াছেন, তাহা বাহ্লীক, মঙ্গ বা
উত্তরকুরুপ্রভৃতি উদীচ্যভূমি, পরন্তু প্রাচ্যভূমি কাশ্মীরাদি নহে । তিনি কাশ্মীর
বদরিকাশ্রম অথবা সমগ্র ভারতবাসী আচার্য্যগণের সংস্খচনার জন্ত “প্রাচ্যং”
শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন । যথা—

এঙ্ প্রাচ্যং দেশে । ১ । ২ । ৩৫

ভোজকটীয়, গোনদীয়ঃ । প্রাচ্যমিতি কিং ? দেবদত্তো নাম বাহ্লীকেষু গ্রামঃ
তত্র ভবঃ দৈবদত্তঃ ।

দেশবাচক শব্দের উত্তর এঙ্ প্রত্যয় হয়, ইহা পূর্বদেশীয় আচার্য্যগণের
মত । যেমন ভোজকটভব—ভোজকটীয়, গোনদভব—গোনদীয়, পূর্বদিকের
দেশ না হইলে কি হইবে ? বাহ্লীক জনপদে দেবদত্ত নামে এক গ্রাম আছে,
তদ্ভবগণ “দৈবদত্ত” বিশেষণের বিষয়ীভূত । এখানে এঙ্ হইল না ।

বেশ বুঝাগেল, ঠাঁহার পক্ষে ভোজকট ও গোনদদেশ পূর্বদেশ, ঠাঁহার
পক্ষে কাশ্মীর, বদরিকাশ্রম ও পঞ্চনদপ্রভৃতি দেশসকলও পূর্বদেশ পরন্তু উদীচী
নহে । তথাহি—

বৃদ্ধাং প্রাচ্যাম্ । ৪ । ২ । ১২০

তত্র বামনঃ—প্রাগুদেশবাচিনো প্রাতিপদিকাং ঠঙ্ প্রত্যায়ো ভবতি ।
শাকজম্বুকঃ

এখানে শক ও জম্বুদেশকে পাণিনি পূর্বদেশ বলিতেছেন । শকদেশ পঞ্চনদের
একদেশমাত্র । কাশ্মীরও পঞ্চনদের দেশান্তরবিশেষ, সুতরাং শকদেশ ও জম্বু বা
কাশ্মীর দেশ উভয়ই পাণিনির নিকট পূর্বদেশ বলিয়া বিদিত ছিল । ইহার
পরও কি কেহ কাশ্মীরকে উদীচী বলিয়া নির্দেশ করিতে চাহিবেন ? তবে এ
উদীচী কোন্ দেশ ? ইহা ব্রহ্মার উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোক । আমরা ভারত

হইতেও তথায় বেদাধ্যয়ন, যাগযজ্ঞ ও লিখনপঠন শিক্ষা করিতে যাইতাম। পথ্যাস্বস্তি ও সরস্বতীও তথায় শিক্ষালাভ করিয়া “বাক্” উপাধি প্রাপ্ত হইয়েন। ব্রহ্মলোকে যে শিক্ষা হইত, তাহার প্রমাণ? প্রমাণ শাস্ত্রনিবহ। পানিনির শিক্ষা গ্রন্থ বলিতেছেন যে—

এবং বর্ণাঃ প্রযোক্তব্যানাব্যক্তান চ পীড়িতা।

সম্যগ্ বর্ণপ্রয়োগেণ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥

গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ।

অনর্থজ্ঞোহল্লকণ্ঠশ্চ বড়েতে পাঠকাধমাঃ ॥

সকলে পাঠকালে একরূপভাবে উচ্চারণ করিবেন, যেন শব্দসকল বোধগম্য হয়, অস্পষ্ট না হয়, আবার কেহ উচ্চৈঃস্বরেও পাঠ করিবেন না, যাহাতে কর্ণ-পীড়া ঘটিয়া থাকে। বর্ণ সকল সম্যক প্রকারে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলে সে পাঠক ব্রহ্মলোকে প্রশংসাজন হইয়া থাকেন। পাঠকের মধ্যে যাহারা সুর করিয়া পড়িতেন, দ্রুত পড়িয়া যাইতেন, পড়িতে পড়িতে মাথা কাঁপাইতেন বা একটি একটি করিয়া ধরিয়া ধরিয়া পাঠ করিতেন, বা অর্থ না বুঝিয়া পড়িতেন ও যাহাদের পাঠের স্বর মৃদু হইত, তাহারা অধম পাঠক বলিয়া অবগীত হইতেন।

সে কি কথা, ব্রহ্মলোক যে পারলৌকিক পদার্থ, উহা যে পরব্রহ্মের আবাস স্থান। সেখানে লোকসকল পড়িয়া প্রশংসালভ বা নিন্দাজন হইত, একেমন কথা? হাঁ ভাষ্যকারগণ শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ ও প্রক্ষিপ্তকারেরা শাস্ত্রাঙ্গ কলুষিত করিয়া ভারতে এইরূপ কুসংস্কারেরই পয়দা করিয়াগিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত সংবাদ ইহা নহে। একজন ক্ষুদ্রতম্বর বা মুষ্টিভিক্ষকেরও একখানি ডেরা আছে, তথাপি সর্বশক্তিমান্ রাজরাজেশ্বর ভগার বসবাস বা মাথা রাখিবার স্থান নাই। ব্রহ্মলোক, গোলোক, বৈকুণ্ঠ ও স্বর্গ, এতৎসমুদায়ই ভৌম এবং যাহারা এখানে বাস করিতেন ও এখনও করিতেছেন, তাহারাও জনমমরণশীল নর ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না ও নহেন। যুধিষ্ঠির পায়ে হাঁটিয়া যে স্বর্গ গিয়াছিলেন, সে স্বর্গটা কি ভৌম নহে? মহাভারতের আদিষ্ণর্গের ১২০ অধ্যায়ের ৫ম হইতে ১৫শ পর্য্যন্ত শ্লোক পাঠ কর, দেখিবে তাহাতে বিবৃত আছে যে স্বর্গ পাব হইয়া মাহুসেরা উত্তরকুরুতে ব্রহ্মার বাড়ী যাইয়া সভাসমিতি করিতেন।

অমাবাস্তাং তু সহিতা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।
 ব্রহ্মাণং দ্রষ্টুকামাস্তে সংপ্রতস্মুর্গর্ষয়ঃ ॥ ৫
 সংপ্রয়াতান্ ঋষীন্ দৃষ্ট্বে। পাণ্ডুর্বচন মব্রবীং ।
 ভবন্তুঃ ক গমিষ্যন্তি ক্রত মে বদতাং বরাঃ ॥ ৬

ঋষয় উচুঃ

সমবায়ো মহান্ অচ্য ব্রহ্মলোকে ভবিষ্যতি ।
 দেবাণাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ।
 বয়ং তত্র গমিষ্যামো দ্রষ্টুকামাঃ স্বয়ম্ভুবম্ ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পাণ্ডুরুখায় সহস্রা গন্ধকামো মহষিভিঃ ।
 স্বর্গপারং তিতীযুঃ স শতশৃঙ্গাং উদজুখঃ ॥ ৮
 প্রতস্তে সত পতন্তীভ্যাং অক্রবন্ তঞ্চ তাপসাঃ ।
 উপদ্যপরি গচ্ছন্তুঃ শৈলরাজ মুদযুখাঃ ॥ ৯
 দৃষ্টবন্তেঃ গিরৌ রমো দুর্গান্ দেশান্ বহুন্ বয়ম্ ।
 বিনানশতসংবাদাং গাঁত্ৰস্ববিনিন্দিতাম্ ॥ ১০
 আক্রীডভূমিং দেবানাং গন্ধকাপ্সরসাং তথা ।
 উচ্ছানানি কুবেরস্য সমানি বিঘমণি চ ॥ ১১
 মহানদীনিতস্বাংশ্চ গহনান্ গিরিগম্বরান্ ।
 সন্তি নিত্যাহিনাদেশা নিরক্ষমুগপাঙ্কণঃ ॥ ১২
 সন্তি কচিৎ মহাদেশ্যো দুর্গাঃ কাশ্চিৎ ছরাসদাঃ ।
 নারিতক্রামেত পক্ষী যান কৃত এবৈতরে যুগাঃ ॥ ১৩
 বায়ুরেকে। হি যাত্যত্র সিদাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ।
 গচ্ছন্ত্যো শৈলরাজেতস্মিন্ রাজপুল্লো কথং ত্বিমে ॥ ১৪
 ন সীদেতাম্ অদুঃখার্হে মা গমো ভরতর্ষভ । ১৫

আদিপর্ক—১২০ অধ্যায় ।

এক দিন অমাবাস্তা তিথি সমাগত হইলে সংশিতব্রত মহসিগণ ব্রহ্মাকে
 দেখিবার জন্তু প্রস্থানপরায়ণ হইলেন। ঐ সময় তাঁহারা গন্ধমাদন বা বর্তমান

বেলুরতাক পর্বতের সান্নিদেশে বাস করিতেছিলেন। (১১৯ অধ্যায় ৪৮ শ্লোক দেখ)। তদর্শনে মহারাজ পাণ্ডু সহসা গাত্রোখান করিয়া আদি স্বর্গ পার হইয়া ব্রহ্মলোক যাইবার জন্ত গন্ধমাদন হইতে উত্তরমুখে যাইতে লাগিলেন। মহাদেবী কুন্তী ও মাদ্রী তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। তখন তাপসগণ তাঁহাকে কহিলেন, হে মহারাজ ! আপনার সহিত রাজপুত্রীরা রহিয়াছেন, ইহারা দুঃখ ক্লেশ কাহাকে কহে, তাহা জানেন না, ইহারা কেমন করিয়া এই দুর্গম পথে গমন করিবেন, আপনি কখনই ইহাদিকে এই কষ্টে পাতিত করিবেন না, আপনি গমনে ক্ষান্ত হউন। আমরা এই সকল পথে বহুবার যাতায়াত করিয়াছি, ইহার সম্যক অবস্থা জানি। পর্বতের পৃষ্ঠদেশ সকল অতীব উচ্চাচ ও বন্ধুর, আমরা এই রমণীয় পর্বতের উপরদিয়া উত্তরমুখে যাইতে যাইতে কত যে দুর্গম দেশ দেখিয়াছি, তাহার ইয়ত্তাই নাই। কোনও স্থানে দেবতা, গন্ধর্ভ ও অঙ্গরোগণের প্রমোদ উদ্যান সকল বিদ্যমান, আবার তৎসমুদায় শত শত বিমানদ্বারা সমাকীর্ণ এবং ঐ সকল উদ্যান গীতস্বরে যেন নিনাদিত। কুত্রাপি বা যক্ষরাজ কুবেরের উদ্যান সকল বিরাজ করিতেছে, উহার কুত্রাপি সমতল, কুত্রাপি বা উচ্চাচ। কোনও স্থানে মহানদী সকল প্রবাহিত, কোনও স্থানে বা পর্বতনিতম্বসমূহ, কোথায়ও বা গহন গিরিকন্দর, কোনও স্থানে তৎসমুদয় আবার অতীব দুর্গম, পক্ষীরাও এই সকল দুর্গম পথ অতিক্রম করিতে পারে না, মনুষ্য বা অঙ্গ মৃগ-সকল কোথায় লাগে ? তাহাতে আবার এই সকল স্থানে বারমাসই শীত, পথে একটি আশ্রয় বৃক্ষ বা মৃগ কিংবা পক্ষীও দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল একমাত্র বায়ু ও শীতগ্রীষ্মদ্বন্দ্বসহিষ্ণু ঋষি আমরাই এই পথ দিয়া যাইতে পারি।

বেশ বৃষ্টিগেল ইহা ভৌম ও পায়দলের পথ। আর যে ব্রহ্মাকে লোকে দেখিতে যায়, দেখে ও যাহার বাড়ীতে সভাসমিতি হয়, দেবতারা, পিতৃলোক-বাসীরা ও ঋষিরা সমবেত হইয়া থাকেন, সেই ব্রহ্মা ঈশ্বর ও সেই ব্রহ্মলোক, পারলৌকিক বস্তু নহেন। আর যে স্বর্গটাকে পার হইয়া তবে ব্রহ্মলোকে যাইতে হয়, তাহাও ভৌম ভিন্ন পারলৌকিক স্বর্গ হইতে পারে না।

তবে তাঁহাকে “স্বয়ম্ভু” বলা হইল কেন ? ব্রহ্মা তিন জন। আত্মভূ বা স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা। খুব সম্ভব এখানের

“প্রজাপতিং” পদটি কীটদষ্ট হওয়ায় কোনও লিপিকর “স্বয়ম্ভুবম্” লিখিয়া ক্ষতিপূরণ বা রিপু করিয়া রাখিয়াছেন. ইহা ভগবান্ ব্যাসদেবের নিজের লেখনীলীলা নহে। আর কোন্ গ্রন্থে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মলোকের বর্ণনা আছে? রামায়ণেও বর্ণিত রহিয়াছে যে—

ত মতিক্রমা শৈলেন্দ্রম্ উত্তরঃ পরসাংনিধিঃ ।

তত্র সোমগিরিনাম মধ্যে হেমময়ো মহান্ ॥ ৫৩

উত্তরাঃ কুরবস্তত্র কৃতপুণ্য প্রতিশ্রয়াঃ । ৩৮

সতু দেশো বিসূর্যোহপি তস্য ভাসা প্রকাশতে ।

সূর্যালক্ষ্যাভিবিজ্জেষস্তপতেব বিবস্বতা ॥ ৫৪

ভগবান্ তত্র বিশ্বাত্মা শঙ্কুরেকাদশাত্মকঃ ।

ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মষিপরিবারিতঃ ॥ ৫৫

ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরুণামুত্তরেণ বঃ । ৫৬

অভাস্কর মমর্ষাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্ ॥ ৫৮

কিঙ্কিকা কাণ্ড—৪৩ স্বর্গ ।

সুগ্রীব বলিলেন, হে বানরগণ! তোমরা সেই পর্বত অতিক্রম করিলেই উত্তর মহাসমুদ্র দেখিতে পাইবে। তথায় মধ্যস্থলে সোমগিরি বর্তমান, উহাই উত্তরকুরু, এখানে পুণ্যবান্ লোকেরাই বাস করিয়া থাকেন। সে দেশে সূর্য্য ছয় মাস উদিত হয় না, তথাপি সে দেশে অরোরাবরিয়ালিস নামে যে একটি আলোক আছে, তদ্বারাই সেস্থান আলোকিত হইয়া থাকে। বোধ হয় যেন সূর্য্যই তাপ দিতেছে। একাদশ রুদ্রাত্মক শিবের স্ত্রী দেবদেব মহাত্মা ব্রহ্মা সেই উত্তরকুরুতে ব্রহ্মণ ঋষিগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন। সাবধান তোমরা এই উত্তরকুরুর উত্তরে আর যাইও না, তথায় সূর্য্য একবারেই উদিত হয় না, উহার সীমাও কেহ জানে না।

সুতরাং যে ব্রহ্মলোক পাদগম্য, যাহা উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণবেলা বিলসিত, সেই ব্রহ্মলোক ভৌম কি অভৌম ও ব্রহ্মর্ষিগণপরিবেষ্টিত দর্শনযোগ্য ও দৃষ্ট সেই ব্রহ্মাও পরব্রহ্ম কি জননমরণশীল নর, তাহা চেতস্বান্ মনীষিগণই ভাবিয়া দেখুন।

কৌষীতকী উপনিষদে বিবৃত আছে যে, গার্গ্যের পুত্র রাজা চিত্র যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়া যজ্ঞোপযুক্ত সংবৃতস্থানের অনুসন্ধান করেন। তাহাতে তদীয় পুরোহিত আকুণি ও তৎপুত্র খেতকেতু সেই গুপ্তস্থানের কথা বলিতে না পারায় রাজা চিত্রই তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকের কথা বলিয়া ব্রহ্মলোকের পথ নির্দেশ করেন।

স এতং দেবযানং পশ্চানমাপত্ত অগ্নিলোকং আগচ্ছতি স বায়ুলোকং স আদিত্যালোকং স বরুণলোকং স ইন্দ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং স ব্রহ্মলোকং তস্ম হ বা এতস্ম ব্রহ্মলোকস্ম আরোহদো মুহূর্তা যেষ্টিহা বিজরা নদী ইল্যোবৃক্ষঃ সালজ্যং সংস্থানম্ অপরাজিতম্ আয়তনম্ ইন্দ্রপ্রজাপতী দ্বারগোপৌ।

১৪৬—৪৭ পৃষ্ঠা।

চিত্র বলিলেন, খেতকেতো! যে ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে যাইতে চাহেন, তাঁহাকে দেবযান পথ অবধ্বনপূর্নক অগ্নিলোক, বায়ুলোক, সূর্যালোক, বরুণলোক ও ইন্দ্রলোক অতিক্রম করিয়া পরে চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ নর চন্দ্রের লোক বা মহর্লোক হইয়া ব্রহ্মলোকে যাইতে হইবে। ব্রহ্মলোকে যাইতে পথে আর বা আরাল হ্রদ, মুহূর্তা, ইষ্টিহা ও বিজরা নদী পার হইতে হয়। ব্রহ্মলোক অতি উৎকৃষ্ট স্থান, তথায় বৃক্ষসকল পুষ্টিকরফলে সুশোভিত, স্থান সকল বিস্তৃত, হর্ম্যসকল অজেয় এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি চন্দ্র উহার দ্বারপালের কার্য্য করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষহইতে আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া ও ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাতায়াতের যে পথ আছে, তাহার নাম দেবযান পথ। লোক সকল ভারতবর্ষহইতে সেই পথে পদব্রজে ব্রহ্মলোকে যাইয়া বেদাদির অধ্যয়ন করিতেন। ব্রহ্মলোকগামীকে ভারতের পরই বায়ুলোক বা অপোগস্থান, অগ্নিলোক বা কিম্পুরুষ বর্ষ (তিব্বত), ইন্দ্রলোক বা চীনতাতার, বরুণলোক বা মঙ্গলিয়া (এক সময়ে বরুণ এখানকার প্রসিডেন্ট ছিলেন), আদিত্যালোক বা উত্তরমঙ্গলিয়া, চন্দ্রলোক বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে যাইতে হইত। ফলতঃ তিব্বত হইতে উত্তর সাইবিরিয়া পর্য্যন্ত সমুদায় স্বর্গভূমি পাঁচটি অমৃত বা Sanatureumএ বিভক্ত ছিল। এই সকল স্থানে অকাল মৃত্যু ও অকালবার্দ্ধক্য ছিল না, তাই

এই সকল জ্ঞান অমৃত নামের বিষয়ীভূত। ছান্দোগ্য ঐ পঞ্চমৃত জ্ঞানের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

১। তৎ যৎ প্রথম মমৃতং তদসব উপজীবন্তি অগ্নিনা মুখেণ। ১৭১ পৃঃ

এই যে প্রথম অমৃত, তথায় ধব প্রভৃতি অষ্টবহু, মহর্ষি অগ্নির নেতৃত্বে বাস করিয়া থাকেন। ইহাই তিব্বত।

২। অথ যৎ দ্বিতীয় মমৃতং তৎ রুদ্রা উপজীবন্তি ইন্দ্রেণ মুখেণ। ১৭৪ পৃঃ

উহার উত্তরেই দ্বিতীয় অমৃত চীনতাতার, তথায় শিব প্রভৃতি একাদশ রুদ্র ইন্দ্রের নেতৃত্বে বসবাস করিতেন।

৩। অথ যৎ তৃতীয় মমৃতং তৎ আদিত্যা উপজীবন্তি বরুণেন মুখেণ।

১৭৬ পৃষ্ঠা

দ্বিতীয় অমৃতের উত্তরেই তৃতীয় অমৃত বা মঙ্গলিয়া। তথায় ভগ ও অর্ষ্যম প্রভৃতি ছাদশজন অদিতিনন্দন বরুণের নেতৃত্বে বাস করিতেন।

৪। অথ যৎ চতুর্থ মমৃতং তৎ মরুত উপজীবন্তি সোমেন মুখেণ। ১৭৯ পৃঃ

তৎপর চতুর্থ অমৃত বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া, এখানে উনপঞ্চাশজন মরুতনামক দেবতা চন্দ্রের নেতৃত্বে বাস করিতেন।

৫। অথ যৎ পঞ্চম মমৃতং তৎ সাধ্যা উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেণ। ১৮১ পৃঃ

তৎপর সর্বোত্তরে পঞ্চম অমৃত উত্তরকুরু। এখানে সাধ্যা দেবগণ ব্রহ্মার নেতৃত্বে বাস করিতেন। এই পঞ্চম অমৃতই উত্তরকুরু, সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক। আমরা ভারতবাসীরা এখানে অধারনজন্তু গমন করি। এখানেই ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হইয়া থাকে। তাই ব্রহ্মার একদিন একরাত্রিতে আমাদের একবৎসরগণনা হয়। ছান্দোগ্যই বর্ণিতেন যে—

ন বৈ তত্র নিম্নোচ ন উদিয়ায় কদাচন

দেবাস্তেনাতং সত্যেন না বিরাপিসি ব্রহ্মণেতি। ১৮৬ পৃঃ

তত্র শঙ্করভাষ্যম্——ন বৈ তত্র যতোত্তং ব্রহ্মলোকাৎ আগতঃ তস্মিন্
ন বৈ তত্র এতৎ অস্তি নং পৃচ্ছসি। নহি তত্র নিম্নোচ অন্তম্ অগমৎ সবিতা,
ন চ উদিয়ায় উদ্যতঃ কুর্তশ্চিৎ কদাচন কস্মিংশ্চিৎ অপি কালে। উদয়াস্তময়
বজ্জিতো ব্রহ্মলোকঃ। ইতাপপন্নং ইত্যুক্তঃ শপথ মিব প্রতিপেদে। হে দেবাঃ

সাক্ষিণো যুয়ং শৃণুত যথা ময়োক্তং সত্যং বচঃ, তেন সত্যেন অহং ব্রহ্মণী ব্রহ্ম-
স্বরূপেণ মা বিরাদিষি মা বিরুক্কা ইয়ম্ অপ্রাপ্তিব্রহ্মণো মা ভূং ইত্যর্থঃ ।

ব্রহ্মলোকহইতে ভারতে প্রত্যাগত কোনও ঋষি দেবগণকে (তখন
ভারতীয়গণ দেবতা বলিয়াই পরিজ্ঞাত ছিলেন) বলিতেছেন, হে দেবগণ !
আমি সম্প্রতি ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়াছি । তথায় সূর্য্য উদিত হইলে অস্ত
যায় না, আবার অস্তগমন করিলেও শীঘ্র উদিত হয় না । উক্ত ব্রহ্মলোক
উদয়াস্ত বর্জিত । আমি বেদের শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহা সম্পূর্ণ সত্য কথা,
ইহার একটি বর্ণও সত্যবিরোধী নহে । তৎপর ছান্দোগ্য নিজে বলিতেছেন—

ন হ বা অস্মা উদেতি ন নিম্নোচতি সক্রুং দিবা

হ এব অস্মৈ ভবতি । য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ ।

১৮৭ পৃঃ

ব্রহ্মলোকহইতে আগত সেই ব্যক্তিসম্মুখে সূর্য্য উদিত হইত না (যেহেতু
৬ মাস রাত্রি), আবার উদিত হইলেও অস্তে যাইত না, কেবল সূর্য্য দিবা
(যেহেতু ৬ মাস দিন) প্রকাশ পাইত । যিনি ব্রহ্মার উপনিষৎ বা উপনিবেশ
ভূমিকে এইরূপ বলিয়া জানিতেন । ছান্দোগ্য পুনরায় বলিতেছেন—

তৎ হ এতৎ ব্রহ্মা প্রজাপত্যে উবাচ, প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাতাঃ ।
তৎ হ এতৎ উদালকায় অরুণয়ে জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম পোবাচ । ১৮৭ পৃঃ

সেই ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মা প্রজাপতি চন্দ্রকে বেদের শিক্ষা দান করেন ;
চন্দ্র আবার মনুকে (সম্ভবতঃ বৈবস্বত মনু) ও মনু অগ্ন্যা প্ৰজাগণকে বেদের
অধ্যাপনা করিয়াছিলেন । ঐরূপে অরুণি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র উদালককে
বেদপাঠ করান । মুণ্ডকোপনিষদেও বিবৃত রহিয়াছে—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব, বিশ্বস্ত কৰ্ত্তা, ভুবনস্ত গোপ্তা । স ব্রহ্ম-
বিদ্যাং সৰ্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠান্ অথর্কায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ । ১ । অথর্কণে যাং
প্রবদেত ব্রহ্মা, অথর্কো তাং পুরা উবাচ অঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাং স ভারত্বাজায়
সত্যবাহায় প্রাহ ভারত্বাজঃ অঙ্গিরসে পরাবরাম্ । মুণ্ডক প্রারম্ভঃ ।

ব্রহ্মা স্বর্গবাসীদের মধ্যে বিদ্যাবলে সর্বপ্রথম দেবোপাধি লাভ করেন ।
তিনি সকল জগতের উপর সর্বপ্রধান কৰ্ত্তা ও সকল শরণাগতদের রক্ষক
ছিলেন । তিনি প্রথমে আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্কাকে সকল বিদ্যার আদর্শ

বেদের শিক্ষা দান করেন। তৎপর অথর্কহইতে অঙ্গির ও অঙ্গিরহইতে ভরবাজগোত্রীয় সত্যবাহ, সত্যবাহ হইতে অঙ্গিরাঃ সেই পরা ও অপরা দ্বিবিধ ব্রহ্মবিদ্যা বা বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সুতরাং জানাগেল পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা বেদের অধ্যাপক ছিলেন, লোকসকল তাঁহার ব্রহ্মলোকে যাইয়া বেদের অধ্যয়ন করিতেন। লিখিতে ও পড়িতে শিখিতেন এবং শাস্ত্রে ইহাও রহিয়াছে যে তিনি যাগযজ্ঞেরও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রজাপতির্ষজ্ঞ মতমুত, প্রজাপতির্ষজ্ঞান্, অসৃজত (৫০ পৃঃ), কৃষ্ণবজ্রঃ

তাহা হইলেই জানা গেল যে ব্রহ্মলোকে ভারতবাসীরা বেদ পড়িতে ও সভাসমিতি করিতে যাইতেন, তাহা ভোম এবং কোষীতকী যে উত্তরদিককে ভাষার দিক বলিয়াছেন, তাহাও ভারতের বদরিকাশ্রম বা কাশ্মীর নহে, পরন্তু উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণতীরবর্তী উত্তরকুরু, সুতরাং এতদ্বারা ভারতের আদিগেহত্ব সর্বথাই নিরাকৃত হইতেছে।

অতঃপর আমরা ৮/সত্যব্রতসামশ্রমী মহাশয়ের মতের ধওন করিব। তিনি গোভিলগৃহসূত্র ও সামবেদের ভূমিকায় প্রসঙ্গতঃ বলিতেছেন যে—

আর্য্যজাতির আদি নিবাস।

যে জাতি যে দেশে বাস করিতেছে, তাহার সেই দেশ, ইহা প্রত্যক্ষ সিক্ত, এ বিষয়ে সহসা কোনরূপ সংশয়ই হইতে পারে না। তাদৃশ সংশয়ের যদি বিশেষ কারণ দৃষ্ট বা প্রসূত হয়, তাহা হইলে সুতরাং তাদৃশ সংশয়নিরাকরণের জন্ত আন্দোলনও দোষাবহ নহে। আমরা আর্য্য, এই দেশও আর্য্য্যবর্ত্ত, অদ্য যে ইহা আমাদের দেশ তাহা প্রত্যক্ষ সিক্ত ? পূর্বে যে আমাদের বসতি অপর কোন প্রদেশে ছিল, একরূপ সংশয়ের কোন নিসানই ছিলনা এবং নাই ও পরং রামায়ণের মহাবীর যেরূপ সমুদ্রকূলে আসিয়া নিজমুখোপম্যে স্বজাতিবর্গেরই মুখপ্রার্থী হইয়াছিলেন, সেইরূপ আর্য্য্যদেশহইতে নির্কাসিত যুধত্রষ্ট ঔপনিবেশিক বীরগণ আত্মোপম্যে আমাদিগকেও ঔপনিবেশিকশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত করিয়া কৃতকার্য্য হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে পাশ্চাত্য বৈদিকগণ অনুমান করেন, আৰ্য্যজাতির আদি নিবাস মধ্য এশিয়াস্থ বেলুর্ভাগ ও মুস্তাগ পর্বতের পশ্চিমপার্শ্বস্থ উচ্চতর ভূমি। ইহারই অনুকূলে তাঁহারা যে কতিপয় প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎ সমস্তই আমাদের বক্তব্য উক্তরের সহিত যথাক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

১ম। আসিয়া খণ্ডের লোকে ইউরোপ খণ্ডে গিন্না অধিবাস করে, এই প্রবাদটা সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

উঃ—ভারতবর্ষ কি আসিয়ার অন্তর্গত নহে? যদি ইহাও আসিয়ার অন্তর্গত, তবে এইস্থান হইতেই নির্ধারিত আৰ্য্যদল ইউরোপাদি প্রদেশে উপনিবেশ করিয়াছেন বলিলেও উক্ত প্রবাদের কোনও বিরোধ দেখা যায় না।

২য়। গ্রীক ও রোমকেরা পূর্বোক্তর অঞ্চল হইতে গমন করিয়া গ্রীশ ও ইতালি দেশে অধিবাস করেন, এই বিষয়টা ইতিহাসবেত্তারা প্রায় সকলেই অনুমান করিয়া থাকেন।

উঃ—বেলুর্ভাগ ও মুস্তাগ পর্বত কি ইতালির পূর্বোক্তর? মানচিত্রে দেখা যায় বিষুবরেখার ৩৬ অংশ হইতে ৪৭ অংশ পর্য্যন্ত ইতালি বিস্তৃত, উক্ত পর্বত দুয়ও ঐ ৩৬ হইতে ৪৭ অংশব্যাপী সমস্ত্রপাতেই পূর্বভাগে স্থিত। ভারতশীর্ষ সারস্বত প্রদেশ যদিও তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ দক্ষিণ কিন্তু ৩৬ অংশস্পর্শী। এতাবত উহাকেও ইতালির পূর্ববলা যায়।

৩য়। ঋগ্বেদসংহিতার ৩য় মণ্ডলের ৩৩শ সূক্ত ইত্যাদি বহুতর সূক্তের মধ্যে সিন্ধু, সরস্বতী ও পঞ্জাবদেশীয় অগ্ন্যত্র নদীসমুদয়ের নাম উল্লিখিত আছে। পরং গঙ্গা যমুনার নামোল্লেখ হই একস্থানে আছে মাত্র। অতএব বোধ হয় তাঁহারা সর্বাগ্রে পঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত হন, অনন্তর ক্রমে পূর্ব দক্ষিণ ভাগে আসিয়া অধিকার করেন।

উঃ —এ যুক্তিটা আরও চমৎকার। ইহাছারা যে কিরূপে আৰ্য্যদের ক্রমাগমন নির্ণীত হইল, তাহা ত আমাদের পাপবুদ্ধিতে কিছুই উপলব্ধি হইল না, বরং সারস্বত প্রদেশীয় নদ্যাতির বিশেষ উল্লেখ থাকায় ঐ প্রদেশেই আৰ্য্যদের আদিবাস ইহাই সিদ্ধান্ত হইতে পারে। তাঁহারা যে অগ্ন্যত্র হইতে আসিয়া তথায় উপনিবেশ করিলেন তাহার প্রমাণ কি হইল?

৪। হিন্দুরা হিমালয়ের উত্তরাংশকে চিরকাল সমধিক পবিত্র ও লোকা-
তীত মহিমাম্বিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। ঐদিকেই তাঁহাদের দেব
নিবাস স্মেরু। ঐদিকেই তাঁহাদের কৈলাসাদি দেবভূমি ও সর্বপ্রধান
তপস্শালা।

উঃ—হিমালয়ের উত্তরভাগ কৈলাসশিখরাদি ঐ প্রধান তপস্শার স্থান বলিয়াই
এবং দেবনিবাস বলিয়া প্রসিদ্ধ দুর্গম স্মেরু পর্বত উত্তরদিকে স্থিত বলিয়াই
আর্য্যদের বিশ্বাস ছিল, আদিনিবাস বলিয়া নহে।

৫। কৌষীতকী ব্রাহ্মণে একস্থানে লিখিত আছে লোকে উত্তরদিকেই
ভাষা শিক্ষার্থ গমন করে। প্রবাদ আছে যে যেকোন ঐ দিক্ হইতে আগমন
করেন, লোকে তাঁহারই উপদেশ শ্রবণ করিতে অভিলাষী হয়, বেহেতু উহা
বাক্যের দিক্ বলিয়া প্রসিদ্ধ, ৭।৬। অতএব ভারতবর্ষের উত্তর স্তরাং বেলুর্ভাগ
ও মুস্তাগ আর্য্যদিগের আদি শিক্ষার স্থান বলিয়া বেদ সিদ্ধান্ত।

উঃ—এ উন্নত প্রলাপের উত্তর করিতে প্রবৃত্ত হওয়াও বিড়ম্বনা মাত্র।
পরং ইদানীং এদেশীয়দের এত দূর বেদান্ভিত্ততা যে না লিখিলেও নয়।

এই পাশ্চাত্য মহোদয়রাই না স্থানান্তরে লিখিয়াছেন যে “প্রথমত অর্থাৎ
যৎকালে উক্ত পর্বতদ্বয়ের আধিপত্য, তৎকালে এ জাতি বর্ষের বলিয়া গণ্য
হওয়ার উপযুক্ত ছিল, পরে সিদ্ধতীর্থেবাসী হইয়া জ্ঞানোপার্জন করিয়াছিল।
এদং সেই বিজ্ঞতা সম্ভাভা ব্রহ্মসহকারেই পারসীকগণের আদি পুরুষগণের
সহিত ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবাদ উপস্থিত হইলে পার্থক্য জন্ম।

৬ষ্ঠ। পারসীকদিগের অবস্থা শাস্ত্রের অন্তর্গত বেন্দিদাদ নামক পরিচ্ছেদের
সৃষ্টি প্রকরণে কতকগুলি দেশের বর্ণনা আছে। তাহার মধ্যে

ঐন্যনম বেজা

নামে একটি হিন্দুপ্রধান দেশ পারসীকদিগের আদিম আবাস প্রতীয়মান হয়।
ঐ ঐন্যনম বেজা নগর ভারতে নাই, স্তরাং উহা যে ঐ পর্বতদ্বয়ের সমীপস্থ
বা উপরিস্থ কোন ভূমি, ইহাই সম্ভব পর।

উঃ—ঐন্যনম বেজা নগর এক্ষণে পৃথিবীর মানচিত্রে অদৃশ্য। অতএব উহা
যে কোন স্থানে ছিল, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, পরং সে দেশে
দশমাস শীত বর্ণিত থাকায় ভারতস্থ হইতে পারে না। কিন্তু এতদনুসারে বেলুর্ভাগ

ও মুস্তাগও হইতে পারে না। উহা বরং উত্তর কৃষিয়া হইতে পারে। এবং ভারতহহতে নির্ধারিত আর্গ্যা কুপুল্লগণ প্রথমে হয় ত এক বারে কৃষিয়ার উত্তর প্রান্তে গিয়া বসতি করিয়া থাকিবেন। পরে কালক্রমে অপরাপর দেশে বিস্তীর্ণতা লাভ করিয়া থাকিবেন। এস্থলে ইহাও বিশেষরূপে জ্ঞাতবা যে ঐ ঐর্ঘানম্ বেজো নগর কৃষিয়ার প্রান্তে হউক, পরং উহা কখনই আমাদের আদি নিবাস ছিল না। ১০৯-১১৪ পৃ। ঐ

এই আখ্যাবর্ত্তই আমাদের প্রস্তুতিগৃহ, ইহাই পুণাভূমি, ইহাই রত্নভূমি, ইহাই আমাদের পূর্বপুরুষগণের চিরবসতি স্থান। অনান্য জাতিরও ইহাই চির বাসস্থান। ১৩৭ পৃ।

এতাবত ইহা বলা বাহুল্য যে আমরা ঔপনিবেশিক নহি, আমাদের ইহাই প্রকৃতদেশ, সুতরাং ঔপনিবেশিক কথাটি আমাদের পক্ষে নিতান্ত অসত্য, কাজেই গালাগালিবিঃশষ। ১৩৮ পৃ।

সামশ্রমী মহাশয় গোভিল গৃহ সূত্রের অবতরণিকার এই সকল ও আরও বহু কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি বেদজ্ঞ হইয়াও কেন যে এরূপ বলিলেন, ইহাই ক্ষোভের বিষয়। আমরা ভারতবর্ষে আছি, অতএব ভারতই আমাদের আদি নিবাস, ইহা যদি ভাবা যায়, তাহা হইলে ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ উপদ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীরাও স্বয়ং জনপদকে তাঁহাদের আদি গেহ বলিয়া মনে করিতে পারেন? তবে আমরা বাঙ্গালীরাও কি ইহাই ভাবিয়া লইব যে আমরাও এই বঙ্গদেশেরই ভূইফোড় আদিমনিবাসী, কান্ধকুজাদিহইতে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি কেহই এ দেশে আগমন করেন নাই? কুলাচার্য্য ব্রাহ্মণ ও বাঙ্গালীরা মিথ্যাবাদী?

আমরা যে “নিত্যাহিম” দেশে ছিলাম, তাহা কি বহু বেদমন্ত্রেই বিবৃত দেখা যায় না? বেদ যে ছো বা স্বর্গকে পিতা বা পিতৃভূমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, উহা কি তবে অলীক?

সর্কম্ একস্মাৎ জাতম্

সায়ণের এ ব্যাখ্যা যদি সত্য হয় (অবশ্যই সত্য) তাহা হইলে আমরা ও দেবতারা যে পূর্বে স্বর্গবাসী ছিলাম, তাহা কি বিশ্বাস করিতে হইবে না?

বিক্ষু যে দৈত্যদানবনিপীড়িত বৈবস্বত মনুকে লইয়া হিমালয়ের পরপারে এই ভারতে আগমন করেন, শতপথ কি সেই ঐতিহ্য স্মরণ করিয়াই মনুর

তদপি এতৎ উত্তরশ্চ

গিরেঃ মনোঃ অবসর্পণম্

উত্তরগিরিহইতে দক্ষিণে অবতরণের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন না? ফলতঃ জলপ্লাবনের বেলা মনু যে হিমালয়শৃঙ্গহইতে ভারতে অবরোহণ করেন, তাহা মনুর অবসর্পণ বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে। অপিচ যখন প্রত্যেক শাস্ত্রই

দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্শে

বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, তখন স্বর্গের সংস্কৃতভাষাভাষী স্বর্গের দেব-নাগরাক্ষরজীবী আমরা যে ভূতপূর্ব স্বর্গবাসী, তাহাতে সন্দেহ মাত্রই নাই। নতুবা আমাদেরই ঋগ্বেদের ঋষিরা কেন আমাদেরই ভারতবর্ষকে জগতের মধ্যে দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ ও দ্বিতীয় প্রত্ন মাতৃভূমি বলিয়া পুনঃ পুনঃ নির্দেশ করিবেন? দেবতারা ও আমরা যখন পরস্পর জ্ঞাতিভাবাপন্ন, তখন দেবতারা ভারতহইতে স্বর্গে গিয়াছেন, ইহা না ভাবিয়া আমরাই স্বর্গহইতে ভারতে আসিয়া ভারতে স্বর্গের অক্ষর, গীর্বাণবাণী ও সামবেদ হাজির করিয়াছি, ইহা ভাবাই কি সমধিক সঙ্গত নহে? যাহা হউক এই সকল নানা কারণে আমরা ভারতের আদিগেহত্ব অমূলক বলিয়াই মনে করিতে বাধ্য হইলাম। ফলতঃ কোষীতকী ও বেদের ঋতিসমূহ এঃ জেন্দাভেস্টার ঐধ্যানম্ ভেজো কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য জানিতে পারিলে সামশ্রমী মহাশয় এইরূপ বিপ্রলাপের অবতারণা করিতেন না।

আশ্চর্য্য এই যে এই সামশ্রমী মহাশয়ই আবার “ঐতরেয়ালোচনম্” গ্রন্থ লিখিয়া সপ্রমাণ করিতে সমুদ্রগ্রীব যে কাবুলের সুবাস্ত প্রদেশই আর্ধ্যাণের আদিনিবাস !! কাবুল বা সুবাস্ত কি ভারতের বাহিরের বস্তু নহে? তিনি আপনার উক্তির সমর্থনজন্য বলিতেছেন—

স চ আর্ধ্যবাসঃ পূর্ব্বং তাবৎ

হিমবৎপৃষ্ঠশ্চ দক্ষিণভাগে সুবাস্ত

প্রদেশ এব আসীৎ, ইতি গম্যতে । ২২ পৃঃ

অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণদিকস্থ সুবাস্তু প্রদেশ, আৰ্য্যদিগের পূর্বনিবাসস্থান । ইহা পাওয়া যাইতেছে । কেন ? বা কি প্রকারে ?

শ্রয়তে ঋক্‌সংহিতায়াঃ

সুবাস্তা অধি তু থনি । ৮ম—১৯ সূ—৩৭

ব্যাত্যাতশ্চ এষ অংশো যাস্কেন—

সুবাস্তুনদী তুথ তীর্থঃ

ভবতি । তূর্ণ মেতদায়ন্তি ইতি ।—২—৭

বাস্তুবাসভূমিঃ, সা খলু যশ্চা

স্তীরে সৃষ্টু এব সা নদী সুবাস্তুর্নাম ।

তত্তীরস্থিতো জনপদশ্চ অভবৎ

তন্মামতঃ সুবাস্তুরেব । ২২ পৃ

অপোগস্থানে সুবাস্তু নামে একটি নদী আছে, উহার বর্তমান নাম স্বাৎ বা সুবাৎ । উহার তীরস্থ জনপদও না হয় সুবাস্তু নামের বিষয়ীভূত হইল । কিন্তু তাহাতেই কেন ভাবিতে হইবে যে উহাই আৰ্য্যগণের আদিবাসস্থান । আখোরা কি কোনও শাস্ত্রে তাহা বলিয়াছেন ? পক্ষান্তরে বৈদিক ঋষিরা সকলেই বলিয়া গিয়াছেন যে—

দ্যৌ নঃ পিতা

দ্যৌ বা স্বর্গই আমাদিগের পিতা বা আদিপিতৃলোক অর্থাৎ পিতৃভূমি (Father-land).

সুতরাং “সুবাস্তুঃ পূর্বমার্য্যাবাস ইতি গমাতে” এ কথা প্রকৃত হইতেছে না । সুবাস্তু শব্দের অর্থ উত্তম বাস্তু বা উত্তম বাসস্থান হইতে পারে । কেহ আত্ম প্রীতিবশতঃ কোনও একটি নিকৃষ্ট স্থানকেও ঐ আখ্যা দিতে পারেন, কিন্তু তাহাতেই উহার আদিগেহস্থ সিক্ত হইতে পারে না ও হয় না ।

অপি চ আৰ্য্যগণ ভারতের বাহিরেও যে আৰ্য্যনামধারী ছিলেন, তাহা জানা যায় না । ফলতঃ যাহারা মধ্যএশিয়াহইতে ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহারা দেবোপনামা ছিলেন ।

দেবলোকাং চ্যুতাঃ সর্কে ।

মহাভারত ও বায়ুপুরাণ ।

আমরা দেবতারা দেবলোকহইতে ভারতে আসিয়া তবে আৰ্য্য নাম লইয়াছি। উহার অর্থও প্রভু (ঈশ্বর বা Lord) পরন্তু ঈশ্বরপুত্র নহে।

অৰ্য্যঃ স্বামিবেশ্যোঃ। পাণিনি।

অতএব সামশ্রমী মহাশয় অকারণ যাক্‌সের মত অধ্যাহত করিয়াছেন। যাক্‌স, শাকপুণি ও ঔর্ণনাভপ্রভৃতির বেদব্যাখ্যা এ কালে আর সমীচীন বলিয়া স্বীকৃত ও গৃহীত হইতে পারে না।

সুবাস্তুবাসকালে এব শ্রাৎ

ইয়ম্ ঋক্ সমান্নাতা। ২৩পৃ

সামশ্রমিমহাশয়ের এই উক্তিও সাধীয়াসী নহে। আমরা যে কোনও দিন সুবাস্তুপ্রদেশে বাস করিয়াছিলাম, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। তবে আমরা নায়েগা ও টেমস নদীর গ্রাম সুবাস্তুনদীর নামও অবগত ছিলাম। তজ্জন্ম কোনও মন্ত্বে উহার নাম যোজনা করিয়া থাকিব। কিংবা যজুর্বেদজ্ঞ কোনও মনুষ্য উক্ত প্রদেশ হইতে ভারতে আসিয়া ঐ কথা বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। উক্ত ঋক্ বে সুবাস্তুবাসকালে রচিত বা পঠিত ও পাঠিত হইয়াছিল, একরূপ মনে করাও নিস্প্রয়োজন। অপিচ আমরা মধ্যএশিয়া বা পিতৃভূমিহইতে ভারতে আগমনকালে কিয়ৎকাল সুবাস্তুপ্রদেশে বাস করিয়াও করিতে পারি, উহার ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করাও অসম্ভব নহে। স্থলান্তরে বলা হইয়াছে—

অনুপ্রত্নশ্রোকেনঃ ভবে। ১ম—৩০স্থ—২

ইত্যাদি শ্রুতিগম্যন্ আৰ্য্যাণাং প্রত্নোকস্বঃ কথমশ্রু প্রদেশশ্রু শ্রাৎ মন্তব্য মিত্তি চেৎ অত্র উত্তরস্ব

স চ আৰ্য্যাবাসঃ পূর্ক্ণং তাবৎ

হিমবৎপৃষ্ঠশ্রু দক্ষিণভাগে

সুবাস্তুপ্রদেশে এব আসীৎ।" ৬৯ পৃঃ

কিন্তু ঠিক নির্জলা অস্থান ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুবাস্তু নদী বা তদ্বীরশ্র জনপদসমূহকে ও কোনও ভৌগোলিক হিমবৎপৃষ্ঠ প্রণয়ী বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন না। সুবাস্তু কি হিমালয়হইতে স্তদূর পশ্চিমে নহে? যদি সুবাস্তুই পিতৃভূমি হইবে তাহা হইলে বেদমন্ত্বেই কেন সমস্তেরে বলিবেন—

শ্রোঃ পিতা পৃথিবী মাতা

“ছো” বা আদিবর্গই আমাদের পিতা বা পিতৃভূমি, পক্ষান্তরে তাঁহারা পিতৃভূমিহলে “স্ববাস্ত্ব”র নাম নির্দেশ করেন নাই। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ত্রিংশস্কন্ধের নবম মন্ত্রের “প্রত্নোকঃ” কোন্ স্থান, তাহা আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে দেখাইব, কিন্তু স্ববাস্ত্বই উক্ত “প্রত্নোকঃ” এরূপ কোনও কথা বেদে, বিবৃত হয় নাই। স্থলান্তরে কথিত হইতেছে —

ততঃ ক্রমাং স্ববাস্ত্বতঃ প্রাগ্
দক্ষিণশ্চা মপি বহুদূরস্থাং শ্রীকৰ্ণশৈল
সমুদ্রতাম্ জহু, নৃশ্চাশ্রমতলবাহিনীং
জাহুবীং বাবং আর্গ্যাবাসঃ সম্পন্নঃ । ২৪পৃঃ

তৎপর আন্যেরা স্ববাস্ত্বহইতে আঁত দূরে জাহুবীতীরে আসিয়া দ্বিতীয় আর্গ্যাবাস স্থাপন করেন।

সুতরাং এ কথাগুলি সত্য হইলে সানপ্রমী যে পূর্বে ভারতবর্ষকেই আদিআর্গ্যাবাস বলিতেছিলেন, তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। ইহাতে ভারতবর্ষের আদিপেহর মিক হইতেছে না। তৎপর কাবুলের অন্তর্গত সুবাস্ত্ব যে আদিগেহ, তাহারও কোনও প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই, সুতরাং সামশ্রমি মহাশয়ের কথা আদিঅন্তই বিতণ হইতেছে। তিনি আপন উক্তির সমর্থনজন্য

পুরাণ মোকঃ সখাং শিবং বাং
যুবানরা দ্রবিনঃ জহুবাম্ ।

৬---৫৮ ২ — ৩ম

এই মন্ত্রাঙ্কের সমাহার করিয়াছেন। কিন্তু জাহুবীতীর যখন পুরাতন ওকঃ বা আদিবাসস্থান নহে, আমরা যখন পঞ্চনদহইতে ক্রমে ক্রমে সরিতে সরিতে গঙ্গা, যমুনা, সরযু ও সরস্বতী প্রভৃতি সকল নদীও পুলিনদেশেই বসবাস করিয়াছিলাম, তখন ইহার সমাহারের কি প্রয়োজন ছিল? আমরা কিন্তু তিনি: নাগর বা দত্তজ মহাশয়ের পাণ্ডিত ক্রীষুজ আলোকনাথ ভট্টাচায়া শ্রীমদ্র মহাশয় এই মন্ত্রের যে যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার একটি অর্থেরও অনুমোদন করিতে পারিলাম না। উক্ত মন্ত্রটি এই—

পুরাণ মোকঃ সখাং শিবং বাং।
যুবানরা দ্রবিনঃ জহুবাম্ ।

পুনঃ কৃৎনানাঃ সখ্যা শিবানি

মধ্বা মদেম সহ স্তু সমানাঃ ॥ ৬—৫৮ সূ— ৩ম

সায়ণভাষ্যম্—হে অশ্বিনৌ বাঃ যুবয়োঃ পুরাণং পুরাতনং সখ্যাঃ সখিভ্যং
ওকঃ সেবাং শিবং কল্যাণকরং ভবতি । কিঞ্চ হে নরা নরৌ অশ্বদীয়শ্চ কশ্মণো
নেতারৌ যুবোঃ যুবয়োঃ দ্রবিণঃ ধনঃ জ্জ্হাব্যাং জ্জ্হুকুলজায়াঃ ভবতি শিবানি
সুখকরাণি যুবোঃ সখ্যা সখ্যানি পুনঃ পুনঃ কৃৎনানাঃ কুবন্তঃ সমানাঃ হবিঃ
প্রদানেন উপকারকত্বাৎ মিত্রভূতা বয়ম্ মধ্বা মদকং সোমেন যুবাং সহ যুগপৎ
স্তু কি প্রং মদেম হর্ষয়েম ।

দত্তজাহ্নুবাদ— হে অশ্বিদয় ! তোমাদের পুরাতন সখা বাঙ্জনীয় ও মঙ্গলকর ।
হে নেতৃদয় ! জ্জ্হাবীতে তোমাদের ধন আছে । তোমাদের সুখকর সখা পুনঃ
পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া আমরা তোমাদের সমান হইয়াছি । আমরা হর্ষকর সোম
দ্বারা তোমাদিগকে শৌর্য ও যুগপৎ স্তুতি করিব ।

সামশ্রমিব্যাখ্যা—জ্জ্হাবী জ্জ্হাবীতি অনর্থাস্তরম্ ইতি অশ্বাকম্ । প্রসিদ্ধা
এষা নদী ভাগীরথীঃ শাখ্যবিণেষা ইতি উত্তরাধেও অতাপি । জ্জ্হাবপ্রদেশশ্চ
পুরাণৌকস্বায়ান মিদং নূনং ব্যক্তিগতং ন তু সর্কজনীন মিত্তি চ বেদিতবাম্ ।
জ্জ্হাবীতীরস্থে জ্জ্হাবপ্রদেশঃ খলু অতন পাক্কোরায়্যাঃ প্রাক্ সিদ্ধুতঃ প্রত্যক্
বুন্যর (বর্ণু) প্রদেশতশ্চ উদক্ স্থিত ইতি বিশ্বকাষসম্পাদকো বসুদাসঃ ।
এবং চ সুবাস্তসম্বিহিতা এব ইয়ম্ জ্জ্হাবী ইতি স্বীকৃতেহপি নো ন ক্ষতিঃ ।
তত এব আৰ্য্যাবাসঃ সারস্বতপ্রদেশেণ বিস্তীর্ণঃ । ২৪—২৫ পৃ ।

বলা বাহলা সামশ্রমি মহাশয় এখানে আন্দাজে দুই এক কথা বলিয়াছেন,
মস্তের প্রকৃত ব্যাখ্যায় হাত দেন নাই । আমরা মনে করি, উক্ত মস্তের এইরূপ
অর্থ হওয়াই যেন সমীচীন—

অশ্বংকৃতপ্রকৃতার্থবাহিনী টীকা - হে নরা নরৌ নেতারৌ অশ্বিনৌ দেব
ভিষজৌ ! পুরাণম্ ওকঃ পুরাণে ওকসি (বিভক্তি ব্যত্যয়ঃ) অশ্বাকং স্বর্গরূপে
পুরাতনবাসস্থানে বাঃ যুবয়োঃ সখ্যাং বন্ধুভ্যং দ্রবিণং ভবৎপ্রদত্তং ধনঞ্চ শিবং
কল্যাণকরম্ আসীৎ যদা বয়ং স্বর্গে আস্ম তদা ভবতোঃ সখ্যেন ধনাদিনা চ
অশ্বাকং প্রভূতং মঙ্গলম্ অভবৎ । কিন্তু ইদানীং বয়ং ভারতবর্ষে জ্জ্হাবীতীরে

বসামঃ । অশ্বাঃ জাহুব্যাঃ বয়ং পুনঃ ভূয়ঃ ভবদ্ভ্যাঃ সহ শিবানি মঙ্গলকরাণি
সখ্যা সখ্যানি বন্ধুত্বানি কুখানাঃ কুর্কীণাঃ কতুঁকামাঃ অতএব সু ভো সমানাঃ
সজাতীয়াঃ বয়ং যুবাভ্যাং সহ মধ্বা মধুনা সোমেন সোম-পানেন মদেম হর্ষয়েম
হৃষ্টা ভবেম ।

হে অশ্বিষয় ! আমরা যখন আমাদের পুরাতন বাসস্থান স্বর্গে তোমাদের
সহিত একত্র ছিলাম, তখন তোমাদের সহিত বন্ধুতায় ও তোমাদের প্রদত্ত ধনে
আমাদের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত । এইক্ষণ আমরা ভারতবর্ষের এই
জাহুবীতীরে আবার তোমাদের সহিত সেই বন্ধুতা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি ।
তোমরা আমাদের সজাতি (একই দেবজাতীয়) এস আমরা সকলে সোম পান
করিয়া হর্ষানুভব করি ।

এই মন্ত্রদ্বারা সামশ্রমী মহাশয় স্বেচ্ছায় আর্জিগেহত্ব সপ্রমাণ করিতে পারেন
না ও পারেন নাই । বরং এই মন্ত্রদ্বারা ইহাট সপ্রমাণ হইতেছে যে আমরা
ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী নহি, পরন্তু ইহাব বাহিরের কোনও দেশের লোক ।
সামশ্রমী মহাশয় অতঃপর এই মন্ত্রটির অধ্যাহার করিয়াছেন—

নি ত্বা দধে বরে আ পৃথিব্যাঃ

ইলায়াম্পদে সূদিনত্বে অহাম্ ।

দৃষদ্বত্যাং মানুষে আপযায়াঃ

সরস্বত্যাং রেবদগ্নে দিদীহি ॥ ৪—২৩ সূ—৩ ম

এই মন্ত্রদ্বারা তিনি সপ্রমাণ করিতেছেন যে আর্ঘ্যেরা ক্রমে ক্রমে দৃষদ্বতী,
আপযা ও সরস্বতী নদীতীরে সরিয়া আসিতেছিলেন । তাঁহারা এক সময়ে
সারস্বতপ্রদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলেন ।

আমরাও উহাই স্বীকার করি, কিন্তু ইহাতে এমন মনে করিতে হইবেনা যে
আর্ঘ্যেরা স্বেচ্ছায় হইতে এখানে আসিয়াছেন, অথবা স্বেচ্ছায় মানবের আদি
ভূমি । অপিচ তিনি ও সায়ণাদি এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও
ঠিক হয় নাই ।

সায়ণভাষ্যঃ—হে অগ্নে ইলায়াঃ গোকুপধারিণ্যাঃ পৃথিব্যাঃ ভূমেক্ষরে বরিষ্ঠে
শ্রেষ্ঠে পদে নাভিস্থানে রেবমুত্তঅহাং সূদিনত্বে হজনীর্য়াদিবসানাং শোভন

দিনস্বার্থং যেষু দিনেষু ইন্দ্রাদয়ো বরীয়াংসো দেবা ইজ্যন্তে তানি সূদিনানি তদর্থং
 ঙ্খা ত্বাম্ আনিদধে আসমন্তাং নিদধামি উত্তমানি স্থানানি দর্শয়তি । দৃষদ্বত্যাং
 দৃষদ্বতী নাম কাচিং নদী তস্মাম্ মানু্ষে মনুষ্যসঞ্চারবিষয়ে তীরে আপযায়াম্
 আপযা নাম কাচিং নদী তস্মাং সরস্বত্যাং নদ্যাঞ্চ এতেষু উত্তমেষু স্থানেষু ত্বং
 বেবং ধনবৃক্কং যথা ভবতি তথা দিদীহি দীপ্যস্ব । মর্হয়ঃ সরস্বতীতীরে খলু
 যজ্ঞাদি কস্মাণি অকাষুঃ । তথা চ ব্রাহ্মণম্ “ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত”
 ইতি ।

সামশ্রমি ব্যাখ্যা—ইড্রায়াম্পদে শশ্ববল্লে অতএব পৃথিব্যাঃ বরে উৎকৃষ্ট
 প্রদেশে হে অগ্নে রেবং রেবান্ ধনধান্ অহং ত্বা ত্বাম্ আ আভিমুখ্যেন নিদধে
 স্থাপয়ামি । কশ্চ স শশ্ববল্লঃ পৃথিব্যা বরঃ প্রদেশঃ ? ইত্যাহ দৃষদ্বত্যাং আপ-
 যায়াম্ সরস্বত্যাং ইতি । দৃষদ্বতী-তীরত আভ্য সরস্বতীতীরম্ যাবৎ ত্রিনদী-
 তীরপ্রদেশঃ সর্ষ এব ব্রহ্মাবর্তঃ মানু্ষে জনপদে তাদৃশে ত্বং দিদীহি দীপ্যস্ব ।
 অতএব উক্তং মনুনা—

সরস্বতী দৃষদ্বত্যাং দেবনদ্যোর্ষদন্তুরং ।

তং দেবনিশ্চিতঃ দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ ১৭—২ অ

কিমর্থং ত্বং নিদধে ইত্যাহ—অহাং সূদিনস্বায় ইতি । জীবৎকালানাং
 সূপ্রভাতীকর্তৃমিত্যর্থঃ ।

মোগমূলরাশ্ববাদ - On an auspicious day I place thee on the
 most sacred spot of Ila, the Earth. Shine, Agnoi, wealth-
 bestowing, in the assembly of men on the banks of the
 Drishadvati, the Apaya, the Sarasvati.

দত্তজাম্ববাদ - হে অগ্নি ! সূদিনলাভের জন্ম স্থানরূপ পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থানে
 তোমাকে স্থাপন করিতেছি । হে অগ্নি তুমি দৃষদ্বতী, আপযা ও সরস্বতী
 (তীরস্থিত) মনুষ্যের গৃহে ধনবিশিষ্ট হইয়া দীপ্য হও । ৫০১ পৃ

কেন এই ব্যাখ্যাচতুষ্টয় ঠিক হয় নাই ? প্রথমতঃ ইহার কেহই “ইলা”
 শব্দের পদার্থগ্রহ করিতে পারেন নাই । এখানে এই ইলা অর্থ অন্ন (শশ্ব) বা
 গোকপধারিণী পৃথিবী নহে । ইহার অর্থ ইলাবৃতবর্ষ । আর এই “আনিদধে”
 ক্রিয়াপদও বর্তমানকালীন নহে । ধা ধাতু স্বাদিগণীয়, লট ও লিটের এ

বিভক্তিতে উহার রূপ তুল্যভাবে “দধে” হইয়া থাকে। উঁহারা ইহা বর্তমানকালীন লটের প্রয়োগ ভাবিয়া ভুল করিয়াছেন। ফলতঃ ইহা লিটের এ বিভক্তির রূপ। আর “মানুষে” কথাটির অর্থ “মনুষ্যসঙ্ঘার বিষয়ে”, “in the assembly of men” কিংবা “মনুষ্যের গৃহে” অথবা “জনপদে” নহে, উহার প্রকৃতার্থ মনুষ্যালোক ভারতবর্ষে। অবশ্য আদি মনুষ্যালোক অস্তুরিক্ষ বা অপোগস্থান পারশ্বাদি, কেননা মাতা মনুর সন্তান দ্বিতীয় বরুণপ্রভৃতি, স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া তথায় গমন করেন। উক্তঃ কৃষ্ণবজ্রুষি -

“প্রতীচীং মনুষ্যাঃ”, ৩৬০ পৃ

কিন্তু কালে যজুর্বেদী মনুষ্যেরা ভারতে প্রবেশ করিলে ও ভারতীয় দেবগণ দেবত্ব হারাইয়া নরে পরিণত হইলে শেষে ভারতবর্ষও মনুষ্যালোক বলিয়া প্রথিত হয়। অপিচ “অহাং সূদিনত্বে” বাক্যটির অর্থও “যখন আমাদের সূদিন ছিল।” এই কারণে আমরা এই মন্ত্রটির ও স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করিতে বাধা হইলাম।

অস্মৎকৃত প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—হে অগ্নে। অহাং সূদিনত্বে যদা অস্মাকং সূদিনম্ আসীৎ বয়ং স্বর্গবাসিন অস্ম, তদা অহং ত্বা ত্বাং পৃথিব্যাঃ বরে জগতি সর্কশ্রেষ্ঠে ইলায়াঃ পদে ইলাবৃতবর্ষে (ইলা হি ইলাবৃতবর্ষস্য নামৈক দেশ এব) আনিদধে সংস্থাপয়ামাস ত্বতুপাসনার্থং ত্বাং প্রজ্জালিতবান্। সাম্প্রতং তু বয়ং ত্বরদৃষ্টাং স্বর্গদৃষ্টা ভারতবাসিনঃ অভূম। অতঃ ত্বাং মানুষে মনুষ্যালোকে অগ্নিন্ ভারতবর্ষে আপযায়াং দৃষদত্যাং সরস্বত্যাং এতাসাং নদীনাং তীরদেশেষু স্থাপয়ামি ত্বং রেবৎ ধনযুক্তং যথা স্ম্যাং তথা দিদৌহি দীপ্যস্ব। ত্বং প্রজ্জালিতঃ আরাধিতশ্চ সন্ মহম্ ধনং দেহি ইত্যর্থঃ।

হে অগ্নে ! আমাদের যখন সূদিন ছিল, আমরা স্বর্গে ছিলাম তখন আমরা তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইলাবৃতবর্ষে স্থাপন করিয়াছি। এইক্ষণ আমরা তোমাকে এই মনুষ্যালোক ভারতবর্ষে দৃষদতী, আপযা ও সরস্বতীনদীর তীরদেশে স্থাপন করিতেছি। তুমি প্রজ্জালিত হইয়া আমাদেরকে ধন দান কর।

যাহা হউক এই মন্ত্রদ্বারাও জানা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষ আমাদের আদি পিতৃভূমি নহে, ইলাবৃতবর্ষ (ইলার পদ) ই আদি পিতৃভূমি, স্ততরাং সামশ্রমি মহাশয় কতুক উহাও অকারণ অধ্যাহৃত হইয়াছে। এই মন্ত্র স্ববাস্তুর পিতৃ-

ভূমিসংস্কৃতিবিষয়েও কোনও সহায়তা করিতেছে না। কেননা সুবাস্ত
“ইলায়াঃ পদং” নহে। সামশ্রমী স্থলাস্তুরে বলিতেছেন—

যদা তু সুবাস্ততঃ পশ্চিমশ্চাঃ দিশি অবস্থিতঃ
নিষধপর্কতোহপি অভূৎ আৰ্য্যাবাসঃ তদাপি অয়ং
সুবাস্ত পদেশ এব আসীৎ তদীয় পূর্কসীমা ইত্যপি
গম্যতে অপর মন্ত্বেভ্যঃ । ২৩ পৃ

এই অংশের প্রয়োজনীয়তা কি আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তৎপর
আর্যেরা যে সুবাস্তুর পশ্চিমেও বাস করিয়াছিলেন, তাহারই বা সমুল্লেখ করা কি
কারণ? ভারতবর্ষ ত সুবাস্তুর পশ্চিমে নহে। দেবতার। ভারতে আসিয়া তবে
আর্য্যনাম গ্রহণ করেন। সুতরাং ভারতের বাহিরে কোনও আৰ্য্যাবাস থাকিলেও
(যেমন ইরাণ) বুঝিতে হইবে। উহা ভারতের আৰ্য্যগণদ্বারা কোনও সময়ে
অধ্যুষিত হইয়াছিল, পরন্তু উহা (যেমন ইরাণ ও আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি) আদি
আৰ্য্যাবাস বা মানবের আদি নিকেতন নহে। অপিচ নিষধ পর্কত হরিবর্ষে
বা তাতাবের উত্তরে ভিন্ন উহা যে কেমন করিয়া দাবুলস্থিত সুবাস্তুরও পশ্চিমে
গেল, তাহা আমরা চিন্তা করিতেও অসমর্থ। যাহা হউক হিন্দুর কোনও বেদ
বা শাস্ত্রই যখন সুবাস্ত বা ভারতবর্ষকে পিতৃভূমি বা মানবের আদি নিকেতন
বলিয়া সংস্কৃতি কবেন নাই, ভারতবর্ষই যখন জগতের দ্বিতীয় প্রকৌকঃ, তখন
আমরা সামশ্রমি মহাশয়ের কথায় কর্ণপাত করিতে পারিলাম না। কেবল
আমরা নহি, মহর্ষি চরকও ভারতবর্ষের অণু স্থানকে আপনাদের পূর্কনিবাস
বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

কঃ সহস্রাক্ৰভবনঃ গচ্ছেৎ প্রষ্টুং শচীপতিম্ ।

অহমর্থে নিযুক্ত্যয় মন্ত্ৰতি প্রথমং বচঃ ।

ভরদ্বাজোত্রবীৎ তস্মাৎ ঋষিভঃ স নিযোজিতঃ ॥ ৫

স সক্রভবনঃ গত্বা সুর্য্যিগণমধ্যগম্ ।

দদর্শ বলহস্তারঃ দীপ্যমান মিবানলম্ ॥ ৬

সোহভিগমা জয়াশীতি রভিনন্দ্য সুরেশ্বরম্ ।

প্রোবাচ ভগবান্ দীমান্ ঋষীণাং বাক্যমুত্তমম্ ॥ ৭

ব্যাধরো হি সমুৎপন্নঃ সর্কপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ ।

স্তং ক্রহি মে শমোপায়ং যথাবৎ অমরপ্রভো ॥ ৮

তস্মৈ প্রোবাচ ভগবান্ আয়ুর্বেদং শতক্রতুঃ । ৯—১ অ সূত্রস্থান

পৃথিবী বা ভারতের অধিবাসিবৃন্দ নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হইলে ঋষিরা রোগহইতে নিষ্কৃতিলাভের কোনও উপায় না দেখিয়া স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রের শরণ লইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন । কিন্তু কে ইন্দ্রভবনে যাইবে, ইহা লইয়া বিতর্ক হইতে লাগিল । তখন ভরদ্বাজ যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঋষিরা তাঁহাকেই ইন্দ্রভবনে পাঠাইয়া দিলেন । ভরদ্বাজ স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রকে আশীর্ষচান সংবদ্ধিত করিয়া, ঋষিদিগের কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং কি প্রকারে প্রাণিগণের ভয়জনক রোগহইতে মুক্ত হইতে পারিবেন ইহা জানাইলে, ইন্দ্র ভরদ্বাজকে আয়ুর্বেদ অধ্যাপিত করিলেন ।

এতৎপাঠে জানা গেল যে, ইন্দ্রাদি দেবগণ আমাদিগের ন্যায় নর বা মানুষ ছিলেন এবং স্বর্গটা পাদগম্য ছিল । সে স্বর্গ কোথায় ? উহার সহিত আমরা কখন পরিচিত ছিলাম কি না ? চরক পাঠেই জানা যায় যে, স্বর্গ হিমালয়ের পরপারে বিদ্যমান এবং স্বর্গের দেশহইতেই স্বর্গগঙ্গা ভাগীরথীর উৎপত্তি হইয়াছে, উহা দেবগন্ধর্ভ ও কিন্নরগণের আবাসভূমি এবং উহাই ভারতবাসী আমাদিগের পূর্বনিবাস ।

ঋষয়ঃ খলু কদাচিৎ শালীনা যথাবরাশ্চ গ্রাম্যৌষধ্যাহারাঃ সন্তুঃ সাম্পন্নিকা মন্দচেষ্টা নাতিকল্যাণাশ্চ প্রায়েণ বভূবুঃ । তে সর্কাসাম্ ইতিকর্তব্যতানাম্ অসমর্থাঃ সন্তো গ্রাম্যবাসকৃতং দোষং যত্না পূর্বনিবাসম্ অপগতগ্রাম্যদোষং যত্না শিবং পুণ্য মুদারং মেধ্যাম্ অগমাম্ অশ্রুতিনির্গন্ধা প্রভবম্ অমরগন্ধর্ভ যক্ষকিন্নরানুচরিতম্ অনেকরত্ননিচয়ম্ অচিন্ত্যাদ্রুতপ্রভাবং ব্রহ্মর্ষিসিক্চারণানু-চরিতং দিব্যাতীর্থৌষধিপ্রভবম্ অতিশরণং হিমবন্তম্ অমরাধিপতিগুপ্তং জগ্মুঃ । ভৃগ্বিরোহিত্রিবিষ্টকশ্যপাগস্ত্যপুলস্ত্যবামদেবাসিতগৌতমপ্রভৃতয়ো মহর্ষয়ঃ ।

৫০৩ পৃ । চিকিৎসা স্থানম্ ।

আমরা মনে করি, চরকের এই উক্তিপরম্পরাপাঠে সামগ্রিক প্রভৃতি মহাশয়গণ নিশ্চিতই ভারতবর্ষকে আপনাদিগের আদি স্থান বলিয়া স্থির-নিশ্চয় করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন । কেহ কেহ হয় ত “হিমবন্তঃ” কথা দ্বারা

উদ্ভাস্ত হইয়া হিমালয়পৃষ্ঠকেই আদিগেহ বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হিমবৎপৃষ্ঠ গঙ্গা প্রভব বা ইন্দ্রগুপ্ত স্বর্গভূমি নহে। এই “হিমবস্ত্র” পদের অর্থ—হিম পধানং।

মুসলমানেরা বলেন, ভারতৈকদেশ লক্ষা বা শরণদ্বীপই মানবের আদিগেহ এবং তত্রত্য আদমকূট পর্বতই আদি মানব আদমের লীলাভূমি। কিন্তু ইহার মূলেও কোনও ঐতিহ্য বিদ্যমান নাই।

অতঃপর আমরা স্বর্গত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহামতি বলবন্ত রাও গঙ্গাধর তিলক এবং William F. Warren সাহেবের কথা বলিব। ইগাদিগের প্রত্যেকেরই এই অভিমত যে উত্তরকুরু কিংবা উত্তরকেন্দ্রই মানবের আদি জন্মভূমি। কিন্তু আমরা সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের কত্ৰাপি এই ব্যাহত মতের সমর্থক কোনও প্রমাণ দেখিতে পাইলাম না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন যে—

“আমাদের এবং এক একজন গ্রীকের পিতৃভূমি সত্য নহে। আমাদের উভয়েরই পিতৃভূমি সেই

সপ্তমীণাং স্থিতিগত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।

দেবর্ষিচরিতং যত্র যত্র চৈত্ররথং বনম্ ॥

এবংবিধ সর্কসুখপ্রদ স্বর্গসম উত্তরকুরুনর্ষ।” ৯ পৃ গ্রীক ও হিন্দু।

কিন্তু আমরা বিনয়ের সহিতই বলিতেছি যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই প্রমাণ ও যুক্তি অবিতথ্য নহে। তিন আমার প্রশ্নে বলিয়াছিলেন যে ইহা রামায়ণের একটি বচন। কিন্তু আমি কোনও রামায়ণ কিংবা অন্য কোনও গ্রন্থে এই শ্লোকটি দেখিতে পাইলাম না। বিশেষতঃ ইহা একটি যুগ্মকের অঙ্গাংশ মাত্র, সুতরাং ইহা ব অনিশ্চিষ্টাংশ না পাইতে পারিলে কেবল এই অংশের দ্বারা প্রকৃত অর্থের বিনিগমন করা যায় না। এবং যাহা আছে, তাহার দ্বারাও এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না যে, ইহা উত্তরকুরুর বর্ণনাবিশেষ।

সপ্তমীণাং স্থিতিগত্র

এ কোন্ সপ্তমি ? শূন্যের সেই সাতটি নক্ষত্র ? যদি তাহা হইত, তবে কথঞ্চিদ্বাবে ইহা উত্তরকুরুর আংশিক অববোধ করাষ্টতে পারিত, কিন্তু সপ্তমি বলিলেই যে সেই সাতটি নক্ষত্রই বুঝাইবে একথা নহে। পরন্তু মন্দাকিনী নদী

ও চৈত্ররথ বনের মাহুচর্গ্যানিবন্ধন ইহা উত্তরকুরুর মন্তকোপরি বিস্তরমাণ সেই জড় সপ্তর্ষির অববোধ করাইতে অসমর্থ, ইহাই মনে করিতে হইবে। কেননা উত্তরকুরুতে না থাকিতে পারে মন্দাকিনী প্রসঙ্গ, ও না থাকিতে পারে তদাধ চৈত্ররথবনের সঙ্গতিসম্ভাবনা। কেন ?

চিত্ররথ গন্ধর্ষের বনের নাম চৈত্ররথবন। গান্ধার দেশ ও বাহুলীকাদি জনপদ গন্ধর্ষগণের আবাসভূমি। রামায়ণ বলিতেছেন যে—

হতেষু তেষু সর্কেষু ভরতঃ কেকয়ীস্বতঃ ।

নিবেশয়ামাস তদা সমুদ্রে ধ্ব পুরোত্তমে ॥ ১০

তক্ষং তক্ষশিলায়াস্তু পুঙ্কলং পুঙ্কলাবতে ।

গন্ধর্ষদেশকচিরে গান্ধারবিষয়েষু চ ॥ ১১—১০১ সর্গ উত্তরকাণ্ড

সেই গন্ধর্ষগণ নিহত হইলে কেকয়ীস্বত ভরত সেই গন্ধর্ষদেশ গান্ধারে তক্ষশিলা ও পুঙ্করাবতী নামে দুইটি সমুদ্র নগর নির্মাণ করাইয়া আপন পুত্র তক্ষ ও পুঙ্করকে যথাক্রমে উহাদের রাজপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

সুতরাং জানা গেল অপোগস্তানের একদেশ গন্ধর্ষদেশ। আফ্রিদিদিগের সহিত যুদ্ধকালেও জানা গিয়াছিল যে, আফগানিস্তানের কৃষ্ণপর্বতে একটি গান্দাব নামে নগর বা জনপদ আছে। এই গান্দাবও গন্ধর্ষ শব্দের অপভ্রংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বায়ু পুরাণ বলিতেছেন যে—

পূর্বং চৈত্ররথঃ নাম দক্ষিণং নন্দনং বনম্ । ১১

অরুণোদং সরঃ পূর্বং দক্ষিণং মানসং স্মৃতম্ । ১৬—৩৬ অ

অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষস্ত বর্ষ পর্বত মেরুর প্রত্যন্ত ভূমিতে পূর্বদিকে চৈত্ররথ বন ও অরুণোদ সরোবর, দক্ষিণে ইন্দ্রের নন্দন কানন ও মানস সরোবর। সিদ্ধাস্ত শিরোমণিও বলিতেছেন যে—

বনং তথা চৈত্ররথং বিচিত্রং ।

“তেষুপ্সরোমনন্দন-নন্দনঞ্চ ।” ৩৪-- ভুবনকোশ ।

সেই ইলাবৃতবর্ষস্ত মেরুপর্বতের পাদদেশে বিচিত্র চৈত্ররথ বন ও অপ্সরো-গণের আনন্দের নন্দন কানন।

সুতরাং এই চৈত্ররথ বন কিছুতেই উত্তর মহাসাগরের তীরবর্তী উত্তরকুরুতে ঘাইতে পারে না। মহাভারতের আদিপর্কেও বর্ণিত আছে যে অর্জুন হিমবৎপার্শ্বে চিত্ররথ গন্ধর্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জুন উবাচ—

সমুদ্রে হিমবৎপার্শ্বে নদ্যামশ্রাঞ্চ দুৰ্ম্মতে ।

রাত্রাবহনি সন্ধায়্যাঃ কশ্চ শুপ্তঃ পরিগ্রহঃ ॥ ১৬—১৭০ অ

রে দুৰ্ম্মতে অঙ্গারপর্ণ (চিত্ররথ) গন্ধৰ্ব! এই সমুদ্রে, এই হিমালয়পার্শ্ব ও এই হিমালয়পার্শ্ব প্রবাহিতা গঙ্গানদী সাধারণের ভোগ্য স্থান, এখানে যে কোনও ব্যক্তি, যে কোনও সময়েই আনিত ও বিহার করিতে অধিকারী, কে তাহাতে বাধা দিতে পারে ?

এই চিত্ররথ গন্ধকের বনের নামই চিত্ররথ বন। সুতরাং সে চিত্ররথবন হিমালয়ের উত্তরে হইলেও অধিক দূরে যাইতে পারে না। সম্ভবতঃ উহা মানসসরোবতের দক্ষিণেই ছিল। আর মন্দাকিনী নদী ও আমাদিগের ভাগীরথী গঙ্গা একই বস্তু। কেন অমর ত বলিতেছেন উহা স্বর্গগঙ্গা ?

মন্দাকিনী বিয়দগঙ্গা স্বর্ননী সুরদীঘিকা ।

ইহা মন্দাকিনী স্বর্গগঙ্গাই বটে, কিন্তু উহারই নামান্তর অলকনন্দা। যদাহ মহাভারতঃ—

দেবেবু গঙ্গা গন্ধৰ্বাঃ প্রাপ্নোত্যলোকনন্দতাম্ ।

তৈথবালকনন্দাপি দক্ষিণেনৈতি ভারতম্ ॥

হে গন্ধৰ্ব! দেবলোকে গঙ্গার নামান্তর অলকনন্দা, সেই অলকনন্দাই দক্ষিণে ভারতবর্ষে গমন করিয়াছে। এই অলকনন্দা, গঙ্গা, মন্দাকিনী ও ভাগীরথী, একই বস্তু, সুতরাং স্বর্গের যে মন্দাকিনী ভারতেও প্রবেশ করিয়াছে, সে মন্দাকিনীর বিহারক্ষেত্র স্তদূর উত্তরবর্তী উত্তরকুরু হইতে পারে না। ভাস্করাচার্য্যও তদীয় সিদ্ধান্তশিরোনামিতে বলিয়াছেন যে—

বিষ্ণুপদা বিষ্ণুপদাং পতিতা মেরৌ চতুর্ধা স্মাৎ ।

বিদম্বাচলমন্তকশস্তদরঃসংগতা গতা বিয়তা ॥ ৩৭

সীতাখ্যা ভদ্রাখ্যে সালকনন্দা চ ভারতবর্ষম্ ।

চক্ষুশ্চ কেতুমালঃ ভদ্রাখ্যা চোত্তরান্ কুরুন্ যাতা ॥ ৩৮

অর্থাৎ বিষ্ণুপদা বা গঙ্গা তিব্বতের বিষ্ণুপদভূমিহু বিষ্ণুপদ হ্রদহইতে উৎপন্ন হইয়া বিষ্ণু পর্বতের উপরিস্থ হ্রদে পতিত হয়। তথা হইতে বিয়ৎ বা আকাশ অর্থাৎ আদি স্বর্গের একদেশ তিব্বতের মধ্য দিয়া গমন করিয়া চারি ভাগে বিভক্ত হয়। উহার যে ভাগ চীনদেশ দিয়া পূর্বদিকগরে পতিত হইয়াছে,

উহার নাম সীতা, যে শাখা কেতুমালবর্ষ বা অপোগস্থানে গিয়াছে, উহার নাম চক্ষু বা অকৃশাস, আর যে শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই নাম অলকনন্দা বা মন্দাকিনী। অযোধ্যাকাণ্ডের বর্ণনামুসারে জানা যায় বিষ্ণুপাদভূমি বা বিষ্ণুর প্রথম পাদবিক্রমস্থান তিব্বতের দক্ষিণপশ্চিমে বাহুলীকের অনতিদূরে বিদ্যমান। সুতরাং যে গঙ্গা মেরু বা আলটাই পর্বতের দক্ষিণে উৎপন্ন ও চারিভাগে বিভক্ত হইয়া মন্দাকিনী বা অলকনন্দা নামে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে উত্তরকুরুতে লইয়া যাওয়া যায় না। উত্তরকুরুতে গঙ্গার যে শাখা গিয়াছে, তাহার নাম ভদ্রা। পরন্তু মন্দাকিনী নহে। এবং যে ভদ্রা উত্তরকুরু পর্য্যন্ত যাইয়া তত্রত্য উত্তর সাগরে পড়িয়াছে, তাহার সেই পতনস্থান, তাহার উৎপত্তি স্থান ইহাতে পারে না। অতএব বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মন্দাকিনীর নাম লইয়া উত্তরকুরুর আদিগেহত্ব সপ্রমাণ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার শ্লোকের সপ্তমি ও আদিঘর্গের আদিনপুত্রপুরুষ মরাচ্যাদি সপ্ত ঋষি ভিন্ন পদার্থান্তর নহে। অতএব এই প্রমাণ দ্বারা উত্তরকুরুর আদি পিতৃগেহত্ব সিদ্ধ হইতেছে না ও সিদ্ধ হইতে পারেও না। আর -

দেশি চরিতং যত্র

এ কথাতেও উত্তরকুরুর কোনও পক্ষসমর্থন হইতেছে না। কেননা দেবতারি আদি স্বর্গ মেরুপর্বত, ইলারুবর্ষ নিষদবর্ষ, কিস্পুকবর্ষ, রমাক বর্ষ, হিরণ্যবর্ষ ও উত্তরকুরুবর্ষ সমস্তই সমভাবে বিরাজমান ছিলেন। পরন্তু দেবতা সকল যে আদি স্বর্গস্থিতে উত্তরকুরু বা ত্রকলোকে গিয়াছেন, তাহারও অসংখ্য প্রমাণ রাখিয়াছে, সুতরাং বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি তথ্যবতী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। আর যখন ভারতের তুর্কী সন্তান গ্রীক যবনগণ ভারতহইতেই ইউরোপে গিয়াছেন, তখন উত্তরকুরুকে তাঁহাদের পিতৃভূমি না বলাই অধিকতর সঙ্গত। মহামতি তিলক বলিতেছেন যে—

The North Pole is already considered by several eminent scientific men as the most likely place where plant and animal life first originated; and I believe it can be satisfactorily shown that there is enough positive evidence in the most ancient books of the Aryan race, the Vedas and the Avesta, to prove that the oldest home of the Aryan people was somewhere in regions round about the North Pole. Page 19.

আমরা মহাত্মা তিলককে হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তিনি ভারতের একটি মহোজ্জ্বল মহা নক্ষত্র, তাহাও আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তথাপি তাহার এই কথাগুলি আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ভূমির অন্তর্ভাগ বা বহির্ভাগ পরীক্ষা করিয়া কোনও বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন যে এই স্থান প্রাচীন কি অপ্রাচীন. বৃক্ষগুলি ও জীবজন্তুর অবস্থাদৃষ্টেও স্থানসমূহের প্রাচীনত্ব বা অপ্রাচীনত্ব নির্ণীত না হইতে পারে তাহা নহে। কিন্তু জগতের যে সকল স্থান নানা পরিবর্তন ও বিকারের ভিত্তর দিয়া কোটি কোটি বৎসর ধাবৎ মনুষ্য ও জীবজন্তুসমূহের বাসযোগ্য হইয়াছে, সেই সকল স্থানের মধ্যে ঠিক কোন স্থানটি প্রকৃত প্রত্নৌক্য, তাহা নির্ণয় করা যেন তত সহজ নহে। নিয়ত পরিবর্তনপ্রবণ ধ্বংসশীল প্রকৃতি মানুষকে কি পরাকার সে সুযোগ ও অবকাশ সর্বত্রই সর্ব-সময়ে দিয়া থাকে? আদি প্রত্নৌকের আদি জীবকালসমূহ পৃথিবীর এত নিম্নে যাইয়া পৌঁছিয়াছে যে মানবের কোনও শক্তি উহার অস্তিত্ব ও প্রকৃতিনির্ণয়নে সমর্থ নহে। সে দিনের আড়াই হাজার বৎসরের বৌদ্ধান্তি যখন ত্রিশ ফিট মাটির নিম্নে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে, তখন কোটি কোটি বৎসরের পূর্বকালের জীবকাল ও শব্দভাষাদি কতদূর নিম্নে যাইয়া হাজির হইয়াছে, তাহা ভাবিয়াও ঠিক করা যায় না।

পুরা যত্র শ্রোত্রঃ পুণিন মধুনা তত্র সরিতাম্

বিপৰ্যাসং যাত্রে ঘর্নাবরলভাবঃ ক্ষিতিকুহাম্ ।

ভবভূতির এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া বুদ্ধিতে হইবে যে, কোনও স্থানেরই প্রাচীনত্বের চিহ্ন প্রাচীনতম বস্তুসকল আজি কোথায় কাল সাগরে ভাসিয়া গিয়াছে। কত কত নূতন গুর ও আভনন বৃক্ষরাজী আজি উহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। মানুষের খননবস্তু ও শক্তি আজিও প্রকৃত প্রত্নৌকের প্রকৃত অবস্থার নির্ণয়নে সামর্থ্যলাভ করে নাই।

তৎপর তিলক বেদ ও আভেস্তার নাম লইয়া উত্তরকুরু বা North Pole এর আদিগেহু সপ্রমাণ করিতে বন্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু আমরা প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল বেদাদি শাস্ত্রসমূহের আলোড়ন ও আশ্বেড়নাদ্বারা এবং তিলক আভেস্তার যে সকল প্রমাণ অধ্যাহৃত করিয়াছেন, তৎপাঠে বরং ইহাই জানিতে ও স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, বেদ ও আভেস্তার উক্তিপরম্পরা

তাঁহার মতসমর্থনের জন্ত একটি অনুকূল অঙ্গুলিও উত্তোলিত করে না, পরন্তু উহারা আমাদের মতেরই সম্যক সমর্থন করিয়া থাকে। তিলক আপন মতের সমর্থনজন্ত বলিতেছেন যে—

In the Rig Veda 1, 24, 10, the constellation of Ursa Major (Rikshah) is described as being placed “high” (uchhah), and, as this can refer only to the altitude of the constellation, it follows that it must then have been over the head of the observer, which is possible only in the Circum Polar regions.

P. 66.

অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের চতুর্বিংশ সূক্তের দশম মন্ত্রে যখন আছে যে, এই উষা মেজর বা ভল্লুকনামক নক্ষত্রপুঞ্জ ঠিক মস্তকোপরি এবং একমাত্র North Pole বা উত্তরকূক প্রভৃতি উদীচ্য জনপদ ভিন্ন পৃথিবীর অণু কোনও স্থানহইতে যখন উক্ত নক্ষত্রপুঞ্জ (সপ্তষি মণ্ডল) ঠিক মস্তকোপরি দৃষ্ট হইতে পারে না, তখন জানা যাইতেছে যে ঋগ্বেদের এই মন্ত্রপ্রণেতা ঋষিরা মন্ত্র প্রণয়নকালে উত্তরকুরুবাসীই ছিলেন। পরে তাঁহারা ভারতে আসিয়া ভারতবাসী আৰ্য্যজাতি বা হিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু তিলকের এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই অযৌক্তিক ও অমূলক। তিনি ইহা বলিয়া পরে ফুটনোটে

অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা

নক্তং দদৃশে কুহচিৎ দিবেষুঃ ।

উক্ত মন্ত্রের প্রথমার্ধ অধ্যাহৃত করিয়া বলিতেছেন যে—It may also be remarked, in this connection, that the passage speaks of the appearance (not rising) of the Seven Bears at night, and their disappearance (not setting) during the day, showing that constellation was the circum polar as the place of the observer.

কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। আমরা নিম্নে সমগ্র মন্ত্র ও সায়ণের দ্বিবিধ ভাষ্যের অবতারণা করিয়া তিলকের উক্তির অসারতা প্রদর্শন করিব।

অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা

নক্তং দদৃশে কুহচিৎ দিবেষুঃ ।

অদক্কানি বরুণস্ত ব্রতানি,

বিচাকশং চক্রমা নক্ত মেতি ॥ ১০—২৪সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—অমী রাত্ৰৌ অস্মাভিদৃশ্যমানা ঋক্ষাঃ সপ্তঋষয়ঃ—তথাচ বাজসনেয়িন আমনন্তি—ঋক্ষা ইতি হ স্ম বৈ পুরা সপ্তঋষীন্ আচক্ষত ইতি । যদ্বা ঋক্ষাঃ—সকৈঃপি নক্ষত্রবিশেষাঃ ঋক্ষাঃ স্তুভি রিতি নক্ষত্রাণা মিতি যাস্কেন উক্তত্বাৎ । উচ্চা উচ্চৈঃ উপরি প্রদেশে নিহিতাসঃ স্থাপিতা য়ে সন্তি তে ঋক্ষাঃ নক্তং রাত্ৰৌ দদৃশে সর্কৈরপি দৃশ্যন্তে দিবা অহনি কুহচিৎ ঈযুঃ ? কাপি গচ্ছেযুঃ ? ন দৃশ্যন্তে ইতি ভাবঃ । বরুণস্য রাত্ৰৌ ত্রতানি কক্ষাণি নক্ষত্র দর্শনাদি রূপাণি অদক্কানি কেনাপি অহিসিতানি । কিঞ্চ বরুণস্য আজ্ঞয়া এব চন্দ্রমা নক্তম্ রাত্ৰৌ বিচাক্ষশং বিশেষেণ দীপ্যমান এতি গচ্ছতি ।

দত্তজানুবাদ—ঐ যে সপ্তমি নক্ষত্র, যাহা উচ্চে স্থাপিত রহিয়াছে এবং রাত্রিযোগে দৃষ্ট হয়, দিবাযোগে কোথায় চলিয়া যায় ? বরুণের কক্ষসমূহ অপ্রতিহত, তাঁহার আজ্ঞায় রাত্রিযোগে চন্দ্র দীপ্যমান হয় ।

রমানাথ ঘোষ সরস্বতী—রাত্রিতে সপ্তমি মণ্ডল নক্ষত্র উচ্চ আকাশে আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি, দিবা কালে তাহাদিগকে দেখিতে পাই না। চন্দ্র রাত্রিতে প্রকাশ হইয়া জগৎ আলোকিত করেন। অতএব বরুণদেবের শাসন প্রতিহত হয় না অর্থাৎ চন্দ্রনক্ষত্রাদি সকলেই বরুণের শাসন অনুসারে কায্য করে ।

মহামতি তিলক, স্বর্গত রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্গত রমানাথ সরস্বতী প্রত্যেকেই সায়ণের প্রথম ব্যাখ্যাটির অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অব্যাহত নহে। সায়ণ নিজেই “যদ্বা” পদদ্বারা দ্বিতীয়ার্থের অবতারণা করিয়াছেন। ফলতঃ মস্তুর উহাই প্রকৃত তাৎপৰ্য্য। একজন সরলহৃদয় ঋষি সরলমনে বলিতেছিলেন—

অহো একি আশ্চর্যা ব্যাপার, এই কোটি কোটি অনন্ত নক্ষত্র রাত্রিকালে আমাদের মাথার উপর দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু দিনে ইহাদের একটিও দৃষ্ট হয়না, ইহারা দিনে কোথায় চলিয়া যায় ? অথবা ইহা রাজা বরুণেরই সুকৌশল মাত্র। তিনি নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে নক্ষত্র সকল রাত্রিতে দৃষ্ট হইবে, দিনে দৃষ্ট হইবে না। ইহাতে কাহারও বাধা দিবার শক্তি নাহ, নিয়তই এই নিয়ম অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবে। তাহ চন্দ্রমা রাত্রিতে বরুণের নিয়মানুসারে দীপ্তি পাইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য এই মস্তুর প্রণেতা ঋষি প্রকৃত ভারতসন্তান, তাই তিনি

আপনার জ্ঞাতি নর-দেবতা অদিতিনন্দন বরুণকে (অথবা মাতা মনুর পুত্র বরুণকে) ভ্রাতৃত্বশতঃ ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বেদের বহুস্থলে নর ইন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা বরুণ ঈশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাই মহর্ষি মুণ্ডক বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, এই ইন্দ্র পরমেশ্বর নন, তিনি আমার ঈশ্বরের ভয়েই আপন কাব্যসকল করিতেছেন। তৎপর এই মন্ত্রটি যখন প্রকৃত পক্ষেই সাধারণ নক্ষত্রপুঞ্জবিষয়ক, তখন ইহার সাহায্যে উত্তরকুরুকে মানবের আদি জন্মভূমি বলিয়া মনে করা প্রমাদ ভিন্ন জ্ঞানের কার্য্যও নহে। “ঋক্ষাঃ” বলিলে কেন সপ্তর্ষিরই অববোধ হইবে ?

ধরিয়া লও, তিলকপত্ভতির ব্যাখ্যাই যেন সত্য, সায়ণের প্রথম ব্যাখ্যাই যেন সাধাযসী। কিন্তু তাহাতেও এই মন্ত্রের সাহায্যে উত্তরকুরু বা North Pole এর আদিগেহত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে না। কেন ?

উত্তরকুরুবাসী লোকদিগের মনুকোপরিই সাতভেয়েরা নিয়ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কোনও ভারতবাসী যদি উত্তরকুরুতে যাওয়া উক্ত দৃশ্যের বর্ণনাচ্ছলে কোনও মন্ত্র (এই মন্ত্রটি) প্রণয়ন করেন, তবে কি মনে করিতে হইবে যে সেই ভারতবাসীও উত্তরকুরুর লোক ? আমরা যদি কলিকাতায় বসিয়া নায়গ্রার জলপ্রপাত বা ইংলণ্ডের টেমসতলবহুের বিষয়ে কোনও কবিতা লিখি, তবে কি তাহাতেই বুঝিতে হইবে যে দক্ষিণ আমেরিকা বা ইংলণ্ড আমাদের জন্মভূমি ? কোষীতর্কী ব্রাহ্মণ, কোষীতর্কী উপনিষৎ ও ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পষ্টই বর্ণিত রহিয়াছে যে আমরা ভারতহইতে উত্তরকুরুতে বেদাধ্যয়ন, লিখনপঠনশিক্ষা ও যাগযজ্ঞের উপদেশ গ্রহণজন্য গমন করিতাম। সেই অবস্থায় উত্তরকুরুপ্রবাসী কোনও ভারতীয় অন্তেবাসী কি উক্ত মন্ত্রের রচনা করিতে পারেন না বা পারেন নাই।

তৎপর তিলক যদি তলাইয়া দেখিতেন যে ঋগ্বেদ একমাত্র ভারতীয় সম্পৎ। ভারতবাসী ঋষিরাই উহার একমাত্র প্রণেতা, তাহাহইলে তিনি আমাদের সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেন। যদি উক্ত মন্ত্র নিতান্তই সপ্তর্ষিমণ্ডলসম্বন্ধে বিরচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কোনও ভারতীয় ছাত্র উত্তরকুরুতে অধ্যয়নকালে বা তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ঐ দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই মহর্ষি অগ্নিদেবকর্তৃক ভারতে সমাহৃত

হইয়া ভারতের ঋগ্বেদে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। ফলতঃ আমরা বলিতে চাহি যে, উক্ত মন্ত্রের ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য যে, কোনও ভারতবাসী ঋষি ভারতে বসিয়াই রাত্ৰিকালে আকাশে যে অনন্ত নক্ষত্ররাশি দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি উহাদিগকে দিনে দেখিতে না পাইয়া এই মন্ত্রের প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক মন্ত্রের যে কোনও অর্থই কেন গৃহীত ও স্বীকৃত হউক না, এই মন্ত্রের সাহায্যে উত্তরকুরু আদি গেহত্ব যে সিদ্ধ হইতে পারে না ও হয় নাই, তাহা প্রবই। তিলক স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

Unfortunately there are few other passages in the Rig Veda which describe the motion of the celestial hemisphere or of the stars therein, and we must therefore, take up another characteristic of the Polar regions, namely, 'a day and a night of six months each,' and see if the Vedic literature contains any reference to this singular feature of the Polar regions.

The idea that the day and the night of the gods are each of six months' duration is so widespread in the Indian literature, that we must examine it here at some length, and, for that purpose, commence with the post-Vedic literature and trace it back to the most ancient books. Page 66—67.

দেবলোকে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হইয়া থাকে, তজ্জন্তু ব্রাহ্মণ একদিন একরাত্রিতে আমাদের ভারতবাসীর একবৎসর গণনা হয়, ইহা পরিজ্ঞাত সত্য—উক্ত ঋগ্বেদে ভগবতা মনুনা—

দৈবে রাত্ৰাহনৌ বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ ।

অহস্ত্রোদগয়নং রাত্ৰিঃ স্যৎ দক্ষিণায়নম্ ॥ ৬৭—১ অঃ

সূর্যের যে ছয়মাসকাল উত্তরায়ণ, উহা দেবগণের একদিন এবং যে ছয়মাসকাল দক্ষিণায়ন, সেই ছয়মাসকাল রাত্রি। উক্ত দিন ও রাত্রির সমাহারে মনুজগণের একবৎসর হইয়া থাকে। ইহা বৈদিকমন্ত্রে দৃষ্ট না হইলেও ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্যপ্রভৃতি উপনিষদের বর্ণনাদ্বারা জানিতে পারা যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে—

একং বা এতদেবানা মহঃ যৎ সংবৎসরঃ ।

মহামতি ছান্দোগ্যও বিশদাক্ষরে বলিতেছেন যে—

ন বৈ তত্র ন নিম্নোচ নোদিয়ায় কদাচন ।

দেবাঃ তেনাহং সত্যেন মা বিরাদিষি

ব্রহ্মণেতি ২ । ন হ বৈ অশ্বৈ উদেতি

ন নিম্নোচতি সঙ্কং দিবা এব অশ্বৈ

ভবতি ষ এতা মেবং ব্রহ্মোপনিষদং বেদ । ৩ । ১৮৬—৮৭ পৃঃ ।

তত্র শঙ্করভাষ্যঃ—ন বৈ তত্র যতোহং ব্রহ্মলোকাং আগতঃ । তস্মিন্ ন বৈ তত্র এতৎ অস্তি যৎ পৃচ্ছসি । নহি তত্র নিম্নোচ অন্তম্, অগমং সবিভা নচ উদীয়াম উদগতঃ কুতশ্চিৎ কদাচন কশ্মিংশ্চিদপি কালে ইতি । উদয়াস্ত ময়বর্জিতো ব্রহ্মলোক ইতি উপপন্নম্ ইত্যুক্তিঃ শপথইব প্রতিপেদে । হে দেবাঃ সাক্ষিণো যুয়ং শৃণুত যথা ময়োক্তং সত্যং বচঃ তেন সত্যেন অহং ব্রহ্মণা ব্রহ্ম স্বরূপেণ মা বিরাদিষি ।

ব্রহ্মলোকহইতে আগত একজন ভারতবাসী বলিতেছেন যে হে বন্ধু দেবগণ ! তোমরা শুন, আমি দেখিয়া আসিলাম ব্রহ্মলোকে সূর্য্য উদিত হইলে আর অস্ত যায় না (কেন না ক্রমাগত ছয়মাস উদিত থাকে) আবার অস্ত গেলেও উদিত হয় না (কেন না ছয়মাস অলুদিত থাকে) । তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস কর, আমি বেদের শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি সত্যের সহিত বিরোধ করিতেছি না ।

ইহার পরই ছান্দোগ্য নিজে বলিঃছেন যে ঐ লোকটি সম্বন্ধে সূর্য্য উদিত হইত না, উদিত হইলেও অস্তে যাইত না, ক্রমাগত ছয়মাস দিন । সেই ব্যক্তি ব্রহ্মার উপনিষৎ অর্থাৎ উপনিবেশ ভূমি উত্তরকুরুকে এইরূপ বলিয়াই জানিতেন । এখানে এই উপনিষৎ শব্দের অর্থ প্রচলিত শ্রুতিগ্ৰন্থবিশেষ নহে. পরন্তু নির্জন স্থান—যদাহ মেদিনীকরগুপ্তঃ—

ভবেৎ উপনিষৎ ধর্ম্ম বেদান্তে বিজ্ঞানে জিগ্যাম্ ।

কিন্তু আমরা মনে করি উহার প্রকৃত অর্থ উপনিবেশ, উপনিবেশ কথার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতে সমর্থ না হইয়াই চিরকাল ভারতবাসী মেদিনীকর উক্ত নির্জনস্থান অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ।

যাহা হ'উক আমাদের দেশের লোক ও শাস্ত্রকারগণ ইহা জানিতেন। কিন্তু তাহাতেই এমন বুঝিতে হইবে না যে ছয় মাস দিনরাত্রির বিলাস-ভূমি উত্তর কুরু আদি জন্মভূমি। তিলক এখানে আরও একটা ভ্রমের কাজ করিয়াছেন যে তিনি উত্তর কুরু বা ব্রহ্মলোককেই একমাত্র দেবলোক ঠাহরিয়া বসিয়াছেন। ফলতঃ ভূঃ (ভারত) ভুবঃ (অন্তরিক্ষ—অপোগজানাঙ্গ), স্বঃ (তিব্বত, তাতার ও মঙ্গলিয়া), মহঃ (চন্দ্রলোক—দক্ষিণ সাইবিরিয়া), জন (বর্তমান চীন), তপঃ (বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠ—মধ্য সাইবিরিয়া) এবং ব্রহ্মলোক উত্তর কুরু, এতৎ সমুদায়ই দেবলোক। সূত্রাং উত্তর কুরু ভিন্ন অন্য কোন দেবলোকে ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি নহে। স্বঃ বা পিতৃলোকে আমাদের এক মাসে এক দিন ও এক রাত্রি হইয়া থাকে।

পিত্র্যঃ মাসেন ভবতি নাড়ীষষ্ঠা তু মানুষম্ । ৫

সূর্যাসিকান্ত । ভূগোলাধ্যায় ।

পিতৃলোকদিগের এক অহোরাত্র ভারতবাসীদিগের একমাসে ও ভারতে আমাদের এক অহোরাত্র আমাদের ষাট দণ্ডে হইয়া থাকে।

কিন্তু ইহাতে তিলকের কি লাভ হইল? ভারতবাসীরা উত্তর কুরুর ভৌগোলিক অবস্থা জানিতেন। কেনই বা না জানিবেন, তাঁহারা ঐ সকল দেশে যাত্রা অধ্যয়ন করিতেন। সূত্রাং এতাবত মনে একরূপ ভাবিতে হইবে না যে, তজ্জন্ম উত্তরকুরুই মানবের আদি জন্মভূমি। অপিচ এখানে ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত যে যখন উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্রে আমাদের এক বৎসরে এক অহোরাত্র হয় ও উহার নামও পিতা বা পিতৃভূমি নহে এবং আমাদের এক মাসে পিতৃলোকের এক অহোরাত্র হয়, পরন্তু উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্রের নহে, তখন অপিতৃভূমি উত্তরকেন্দ্রাদিকে আদি নিকেতন (যাহা বস্তুতই পিতৃভূমি নহে) বলা যাইতে পাবে না। তিলক ইহার পরই বলিতেছেন যে—

It is found not only in the Purans, but also in astronomical works, and as the latter state it in a more definite form we sha!! begin with the later Siddhantas. Page 67.

অর্থাৎ কেবল পুরাণে নহে, সূর্যাসিকান্তপ্রভৃতি জ্যোতিষগ্রন্থেও আবার ঐ সকল বিষয়েই উল্লেখ দেখিতে পাইয়া থাকি।

Mount Meru is the terrestrial North Pole of our astronomers, and the Surya-Siddhanta, XII. 67, says :—"At Meru gods behold the sun after but a single rising during the half of his revolution beginning with Aries."

অর্থাৎ আমাদের জ্যোতির্বিদগণের মতে মেরু পর্বত পার্থিব উত্তর কেন্দ্র এবং সূর্যাসিদ্ধান্ত তাঁহার দ্বাদশ অধ্যায়ের ৬৭ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, মেরুতে দেবতারা মেঘাদি ছয় রাশিতে অর্থাৎ বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্যন্ত সূর্যকে উদিত দেখেন।

আমরা তিলকের এই উক্তির ভীষ প্রতিবাদ করি। কেননা মেরু ও মেরু পর্বত এক বস্তু নহে। উত্তর কেন্দ্রের নাম উত্তর মেরু বটে, কিন্তু তথায় মেরু নামে কোনও পর্বত নাই। সুতরাং তিনি যে মেরু পর্বতকে পার্থিব উত্তর মেরু (terrestrial North Pole) বলিয়া দাবি করিতেছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষেই অসুচিত। কোনও জ্যোতির্বিদই এরূপ অসংলগ্ন কথা মুখ হইতে বহির্গত করেন নাই। সূর্যাসিদ্ধান্ত মাত্র বলিয়াছেন যে—

মেরৌ মেঘাদিচক্রাঙ্কে দেবাঃ পশ্যন্ত ভাস্করম্ ।

সকৃদেবোদিতঃ তদ্বৎ অশ্বরাশ্চ তুলাদিগম্ ॥ ৬৭

অর্থাৎ দেবতারা মেঘাদি ছয় রাশিতে সূর্যকে উদিত দেখেন, আর পাতালবাসী অশ্বরেরা তুলাদি ছয় রাশিতে সূর্যকে উদিত দেখিয়া থাকেন।

কিন্তু ইহা দ্বারা কেহ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না যে, মেরু প্রদেশ ও মেরু পর্বত একই বস্তু। এই বচনের মেরু শব্দ মেরু-প্রদেশ পর, পরন্তু মেরুপর্বতবাটী নহে। সূর্যাসিদ্ধান্ত তাঁহার জ্যোতিষোপনিষৎ প্রকরণের একত্র বলিতেছেন যে—

অভীষ্টং পৃথিবীগোলং কারয়িত্বা তু দারবম্ । ৩

দণ্ডং তন্মধ্যগম্ মেরোরুভয়ত্র বিনির্গতম্ । ৪

তত্র রক্তনাথঃ—ভুবোগোলং অভীষ্টং স্বেচ্ছাকল্পিতপরিধিপ্রমাণকং দারবং কাষ্ঠঘটতং সচ্ছিদ্রং কারয়িত্বা কাশ্মিণীজ্জদ্বারা কৃত্বা ইত্যর্থঃ। মেরোরুভয়ত্রঃ দণ্ডকাষ্ঠং তন্মধ্যগম্ তস্য কাষ্ঠঘটিতং ভূগোলস্য মধ্যে ছিদ্রমধ্যে শিথিলতয়া স্থিতম্

উভয়ত্র ভূগোলস্থ ব্যাসপ্রমাণচ্ছিন্নশ্চ অগ্রাত্যাং বহিরিত্যর্থঃ । বিনির্গতম্
একাগ্রাং অন্তরাগ্রাবশিষ্টদণ্ডপ্রদেশতুল্যং নিঃসৃতম্ ।

অর্থাৎ একটা সঙ্কুচিত কাঠের গোলক (globe) স্থাপন করাইয়া তাহার
ভিতর দিয়া একটা শলাকা প্রবেশ করাইয়া খানিকটা শলাকা উভয় দিকে
বাহির করিয়া দিবে । এই কাষ্ঠশলাকা উক্ত কাষ্ঠময় গোলকের যে উভয়
প্রান্ত দিয়া বিনির্গত হয়, উহার উত্তর প্রান্ত মেরু বা উত্তর মেরু প্রদেশ, আর
দক্ষিণ প্রান্ত দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু প্রদেশ, এই উত্তর মেরুকেই ইংরাজীতে
North Pole বলে । কিন্তু এই উত্তরমেরুপ্রদেশ ও মেরুপর্বত এক বস্তু
নহে । মেরুপর্বতসম্বন্ধে সুধাসিদ্ধান্ত দণ্ডিত্যেছেন যে—

অনেকরত্ননিচয়ো জাম্বুনদমরোগিবিঃ ।

ভূগোলমধ্যগো মেরুভূমি বিনির্গতঃ ॥ ৩৪

ভূগোলাপ্যায় ।

তত্র রত্ননাথঃ - ভূগোল-মধ্যগতঃ পর্বতে, মেরুনাথঃ । অনেক-রত্ননিচয়ঃ
অনেকানি নানাবিধানি মাণিক্যরত্নানি তেষাং নিচয়ঃ সমূহো যত্র অসৌ ।
অর্থাৎ পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থলে যে এক স্বর্ণপর্বত পর্বত আছে, উহার নাম
মেরুপর্বত । সুতরাং এই উভয় পদার্থ - নামতঃ এক হইলেও কার্যতঃ এক
নহে । এই শ্লোকেও যে—

উভয়ত্র বিনির্গতঃ

একটা কথা আছে 'রত্ননাথ ইহার কোনও বিশদ ব্যাখ্যা না করিয়া মাত্র
বলিয়াছেন—“দক্ষিণোত্তর ভূবাসাধিক প্রমাণ মেঘাঃ অবস্থান মাহ।”

কিন্তু পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত মেরু পর্বত, উত্তর বা দক্ষিণে কোনও
শাখা বিস্তার করিয়া ব্যাসকপে উভয় দিকে পরিধিম্পর্শপূর্বক প্রসারিত
নহে বা হয় নাই । বর্তমান আলটাই ও এই মেরু পর্বত অভিন্ন । উহা
ইলাবৃত বর্ষ বা উলাতে অবস্থিত কবে বসিয়াই উহা “ইলাস্থায়ী” বা আলটাই
নামের বিষয়ীভূত । উক্ত মেরু পর্বতের কোনও শ্রেণী বা পত্যন্ত পর্বত উত্তরে
প্রধাবিত হয় নাই, পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণে প্রধাবিত হইয়াছে । উহার
যে শাখা দক্ষিণে ইলাবৃত বর্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত, তাহাই মানবের আদি
জন্মভূমি । কিন্তু তাহা উত্তর পর্য্যন্ত প্রসৃত মেরুপ্রদেশ নহে । মেরুপর্বতের

একটি মাত্র শাখা ইলাবৃতবর্ষের উত্তরপ্রান্ত পর্যন্ত বাইয়া আপনার গতিরোধ করিয়াছে। খুপ সম্ভব কোনও ব্যক্তি মেরু পর্বত ও মেরু প্রদেশের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কাষ্ঠময় গোলকের ৪র্থ বচনের "উভয়ত্র বিনির্গতঃ" কথাটি এই ৩৪ শ্লোকেও আনিয়া যুড়িয়া দিয়াছেন। তাই এবচনে উহার কোনও অর্থসঙ্গত করা যায় না। ফলতঃ মেরু প্রদেশ (উত্তর মেরু) ও মেরু পর্বত যে দুইটা সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। তাহা পুরাণ ও মহাভারতের বচনাবলী দ্বারাও সমর্থিত হইয়া থাকে। বায়ুপুরাণ স্পষ্টতই বলিতেছেন যে—

“মেরুমধ্যম্ ইলাবৃতম্”

অর্থাৎ মেরুপর্বত ইলাবৃতবর্ষের মধ্যবর্তী। পক্ষান্তরে আমরা দেখাইব যে ইলাবৃতবর্ষ ও মঙ্গলিয়া এক, আর উত্তরমেরু উহার সুদূর উত্তরে অবস্থিত, যেখানে মেরুপর্বতের নামগন্ধও নাই। মহাভারতও বলিতেছেন যে—

ইদং তু ভারতঃ পশ্চিমং ততো হৈমবতং পরম্ । ৭

হেমকূটায় পরশ্চৈব হরিবর্ষং প্রচক্ষতে ।

দক্ষিণেন তু নীলশ্চ নিষধশ্চোত্তরেণ তু । ৮

প্রাগায়াতো মহাভাগ মাল্যবান্ নাম পর্বতঃ ॥

ততঃ পরঃ মাল্যবতঃ পর্বতো গন্ধমাদনঃ ॥ ৯

পরিমণ্ডলয়োর্মধো মেরুঃ কনকপর্বতঃ ।

আদিত্যতরণাভাসো বিধুমহিব পাবকঃ ॥ ১০

তশ্চ পার্শ্বেষমী দ্বীপা শ্চত্বারঃ সংস্থিতা বিভো ॥ ১১

ভদ্রাশ্বঃ কেতুমালশ্চ জম্বুদ্বীপশ্চ ভারত ।

উত্তরাশ্চৈব কুরবঃ কৃতপুণ্য প্রতিশ্রয়াঃ ॥ ১২

তত্র দেবগণা রাজন্ গন্ধকাশ্চ রাক্ষসা ।

অঙ্গরোগণসংযুক্তাঃ শৈলে ক্রীড়ান্তি সন্দদা ॥ ১৩

তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি সুবেশ্বরঃ ।

সমেতা বিবিধৈর্ঘজৈর্ঘনৈঃ স্তনৈকদক্ষিণৈঃ ॥ ১৪ ১—৬ অ ভীষ্মপর্ব ।

সঙ্গম করিলেন হে ভারত ! আমাদিগের আবাসভূমির নামই ভারতবর্ষ। উহার উত্তরে হৈমবতবর্ষ বা কিংপুরুষবর্ষ (তিব্বত), উহার উত্তরে হেমকূট বা কৈলাসপর্বত, তাহার উত্তরে হবিবর্ষ বা চীন তাতার বা সমগ্র তাতার।

হে মহারাজ ! নীলগিরির দক্ষিণে ও নিধম্বর উত্তরে পূর্বপশ্চিমে আয়ত যে পর্বত আছে, উহার নাম মাল্যবান্। উহার পরে গন্ধমাদন পর্বত, সেই মাল্যবান্ ও গন্ধমাদনের মধ্যে মেরুপর্বত বিরাজমান। উহার প্রভা তরুণ অরুণ ও নিধুম্ পাবকের গায়। ইহার চারিদিকে ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, জম্বুদ্বীপ ও পুণ্ড্রবান্ লোকদিগের আবাসভূমি উত্তরকুরু বর্তমান। হে মহারাজ ! এই মেরুপর্বতে সমস্ত দেবগণ, গন্ধর্ষ, অশুর ও রাক্ষসেরা বাস করেন। সুরজ্যোষ্ঠ ব্রহ্মা, শিব ও দেবরাজ ইন্দ্র উক্ত মেরু-পর্বতে প্রভূতদক্ষিণাদানপূর্বক নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

সুতরাং জানা গেল মেরু পর্বতের উত্তরে উত্তর কুরু বর্ষ। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে উত্তর কুরুর সূদূর উত্তরদিকসংস্থ উত্তর মেরুপ্রদেশ ও ইলারুতবর্ষ এই পর্বত মেরু এক হইতে পারে না ও একও হইতেছে না। কেতুমালবর্ষ, তুরুফ, পারশ্ব ও অপোগস্থান লইয়া পরিগণিত, এবং উহার বর্ষ-পর্বতই গন্ধমাদন, যাহা বর্তমান বেলুরটাগের সহিত অভিন্ন। এবং ভদ্রাশ্ববর্ষ ও বর্তমান চীন (ভূতপূর্ব জনলোক) অভিন্ন, এবং মাল্যবান্ পর্বত উহার বর্ষ পর্বত, যাহা বর্তমান ইনসান ও খানঘান পর্বতের সহিত অভিন্ন, তাহা হইলেই উহাদিগের অবস্থান এইরূপ হইবে—

এশিয়া

উত্তর মেরু	উত্তর কুরু	উত্তর মেরু
	হিরণ্যবর্ষ	
	রম্যকবর্ষ	
	ইলারুতবর্ষ	
	(মেরু পর্বত)	
	হরিণবর্ষ	
	কিম্পুরুবর্ষ	
	হিমালয়	
	ভারতবর্ষ	
	কুমেরু	

সুতরাং তিলক এই দুই ভিন্ন পদার্থকে এক ভাবিয়া যাহা কিছু বলিয়াছেন তৎসমুদয়ই বৃথা হইয়াছে। তিলক ইহার পরেই বলিতেছেন যে—

Now according to Purans Meru is the home or seat of all the Gods, and the statement about their half-year long night and day is thus easily and naturally explained; and all astronomers and divines have accepted the accuracy of the explanation. Page 67.

ইহা পুরাণসমূহের মধ্যে মেরুপর্বত সকল দেবতার অধিষ্ঠান বা আদি বাসস্থান বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে বটে, উল্লিখিত মহাভারতবচনাবলীও মেরু পর্বতকে ব্রহ্মাদি সকল দেবতার অধিষ্ঠান ভূমি বলিয়া নির্দেশ করিতেছে। কিন্তু কোনও পুরাণ বা রামায়ণ মহাভারত এরূপ কোনও কথাই বলেন নাই যে উত্তরমেরু প্রদেশ সকল দেবগণের আদি জন্মস্থান বা ইন্দ্রাদি দেবগণের বাসভূমি। কোন্ কোন্ জ্যোতিষিৎ ও কোন্ কোন্ দেবভক্তেরা মেরুপর্বত ও উত্তরমেরু প্রদেশের অভিন্ন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন বা খাপন করিয়াছেন, তিলক তাঁহাদিগের নাম করিলেই ভাল হইত। আমরা কিন্তু হিন্দুর কোনও শাস্ত্রেই তিলকের মতের সমর্থক কোনও একটি প্রমাণও দেখিতে পাইতেছি না। বায়ু পুরাণ বলিতেছেন—

স এষ পর্বতোমেরুর্দেবলোক উদাহৃতঃ । ৮৫—২৪ অ

মেরুস্ত শোভতে শুভ্রো রাজবৎ স তু দিষ্টিতঃ । ৪৮

তত্র দেবগণাঃ সর্বে গন্ধর্কোরগরাক্ষসঃ ।

শৈলরাজে প্রমোদন্তে শুভাশ্চাপসরসাং গণাঃ ॥ ৫৫

তস্য পর্বতসহস্রৈর্হসিন্ নানাশ্রয়াবভূষিতে ।

সর্বদেবনিকায়ানি সন্নিবিষ্টান্তনেকশঃ ॥ ৫৯

তত্রাবসৎ চোঙ্কিতলে দেবদেবশ্চতুর্মুখঃ ।

ব্রহ্মা বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো বসিষ্ঠ প্রিদিবৌকসাম্ ॥ ৭০

তত্র ব্রহ্মসভা রমা ব্রহ্মষিগণসেবিতা ।

নাম্না মনোবতী নাম সর্বলোকেষু বিশ্রুতা ॥ ৭২

তত্রেশানস্য দেবস্য সহস্রাদিত্যাবর্চসম্ ।

ମହାବିମାନଂ ବୈ ଚିତ୍ରଂ ମହିମ୍ନା ବର୍ତ୍ତତେ ସଦା ॥ ୧୩
 ତଦ୍ରାସ୍ତେ ଶ୍ରୀପତିଃ ଶ୍ରୀମାନ୍ ସହସ୍ରାକ୍ଷଃ ପୁରନ୍ଦରଃ ।
 ଉପାସ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରିଦଶୈର୍ମହାସୋଗୈଃ ସୁରର୍ଷିଭିଃ ॥ ୧୫
 ତ୍ୱିତୀୟେହପାସ୍ତରତଟେ ବୈଦିଶ୍ଚୋ ପୂର୍ବଦକ୍ଷିଣେ । ୧୮
 ସାକ୍ଷାଂ ତତ୍ର ସୁରଶ୍ରେଷ୍ଠଃ ସର୍ବଦେବମୁଖୋହନଳଃ ॥ ୮୧
 ତ୍ୱତୀୟେହପାସ୍ତରତଟେ ଏବଂବ ମହାସଭା ।
 ବୈବସ୍ୱତସ୍ତ ବିଂକ୍ତୟା ଲୋକେ ଧ୍ୟାତା ସ୍ତ୍ରସଂସନା ॥ ୮୬
 ତଥା ଚତୁର୍ଥଦିଗୁଦେଶେ ନୈକ୍ଷାତ୍ରାଧିପତେଃ ସଭା ।
 ନାୟା କୁଷ୍ମାନ୍ତନା ନାମ ବିରୁପାକ୍ଷସ୍ତ ଧୈମତଃ ॥ ୮୭
 ପଞ୍ଚମେହପାସ୍ତରତଟେ ଏବମେବ ମହାସଭା ।
 ସର୍ବଦେଶେଷୁ ପ୍ରଧ୍ୟାତା ନାୟା ଶୁଭବତୀ ସତୀ ।
 ଉଦକାଧିପତେ ରମ୍ୟା ବରୁଣସ୍ତ ମହାୟନଃ ॥ ୮୮
 ପରୋତ୍ତରେ ତଥା ଦେଶେ ଷଷ୍ଠେହସ୍ତରେ ତଟେ ଶିବେ ।
 ବାୟୋର୍ଗନ୍ଧବତୀ ନାମ ସଭା ସର୍ବଶୁଣୋତ୍ତରା ॥ ୮୯
 ସପ୍ତମେହପାସ୍ତରତଟେ ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତେଃ ସଭା ।
 ନାୟା ମହୋଦୟା ନାମ ଶୁକ୍ରୈବଦୂର୍ଧ୍ୱାବେଦିକା ॥ ୯୦
 ତଥାଷ୍ଟମେହସ୍ତରତଟେ ଜ୍ଞାନାନ୍ତ ମହାୟନଃ ॥
 ଦଶୋବତୀ ନାମ ସଭା ତପ୍ତକାକ୍ଷନସ୍ତ୍ର ପତା ॥ ୯୧—୧୫ ଅ
 ତଦ୍ରାଶ୍ରମଂ ଭଗବତଃ କଣ୍ଠପତ୍ରା ପ୍ରଜ୍ଞାପତେଃ । ୨୨—୩୭
 ବିଦ୍ୟାଧରପୁରଂ ତତ୍ର ଶୋଭତେ ଭ୍ରାଜୟଂ ଶୁଭମ୍ । ୩୫
 ତଦ୍ରାଦିତ୍ୟସ୍ତ ଦେବସ୍ତ ଦୀପ୍ତମାୟତନଂ ମହଂ ।
 ମାତ୍ସ୍ୟ ମାତ୍ସ୍ୟେହବତରତି ତତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟାଃ ପ୍ରଜ୍ଞାପତିଃ ॥ ୩୯
 ତଦ୍ରାଶ୍ରମଂ ମହାପୁଣ୍ୟଂ ସିଦ୍ଧସଂସନିଷେବିତମ୍ ।
 ବୃହସ୍ପତେଃ ପ୍ରମୁଦିତଂ ସର୍ବକାମଶୁଣୈର୍ଯୁତମ୍ ॥ ୫୫
 ତତ୍ର ବିକ୍ଷୋଃ ସୁରଶୁରୋଦୀପ୍ତମାୟତନଂ ମହଂ ।
 ପ୍ରକାଶଂ ତ୍ରିଷୁ ଲୋକେଷୁ ସମ୍ବଲୋକନମକ୍ଷୁତମ୍ ॥ ୫୮
 ତସ୍ମିନ୍ ଆସ୍ତତନେ ସାକ୍ଷାଂ ଅନାଦିନିଧନୋ ହରିଃ ।
 ପାଞ୍ଚୋପହାରୈର୍ବିଦିଧିରିଚ୍ଛାତେ ସିଦ୍ଧଚାରଣେଃ ॥ ୬୮—୭୮ ଅ

তত্র তদেবরাজস্য পারিজাতবনং মহৎ । ১১

গন্ধর্কনগরী স্ফীতা হেমকক্ষে নগোত্তমে । ৫১

পিশাচকে গিরিবরে হর্ম্যা প্রাসাদমণ্ডিতম্ ।

যক্ষগন্ধর্কচরিতং কুবেরভবনং মহৎ ॥ ৫৭—৩২ অ

পূর্বং চৈত্ররথং নাম দক্ষিণং নন্দনং বনম্ ।

বৈভ্রাজং পশ্চিমং বিঘ্নাং উত্তরং সবিতুর্কনম্ ॥ ১১

অরুণোদং সরঃ পূর্বং দক্ষিণং মানসং স্মৃতম্ ।

সিতোদং পশ্চিমং সরো মহাভদ্রং তথোত্তরম্ ॥ ১৬

অরুণোদঞ্চ পূর্বেণ যে চ শৈলা স্ততঃ স্মৃতাঃ । ১৭—৩৬ অ

তদেতৎ সর্কদেবানা মধিবাসে কৃতাত্মনাম্ ।

দেবলোকে গিরৌ তস্মিন্ সর্কশ্রুতিষু গীয়তে ॥ ২৫

প্রাপ্নোতি দেবলোকং তং স স্বর্গ ইতি চোচ্যতে ॥ ২৬—৩৪ অ

ইহাদ্বারা কি জানা গেল ? জানা গেল ইলারূতবর্ষত্ব মেরুপর্বতই ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণের আদি বাসস্থান, পরন্তু উত্তরকুরু নহে। ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণিনামক গ্রন্থেও বিবৃত রহিয়াছে যে -

বসন্তি মেরৌ সুরসিক্সসংঘাঃ ।

ঔষে চ সর্কৈ নরকাঃ সর্কদেত্যাঃ ॥ ১৮

সদ্রুকাকানময়ং শিখরত্রয়ঞ্চ ।

মেরৌ মুরারিকপুবারিপুবাণি তেষু

তেষা মধঃ শতমথজলনাস্তকানাম্

যক্ষানুপানিলশশীনপুরাণি চাষ্টৌ ॥ ৩৬—ভুবনকোষ ।

মেরু পর্বতে দেবগণ ও হৃন্দসহিষ্ণু ঋষিরা বাস করিয়া থাকেন। আর দেবগণের মাতৃশ্রেয় দৈত্যদানবগণ জলসিক্ত ভূমি কদম্বা নরকসমূহে বাস করিতেন। উক্ত মেরু পর্বতের তিনটি উচ্চ শৃঙ্গ আছে, উহারা উৎকৃষ্ট মণি মাণিক্য ও স্বর্ণের আকর ভূমি। উক্ত উচ্চ শিখরত্রয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং সানুদেশে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, কুবের, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র ও সূর্য্যার অষ্টপুত্রী বিরাজমান।

আচ্চা মেরুপর্বত কেন উত্তরকুরুবই একটি পর্বত হউক না ? না শাস্ত্র-কারগণ কোনও স্থানেই একথা বলেন নাই যে, উত্তরকুরুর বর্ষপর্বত মেরু

পৰ্বত বা তথার মেকনামেও একটা প্রত্যস্ত পৰ্বত বিদ্যমান। বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে—

ইদং হৈমবতং বর্ষং ভারতং নাম বিশ্রুতম্ ।

হেমকূটং পরং তস্মাৎ নাম্না কিম্পুরুষং স্মৃতম্ ॥ ২৮

নৈষধং হেমকূটাত্তু হরিবর্ষং তদুচ্যতে ।

হরিবর্ষাৎ পরঞ্চৈব মেরোস্তু তদিলাবৃতম্ ॥ ২৯

ইলাবৃত্তাৎ পরং নীলং রম্যকং নাম বিশ্রুতম্

রম্যাৎ পরতরং শ্বেতং বিশ্রুতং তৎ হিরণ্যম্ ।

হিরণ্যাৎ পরঞ্চাপি শৃঙ্গবাংস্তু কুরু স্মৃতম্ ॥ ৩০

বেদ্যর্কং দক্ষিণে ত্রীণি বর্ষাণি ত্রীণি চোত্তরে ।

তয়োর্মধ্যে তু বিজ্জেষ্যং মেরুমধ্য মিলাবৃতম্ ॥ ৩৩—৩৪ অ

আমাদিগের অধ্যুষিত এই জনপদের নাম হৈমবতবর্ষ বা ভারতবর্ষ। ইহার পর হেমকূটপৰ্বতসনাথ কিম্পুরুষবর্ষ। হেমকূটের উত্তরে নৈষধ বা হরিবর্ষ। হরিবর্ষের পর মেরুপৰ্বত সনাথ ইলাবৃতবর্ষ। ইলাবৃতবর্ষের উত্তরে নীলপৰ্বত-সনাথ রম্যকবর্ষ। তাহার উত্তরে শ্বেতপৰ্বত সনাথ হিরণ্যবর্ষ, হিরণ্যবর্ষের উত্তরে শৃঙ্গবান্ পৰ্বতসনাথ উত্তরকুরুবর্ষ। ইলাবৃতবর্ষের উত্তরে তিনটিবর্ষ ও দক্ষিণেও তিনটিবর্ষ। এই ছয়টি বর্ষের মধ্যস্থানে ইলাবৃত বর্ষ বিদ্যমান, তাহার মধ্যে মেরুপৰ্বত অবস্থিত। স্মৃতরাং এহেন মেরুপৰ্বতকে মহামতি তিলক কিপ্রকারে স্মদুর উত্তর কুরুতে লইয়া যাইতে অধিকারী, তাহা শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণেরাই ভাবিয়া দেখুন। উত্তরকুরুর পৰ্বতের নাম কি শৃঙ্গবান্ পৰ্বত নহে? কলতঃ মেরুশঙ্কর সমতাবশতঃ মেরুপ্রদেশ ও ইলাবৃতবর্ষস্থ মেরু-পৰ্বতকে কখনই এক ভাবা উচিত হয় নাই। আমরা তিলকের নিদ্রাভঙ্গের জন্ত এখানে সূর্যাসিকান্ত হইতেও কতিপয় বচনের অধ্যাহার করিব।

অনেকরত্ননিচয়ো জাঘুনদময়ো গিরিঃ ।

ভূগোলমধ্যাগো মেরুকভয়ত্র বিনির্গতঃ ॥ ৩৪

উপরিষ্টাৎ ত্রিতাস্তস্ত সেন্সাদেবা মহর্ষয়ঃ ।

অধস্তাৎ অসুরা স্তবৎ বিশ্বস্তোহস্তোস্তমাশ্রিতাঃ ॥ ৩৫

ভূবৃত্তপাদে পূর্বশ্চাং যমকোটিতি বিক্রতা ।
 ভদ্রাশ্ববর্ষে নগরী স্বর্ণপ্রাকারতোরণা ॥ ৩৮
 যামায়াং ভারতে বর্ষে লক্ষা তদ্বৎ মহাপুরী ।
 পশ্চিমে কেতুমালার্থো রোমকাপ্যা প্রকীর্ষিতা ॥ ৩৯
 উদক্ সিদ্ধপুরী নাম কুরুবর্ষে প্রকীর্ষিতা ।
 তশ্চাং সিদ্ধা মহাত্মানো নিবসন্তি গতব্যাধাঃ ॥ ৪০
 ভূবৃত্তপাদবিবরা স্তাশ্চাত্তোগ্গং প্রতিষ্ঠিতাঃ ।
 তাভ্য শ্চোত্তরগো মেরুস্তাবানেব সুরাশ্রয়ঃ ॥ ৪১

ভূগোলাধ্যায় ।

পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থানে রত্নাধার স্বর্ণবহুল মেরুপর্বত, উহার উর্দ্ধতলে ইন্দ্রাদি দেবতা ও নিম্ন প্রদেশে অশুরগণ বাস করেন । ভূগোলকের চতুর্থাংশে পূর্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষ বা বর্তমান চীনে যমকোটি নগরী, দক্ষিণে ভারতবর্ষে মহাপুরী লক্ষা, পশ্চিমে কেতুমালবর্ষে (তুরুক্ষ পারশ্ব ও অপোগস্থানে) রোমকপত্তন, উত্তরে উত্তরকুরুবর্ষ বা ব্রহ্মলোকে সিদ্ধপুরী বিরাজমান । তথায় গতব্যাধ সিদ্ধ ঋষিগণ বাস করেন । তাহারও উত্তরে মেরুপ্রদেশ বা North Pole, তথায়ও দেবতারা বাস করিয়া থাকেন ।

সুতরাং বেশ বুঝা গেল একটি মেরু পৃথিবীর মধ্যস্থলবর্তী পর্বতবিশেষ, অল্প মেরু পৃথিবীর শেষ উত্তরদিকস্থ জনপদবিশেষ, সুতরাং এতদুভয় কখনই এক হইতে পারে না । তিলক অতঃপরও বলিতেছেন যে—

We shall therefore, next quote the Mohabharata, which gives such a clear description of Mount Meru, the lord of the mountains, as to leave no doubt about its being the North Pole, or possessing the Polar characteristics. Page 69.

অতঃপর আমরা মহাভারতের একটি স্থান উদ্ধৃত করিব, যাহাতে আমরা মেরুপর্বতের একটি অব্যাহত বর্ণনা পাইতে পারিব । উহাতে লিখিত আছে যে মেরুপর্বত সকল পর্বতের রাজা, এবং উহা উত্তর কেন্দ্র বা উত্তর কুরুতে সমবস্থিত । অথবা উহাতে অন্ততঃ উত্তরকেন্দ্রের কতক ধর্ম বিদ্যমান । ইহা বলিয়াই তিনি বনপর্বতের ১৬৩ ও ১৬৪ অধ্যায়ের এই কয়েকটি শ্লোকের অধ্যাহার করিয়াছেন—

এনং ত্বহরহর্মেকুং সূর্য্যাচক্রমসৌ ধ্রুবম্ ।

প্রদক্ষিণ মুপাবৃত্য কুরুতঃ কুরুনন্দন ॥ ৩৭

জ্যোতীংষি চাপ্যশেষেণ সর্বাণ্যানঘ ! সর্ষতঃ ।

পরিযাস্তি মহারাজ । গিরিরাজং প্রদক্ষিণম্ ॥ ৩৮ — ১৬৩ অ

স্বতেজসা তস্য নগোত্তমস্য

মহৌষধীনাং চ তথা প্রভাবাং ।

বিভক্তভাবো ন বভূব কশ্চিৎ,

অহোনিশানাং পুরুষপবীর ॥ ১১

বভূব রাত্রি দিবসশ্চ তেষাং

সংবৎসরেণেব সমানরূপঃ । ১৩—১৬৪ অ

বোধে মুদ্রিত মহাভারতে এই শ্লোকসমূহের সংখ্যা যথাক্রমে ২৭, ২৮ ও ৮ এবং ১৩। যাহা হটক, এই শ্লোকগুলির অধ্যাহার করিয়াও মহামতি তিলক যে কোনও লাভবান্ হইতে পারিয়াছেন, আমরা একরূপ মনে করি না। কেন না চন্দ্রসূর্য্য প্রতিদিন মেরুপর্ব্বতে প্রদক্ষিণ করে। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এ মেরুপর্ব্বত যে উত্তরমেরুর নহে, তাহা ধ্রুবই। কেননা তথায় ছয়মাস অন্তর সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে, পরন্তু অহরহ নহে। তৎপর কি ইলাবৃত বর্ষ বা কি উত্তর কুক কোনও স্থানের কোনও পর্ব্বতকেই চারি কোটি আঠারলক্ষ ক্রোশ দূরের সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে পারে না। ইহা ও উদয়াচল এবং অস্তাচল প্রসঙ্গ পুস্তির গল্প মাত্র। এই Mythe বা পৌরাণিক কেচ্চার সাহায্যে তিলক ভৌগোলিক তত্ত্বের মীমাংসা করিতে যাইয়া বৃথা শ্রম করিয়াছেন। যদি ইহা পৌরাণিক কেচ্ছা না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই চন্দ্র ও সূর্য্য মানুষ, জ্যোতিষ্কগণও মানুষ। অর্জুনন্দন চন্দ্র, অর্জুনন্দন সূর্য্য এবং নক্ষত্র নামা দেবগণ আপনাদের আবাসক্ষেত্র মেরুপর্ব্বতে প্রতিদিন ভ্রমণ করিতেন, ব্যাসদেব তাহাই বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে উত্তরকুরু পঞ্চম অমৃত বলিয়া বিবৃত। তথায় সাধ্যদেবগণ ব্রহ্মার নেতৃত্বে বাস করিয়া থাকেন। উক্ত উত্তর কুরুতে সূর্য্য কি ভাবে উদিত ও অস্তমিত হইয়া থাকে তাহা বলিতে যাইয়া ছান্দোগ্য বলিতেছেন যে—

স যাবৎ আদিত্য উত্তরত উদেতা
দক্ষিণতঃ অস্তমেতা দ্বিস্তাবৎ
উর্দ্ধং উদেতা অর্কাৎ অস্তমেতা ।

সূর্য্য উত্তরে উদিত হইয়া দক্ষিণে অস্ত গমন করে, আবার দ্বিতীয়বার উর্দ্ধে উদিত হইয়া অধোদিকে অস্তগিত হইয়া থাকে ।

এখানে মেরুপঙ্গভের নামগন্ধও নাই, মেরুর প্রদক্ষিণ প্রসঙ্গও সুদূরাপাস্ত । তবে আমরা এরূপ প্রমাণও পাইয়াছি যে উত্তরকেন্দ্রে সূর্য্য ঠিক কুস্তকারচক্রের শ্রায় ভ্রমণ করে । যাহা হউক এ সকল পুস্তির গল্পদ্বারা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, তাই আমরা তিলকের এ মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না । তৎপর তিনি ১৬৪ অধ্যায়ের ১১ ও ১৩শ (৮ম ও ১৩শ) শ্লোকের যে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহাও অব্যাহত বস্তু বলিয়া অনুমোদন করিতে অসমর্থ । তিনি বলিতেছেন যে—

Later on the writer informs us :—“The mountain, by its lustre, so overcomes the darkness of night, that the night can hardly be distinguished from the day.” A few verses further, and we find, the day and the night are together equal to a year to the residents of the place. Page—69.

কিন্তু আমরা মনে করি শ্লোকদ্বয়ের প্রকৃতার্থ ইহা নহে । উহাদের তাৎপর্য্য এই যে—

হে পুরুষ প্রবর! সেই নগোত্তমের তেজে ও তত্রস্থ মহৌষধি সকলের প্রভাবে তথায় অহোরাত্রের কোনও প্রভেদ ছিল না । অর্জুনবিরহে সেই যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের একদিন ও একরাত্রি যেন এক এক বৎসরের তুল্য বোধ হইতেছিল ।

বলিতে পার, এখানে “অর্জুনবিরহ” আসিল কোথা হইতে, মূলে ত তাহা নাই? আছে বই কি, তিলক শ্লোকটির একাদ্ধ উদ্ধৃত করাতেই সে কথাটা কাহার মনে জাগিতে অবসর প্রাপ্ত হয় নাই । পূর্ণ শ্লোকটি এই—

দৃষ্ট্বা বিচিত্রাণি গিরৌ বনানি,
কিরীটিনং চিন্তয়তা মভীক্ষম্ ।
বভূব রাত্রি দিবসশ্চ তেষাং
সংবৎসরেণেব সমানরূপঃ ॥

গিরৌ তস্মিন্ পরতে বিচিত্রাণি বনানি চিত্তবিনোদনকরাণি কাননানি
দৃষ্টে। অপি অভীক্ষং নিয়তং কিরীটিনং অর্জুনং চিন্তয়তাং তেষাং পাণ্ডবানাং
রাত্রিঃ দিবসশ্চ সংবৎসরেণ সমানরূপ এব বভূব। বিরহশ্চ দুর্কহৃদাদিতি
ভাবঃ। ফলতঃ ইহা “বৎসর তিলেকে, প্রলয় পলকে, কেমনে বাঁচবে বালা”
কবিতার গায় অতিশয় উক্তি মাত্র।

আর প্রথম শ্লোকে যে অহোরাত্রের কোনও প্রভেদ ছিল না বলা হইয়াছে
তাহার দ্বারাও কেহ একরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন না যে তবে বুঝি উহা
উত্তরকুরু কথার। বস্তুতঃ সেই মেরুপর্বতে এমন সকল মহৌষধি ছিল,
যাহার আলোকে রাত্রিও দিনের মতন আলোকিত হইত। কালিদাসও
কুমারসম্বন্ধে সে কথা বলিয়া গিয়াছেন।

বনে চরাণাং বনিতাসখানাং

দরীগৃহোৎসঙ্গনিষক্তভাসঃ

ভবন্তি যত্রৌষধয়োরজ্ঞাং

অতৈলপুরাঃ সুরত প্রদীপাঃ ॥ ১০—১ম সর্গ

অতঃপর তিলক বেদে যে দীর্ঘকালব্যাপিনী উষার কথা বিবৃত আছে,
তাহার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, একমাত্র উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্র ভিন্ন
এদৃশ জগতের আর কুত্রাপি (দক্ষিণ কেন্দ্রেও হইতে পারে) হইতে পারে না।
সুতরাং ঋগ্বেদে যখন এবিষয়ের বিস্তৃত বিবৃতি রহিয়াছে, তখন উত্তরকেন্দ্রই
মানবের আদি জন্মভূমি।

The Rig Veda, we have seen, does not contain distinct
references to a day and a night of six months' duration,
though the deficiency is more than made up by parallel
passages from the Iranian scriptures. But in the case of the
dawn, the long continuous dawn with its revolving splen-
dours, which is the special characteristic of the North Pole
there is fortunately no such difficulty. Page 80—81.

আমরাও সর্বান্তঃকরণে তিলকের এই কথার সমর্থন করিয়া থাকি। তিনি
আপন মতের সমর্থনজন্য ঋগ্বেদহইতে দীর্ঘকালব্যাপিনী উষাঘটিত প্রায়
২০।২৫টি মন্ত্রের অধ্যাহার করিয়াছেন, কিন্তু আমরা তাহাও নিশ্চয়ই জান

করি। কে না স্বীকার করিবেন যে, উত্তরকুরুতে দীর্ঘকালব্যাপিনী উষা ছিল ও এখনও রহিয়াছে? কিন্তু তাহাতে সেই উত্তরকুরুর আদিজন্মগেহে কিরূপে সিক হইতে পারে, আমরা তাহা অবগত নহি। উত্তরকুরুতে যে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি হইয়া থাকে তাহাও আমাদের পূর্বপিতামহগণ জানিতেন, তথায় যে অরোরা বরিয়ালিস (Aurora Borealis) রাত্রিতে আলোকের কাজ করিত তাহাও তাঁহারা অবগত ছিলেন (রামায়ণ কিঙ্কিকাও ৩৩ সর্গ শেষ দেখ) এবং দীর্ঘকালব্যাপিনী উষার সহিতও তাঁহারা অপরিচিত ছিলেন না। কেন? তাঁহারা ভারতহইতে উত্তরকুরুতে সদাসর্বদাই যাতায়াত করিতেন। তাঁহারাই হয় তথায় বসিয়া, না হয় তথা হইতে ভারতে আসিয়া উহা বৈদিক-মন্ত্রে বিবৃত করিয়াছেন। অগ্নিদেব উহার সমাহারেই ঋগ্বেদের দেহপুষ্টি করেন। যদি তিলক জানিতেন যে বেদ মানুষের প্রণীত, ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদ একমাত্র ভারতীয় সম্পদ, তাহা হইলে তিনি এই সকল বিষয়ের উপর এত নির্ভর করিতেন না। পক্ষান্তরে সাম ও যজুর্বেদে এই সকল বিষয়ের কোনও প্রসঙ্গই নাই। অথচ সামবেদই সেই দেবলোকের বস্তু ও জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মহাপুরাণ। এখানে সামাজিকগণ আরও একটি কথা ভাবিয়া দেখিবেন যে ঋগ্বেদে অল্পক্ষণস্থায়িনী উষার কথাও বহু মন্ত্রে রহিয়াছে—

এতা ত্যা উষসঃ প্রতিযন্তি মাতরঃ । ১—২২ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যং—ত্যা এতা উষসঃ প্রতিযন্তি প্রতিদিনঃ গচ্ছন্তি । দত্তজ—
মাতৃগণ (উষা) প্রতিদিবস গমন করেন।

পুনঃ পুনর্জায়মানা । ১০—ঐ

তত্র সায়ণভাষ্যং—পুনঃ পুনর্জায়মানা প্রতিদিবসঃ সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বং
প্রোচ্ছর্তবন্তী । দত্তজ—উষাদেবী দিনে দিনে সমস্ত প্রাণীর জীবন হ্রাস করেন।

বি যা সৃজতি সমনং ব্যাধিনঃ

পদং ন বেতি ওদতী । ৬—৪৮ সূ—১ম

তত্র সায়ণঃ—যা দেবতা সমনং সমীচীনচেষ্টাবস্তঃ পুরুষং বিসৃজতি
প্রেরয়তি । কিঞ্চ উষা অধিনঃ যাচকান্ বিসৃজতি ওদতী উষা দেবতা পদং
স্থানং ন বেতি কাময়তে উষঃকালঃ শীঘ্রং গচ্ছতি । দত্তজ । হে উষে তুমি
অধিকক্ষণ অবস্থান কর না।

আমরা এইরূপ আরও শত শত মন্তব্যেরা অল্পকালস্থায়িনী উষার নিকাশ দিতে পারি। এখন কি আমরা বলিব যে দেশে উষা অল্পক্ষণ থাকে, সেই জনপদই মানবের আদি জন্মভূমি? ফলতঃ তিলকের এই উক্তি সর্বথাই অযৌক্তিক বলিয়া আমরা ইহার অনুশীলনে ক্ষান্ত থাকিলাম। অতঃপর আমরা তিলকের হিমপ্রলয়ের কথা বলিব। তিনি বলিতেছেন যে—

Dr. Warren in his interesting and highly suggestive work the Paradise found the cradle of the Human Race at the North Pole has attempted to interpret ancient myths and legends in the light of modern scientific discoveries and has come to the conclusion that the original home of the whole human race must be sought for in regions near the North Pole. My object is not so comprehensive. I intend to confine myself only to the Vedic literature and show that if we read some of the passages in the Vedas, which have hitherto been considered incomprehensive, in the light of the new scientific discoveries, we are forced to the conclusion that the home of the ancestors of the Vedic people was somewhere near the North Pole before the last Glacial epoch.

Page—6—7.

তিলক এখানে পকারান্তরে মহামতি ওয়ারেন সাহেবকে প্রমাণ স্থলে খাড়া করিয়াছেন। কিন্তু আমরা কোনও ঋষি বা সাহেবের নামে দশায় পড়িবার নহি। যদি তিলক ওয়ারেন সাহেবের সমাক্রান্ত প্রমাণাবলীদ্বারা North Pole এর আদিগেহত্ব সমর্থিত করিতে পারিতেন, তবে আমরা তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতাম। বেদ বা আমাদিগের অন্যান্য গ্রন্থে হিমপ্রলয়ের কথা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতেই যে সেই হিমপ্রলয়ের স্থানকে আদিগেহ ভাবিতে হইবে, এরূপ কোনও হেতু দেখা যায় না। যদি কোনও বেদমন্ত্র বা শাস্ত্রবাক্য বলিতেন যে, আমাদিগের আদিপিতৃভূমিতে ছয়মাস দিন ও ছয়মাস রাত্রি ছিল, দীর্ঘকালব্যাপিনী উষা ছিল, হিমপ্রলয় ছিল, তাহা হইলে আমরা তিলকের মতেব সমর্থন ও অনুমোদন নতশিরেই করিতাম। কিন্তু সেরূপ কোনও কথা কোনও ঋষিই বলিয়া যান নাই। বিষ্ণুপুরাণে বিবৃত আছে যে—

বাবন্নাড্রে প্রদেশে তু মৈত্রেয়াবপ্তিতো কুবঃ ।

ক্ষয়মায়াতি তাবৎ তু ভূমেরাভূত-সম্পূবে ॥ ৯২—৮ অ—২ অংশ

তত্র শ্রীধরস্বামী—ভূতসংপ্রবরূপঃ যঃ অস্তঃপ্রলয়ঃ তৎপর্গ্যস্তম্ ।

হে মৈত্রেয় ! যে প্রদেশে মহারাজ কুব অবস্থিত ছিলেন, ভূতসম্পূব বা প্রলয়বিশেষ উপস্থিত হইলে সেই সকল স্থান ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

ইহাই হিমপ্রলয় । পুরাণে এরূপও বর্ণিত আছে যে, এক এক লোক তুষার প্লাবনে প্লাবিত হইলে লোকসকল নিকটবর্তী অন্তলোকে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন । মহাভারতেও এরূপ বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যায় ।

যোজনানাং সহস্রাণি পঞ্চ যন্ মালাবানথ ।

মহারজত সঙ্কশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ২২

ব্রহ্মলোকচ্যুতাঃ সন্নে সর্কৈ সর্কৈষু সাধবঃ ।

রক্ষণার্থং তু ভূতানাং প্রবিশন্তে দিবাকরম্ ॥ ৩৩

আদিত্যতাপতস্তাস্তে বিশস্তি শশিমণ্ডলম্ ॥ ৩২—৭অঃ, ভীষ্মপর্ক ।

অর্থাৎ ভদ্রাশ্ব বর্ষ বা চীনদেশস্থ মালাবান্ পর্বত একাদশ সহস্র যোজন বিস্তৃত । তদদেশীয় লোক সকল রক্তবৎ শুভ্রবর্ণ, তাঁহারা ব্রহ্মলোক হইতে তথায় আসিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরম সাধু । কেহ কেহ বা মহর্ষি সূর্য্য দেবের জনপদে প্রবেশ করেন, কেহ কেহ বা তথায় থাকিতেও সমর্থ না হইয়া মহারাজ চন্দ্ৰের জনপদে প্রবেশ করিয়াছিলেন ।

ইহা প্রকৃত কথা । হিমপ্রলয়ে লোক সকল বহুবার ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরু পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্র যাইতে বাধ্য হইয়াছেন । শ্রীভনিকগণও এই ব্রহ্মলোক হইতে হিম-প্রলয়বশতঃ ক্রশিয়ায় গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও উক্ত ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরুর আদিগেহত্ৰ নিবৃত্ত হইতে পারে না । আমরা পঞ্চনদহইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিতেছি । এখন যদি কোনও বাঙ্গালী কোনও কারণে বিপদগ্রস্ত হইয়া কাশী, অবন্তী, গুজরাট বা উক্ত পঞ্চনদে আবার গমন করেন, তাহা হইলে যেমন বঙ্গদেশকে আদিম নিবাসভূমি বলিয়া গণনা করা যাইবে না, তদ্রূপ পিতৃভূমির লোকেরা কোনও কারণে ব্রহ্মলোক বা উত্তর কুরুতে যাইয়া বাস করিয়া পর হিমপ্রলয়ে ব্রহ্মলোক ত্যাগ করিয়া ভদ্রাশ্ব বর্ষ, কেতুমালবর্ষ বা ইলাবৃত্ত

বর্ষে পুনরাগমন করিলে ব্রহ্মলোককে প্রকৃত আদিম পিতৃভূমি বলা যাইতে পারিবে না। সুতরাং তিলক উত্তর কুরুর আদিগেহত্বসম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমুদায়ই অযৌক্তিক ও অমূলক। কোনও বেদের কোনও মন্ত্র বলে নাই যে উত্তর কুরু মানবের আদি জন্মভূমি বা পিতৃলোক।

অতঃপর আমরা মহামতি William F. Warren সাহেবের মতের খণ্ডনে প্রয়াস পাইব। তাঁহার গ্রন্থের নাম—

Paradise Found

এবং তিনি বলিতেছেন যে,—“The Cradle of the Human race at the North Pole.” অর্থাৎ উত্তর কেন্দ্রই মানবের আদি জন্মভূমি। তিনি পৃথিবীর নানা জাতির মত উদ্ধৃত করিয়া পরে আপন মতের সমর্থন জন্য বহু বাজে কথা বলিয়াছেন, আমরা বাহ্যিক বোধে সে সকল কথার অবতারণা করিলাম না, এই সকল কথার কোনও মূল্য আছে বলিয়াও মনে হইল না। ফলতঃ যে দেশের লোকদিগের কোনও প্রকার প্রাচীনতম ইতিহাস বা ধর্মগ্রন্থ নাই, অর্থাৎ গ্রীস, রোম, মিশর, গেলেষ্টাটন ও বেবেলিয়ন যাহাদিগের একমাত্র পুঁজি, আমরা কি প্রকারে তাঁহাদিগের একমাত্র প্রমাণশূন্য অনুমানে নির্ভর করিব? যখন প্রাচীনতম যুগের ইতিহাস ভিন্ন অন্য কোনও উপায়েই মানবের আদি জন্মভূমির অস্তিত্ব, স্বরূপ ও অবস্থান বিন্দু নির্ণীত হইবার নহে, তখন আমরা প্রাচীন যুগের প্রকৃত ইতিহাস বেদের মরুভূমি পাশ্চাত্য জনপদবাসীদিগের মুখের কথায় কেমন করিয়া সায় দিব? ফলতঃ যাহাদিগের কোন গ্রন্থই “পিতা” “পিতৃলোক” বা “পিতৃভূমি” শব্দের কোনও সমাবেশই দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহারা ই বা কেমন করিয়া কেবল অনুমান বলে আদি জন্মভূমির তত্ত্বনির্ণয়নে সমর্থ হইবেন? ফলতঃ তাঁহারা যাহাকে Prehistoric সময় বলিয়া নির্দেশ করেন, তাহা বৈদিক-যুগের পূর্বের যুগ, বৈদিক যুগ নহে। আমাদের বৈদিক যুগই প্রকৃত ইতিহাসের লীলাভূমি। যাহারা সেই বেদ ছাড়িয়াছেন, বা পড়িয়াও উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য জদয়জম করিতে সমর্থ হইয়াছেন নাই, তাঁহাদিগের কোনও কথারই কোনও প্রকৃত মূল্য নাই। মহামতি তিলকও বেদ ছাড়িয়া ওয়াবেন প্রভৃতি সাহেবদিগের মতে মত দিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন।

উত্তর কেন্দ্রে কোনও দিন মানুষ ছিল বা জন্মিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। কোনও দেশের কোনও শাস্ত্রেও উত্তর কেন্দ্রকে আদি নিকেতন বলিয়া নির্দেশ করে না। জগতের অতি প্রাচীনতম মহাকাব্য রামায়ণও উত্তর কুরু অস্তিত্বপরিখ্যাপন ও তথায় ব্রহ্মাদি দেবগণ বাস করিতেন বলিয়া নির্দেশ করিলেও (৪৩ সর্গ—কিষ্কিন্ধাকাণ্ড শেষ) উহাতে ইহাই বরং রহিয়াছে যে—

ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরুণামুক্তারণ বঃ ।

অভাস্করম মৰ্যাদং ন জানীম স্ততঃ পরম্ ॥

অর্থাৎ হে বানর-চমুগণ ! তোমরা কখনই উত্তর কুরু উত্তরে (সূতরাং উত্তর কেন্দ্রে) গমনচেষ্টা করিও না। কেননা তথায় সূর্য উদিত হয় না এবং উহার সীমাও কেহ জানে না।

কেন উহার সীমা অজ্ঞাত ? যেহেতু সেই পুরাতন যুগেও কেহ উত্তর কেন্দ্রে যাইতে সমর্থ হয় নাই, অত্যাপি সমর্থ হইতে পারে নাই। পারিলে পৃথিবীর কোনও না কোনও দেশের গ্রন্থে উহার কিছু না কিছু বিবৃতি থাকিতই ; রামায়ণও উহার স্বরূপনির্দেশবিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেন না। তবে ইহা পরিজ্ঞাত সত্য যে উত্তর কুরুতে ব্রহ্মাদি দেবগণ বাস করিতেন, উহা একদিন জগতের আদর্শ পুণ্যক্ষেত্র বলিয়াও স্বীকৃত ছিল। আমরাও ভারতহইতে তথায় যাইয়া দেবনাগরী অক্ষর নির্খিতে পড়িতে শিখিতাম, যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানপ্রণালী অবগত হইতাম ও ব্রহ্মার নিকট বেদাধ্যয়ন করিতাম। কিন্তু তাহাতেও উক্ত উত্তর কুরু আদিগেহত সিদ্ধ হইতে পারে না। ব্রহ্মাদি দ্বাদশ আদিত্যের জন্মভূমি আদি ব্যোম মঙ্গলিয়া বা ইলাবৃত বর্ষ, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সাধ্যগণ সেই আদি ব্যোমহইতেই উত্তর কুরুতে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে তথায় মহাহিম-প্রলয় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মাদির অনন্তরবংশীয়েরা কেহ কেহ সেই উত্তর কুরু বা ব্রহ্মলোক পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইলেন। তাই মহাভারত ও পুরাণ বলিয়াছেন—

ব্রহ্মলোকাং চ্যুতাঃ সর্বে

কিন্তু এতাবতী এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইতে হইবে না যে এই ব্রহ্মলোকই আদি গৃহ। কেননা ব্রহ্মাদি দেবগণ যে আদিগেহ ইলাবৃত বর্ষ ছাড়িয়া

উত্তর কুরুতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন, ইলাবৃতবর্ষই যে তাঁহার ও তাঁহার সহোদর ভ্রাতা বিষ্ণু ও ইন্দ্রপ্রভৃতির জন্মভূমি, তাহা আমরা ইহার পূর্বেও বলিয়াছি ও পরেও প্রসঙ্গতঃ বলিব। যাহা হউক মহামতি ওয়ারেন চীনদিগের গ্রন্থ হইতে এই মতের অধ্যাহার করিয়াছেন—

“Among the Chinese we find a similar celestial mount, the mythical Kewen-lun. It is often called simply ‘The Pearl Mountain.’ On its top is Paradise, with a living fountain, from which flow in opposite directions the four great rivers of the world. Around it revolves the visible heavens; and the stars nearest to the Pole, are supposed to be the abodes of the inferior gods jand enii. To this day, the Tanists speak of the first person of their trinity as residing in ‘the metropolis of Pearl Mountain,’ and addressing him turn their face to the northern sky. P. 128

আমরা চৈনিকগণের এই মত অবগত হইয়া কিছুই বিস্মিত হইলাম না। ইহা আমাদেরই শাস্ত্রের লেজামুড়া বাদ দেওয়া মূল কঙ্কালবিশেষ। চৈনিকেরা ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান ও ভারতের ত্রাত্য-ক্ষত্রিয়। নেপাল তাঁহাদিগের আদি চীনদেশ ও পৈতৃক সাম্রাজ্য, স্মতরাং তাঁহারা নূতন মত কোথায় পাইবেন? তবে বাইবেলের দেশ পেলেষ্টাইন (পল্লীভান) ও বালী (বরাহ) দ্বীপের লোকেরা ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান হইয়াও যেমন ভারতীয় শাস্ত্রের অনেক কথা ভুলিয়া বাইবেল ও কবিভাষার গ্রন্থে অনেক বিকৃত বা অতিরঞ্জিত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্রূপ ভূতপূর্ব ভারত-সম্ভান চীনগণও কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু বস্তু ঠিক একই আছে।

উহাদের মুক্তার পর্বত আমাদের কনকরত্নময় মেরু পর্বত এক ভিন্ন দুই নহে। উহারাও আমাদের আদিস্বর্গবিহারিণী মন্দাকিনী, চক্ষুঃ, ভদ্রা ও সীতানদীকে লক্ষ্য করিয়া চারি নদীর কথা বলিয়াছেন।* যথা—

* মহাকাবি হোমরও এই হিন্দুর চারি নদীর কথা অনবগত ছিলেন না—

Finally identifying the place beyond all question, we have the Eden “fountain”, whose waters part into four streams, flowing each in opposite directions. Illiod ..P 230

বিষ্ণুপদী বিষ্ণুপদাং নির্গতা চতুর্ধা স্তাং ॥ ৩৬

সীতাখ্যা ভদ্রাশ্বং সা অলকনন্দাশ্চ ভারতবর্ষম্ ।

চক্ষুশ্চ কেতুমাণং ভদ্রাখ্যা উত্তরকুরুন্ যাতা ॥ ৩৭— ভুবনকোষ ।

এবং উহারাও আমাদের পাদগম্য স্বর্গের গ্রাম আপনাদের স্বর্গকে পাদগম্য দৃশ্য ও নরদেবগণের আবাসস্থান বলিয়া নির্দেশ করিতে বিস্মৃত হইয়া নাই। এবং উহাদের দেবত্রিতয় ও আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবও এক ভিন্ন দুই নহে। এবং মেরুপর্বত ও মুক্তাপর্বতের নিবাসিগণও তুল্যভাবে সেই অপরমেশ্বর (inferior gods) নরদেবগণ। এবং আমরা যেমন নক্ষত্রো-পাধিক দেবগণকে (যেমন শনি, বুধ, বৃহস্পতি) স্বর্গবাসী বলিয়া জানি, চীনেরাও তাহাই জানিতেন ও জানেন। এবং আমরা যেমন আমাদের আদি নিবাস পিতৃভূমি আকাশকে (মঙ্গলিয়াকে)

“পিতৃগাং স্থানমাকাশং

দাক্ষিণ্য দিক্ তথৈবচ ।” পরাশর ।

ক্রান্তিক্রমে শূন্যে চড়াইয়া দিয়াছি, উহারাও তাহাই করিয়াছেন। আমরা যেমন আমাদের দেবভূমিকে আমাদের উত্তরস্থ বলিয়া জানি, তদ্রূপ চীনেরাও অবগত রহিয়াছেন। কিন্তু ওয়ারেন সাহেব যে চীনগণের দৃশ্য heavens অথবা স্বর্গকে—

nearest to the Pole

উত্তর কেন্দ্রের নিকটতম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমরা প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। এখানে চীনদিগের কথাগুলি চৈনিক ভাষায় বর্ণিত আছে, তাহা অবিকল তুলিয়া দেওয়া উচিত ছিল। সাহেবেরা হিন্দুর বেদাদি ও পারশীকদিগের জেন্দাভেস্তার যে অনুবাদ করিয়াছেন, তদৃষ্টে আমরা তাঁহাদের চৈনিক ভাষায় অনুবাদকে প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিতে সাহসী হইতে পারি না। ফলতঃ জেন্দার মৌরুকে হিন্দুর মেরুপর্বতের সহিত অভিন্ন জ্ঞান না করিয়া উহাকে মার্ত ঠাহরিয়া এবং জেন্দার

Aryanom Vaiejo

কে সাহেবেরা অভৌগোলিক স্থান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের নিরাশ করিয়াছেন।

যাহা ইউক ওয়ারেন চৈনিকদিগের মত উক্ত করিয়া বরং আমাদিগের মতেরই সমর্থন করিয়াছেন, পরন্তু উত্তর কেন্দ্রের আদিগেহের মতের নহে। চীনদের আদি নিকেতনেরও একটা নদী উত্তরবাহিনী। যদি উত্তর কেন্দ্র আদি গেহ হয়, তাহা হইলে তাহার আবার উত্তর কোথায়? ও তাহার উত্তরে নদীই বা যাইবে কোথায় বহিয়া? মহামতি ওয়ারেন স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

“The question is answered the moment we say that in the Hindu conception and tradition man proceeded from Meru. His Edenland was Ilavrita. It was therefore at the Pole. P. 151.

হিন্দুদিগের শাস্ত্র ও প্রবাদসমূহ ইহাই বলে যে মনুষ্যগণ মেরুহইতে চারি দিকে গিয়াছে এবং তাহাদের ইদেন বা আদি নিকেতন ইলাবৃত। সূত্রাঃ ইহা উত্তর কেন্দ্রে হইতেছে।

কিন্তু আমরা ওয়ারেনের সকল কথায় সায় দিতে পারিলাম না। আমরা যে আদি স্বর্গ মেরু পর্বত বা আদি দেবলোকে হইতে চলিয়া ভারতাদিতে আসিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ সত্য কথা—

“স এষ পর্বতোমেরুর্দেবলোক উদাহৃতঃ”

“দেবলোকাং চ্যুতাঃ সশ্বে ।” বায়ুপুরাণ।

এবং আমাদিগের আদি জন্মভূমি মেরুপর্বতের সান্নিদেশ যে ইলাবৃতবর্ষ (মঙ্গলিয়াহ), তাহাও অতি প্রকৃত সংবাদ

মেরুমধ্যম্ ইলাবৃতম্। বায়ু

কিন্তু সেই মেরুপর্বতসনাথ ইলাবৃতবর্ষ, উত্তরকেন্দ্রবিহারী নহে, উহা মনুষ্য দেহে নাভির গায় আশিয়ার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত! ওয়ারেন মেরু শব্দে উত্তর মেরু বুঝিয়া এই প্রমাদের উদ্গিরণ করিয়াছেন। ফলতঃ উত্তর কেন্দ্রে ইলাবৃতবর্ষ নামে কোনও জনপদ ছিল না, নাই ও থাকার কথাও জানা যায় না। তবে যখন “আরঃ” বা আরাল হ্রদ অপার বিবেচিত ছিল, আটলান্টিকের গায় উহারও পার নাই বলিয়া বিশ্বাস করা হইত, তখন হিন্দুরা এমন কি সমগ্র বৈদিক ঋষিরা উক্ত ইলাবৃতবর্ষকেই পৃথিবীর উত্তরবেদী বা শেষ উত্তর সীমা বলিয়াই জানিতেন—

ইলা বহুব্রবেদী

কিন্তু উগা উত্তর মেরু নহে, পরন্তু উত্তর মেরুহইতে প্রায় ৬ মাসের দক্ষিণে অবস্থিত। ওয়ারেন কেমন করিয়া ইলাকে উত্তর কেন্দ্রে লইয়া গেলেন? তিনি আপন মতের সমর্থনজন্য যে বিকৃত মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতেও ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে যে ইলাবৃত্তবর্ষ এশিয়ার মধ্যস্থলে, পরন্তু উত্তর কেন্দ্রে নহে।

কিন্তু হিন্দুরা কোনও দিনই সমগ্র গোলার্কে এই নয়টি বর্ষের অবস্থিতি নির্দেশ করিয়া থাকেন না। এই নয়টি বর্ষ বা ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সতাম্ এই সাতটি লোক লইয়া মাত্র আশিয়া মহাদেশ পরিগণিত, পক্ষান্তরে সমগ্র আফ্রিকা ও সমগ্র ইউরোপ এবং সমগ্র আশিয়া পূর্ব গোলার্কের অন্তর্গত। বায়ুপুরাণে বর্ণিত রহিয়াছে যে—

বেদর্কঃ দক্ষিণে ত্রীণি বর্ষাণি ত্রীণি চোত্তরে ॥ ৩২

তয়োর্মধ্যে তু বিজ্জয়ঃ মেরুমধা মিলাবৃত্তম্ ।

তত্র দেবগণাঃ সর্বে গন্ধর্কোরগ রাক্ষসাঃ ।

শৈলরাজে প্রমোদন্তে শুভাশ্চাপ্সরনাঃ গণাঃ ॥ ৫৫

স তু মেরুঃ পরিবৃত্তো ভুবনৈর্ভূতভাবনঃ ।

চত্বারো যস্য দেশা বৈ নানা পার্শ্বমধিষ্টিতাঃ ॥ ৫৬—৩৪ অঃ

অর্থাৎ উত্তর বেদী বা ইলাবৃত্ত বর্ষের দক্ষিণে হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষ এবং উত্তরে রম্যক বর্ষ, হিরণ্য বর্ষ ও উত্তর কুরুবর্ষ। এই ছয়টি বর্ষের মাঝখানে ইলাবৃত্ত বর্ষ, উক্ত ইলাবৃত্ত বর্ষের আবার ঠিক মধ্যস্থলে মেরু পর্বত। এই মেরু পর্বতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ, গন্ধর্ব, নাগ, রাক্ষস ও অপরোগণ বাস করেন। এই মেরুপর্বত উক্ত ছয়টি বর্ষ ও কেতুমাল এবং ভদ্রাশ্ব এই আটটি বর্ষদ্বারা পরিবেষ্টিত। এবং এই মেরুপর্বতই

ভূত ভাবনঃ

ভূতানাং সর্ব প্রাণিনাং ভাবনঃ উৎপত্তিস্থানম্ ।

মনুষ্য, পশু ও পক্ষি-প্রভৃতি সকল প্রাণীর আদি উৎপত্তি স্থান। উহার উত্তরে (রম্যক, হিরণ্য ও উত্তরকুরুবর্ষ), দক্ষিণে ভারতবর্ষ, হরিবর্ষ ও কিম্পুরুষবর্ষ, পূর্বে ভদ্রাশ্ব বা চীন এবং পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ বা তুরুষ্ক, পারস্য,

অপোগ স্থান। ইহার মধ্যে, ইলাবৃত, হরি ও কিম্পুরুষবর্ষ লইয়া “স্বঃ” বা আদি স্বর্গ ও রম্যক, হিরণ্য ও উত্তরকুরুবর্ষ লইয়া “ত্রিদিব” পরিকল্পিত। এই ত্রিদিব, স্বঃ, কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ববর্ষকে মেরুপর্বতের পার্শ্বস্থ প্রদেশ-চতুষ্টয় বলা হইয়াছে।

আমরা আমাদের কথাগুলি বুঝাইবার জন্য এই গ্রন্থে পূর্ব গোলাক্কের একটা পূর্ণ মানচিত্র সন্নিবেশিত করিলাম, উহাতে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং নববর্ষ বা সপ্ত দেবলোক ও সীতাপ্রভৃতি নদীচতুষ্টয়সম্বন্ধিত এশিয়ার প্রকৃত অবস্থা প্রদর্শিত হইল।

সুতরাং পূর্বত মেরুকে উত্তর মেরুতে লইয়া যাওয়াতে জানা গেল মহামতি ওয়ারেন আমাদের পুরাণের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন নাই। তিনি স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

“How strange that Linerment could have written the following, and still have imagined that the true primeval Eden of the Hindu was anywhere else than at the terrestrial Pole. P. 151.

ইহা বড়ই আশ্চর্য্য যে মহামতি লিনারমেন্টের মতন পণ্ডিত ব্যক্তিও ইহা লিখিয়াছেন ও এখনও এই মতের পোষণ করিতেছেন যে হিন্দুদিগের আদি নিকেতন অথবা যে কোনও স্থানেই হউক, পরন্তু উত্তর কেন্দ্রে নহে।

আমরা কিন্তু বলিতে বাধ্য যে লিনারমেন্টের কথাই বরং সম্পূর্ণ সত্য, তাঁহার কথায় ওয়ারেন সাহেবের বিস্মিত হইবার কোনও হেতুই নাই। কি হিন্দু বা কি অন্যান্য জাতি, কোনও মনুষ্যেরই আদি নিকেতন উত্তর কেন্দ্রে নহে। এ বিষয়ে লিনারমেন্ট সম্পূর্ণ নিরপরাধ। ওয়ারেন পুনরায় বলিতেছেন যে—

“He says, “In all the legends of India the origin of of mankind is placed on Mount Meru, the residence of the gods, a column which unites the sky to the earth. At first sight, on reading the discription of Mount Meru furnished by the Purans, it appears over-charged with so many purely mythological features that one hesitates to believe that it has any basis in reality. P. 152.

লিনারমেন্ট ইহাও বলেন যে, “হিন্দুদিগের বংশপরম্পরাগত জ্ঞান ইহাই যে, মেরু পর্বত সমগ্র মানবজাতির আদি নিকেতন। যে মেরুপর্বতে দেবতারা বাস করেন ও যে পর্বতশ্রেণী অভ্রঙ্ঘ-শেখর”। কিন্তু পুরাণকারেরা মেরুর যে অস্বাভাবিক বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কোনও বিবেকশীল ব্যক্তিই উহাতে আস্থা প্রদর্শন করিতে পারেন না।

হাঁ আমরাও পুরাণের অতিরঞ্জিত অংশে কোনও দিন আস্থা-প্রদর্শন করিয়া থাকি না। কিন্তু উহার প্রকৃত ঐতিহ্যে কেন বিশ্বাস করা যাইবে না? মেরু পর্বত সোণা দিয়া প্রস্তুত, ইহা বচনের প্রকৃত অর্থ নহে, উহার অর্থ মেরু পর্বত স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যের আকর ভূমি। উহার দৈর্ঘ্যাদি সম্বন্ধেও আমরা অনাস্থাবান, কিন্তু ঐ নামের একটি পর্বত যে ইলার্বৃত বর্ষে ছিল ও এখনও রহিয়াছে, তথায় যে ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ বাস করিতেন তাহাতেও কি আস্থা প্রদর্শন করিতে হইবে? একজন মাদ্রাজী খৃষ্টান লিখিয়াছেন—

“In the navel, or middle of Jambu-dvipa is the golden Mount Meru. The writers of Purans, who gave such wonderful account of the universe were guided by their fancy. They framed marvellous stories, fit only, like fairy tales, for the amusement of children.

কিন্তু বাইবেলবিনোদী খৃষ্টান মহাশয় যে কেমন করিয়া বাইবেল গলাধঃকরণ করার পরও পুরাণের বর্ণনাতে এত অকুচি প্রদর্শন করিলেন ইহাই ভাবিবার কথা। পুরাণ গুলি বাইবেল হইতেও পুরাতন, সুতরাং উহাতে একপ অত্যাতিরিক্ত অবতারণা থাকিবে না কেন? মুষা সিনার পর্বতে খোদার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, মহাপ্রভু তাহার আঙ্গুল দিয়া মুষাকে পাথরে বচন খুদিয়া দিয়াছিলেন, ঈশ্বর ঝোপের আড়ালে বাঘের মতন লুকাইয়া থাকিতেন, এগুলি কি পুরাণের বর্ণনা অপেক্ষা ততোধিক অবিশ্বাস্য পদার্থ নহে? অবশ্য মেরুর দৈর্ঘ্যবিস্তার ও প্রভাবের বর্ণনা অতীব অত্যাতিরিক্তবিলসিত কিন্তু মেরু পর্বত যে একটা প্রকৃত পদার্থ, উহা যে ইন্দ্রাদি দেবগণের বাসভবন, তাহা কি ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান গ্রীক প্রভৃতি জাতিও বলিয়া থাকেন না? ওয়ারেন কি ইহা লিখিয়া যান নাই যে—

In Mount Meros we have only the Greek form of Meru, as long ago shown by Creuzer. The one is the navel of the Earth for the same reason that the other is. Egyptian Meroe (in some Egyptian texts mer, in Assyrian merukh or Merukha), the seat of the famous oracle of jupiter Ammon, was possibly named from the same "World Mountain" This would explain the passage in Quintus Curtius, which has so troubled commentators, wherein the object which represented the divine being is described as resembling a navel set in gems." P. 236

বহুদিন পূর্বে ক্রুজার সাহেব দেখাইয়া গিয়াছেন যে গ্রীক দিগের সাহিত্যেও একটা মেরোস পর্বতের সম্বন্ধ আছে, যাহা হিন্দুদিগের মেরুর সহিত অভিন্ন এবং উক্ত উভয় দেশেই একই অভিপ্রায়ে উক্ত মেরুকে পৃথিবীর নাভি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মৈশরগণও একটা মেরেই বা মার এবং এসেরিয়ানগণও একটা মেরুখ পর্বতের নাম লইয়া থাকেন। এবং তাঁহাদিগের সকলেই বিশ্বাস যে উক্ত পর্বতহইতে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার দৈববাণী শুনাইয়া থাকেন। সুতরাং কার্যতঃ সর্বত্রই মেরুপর্বতের অস্তিত্ব সমভাবে স্বীকৃত হইত। কুইণটাস কারটিয়ানের গ্রন্থেও ঐ ভাবের কথা রহিয়াছে। এবং টীকাকারগণ ব্যাখ্যাবিসয়ে নানা কষ্ট কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করাতেও ইহা স্থির হইতেছে যে উক্ত মেরুপর্বত দেবগণের আবাসস্থান এবং উহার নামান্তর নাভি এবং উহা নানাজাতি মানিক্যের আকরভূমি। সুতরাং হিন্দুরা মেরু পর্বত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিছুই অতিরঞ্জিত নহে। যাহাইউক ওয়ারেন স্থানান্তরে বলিতেছেন যে—

A similar illustration of the power of a wrong prepossession is given us in the illustrious Carl Ritter, who after expressly declaring that "the numberless Purans and their most diverse interpretations by the Pandits teach that Meru is the middle of the earth, and itself literally designates its centre and axis, thereupon in the coolest manner imaginable proceeds to identify the same sacred height with the mountains of Central Asia. P. 153.

কিন্তু আমরা ইহাতে কার্ল রিটার সাহেবের কোনও দোষই দেখিতে পাইতেছি না। প্রত্যেক পুরাণ ও রামায়ণ মহাভারত মেরু পর্বতকে পৃথিবীর অথবা এশিয়ার ঠিক মধ্যস্থানবর্তী বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং কার্ল রিটার পুরাণাদি পাঠ করিয়া কেন তাহা বলিবেন না? পুরাণে অবশ্যই অনেক বাজে কথা প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি মেরুপর্বতের অবস্থান বিষয়ে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন তাহা পরমার্থতই সম্পূর্ণ সত্য। ওয়ারেন কি কোনও প্রাচীনতম হিন্দুশাস্ত্রহইতে ইহা দেখাইতে পারিবেন যে মেরু পর্বত এশিয়ার মধ্যস্থলে নহে, পরন্তু উত্তর মেরুতে ছিল বা এখনও রহিয়াছে? ওয়ারেন স্থানান্তরে বলিতেছেন যে।—

Still worse is the procedure of Mr. Massey, who after locating the garden of Eden on Mount Meru, and saying explicitly, "The Pole, or Polar region is Meru." P. 154.

ম্যাসে সাহেব মেরুপর্বতে ইদেন উদ্যানের বা মানবের আদি জন্মভূমির অন্বেষণ করিতে পারেন, এবং উহাই যে মানবের আদি জন্মভূমি তাহাতেও সংশয় মাত্রও নাই। কিন্তু তিনি যখন উক্ত নিরপরাধ মেরুপর্বতকে উত্তর কেন্দ্রে লইয়া গিয়াছেন, তখন আমরা তাঁহার সিদ্ধান্তকেও অক্ষুণ্ণ বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। হিন্দুর শাস্ত্রে উত্তর কুরু পর্বতের নাম শৃঙ্গবান্ (পুরাণ ও মহাভারত) বা সোমগিরি (রামায়ণ কিকিনাকাণ্ড ৪৩ সর্গ), সুতরাং ম্যাসে সাহেব উত্তর কেন্দ্রে উহার দেখা কোথা হইতে পাইলেন? হয় ত তিনি অণু কোনও সামান্ত পর্বতকে মেরু ঠাহরিয়া থাকিবেন। ওয়ারেন বলিতেছেন যে—

In the Hindu Purans we are told over and over that the earth is a sphere, and that Mount Meru is its Navel or Pole. P. 240.

হাঁ প্রত্যেক পুরাণই একথা বলিয়া থাকেন যে পৃথিবী বলয়াকার এবং মেরুপর্বত উহার নাভিস্বরূপ। কিন্তু তাঁহারা কেহই একথা বলেন নাই যে উহা উত্তর কেন্দ্র বা উত্তর মেরুতে সংস্থিত। যে প্রকার নাভি (নাই) দেহের মাঝে থাকে, তদ্রূপ মেরুপর্বতও এশিয়ার ঠিক মধ্যস্থলবর্তী, ইলাবৃত বর্ষের বক্ষঃস্থলে বিরাজমান, তদ্বন্দ্যই ঋষিরা ইহা নাভি (navel) র সম্বিত তুলিত

করিয়াছেন। ইহাতে উহার উত্তর মেরুপ্রান্তের কোনও কথাই আসিতে পারে না।

ওয়ারেন অতঃপর আপনার মতের সমর্থনজন্য এশিয়াটিক রিচার্চের ৮ম খণ্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত এই কথাগুলির সমাহার করিয়াছেন—

The convexity in the centre is the navel of Vishnu.

কিন্তু এই পৌরাণিক মত অতীব ভ্রান্তিপূর্ণ। অদিতিনন্দন বিষ্ণু এক জন নরদেবতা। ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি তাঁহার সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এক দিন মেরু পর্বত বিষ্ণুর অধিকারে থাকিতে পারে, কিন্তু বিষ্ণুর দেহে মেরুপর্বত নাভি স্বরূপ বিদ্যমান, ব্রহ্মা তাহাহটতে নির্গত পদহটতে জন্মিয়াছেন, ইহা বিকৃত ব্যাখ্যা। মেরুপর্বত সনাথ ইলাবৃত বর্ষের নামান্তর আকাশ, পৃথ্বর (পদ্ম) ও মঙ্গ প্রভৃতি। ব্রহ্মাদি দেবগণ এই নাভিসংক্রমক পৃথ্বর বা পদ্মাখ্য জনপদে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাই সর্লজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার বিশেষণ “অক্ষয়ানি।” পুরাণপ্রণেতৃগণ ইহাব কোনও প্রকৃত মন্থ বস্বিতে না পাবিয়া ব্রহ্মাকে বিষ্ণুদেবের নাভি হটতে নির্গত একটা পদ্মোপরি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। অতঃ এই “নাভি” কোনও মন্ত্যের নাই নহে, উহা ইলাবৃত বর্ষের মেরুপর্বতের নামান্তর মাত্র। ওয়ারেন তৎপর বলিতেছেন যে—

But the expression nabhi, or “Navel” of the earth is older than the Purans, though the very meaning of Puran is “ancient.” P. 24.

নাভি শব্দ অতি প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যহটতে অর্লীচীন যুগের পুরাণাদি নানা শাস্ত্রে প্রযুক্ত হটয়া আসিতেছে। বেদে ইহা ক্চিৎ নাভি ও ক্চিৎ বা নানারূপ অর্থে ব্যবহৃত। উহার আদি অর্থ নাভি (নাই)।

কেননা মেরুপর্বতসনাথ ইলাবৃতবর্ষ মন্ত্যাদেহে নাভির আয় এশিয়ার ঠিক মধ্যস্থলবর্টী। মেরুসনাথ এই ইলাবৃত বর্ষ মানবের আদি জন্মভূমি, তাই নাভি বা নাভা শব্দের দ্বিতীয় অর্থ উৎপত্তিস্থান। ক্রমে পণ্ডিতেরা উহা উৎপত্তি অর্থেও প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।

তত্র সায়নভাষাং - নাভা নাভৌ তস্মা নাভিস্থানে মধ্যপ্রদেশে । “এতদ্বা-
ইলায়াস্পদং যদুত্তরবেদৌ নাভিঃ” ইতি ব্রাহ্মণঃ ।

এখানে ইলার পদ বা ইলাবৃতবর্গকে পৃথিবীর নাভা বা নাভি অর্থাৎ
মধ্যস্থান বলা হইল ।

২ । পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্ত নাভিঃ ।

৩৪--১ ৬৪৮--১ম ।

৩ । অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্ত নাভিঃ । ৩৫—ঐ

৪ । ইয়ং মে নাভিঃ । ১৯--১১স্ক--১০ম

কোন স্থান পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির নাভি বা আদি উৎপত্তি স্থান ?
এই যজ্ঞভূমি ইলাবৃত বর্ষই আদি নাভি বা আদি উৎপত্তি স্থান । “এই
আমার উৎপত্তি স্থান” দত্তজ মহাশয় । “ভগিন্বেশ্চ সনাভয়ঃ” । মনু—১৯০—৯অ

৫ । অশ্বাকং তেষু নাভয়ঃ

৯--১ ৬৯৮ -- ১ম

৬ । দ্বৌশ্ব পিতৃঃ জনিতা নাভিভ্যাম্ ।

৩৩--১ ৬৪৮--১ম

সেই স্থানসমূহে আমাদের উৎপত্তি ; এই সর্গেই আমাদের উৎপত্তি হইয়াছে,
স্বর্গই আমাদের পিতৃভূমি ও জন্মভূমি ।

কিন্তু এই নাভি যে বিষ্ণুর নাভি, ইহা কোনও প্রাচীনতম সংস্কৃত সাহিত্যে
নাই । বহু প্রামাণ্য পুরাণেও উপরি উক্ত বৈদিক অথই পরিগৃহীত হইয়াছে ।
সুতরাং পুরাণ মাত্রই প্রতাবায় হই নহে । মহামতি ওয়ারেন অতঃপর বলিতে-
ছেন যে—

Here, then, we have as a doctrine of the ancient astro-
nomers the singular motion that in the beginning of the
world, the celestial pole was in the zenith, and that the revol-
ution of the stars were round a perpendicular axis. P. 192.

এ অতি সত্য কথা, উত্তর বেঙ্গে এখনও লোক সকল সূর্য্য ও নক্ষত্র
মণ্ডলীকে কুলাল চকর গায় গাঁবতে দেখিয়া থাকেন । আনাদিগেব বহুপুৰাণ ও

সূর্যাসিকান্ডেও তাহা বিশদভাবে বিবৃত রহিয়াছে (১)। সুতরাং এতদ্বারা ইহাই জানা গেল যে আমরা উত্তর কুরু ভৌগোলিক অবস্থা অবগত ছিলাম, আমরা যে উত্তর কুরু কথা জানিতাম, তাহাও প্রকৃত সত্য কথা, কিন্তু তাহাতেই উত্তরকেন্দ্র বা উত্তর কুরুই যে মানবের আদি জন্মভূমি বা প্রলোকঃ, এরূপ মনে করা যাইতে পারে না।

তবে কোন্‌ স্থান প্রকৃত পিতৃভূমি? আমরা এই গ্রন্থের বহুস্থানে একথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে ইলাবৃতবর্ষের মধ্যগত মেরুপর্বতের পবিত্র সাত্ত্বদেশই সমগ্র মানবজাতির আদিস্থিতিকাগার। মানবগণ তাহাইতেই ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নানা দেশ মহাদেশে যাওয়া উপনিবিষ্ট হইয়া আজি জগতে নানা বিভিন্ন জাতি গঠন করিয়া দিয়াছেন।

আচ্ছা তাহা হইলে শাস্ত্রে উত্তরকুরু যে প্রলোকঃ নহে, পরন্তু উপনিবেশ ভূমি বিশেষ, তাহার কোনও প্রমাণ দেখা যায় না কেন? কুর্জন, ওয়ারেণ ও তিলক প্রভৃতি অন্তঃসন্ধান করিলে এবং বেদ উপনিষৎ তলাইয়া দেখিলে তাঁহারাও বেদাদি সর্কশাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাইতেন, কিন্তু তাহা না দেখাতে এবং হিন্দুরা স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক প্রভৃতি পারলৌকিক ও অপাদগমা এবং দেবতার উপাস্ত্র ও অদৃশ্য বা অনধিগম্য, আমরা উপাসক এবং আমরা ভারতেরই অধিনিবাসী, এই সকল ভ্রান্তির আশ্রয় গ্রহণ করাতে কেহই বেদাদির প্রকৃত তাৎপর্য পরিগ্রহে সমর্থ হইতে পারেন নাই। অন্ধ বিগ্রাস ও উবট মহীধর শঙ্করাদি ভাষ্যকারগণের বিকৃতভাষ্য তাঁহাদিগকে অন্ধকারে রাখিয়া দিয়াছে। এই মহা আলোকের যুগেও বহু শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত যুবক সেই বনেদী ভ্রান্তিরই সেবায় মগ্ন রহিয়াছেন। সামান্য পার্থিব ঐতিহ্যেরও একটা অত্যুৎকট আধ্যাত্মিক অর্থ ও ব্যাখ্যা আছে এই ভ্রান্তিই তাঁহাদিগকে গিলিয়া ফেলিয়াছে, কাজেই বেদাদিতে প্রকৃত তত্ত্ব থাকিলেই বা ফল কি? তৎপর বেদাদির পঠন পাঠনার বিরহও কেহ প্রকৃত তথ্যের ও যথার্থ ঐতিহ্যের বার্তাও শ্রুতিগোচর করিতে সমর্থ হইতেছেন না। কৃষ্ণ যজুর্শ্বের একত্র বিবৃত রহিয়াছে যে—

(১)। সকলশাস্ত্রে দীপবর্ণনা মেরু পর্বতস্তা যতঃ । ২০

কুলালচন্দ্রপাণ্ডে দ্রবভোম দিবাকরঃ । ২৭ - ৮ অঃ

২ অঃ—বিষ্ণুপুরাণ ।

প্রাচীনবংশং করোতি দেবমনুষ্যা দিশো ব্যভ্রজন্ত

প্রাচীং দেবা দক্ষিণাং পিতরঃ প্রতীচীং মনুষ্যা

উদীচীং রুদ্রাঃ । ১।৬ কাণ্ড, ৩৬০ পৃষ্ঠা ।

তত্র কৃষ্ণযজুঃ—যৎ প্রাচীনবংশং করোতি দেবলোকমেব তৎ যজমানঃ উপা-
বর্ত্ততে পরিশ্রয়তি । অন্তহিতো হি দেবলোকো মনুষ্যালোকাং ন অস্মাং
লোকাং স্বেত্বা গিব ইত্যাহঃ । কো হি তৎ বেদ যৎ অমৃশ্বিন্ লোকে অস্তি বা
ন বা ইতি দিক্ষু অতীকাশান্ করোতি । ১ ।

তত্র সায়নভাষ্যম্—তত্র প্রথমাত্মবাক্যে ক্ষৌরাদিভিঃ সংস্রুত্যা যজমানস্ত
প্রাচীনবংশাখ্যাশালা প্রবেশঃ অভিধায়তে—“আপ উন্দনু” ইত্যাদয়ঃ ক্ষৌরমন্ত্রাঃ ।
ক্ষৌরাং প্রাগেব শালা নিৰ্ম্মাতব্যা । ততো বোধায়নঃ দীক্ষাসাধনদ্রব্য-
সম্পাদনপূৰ্ণকং শালা নিৰ্ম্মাণ মাহ । “অগ্নিষ্টোমেণ যক্ষ্যমাণো ভবতি স উপ-
কল্পয়তে কৃষ্ণাজিনঞ্চ কৃষ্ণবিষাণঞ্চ বাসশ্চ মেথলাঞ্চ” ইতি চ । আপস্তম্বোহপি
“সোমেণ যক্ষ্যমাণো ব্রাহ্মণার্ঘ্যেযান্ ঋষিঃ সোমো ব্রূণীত ।” ইত্যুপক্রমা বরণং
দেবজনাধাবমানঃ দীক্ষণীয়েষ্টেঃ চ অভিধায় ইদমাহ—“প্রাচীনবংশং করোতি
পুরস্তাং উন্নতং পশ্চাৎ নিনতং সন্দ্রতঃ পরিশ্রিত মিতি । এতদেব অভিপ্রত্য
বপনবিধেঃ পূৰ্ণং শালাং বিধত্তে প্রাচীনবংশং করোতি দেবমনুষ্যাঃ * *
উদীচীং রুদ্রাঃ ।

প্রাগায়তো পৃষ্ঠবংশো যস্ত গৃহবিশেষস্ত স প্রাচীনবংশঃ । কেচিত্তু যস্ত
দেনয়জনস্ত ইতি বিগৃহ্য কুম্ভদেব যজ্ঞবিধিঞ্চ এত মাহঃ । দেবযজ্ঞনৈক দেশরূপ
গৃহসংবন্ধো বংশো দেবযজ্ঞন সম্বন্ধো ভবতি বংশস্ত প্রাগগ্রন্থেণ তৎগৃহং যজমানো
দেবলোকম্ করোতি গৃহস্ত কুড্যস্থানীধ মাবরণং বিধত্তে পরিশ্রয়তি । অন্তহিতো
হি দেবোলোকাং স্বর্গস্ত মনুষ্যৈঃ অদৃশ্যদ্রাং অত্রাপি তদর্থং পরিশ্রয়ণম্ ।

অথ ভট্টভাস্করভাষ্যম্—অথ প্রাচীনবংশনং বিশিষ্টফলহেতুত্বেন স্তোতু
মাহ দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চ দিশঃ প্রাগাদিকা ব্যভ্রজন্ত বিভজ্যা পরিশ্রয়িতবস্তঃ বিবিধঃ
বা অভ্রজন্ত । কে কাম্ ! ইত্যাহ প্রাচীং দেবাঃ ।

এই মন্ত্রটী একটী যজুঃ । তবে শুক্রযজুর মাধ্যান্দিনী শাখায় ইহা দেখা যায়
না । খুব সম্ভব ইহা কোনও অনধিগত শাখার মন্ত্রবিশেষ । কৃষ্ণযজুঃ
কোনও মূল বেদ নহে, ইহা কতকগুলি বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মাত্র (ব্রাহ্মণো

বেদশ্রুত ব্যাখ্যানঃ)। কিন্তু আমাদেরকে বিনীতভাবে বলিতে হইতেছে যে কৃষ্ণযজুর এই ব্যাখ্যা মূলের প্রকৃত মর্ম্মবাহিনী নহে। ইহাতে যজমান বা যজমানের স্বর্গে প্রত্যাগমন প্রভৃতি কোনও বিষয়েরই প্রসঙ্গ নাই। সাধারণ ও ভট্টভাস্করও মন্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হইতেছে না। স্বর্গটা “পারলৌকিক” ও “অদৃশ্য,” “আমরা ভারতের আদিম নিবাসী”, এই অল্প বিশ্বাসই সাধারণাদিকে কুপথগামী করিয়াছে। ইহা যে একটা Migration বিবৃতি সাধারণাদি তাহাও বুঝিতে না পারিয়া কতকগুলি বাজে কথা দিয়া ভাষ্য স্থূল করিয়াছেন মাত্র। তাই আমরা ইহার এইরূপ অর্থ করিতে চাহি—

দৈত্য ও দানবগণ দেবগণকে স্বর্গপ্রাপ্ত করিলে (ইহার অবলম্বনেই Paradise lost লিখিত) অর্থাৎ তাঁহাদিগের হস্ত হইতে স্বর্গের অধিকার কাড়িয়া লইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ পূন্দ্রাদিকে ব্রহ্মদেবে বা বস্মায়, পিতৃলোক বা আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়াবাসী বৈবস্বতমন্ত্র প্রভৃতি দক্ষিণে এই ভারতবর্ষে, মাতা মন্ত্র সন্তান দ্বিতীয়বরণ প্রভৃতি পশ্চিমে অপোগস্তান ও পারস্যে এবং কুন্দবংশীয় দেবগণ উত্তরে উত্তরকুরুতে গমন করেন। ঋগ্বেদেও কুন্দগণের উত্তর গমনের কথা রহিয়াছে।

দিবি কুন্দাসো অশিচক্রিরে সদঃ। ২—৮৫শ্ল—১ম।

কুন্দগণ দিব্ বা ছ্যালোকে গৃহ প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। আমরাদি লৌকিক কোষে আদি স্বর্গ ও ব্রহ্মার উত্তরকুরু সকলি দিব্, ছ্যালোক, স্থো ও স্বর্গ প্রভৃতি বলিয়া এক পর্যায়ে গৃহীত হইয়াছে। আমরাও সকলে স্বর্গটাকে একটা নির্দিষ্ট স্থান বলিয়া জানি। কিন্তু বস্বতঃ আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া ও ব্রহ্মার স্বর্গ দিব্ বা ছ্যালোক একবস্তু নহে। পরবর্ত্তী ঋষিরা আদি স্বর্গ “স্বঃ” কেও দিব্ বলিয়া সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন।

যত্র বৈবস্বতো রাজা

যত্রাবরোধনং দিবঃ। ঋগ্বেদ।

যে স্বর্গে বিবস্বানের পুত্র যম রাজা ছিলেন ও যে স্বর্গে তাঁহার একটা কারাগৃহ বিদ্যমান ছিল।

যমঃ পিতৃণাং রাজা। কৃষ্ণ যজুঃ।

যম পিতৃলোক বা আদি স্বর্গের রাজা, কিন্তু ব্রহ্মার নূতন স্বর্গ বা দিবের রাজা ছিলেন না। কিন্তু এখানে এক ঋষি ভ্রমক্রমে আদি স্বর্গকেও দিব্, বলাতে শেষে পুরাণ ও কোষকারেরা এই ভ্রান্তিকেই শিষ্ট প্রয়োগ ঠাহরিয়া “স্বঃ” ও “দিব্”কে এক পর্যায়ে গ্রহণ করেন।

ত্বত্তো বিরাট্ স্বরাট্ সম্রাট্

ত্বত্তশ্চাপাধিপুরুষঃ । বিষ্ণুপুরাণ

এখানেও পুরাণপ্রণেতা “স্বরাট্” শব্দে সুরজ্যোষ্ঠ ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিয়াছেন। (বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডং, স্বরাট্- ব্রহ্মা, সম্রাট্—মহুঃ, অধিপুরুষশ্চ—এষাম্ অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষঃ” ইতি শ্রীধরস্বামী)। কিন্তু ব্রহ্মা স্বঃ বা আদি-স্বর্গের রাজা ছিলেন না, উহার রাজা ছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। এখানেও ব্রহ্মার উত্তরকুরুকে “স্বঃ” শব্দে সংস্কৃত করিতে ভ্রান্তির কার্য্য করা হইয়াছে। কেন না বেদে আদি স্বঃ “পিতা” ও ব্রহ্মার স্বর্গ “স্বঃ” নহে, পরন্তু “দিব্” বলিয়া উক্ত হইয়াছে ও হইত।

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহঃ ।

পরে অর্কে পুরীষগম্ । প্রলোপনিমং — ১২ পৃ ।

অথর্কবেদ ৯ম কাণ্ড ১২—১৪স্থ ও ১২—১৬৪সূ—১ম । ঋগ্বেদ

এখানে বৈদিক ঋষি আদিস্বর্গ মঙ্গলিয়াকে পিতা বা পিতৃভূমি ও ব্রহ্মার নূতন স্বর্গকে দিব্ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। এবং বলিতেছেন ব্রহ্মার দিবের আধখানা এখনও জলে ডোবা। তাহাতেও পাঁচের সহিত বারর যে অনুপাত, আদিস্বর্গ ও ব্রহ্মার নূতনস্বর্গের সহিত সেই অনুপাত। প্রলোপ নিষদে এই মনের ভাষা শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

পিতরং সর্বশ্চ জনয়িত্বাহং পিতৃভূম্ ।

অর্থাৎ আদিস্বর্গ সকলের জনভূমি বলিয়া উহা পিতা বা পিতৃভূমি নামের বিষয়ীভূত। সায়ণ এখানে —

পিতরং সর্বশ্চ প্রীণয়িতারম্

এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহাউক এক সময়ে যে ব্রহ্মার স্বর্গ দিব্, বা ছালোক বলিয়া পরিচিত হইত, পরন্তু আদিস্বর্গ নহে, তাহা প্রদর্শিত হইল। এবং ঐ কারণেই পূর্বে মহঃ, তপঃ, সত্যলোক (সমগ্র সাইবিরিয়া)

“ত্রিদিব” এবং কিম্পুরুষবর্ষ, হরিবর্ষ ও ইলাবৃতবর্ষ (তিব্বত, তাতার, মঙ্গলিয়া) “ত্রিনাক” নামে সূচিত হইত, আর সতালোক উত্তম নাক ও পরমবোম নামের বিষয়ীভূত ছিল। কিন্তু ব্রহ্মা আপনার উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোককে স্বর্গ বলিয়া বিশেষিত করিলে শেষে সকলে আদি স্বর্গকে পিতা বা পিতৃলোক বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করেন। উক্ত অথর্কবেদে।

কৃণে পন্থাং পিতৃষু যঃ স্বর্গঃ ।

আমরা উত্তর কুরু হইতে পিতৃলোক বা পুরাণবাপের বাড়ীতে যাইবার একটা পথ (পিতৃযাগ পথ) প্রস্তুত করিব, যে পিতৃলোকের নামান্তর স্বর্গ।

সুতরাং ব্রহ্মার উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্র সন্নিহিত কোনও স্থান পিতৃলোক নহে পরন্তু দিব্। ব্রহ্মা এই পিতৃলোক বা আদি স্বর্গ হইতেই উত্তরকুরুতে গমন করিয়া আদি স্বর্গের অন্তরালে উহার নাম “পরম বোম” ও “পরম স্থান” প্রভৃতি রাখেন। উত্তর কুরু পিতৃলোক বা আদি জন্মভূমি হইলে ভারত হইতে উত্তর কুরু বা ব্রহ্মলোক গমনের পন্থাকে ধাষিয়া “দেবযান” পথ না বলিয়া “পিতৃযাগ” পথ বলিতেন। কিন্তু বস্তুতঃ উত্তর কুরু হইতে আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়াতে আগমনের জন্ত আর একটি স্বতন্ত্র পথ ছিল উহারই নাম “পিতৃযাগ” পথ। ব্রহ্মা যে আদি স্বর্গ হইতে উত্তর কুরুতে গমন করেন, তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ অসংখ্য, আমরা একে একে সেই সকল প্রমাণের অধ্যাহার ও অবতারণা করিব। ভাস্করাচার্যের বর্ণনাদ্বারা জানা যায় যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, যম, শিব, কুবের, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ মেরুপর্ব্বতবাসী ছিলেন। কেন না উহা উহাদের জন্মভূমি।

ধাতা মিত্রো অগ্ন্যমা চেন্দ্রো বরুণঃ সূর্য্য এব চ ।

ভগো বিবস্বান্ পৃষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ ।

একাদশ স্তথা দ্বষ্টা বিষ্ণুর্ দ্বাদশ উচ্যতে ॥ পুরাণ

অদিতির গর্ভে কণ্ঠপের ঔরসে ধাতা, মিত্র, অগ্ন্যমা, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য ভগ, বিবস্বান্, পৃষা, সবিতা, দ্বষ্টা ও বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করেন। এবং তজ্জন্ত উহাদের সাধারণ নাম “আদিত্য” (অদিত্যেঃ অপত্যং পুমান্)।

তন্মধ্যে ধাতা বা ব্রহ্মা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া, তাঁহার নাম সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা। এই আদি স্বর্গের নামান্তর আবার “পুন্ডর” (হামধর্মা পুন্ডরাদধি নিরমস্তত

ঋগ্বেদ)। তাই এই সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার সংজ্ঞাস্তর “অজযোনি” (অজং পদ্মং পুষ্করং যোনিরুৎপত্তিস্থানং যশ্চ সঃ)। ইহার সাকলেই সহোদর ভ্রাতা ও সাকলেই মেরুপর্বতে বাস করিতেন। বায়ুপুরাণও বর্ণিতেন যে—

তত্রাবসং চোদ্ধতলে দেবদেবশ্চতুর্শুখঃ ।

ব্রহ্মা বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো বর্ষিষ্ঠস্ত্রিদিবোকসাম্ ॥

চতুর্শুখ উপাধিধারী ব্রহ্মা, তাঁহার সমসাময়িক বেদবিদগণের মধ্যে প্রধান ও স্বর্গবাসী দেবগণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি মেরুপর্বতের উদ্ধতলে বাস করিতেন।

এই মেরুপর্বত যে আদি স্বর্গ ইলাবৃত বর্ষে, (মেরু-মধ্যমিলাবৃতম্) তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এইক্ষণে ঋক বা সামবেদের মন্ত্রবিশেষের দ্বারা আমরা ইন্দ্রাদি দেবগণের আদি স্বর্গে জন্মগ্রহণের কথা সপ্রমাণ করিব।

স প্রথম বোমনি দেবানাং সদনেহুর্ধ্বঃ ।

সামবেদ ৪১১ পৃঃ ও ঋগ্বেদ ১—১৩—৮ম ।

তত্র সাধনঃ—স ইন্দ্রঃ প্রথমে পৃথিতে দিষ্টার্ণে মুখো বা বোমনি বিশেষণ রক্ষকে দেবানাং সদনে দীদৃশু অস্ত্রিন ইতি স্থানং স্বর্গাখ্যং তত্র স্থিতঃ সন্ বৃধো যজমানানাং বন্ধয়িতা ভবতি ।

দঙজান্তবাদ—ইন্দ্র প্রথম বোম পদে দেবসদনে (যজমানের) বন্ধয়িতা ।

এই ভাষা ও অন্তবাদ ঠিক নহে। প্রথমতঃ এখানে “বৃধঃ” পাঠ না ধরিয়া “অবৃধঃ” (লুঙের সি) পাঠ ধরা উচিত ছিল। অকারণ অকর্মক বৃধ ধাতুকে সাকর্মক করাই বা কেন? মূলে ত কন্মপদ আদবেট নাই। আর বৈদিক কোষ নিঘণ্টু “বোম” শব্দ অন্তরিক্ষপর্ষায়ে গ্রহণ করিয়াছেন (বস্তুতঃ উহা নাক প্রকরণে ধরা উচিত ছিল)। সাধন তাহাও গ্রহণ করিলেন না, অথচ বোম শব্দের প্রচলিত “শূন্য” অর্থগ্রহণেও অকুচি দেখাইলেন। ফলতঃ অন্তরিক্ষ, বোম, আকাশ ও নভঃ, ইহার একটীশব্দেরও প্রকৃত অর্থ শূন্য নহে। এবং “বোমনি” পদের যে “রক্ষকে” অর্থ করা হইয়াছে, উহাও অতীব দুষ্টার্থবিশেষ। পরমার্থতঃ বোম অর্থ আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া। কোনও রাজার সময়ে উহার নাম বোম, কাহারও সময়ে, আকাশ ও কাহারও সময়ে পুষ্কর পাড়তি ছিল। তাই এই মন্ত্রের অর্থ এইরূপ হইবে।

হে ইন্দ্র স এবংভূতপ্রভাবশালী ত্বং প্রথমে বোমনি আদিশ্বর্গে দেবসদনে
দেবগৃহে অবৃধঃ বৃদ্ধিঃ প্রাপ্তঃ জাতঃ সন্ প্রৌঢ়ঃ অভবঃ ।

হে ইন্দ্র ! সেই তুমি আদিশ্বর্গে দেবগৃহে জন্মিয়া বড় হইয়াছ। তাহা হইলেই
জানা গেল ব্রহ্মাদির জন্মস্থান আদিশ্বর্গ মঙ্গলিয়া, পরন্তু উত্তরকুরু নহে।
ব্রহ্মা যে বহুকাল এই আদি স্বর্গে মেরুপর্বতের উর্দ্ধতলেও বাস করিয়াছেন
তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। ৩২পর বেদ বলিতেছেন যে—

তিস্রো মাতৃঃ ত্রীন্ পিতৃন্ বিভ্রং
এক উর্দ্ধস্থস্থৌ নেমবগ্নাপয়ন্তি ।
মন্ত্রয়ন্তে দিবো অমুষ্য পৃষ্ঠ
বিশ্ববিদং বাচম্ অবিশ্বমিগ্নাম্ ॥

১০—১৬৪স্থ—১ম

তত্র সায়াগভাষ্যং... একঃ প্রধানভূতঃ অসহায়ো বা পুলহানীয় আদিত্যঃ
সংবৎসরাখ্যঃ কালো বা তিস্রোমাতৃঃ শশ্বাত্যংপাদয়িত্রীঃ ক্ষিত্যাদি
লোকত্রয়ান্ ইত্যর্থঃ তথা ত্রীন্ পিতৃন্ জগতাং পালয়িত্বান্ লোকত্রয়াভিমানিনঃ
অগ্নিবাযু সূর্য্যখান্ বিভ্রং সন্ উর্দ্ধস্থস্থৌ উন্নতঃ অত্যন্তদীর্ঘঃ তিষ্ঠতি । ভূত
ভবিষ্যদাণ্ডায়না সূর্য্যপক্ষে সঙ্ক্ৰেভাঃ উন্নতঃ স্ত্রীনেন ন অবগ্নাপয়ন্তি গ্নানিঃ নৈব
কুর্কন্তি নহি কাল আদিত্যো বা অস্ত্রেন পরভূয়তে । দিবঃ পৃষ্ঠে ছালোকশ্চ
উপরি অন্তরিক্ষে মন্ত্রয়ন্তে গুপ্তঃ পরস্পরঃ ভায়ন্তে দেবাঃ কিং বিশ্ববিদং বিশ্ব-
বেদনসমর্থং বিশ্ববেদনীয়ং বা অবিশ্বমিগ্নাং অসর্কব্যাপিনীঃ বাচং গর্জিত
লক্ষণাম্ অমুষ্য আদিত্যসম্বন্ধিনীঃ মন্ত্রয়ন্তে ইত্যর্থঃ ।

দত্তজানুবাদ—একমাত্র আদিত্য, তিন মাতা ও তিন পিতাকে ধারণ করতঃ
উন্নত হইয়া রহিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার ক্লান্তি হইতেছে না। ছালোকের
পৃষ্ঠদেশে দেবগণ আদিত্যের সম্বন্ধে কথোপকথন করেন। সে কথা সকলের
নিকট পৌছেনা, কিন্তু তাহাতে সকলেরই কথা আছে।

এই ভাষ্য ও অনুবাদও অপ্রকৃত। তন্মধ্যে ভাষা এত জঘন্য হইয়াছে যে
ইহা পাঠকরিতে ক্লেশ বোধ হয়। অনুবাদ আন্দাজে করিলেও কতকটা যেন
ঠিক হইয়াছে। ফলতঃ যখন মূলের কুত্রাপি আদিত্য শব্দ বা সূর্য্য নাই, তখন
আদিত্যকে কেন টানিয়া আনা হইয়াছে? আর উর্দ্ধ শব্দের অর্থ মস্তকোপরি,

অনন্তর ও উত্তর। এখানে উত্তরার্থ গ্রহণকরাই উচিত ছিল। তাই আমরা ইহার এইরূপ অর্থ করিতে বাধ্য হইলাম।

একঃ সুরজ্যেষ্ঠঃ ব্রহ্মা তিস্রঃ মাতৃঃ ত্রিভূমীঃ আর্ষ্যাবর্তদক্ষিণাপথপূর্বোপ-
দ্বীপাত্মকঃ সমগ্রঃ ভারতবর্ষঃ তথা ত্রীন্ পিতৃন্ ইলাবৃতবর্ষহরিবর্ষকিম্পুরুষ
বর্ষাত্মকঃ ত্রিনাকং পিতৃভূমিত্রিতয়ং বিভ্রং ধারয়ন্ এতেষাং রক্ষাকার্যাং গৃহ্ন
উর্ক উর্কে (বাতায়ো বহুলমিতি বিভক্রিণ্যত্যয়ঃ) উত্তরদেশে উত্তরকুরু
তশ্চৌ স্থিতবান্ ঈম্ এনং ব্রহ্মাণং ন কেহপি অবগ্নাপয়ন্তি ন কেহপি অশ্র ব্রহ্মণঃ
গ্নানিঃ জনয়িতুঃ সমর্থীভবন্তি তদ্ভয়াং সর্বে দৈত্যদানবমানবাঃ তুষ্ণীঃ
তিষ্ঠন্তি। অমুষ্য ব্রহ্মণঃ দিবঃ ছালোকশ্চ উত্তরকুরুণাং পৃষ্ঠে উপরিভাগে গতা
সর্বে দেবাঃ তেন সহ কেন প্রকারেণ অবিগ্নমিমাং অসর্কব্যাপিনীঃ স্বর্গোৎপন্নতয়া
কেবলং স্বর্গপ্রচলিতাঃ বাচঃ গীর্জাণবাণীঃ সংস্কৃতভাষাঃ বিশ্ববিদং বিশ্ববেদন
সমর্থাং সর্বৈর্বোধগমাং করিষ্যাম ইতি মন্ত্রয়ন্তে তশ্চ উপদেশং গৃহ্নন্তি।

সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা তিন মাতৃভূমি অর্থাৎ আর্ষ্যাবর্ত, দক্ষিণাপথ ও পূর্বোপ-
দ্বীপাত্মক ভারতবর্ষ এবং ইলাবৃতবর্ষ (মঙ্গলিয়া), হরিবর্ষ (তাতার) ও
কিম্পুরুষ বর্ষ (তিব্বত) ত্রয়ক তিন পিতৃলোকের শাসনভার লইয়া উত্তরে যাইয়া
উত্তরকুরুতে উপনিবিষ্ট হইলেন। তিনি অতীব প্রভাবশালী ছিলেন। এত দূরদেশে
গেলেও কেহই তাঁহার কোনও বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিত না। তিনি পরম
ব্যোম বা উত্তর কুরুতে থাকিয়া আদিষর্গ ও ভারতের শাসন করিতেন। উক্ত—

পরমে ব্যোমন্ অধারয়ং রোদসী। ৭—৬২স্—১ম

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব,

বিশ্বশ্চ কর্তা ভুবনশ্চ গোপ্তা। মণ্ডক।

এবং অন্যান্য দেশের সকলে তাঁহার নিকট যাইয়া কিপ্রকারে স্বর্গপ্রস্তুত
স্বর্গপ্রচলিত সংস্কৃতভাষা সমগ্র জগতের লোকের বোধগমা ও চলিতভাষা
হইবে, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণা করিতেন। ঋগ্বেদের স্থানান্তরে বিবৃত রহিয়াছে যে

ইয়ং বিশ্বষ্টিযত আ বভূব,

যদি বা দধে যদি বা ন।

যো অশ্র অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্

সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭—১২৯স্—১০ম।

দত্তজানুবাদ—এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভু স্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন।

এই মন্ত্রের সাঙ্গভাষ্য অতীত বাহলাভূষিষ্ঠ এবং ভাষ্য ও অনুবাদের সর্বত্রই প্রকৃত অর্থ অপ্রকাশিত। আমাদিগের বিবেচনার ইহার প্রকৃত অর্থ ইহাই—

কোনও ব্যক্তি জগতের সৃষ্টিবচিত্রাসন্দর্শনে বিষ্ময়ান্বিত হইয়া বলিতে ছিলেন—জগতের এই বিবিধ প্রকার সৃষ্টি কোথা হইতে হইল? হয় ত কেহ সৃষ্টিয়াছেন? তাহাহইলে তিনি কোথা হইতে আসিলেন? তবে বোধ হয় কেহ সৃষ্টি করেন নাই, ইহা নিসর্গপ্রভব, প্রকৃতিই ইহাদের জনয়িত্রী। যিনি আমাদের এই সকল জনপদের অধাক্ষ পরমব্যোম বা উত্তর কুরুতে আছেন, হয় ত তিনিই ইহার তত্ত্ব জানেন। অথবা তিনিও যখন সৃষ্টির পরে হইয়াছেন, তিনিও হয় ত ইহার কিছুই অবগত নহেন।

আমরা পূর্বে প্রথম ব্যোমের কথা বলিয়াছি, এইক্ষণে পরম ব্যোমের কথা বলিলাম। ব্রহ্মা উত্তরকুরুতে যাইয়া তাঁহার উত্তর কুরুকে আদিশ্বর্গ হইতেও পরম বা উৎকৃষ্ট স্থানে পরিণত করেন। তাই উহার নাম পরমব্যোম। এই পরম স্থানে বসবাসনিবন্ধনই তাঁহার নামান্তর

পরমে তিষ্ঠতীতি পরমেষ্ঠী

সূত্রাং যে প্রথম ব্যোমে বা পুষ্করাখ্যে জনপদে ব্রহ্মার জন্ম হয় (ব্রহ্মা নাভিপদ্ম) সেই প্রথম ব্যোম বা আদিশ্বর্গ অর্থাৎ ইলাবৃত বর্ষ বা মঙ্গলিয়াই আদি জন্ম ভূমি, পরন্তু ব্রহ্মার উপনিবেশ ভূমি পরম ব্যোম বা উত্তর কুরু নহে।

আচ্ছা বেদে এই ব্যোম শব্দ আর কুত্রাপি আদি শ্বর্গ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে? অবশ্যই হইয়াছে। তবে বাহলাবোধে আমরা কেবল দুইটীমাত্র উদাহরণ দিলাম।

ত্বা ঘতসদং ব্যোমসদং ইন্দ্রায়

জুষ্টং গৃহ্মানি পৃথিবীযদং

ত্বা অন্তরিক্ষসদং নাকসদং

ইন্দ্রায় জুষ্টং গৃহামি । ৬৫ পৃ । কৃষ্ণযজুঃ ।

এই মন্ত্রে ঘৃতসদ, ব্যোমসদ, পৃথিবীষদ, অন্তরিক্ষসদ ও নাকসদ, এই কয়টি কথা প্রযুক্ত রহিয়াছে । বরফের নামান্তর ঘৃত । যে ব্যক্তি ঘৃত বা বরফদ্বারা নিত্য সম্পূক্ত স্থানে বাস করে, সে ঘৃতসদ । যে ব্যোমে বাস করে সে ব্যোমসদ, ঐরূপ অন্তরিক্ষবাসী অন্তরিক্ষসদ, পৃথিবী বা ভারতবাসী পৃথিবীষদ ও নাক বা আদিশ্বর্গবাসী নাকসদ নামের বিষয়ীভূত ।

সুতরাং বুঝা গেল এই অন্তরিক্ষ ও ব্যোম অর্থ শূন্য বা গগন নহে । ব্যোম শব্দের অর্থ আদি স্বর্গ ও অন্তরিক্ষ শব্দের অর্থ ভুবলোক । ঋগ্বেদে স্থলাস্তরে বিবৃত রহিয়াছে—

ত্রিরশ্ম সপ্ত ধেনবো ছুহুহে

সত্য্যামাশিরং পূর্বে ব্যোমনি ।

চত্বারি অণ্য ভুবনানি নির্গজে,

চারুণি চক্রে যদৃষ্টে রবন্ধত ॥ ১—৭০সূ—৯ম ।

সোমের জন্য এক বিংশতিটি পেনুর ছক্ষ দোহিত হইয়া দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে । আদি ব্যোমে অণু চারিটি মনোহর জনপদ আছে । তাহাতেও সোম দধি মিশ্রিত হইয়া শোধিত হয় । ইহাতে যজ্ঞের সহিত সোম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।

এই মন্ত্রেও “পূর্বে ব্যোম” শব্দ রহিয়াছে । ইহাও আদি ব্যোম বা আদি স্বর্গের চোতক ভিন্ন আর কিছুই নহে । এই আদিশ্বর্গে যে চারিটি ভূবন বা জনপদ আছে, তাহা এই । যথা—

১ । ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া ।

২ । হরিবর্ষ বা তাতার ।

৩ । কিম্পুরুষবর্ষ বা তিব্বত ।

৪ । ভদ্রাশ্ববর্ষ বা চীন ।

} ত্রিনাক বা স্বঃ ।

(জনলোক) ।

সুতরাং ব্যোম শব্দের অর্থ না অন্তরিক্ষ (তাহা হইলে কৃষ্ণযজুর মন্ত্রে “ব্যোমসদ” ও “অন্তরিক্ষসদ”, যুগপৎ এই দুইটি শব্দই থাকিত না) ও না বিশেষরূপ রক্ষক, পরন্তু আদিশ্বর্গ, এবং রক্ষার উত্তরকূক্ষ স্থানোৎকর্ষনিবন্ধন

পরমব্যোমপদবাচ্য । ব্রহ্মা যে আদিব্যোমে জন্মগ্রহণ করিয়া তথাহইতে এখানে গমন করেন, তাহা সিক্তান্তশিরোমণি, মহাভারত ও পুরাণবাক্যদ্বারাও সমর্থিত হইয়া থাকে । যদাহ ভাস্করাচার্য্য :—

নিষধনীলসুগন্ধসুমাল্যৈকঃ

অলমিলাবৃত মাবৃত মাবভৌ ॥ ৩০

ইহ হি মেরুগিরিঃ কিল মধ্যগঃ,

কনকরত্নময়স্তুদিশালয়ঃ ।

ঋহিণজন্মকুপদ্মজ * কর্ণিকা

ইতি চ পুরাণবিদোহমুমবর্ণয়ন্ ॥ ৩১—ভূবনকোশ ।

নিষধ, নীল, গন্ধমাদন ও মাল্যবান্ পর্শ্বতদ্বারা বেষ্টিত হইয়া এই ইলাবৃত বর্ষ শোভা পাইতেছে । এই ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থলে মেরুপর্শ্বত বিরাজমান, উহা স্বর্গ ও মণিমাণিক্যের আকর ভূমি এবং দেবগণের নিবাসস্থান । পুরাণ-বিদেরা এইরূপও বর্ণনা করিয়াছেন যে এই মেরুপর্শ্বত ব্রহ্মার জন্মভূমি এবং ইহা ইলাবৃত বর্ষরূপ নাভিপদ্মের কর্ণিকা (বীজকোষ) স্বরূপ ।

বেশ বুঝা গেল ব্রহ্মা ইলাবৃতবর্ষে জন্মিয়াছিলেন, যে ইলাবৃতবর্ষ উত্তরকুরু হইতে সুদূর দক্ষিণে । তৎপর যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন যে—

তপসা সূসমুদ্রস্ত আদিস্বর্গাং স্বয়ম্ভুবঃ ।

ওঙ্কারপূর্বা গায়ত্রী নির্জগাম ততো মুখাং ॥ ব্রাহ্মণসর্বস্বধৃত

আদি স্বর্গে অবস্থানকালে কোনও সময়ে ব্রহ্মা একরূপ তপস্তাপরায়ণ হইয়াছিলেন যে তাঁহার মুখহইতে ওঙ্কারপূর্বা গায়ত্রী বিনির্গত হয় ।

তাহা হইলেই স্বীকার করিতে হইবে ব্রহ্মা প্রথমে আদি স্বর্গেই ছিলেন । মহাভারতও বলিতেছেন—

এবং তৈশ্চ বরং দত্ত্বা সর্বলোকপিতামহঃ ।

ইন্দ্রে ত্রৈলোক্যমাধায় ব্রহ্মলোকং গতঃ প্রভুঃ ॥

২৪—২১২ অ—আদি পর্ব ।

* চন্দ্রাদিত্যাভিতপ্তং যৎ তৎ জগৎ পরিণীয়তে ।

তৎ লোকপদ্মং শ্রুতিভিঃ পদ্মমিত্যাভিধীয়তে ॥

৮৮,৮৯—৪১অ—বায়ুপুরাণ ।

স্বরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা এইরূপে তিলোত্তমাকে বরদান ও ইন্দ্রের হস্তে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ। এই তিনলোকের শাসনভারসমর্পণপূর্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

তাহা হইলে তোমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া ব্রহ্মার জন্মভূমি, তিনি তথা হইতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সূতরাং ব্রহ্মলোক তাঁহার উপনিবেশ স্থান। কিন্তু এই উপনিবেশেভূমি ব্রহ্মলোক ও উত্তরকুরু একই বস্তু।—বিষ্ণু পুরাণ বলিতেছেন—

ষড়্গুণেন তপোলোকান্ সত্যলোকো বিনাজতে।

অপ্নস্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকো হি স স্মৃতঃ ॥ ১৫

৭ম অধ্যায় ২ অংশ।

অর্থাৎ তপোলোকহইতে সত্যলোক ছয়গুণ বড়, তথায় অকালমৃত্যু বা মারীভয় নাই। উহারই নামান্তর ব্রহ্মলোক।

ও ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ,

জনঃ, তপঃ, সতাম্।

ভূলোক ভারতবর্ষ, ভুবলোক বা অষ্টবিষ্ণু অপোগগণাদি, তিব্বত, তাতার, মঙ্গোলিয়া, স্বলোক এবং বহুমান চীন জনলোক। দক্ষিণ সাইবেরিয়া মহলোক বা চন্দ্রলোক, মধ্য সাইবিরিয়া তপোলোক বা বিষ্ণুলোক ও উত্তরকুরুই সত্য বা ব্রহ্মলোক।

বর্ষসম্মিবেশ

সপ্ত ভুবনসম্মিবেশ

৯। উত্তরকুরুবর্ষ	} সাইবিরিয়া	৭। সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক (উত্তরকুরু)
৮। হিরণ্যবর্ষ		৬। তপোলোক (মধ্য সাইবিরিয়া)
৭। রম্যকবর্ষ		৫। মহলোক (দক্ষিণ সাইবিরিয়া)
৬। ইলাবৃতবর্ষ (মঙ্গলিয়া)		৪। জনলোক (চীন)
৫। হরিবর্ষ (তাতার)		৩। স্বলোক (মঙ্গলিয়া, তাতার, তিব্বত)
৪। কিম্পুরুষবর্ষ (তিব্বত)		২। ভুবলোক (কেতুমালবর্ষ)
৩। ভদ্রাশ্ববর্ষ চীন)		১। ভূলোক—ভারতবর্ষ।
২। কেতুমালবর্ষ (আফগানিস্থান, পারস্ত, তুরস্ক)		
১। ভারতবর্ষ।		

আমরা চতুর্দশভুবন প্রবন্ধে এই লোকসমূহের সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ

করিয়াছি, তৎপাঠে সকলে ব্রহ্মলোক ও উত্তরকুরু অভিন্নত্ব বুঝিয়া লইবেন। তথাপি আমরা রামায়ণের কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মার লোক ব্রহ্মলোকই যে উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণবেলাবিহারী উত্তরকুরু, তাহা সপ্রমাণ করিব। সুগ্রীব বলিলেন—

তমতিক্রমা শৈলেক্রম্ উত্তরঃ পরসাং নিদিঃ ।

তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্ ॥ ৫৩

স তু দেশো বিসৃষোহপি তস্মৈ ভাসা প্রকাশতে ।

সূর্যালক্ষ্যাবিজ্ঞেয় স্তপতেব বিবস্বতা ॥ ৫৪

ভগবান্ তত্র বিশ্বাত্মা শম্বুরেকাদশাঙ্ককঃ ।

ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মণি পরিবাবিতঃ ॥

ন কথঞ্চন গন্তবাং কুরুণামত্তরেণ বঃ । ৫৬

অভাস্কর মর্ময়াদং ন জানীম স্ততঃপরম্ ॥ ৫৮—৪৩ সর্গ

কিষ্কিন্দাকাণ্ড ।

‘ হে বানরচমূগণ ! তোমরা সেই পর্বত অতিক্রম করিলেই দেখিতে পাইবে উত্তরমহাসাগর বিবাজমান। তথায় সোমগিরি নামে (যেরু নামে নহে) এক স্বর্ণময় পর্বত আছে। সে দেশে সূর্য্য উদিত হয় না, তথাপি সে দেশের একটা আলোকদ্বারা (অরোরা বরিয়ানিস্) সে দেশ আলোকিত হয়, যেন সূর্য্যই আলোক দিতেছে। তথায় একাদশরুদ্রসম প্রভাববান্ ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন। ইহারই নাম উত্তরকুরু। তোমরা কখনই ইহার উত্তরে যাইও না, কেন না তথায় সূর্য্যোদয় হয় না ও উহার সীমাও কেহ জানে না।

সুতরাং বুঝা গেল, এই ব্রহ্মা নর ও তিনি উত্তরমহাসাগরের তীরস্থ যে উত্তর কুরুতে বাস করেন, উহারই এক রাজার সময়ে সত্যলোক ও তাঁহার সময়ে (ব্রহ্মার লোক) ব্রহ্মলোক নামে প্রখ্যাতি লাভ করে।

মহাভারতের বর্ণনা দৃষ্টেও বোধ হয় ব্রহ্মার এই উত্তরকুরু নামক উপনিবেশ আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়ার উত্তরে ছিল, এবং দেবতা ও ঋষিরা তথায় পদব্রজে গমন করিতেন।



অমাবাশ্ৰাং তু সহিতা ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ।
 ব্রহ্মাণং দ্রষ্টুকামাস্তে সম্প্রতস্থূর্মর্ষয়ঃ ॥ ১
 সম্প্রয়াতান্ ঋষীন্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডুবর্চন মব্রবীৎ ।
 ভবন্তুঃ ক গমিষ্যন্তি ক্রত মে বদতাঃ বরাঃ ॥ ৬

ঋষয়উচুঃ ।

সমবায়ো মহানদ্য ব্রহ্মলোকে ভবিষ্যতি ।
 দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥
 বয়ং তত্র গমিষ্যামো দ্রষ্টুকামাঃ প্রজাপতিম্ ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পাণ্ডুরথায় সহসা গন্থকামোমহর্ষিভিঃ ।
 স্বর্গপারং তিতীর্ষুঃ স শতশৃঙ্গাং উদম্মুখঃ ॥ ৮
 প্রতস্থে সহ পত্নীভ্যাং অত্রবন্ তঞ্চ তাপসাঃ ।
 উপর্যুপরি গচ্ছন্তুঃ শৈলরাজ মদঙ্মুখাঃ ॥ ৯
 দৃষ্টবস্তো গিরৌ রমো দুর্গান্ দেশান্ বহন্ বয়ম্ ॥ ১০
 সন্তি নিত্যহিমা দেশা নিবৃক্ষমৃগপক্ষিণঃ । ১২
 নাতিক্রামেত পক্ষী যান্ কুতএবেতবা মৃগাঃ ॥ ১৩
 বায়ুরেকোহি যাতাত্র সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ । ১৪ ।
 ন সীদেতা মদুঃখার্হে মা গমো ভরতর্ষভ ॥ ১৫—১২০ অঃ

আদি পর্ব ॥

মহারাজ পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীসহ গন্ধমাদন পর্বতে (বেলুর টাগে) শৈলবিহার করিতে ছিলেন । তিনি একদিন অমাবাশ্ৰা তিথিতে ঋষিগণকে প্রশ্নানপরায়ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনারা কোথায় যাইতেছেন ? ঋষিরা বলিলেন সম্প্রতি ব্রহ্মলোকে দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকবাসী দেবগণের একটী সমবায় (সন্মিলন Meeting) হইবে, আমরা ব্রহ্মাকে দেখিবার জন্ত তথায় যাইতেছি । তখন পাণ্ডুও পত্নীদ্বয়সহ গন্ধমাদন হইতে ঋষিদিগের সহিত যাইতে লাগিলেন । তাঁহারও ইচ্ছা হইল যে তিনি স্বর্গ পার হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন । তখন ঋষিরা বলিলেন মহারাজ এ পথ অতি দুর্গম, এ পথে বারমাস শীত, পশুপক্ষীও এ পথ দিয়া যাতায়াত করিতে পাবে না । একমাত্র বায় (বাতাস) ও সিদ্ধ ঋষিগণই

যাইতে সমর্থ। আপনার সহিত অক্লেশসহিষ্ণু রাজমহিষীদ্বয় রহিয়াছেন, আপনি গমনে ক্ষান্ত হউন। বারপুরাণে বিবৃত আছে যে—

উত্তরশ্চ সমুদ্রশ্চ সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে ।

কুরব স্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্ ॥ ১১

দেবলোকাং চ্যুতা স্তত্র জায়ন্তে মানবাঃ শুভাঃ ॥

শুক্লাভিজনসম্পন্নঃ সর্কো চ স্থিরদৌবনাঃ ॥ ১৬

তত্র স্বর্গপরিভ্রষ্টো জায়ন্তে তি নবাঃ সদা ।

ভৌমং তদপি তি স্বর্গং তত্রাপি চ গুণোত্তমম্ ॥ ৪২—৪৫ অঃ

উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণ বেলাতে উত্তরকুরুবর্ষ বিরাজমান। উহা অতি পবিত্র ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন; উহাও অল্পতন ভৌম স্বর্গ, তত্রতা লোকসকল শুভবর্ণ এবং অজর। দেবলোক বা আদি স্বর্গ হইতে তথায় যাইয়া লোকসকল উপনিবিষ্ট হইয়াছেন।

তাহা হইলে জানা গেল ব্রহ্মলোক ও উত্তরকুরু একই বস্তু এবং উহা ভৌম ও পাদগম্য এবং ব্রহ্মার উপনিবেশ ভূমি। স্তত্রাং উহা প্রত্নোকঃ বা মানবের আদিজন্ম হইতে পারে না। পক্ষান্তরে

স এম পদং তে মেক দেবলোক উদাপত্তঃ ।

দেবলোকাং চ্যুতা সর্কো বা ।

ইলাবতবর্ষস্থ মেরু বা আলটাই পর্বতস্থ আদি দেবলোক এবং তথা হইতেই ব্রহ্মাদি দেবগণ উক্ত উত্তরকুরুতে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অপিচ উত্তরকুরুর উত্তরে মনুষ্যের বসবাসযোগ্য কোনও পরিচিত স্থান থাকার কথা বাল্মীকি প্রভৃতি কেহই বলেন নাই, স্তত্রাং উত্তরকুরু বা North Pole ও আদি নিকেতন হইতেছে না ও হইতে পারে না। অপিচ প্রাগোপনিষদে বিবৃত আছে যে—

সংবৎসরো নৈ প্রজাপতিঃ তস্য অয়নে

দক্ষিণঞ্চ উত্তরঞ্চ । ৯ পৃষ্ঠা ।

তত্র শঙ্করভাষ্যম্ . কালঃ সংবৎসরো নৈ প্রজাপতিঃ তন্নির্কর্তাভ্যাং সংবৎসরশ্চ । চন্দ্রাদিত্যনির্কর্ত্যতিথ্যাভোরাত্রসমদায়ো তি সংবৎসরঃ তদনন্তরাং রয়ি প্রাণঃ তন্নিখুনাশ্বক এব ইত্যাচ্যতে । ৩২ কথং তস্য সংবৎসরশ্চ প্রজাপতেঃ অয়নে

মার্গে দ্বৌ দক্ষিণং চোত্তরঞ্চ । দে প্রসিক্তে হয়নে ষণ্মাস লক্ষণে যাভ্যাং দক্ষিণেন উত্তরেণ চ যাতি সবিতা ।

শঙ্করের এই ভাষ্য অতীব প্রমাদসন্দ্ভট। এই প্রজাপতি বা কোনও প্রজাপতি শব্দ জড় সূর্যোর অববোধক নহে। এই প্রজাপতির অর্থ এখানে সুরজ্যোষ্ঠ ব্রহ্মা। আর অয়ন অর্থও এখানে সূর্যোর উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ন নহে। সংবৎসর অর্থও পূর্ণ এক বৎসর বৃত্তিতে হইবে না।

ফলতঃ ব্রহ্মার আদি বাসস্থানের নাম সংবৎসর, তিনি উত্তরকুরুতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়া যে আর একটা বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করেন উহার নামও সংবৎসর। অয়ন অর্থ বাসস্থান (যেনন আয়ানরণ)। স্মৃতবাং মন্ত্ৰের ইহাই প্রকৃতার্থ যে প্রজাপতি ব্রহ্মার দুইটা বাসস্থান, একটি দক্ষিণে ও একটি উত্তরে, উহার নাম সংবৎসর নামে প্রাপিত। উক্তঞ্চ কৃষ্ণযজুৰি-

সংবৎসরঃ খলু দৈ দেবানা মারতম্

এতস্মাং দেবা অসুরান্ অজয়ন । ৯৯ পৃঃ

সংবৎসর নামে দেবতাদিগের একটা আয়তন বা বাসস্থান ছিল। অসুরগণ উহা অধিকার করিয়া লইলে দেবতারা তাহাদিগকে তথা হইতে বিতাড়িত করিয়া উহা পুনঃ অধিকৃত কবেন।

আদিষুর্গ লইয়া দৈত্যাদানবগণ দেবতা ও মনুষ্যগণের সঞ্চিত সত্তত যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছেন। স্মৃতবাং এই দেবারতন সংবৎসর ইলাবৃতবর্ষস্থ কোনও উন্নত প্রদেশ যাহা ব্রহ্মার অধিকারে ছিল। স্মৃতবাং ইহাই তাঁহার দক্ষিণ সংবৎসর। আর যাহা উত্তর সংবৎসর নামের বিষয়ীভূত, উহা সম্ভবতঃ উত্তরকুরু বা তন্মধ্যগত কোনও প্রদেশবিশেষ। উহা সদাঃ প্রসৃত এবং ব্রহ্মাকর্তৃক উপনিবিষ্ট। যজুক্রম্ ঋগ্বেদে ।

সমুদ্রাং অর্ণবাং অপি সংবৎসরো অজায়ত ।

অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্ত্র মিয়তো বর্ষা ॥২—১৯১ সূ—১০ম ।

সমুদ্রজল শুষ্ক ও স্থলে পরিণত হইলে সংবৎসর, অহঃ ও রাত্রি নামে তিনটা নূতন জনপদের উৎপত্তি হয়। বিশ্বের দৃষ্টিকর্তা স্রষ্টা বর্ষা ভগবান্ ইহাদের নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন।

এই নূতন সংবৎসর নামক জনপদই ব্রহ্মার ব্রহ্মলোক বা তন্মধ্যগত প্রদেশ

বিশেষ । গীতার অষ্টমাধ্যায়ের ২৪।২৫ শ্লোকে যে অহর্নামক দেবযান এবং রাত্রি নামক পিতৃযাগ পথের সম্বন্ধে আছে, উহারাই এই বেদোক্ত অহঃ ও রাত্রি নামক জনপদদ্বয় ।

তাহা হইলে ইহাও স্বীকার্য যে ব্রহ্মা দক্ষিণস্থ প্রথম সংবৎসর জনপদ হইতে এই নবোখিত উত্তর সংবৎসর বা ব্রহ্মলোকে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন সুতরাং ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরু প্রভোকঃ বা মানবের আদি জন্মভূমি নহে ।

বলিবে শঙ্কর কি এতই ভুল করিলেন । সংবৎসর শব্দের পূর্ণ বৎসর অর্থ ছাড়া জনপদান্তর অর্থ ক্লিষ্টার্থ । না তাহা কখনই নহে । আমরা কৃষ্ণযজুর মন্ত্র তুলিয়া উহা যে জনপদবিশেষবাচী তাহা সপ্রমাণ করিয়াছি । ছান্দোগ্যের বচনদ্বারাও উক্ত অর্থ দৃঢ়ীভূত করিব ।

অথ যত্ চৈবাস্মিন্ শবাং কুর্ক্বন্তি

যদি চ ন অর্চ্চিমম্ এব অভিসম্ভবন্তি ।

অর্চ্চিমঃ অহঃ, অহুঃ আপূর্য়ামাগপক্ষম্

আপূর্য়ামাগপক্ষাং যান্ যদ্ উদঙ্ এতি ।

মাসান্ তান্ মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাং

আদিত্যম্ আদিত্যাং চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যাতং

তং পুরুষো মানবঃ । স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি

দেবপথো ব্রহ্মপথঃ । ৬।৩৯২ পৃঃ

তং যে ইথং বিদঃ যে চ ইমে অরণো শ্রদ্ধা তপঃ

ইতুপাসতে তে অর্চ্চিমম্ অভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিমঃ অহঃ

অহুঃ আপূর্য়ামাগপক্ষম্ আপূর্য়ামাগপক্ষাং যান্ উদঙ্ এতি মাসান্ তান্

মাসেভ্যঃ সংবৎসরং সংবৎসরাং আদিত্যম্

আদিত্যাং চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যাতং তং

পুরুষো মানবঃ স এনাং ব্রহ্ম গময়তি এষ

দেবযানঃ পস্থা ইতি । ৩।৩৫২ পৃঃ ।

অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্তে দত্তম্ ইতুপাসতে

তে ধুমম্ অভিসম্ভবন্তি ধুমাং রাত্রিং রাত্রেঃ

অপর পক্ষম্ অপর পক্ষাং মান মড্ দক্ষিণা

এতি মাসান্ তান্ ন এতে সংবৎসরম্ অভি

প্রাপ্নুবন্তি । ৩৫৮—৫৯ পৃঃ ।

মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাং আকাশম্

আকাশাং চন্দ্রমসম্ এষ সোমো রাজা

তদেবানা মন্বং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি । ৩৬০ পৃঃ ।

শঙ্কর এই সকল মন্ত্রের অতি কদর্য্য আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন । আমরা তাহা সঙ্গত মনে করি না । আমাদের মতে ইহা সমুদায়ই ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ঘটিত । ইহা বুঝাইয়া দিবার লোক পাইলাম না । নিজেও বুঝিতে পারিলাম না । প্রত্নতত্ত্ববারিধির দ্বিতীয় খণ্ডে ভৌমকাণ্ডে ইহার সবিস্তার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইব, তথাপি আমরা সম্প্রতি এখানে ধৃষ্টতাপূর্ব্বক ইহাদের এইরূপ অনুবাদ করিতে বাধ্য হইলাম । ইহা ভারতবর্ষ হইতে অন্ত্বেবাসিগণের দেবযান ও ব্রহ্মপথে (বোধ হয় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নায়ে যে পথ প্রস্তুত হইয়াছিল) ব্রহ্ম বা ব্রহ্মলোক উত্তরকুরুতে গমনের কথা ।

অথ—অনন্তর যং যাহারা ন অর্চিষম্ অভিসম্ভবন্তি অর্চিষ জনপদে গমন না করে তাহারা অশ্বিন্ এইস্থানে । কোন্ স্থানে তাহা পূর্ব্ব মন্বমাঠে বুঝা গেল না । শবাং কুর্কন্তি স্নানাদি উদক কার্যা করেন । শঙ্কর শবাং শবকশ্ম মৃতে কুর্কন্তি করিয়াছেন কিন্তু এখানে এই শব শব্দের অর্থ জল—(“শবঃ স্রাং কুলপে পুমান্ । ২৪ নপুংসকন্তু পানীয়ে” মেদিনী) । ও শবা অর্থ উদকক্রিয়া ।

অর্চিষ জনপদ হইতে লোক সকল, অহর্জনপদ ও অহর্জনপদ হইতে আপূর্ষ্যমানপক্ষ জনপদ, তথা হইতে ছয়মাসে উত্তবস্থ সংবৎসর নামক জনপদ (ইহাই দক্ষিণ সংবৎসর) তথা হইতে মহর্ষি সূর্য্যের জনপদ, তথা হইতে মহারাজচন্দ্রের জনপদ (দক্ষিণ সাইবিরিয়া), তথা হইতে বিদ্রাং নামক জনপদ ও তথা হইতে দেবযান ও ব্রহ্মপথের সহায়তায় ব্রহ্মলোকে গমন করিতেন । ৫ । ৬—১২ ।

অনন্তর যাহারা গ্রামে ইষ্ট ও পূর্ভকার্যা করিতে অভিলাষী, তাহারা ধূম নামক পথে গমন করেন (গীতা—২৪।২৫—৮ অঃ দেখ), ধূম হইতে রাত্রি জনপদে, তথা হইতে অপর পক্ষ জনপদ তথা হইতে ছয়মাসে দক্ষিণ সংবৎসর জনপদে গমন করেন ।

সুতরাং সংবৎসর অর্থ এখানে ব্রহ্মার অধিকৃত জনপদবিশেষ এবং তন্মধ্যে

যাহা দক্ষিণে অবস্থিত, তাহাই সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ ইলাবৃতবর্ষ বা উহার প্রদেশবিশেষ এবং যাহা উত্তরে অবস্থিত, তাহাই ব্রহ্মার ব্রহ্মলোক (সতালোক) বা উত্তরকুরু।

তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, ব্রহ্মার এই ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরু পাদগম্যা ও ভৌম এবং ইহা আদি স্বর্গ হইতে সম্পূর্ণ নূতন বস্তু ও ইহাট ব্রহ্মার উপনিষৎ বা উপনিবেশ জনপদ। সুতরাং নূতন অধুষিত এই উত্তরকুরু প্রত্নোকঃ বা মানবের আদি জন্মভূমি হইতে পারে না। অপিচ উত্তরকুরুর উত্তরেই উত্তরকেন্দ্র, বাল্মীকি উহা অনধিগম্যা ও অজ্ঞেয় স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তথায় কোনও দিন মানবশ্রেণীর জন্ম বা অবস্থিতির বিবরণও বেদাদি কোনও শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে না। সুতরাং উত্তরকেন্দ্রও আদি নিকেতন নহে। অপিচ রুদ্রগণ আদি দেবলোক হইতে উত্তরে গমন করেন। উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্রের উত্তরে কোনও বাসযোগ্য স্থান নাই। সুতরাং উত্তরকুরু বা উত্তরকেন্দ্র রুদ্রাদির আদি বাসস্থান নহে, তাঁহারা তথা হইতে অন্তর্ভুক্ত গমন করেন নাই, এতদ্বারাও উত্তরকুরু ও উত্তরকেন্দ্রের আদিগেহহ নিবাক্রম হইয়া যায়।

যাহা হউক ব্রহ্মা আদিদেবনিকেতন হেরুসনাথ ইলাবৃতবর্ষ হইতে যে উত্তরকুরুতে গমন করেন, তাহা প্রকট। এবং অন্যান্য দেবতারাও যে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন তাহা বেদাদি সন্দেহাত্মক বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। শুক্রযজুতে বিবৃত আছে যে—

স্বর্দেবা অগন্ম অমৃত্য অভূম

প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম। ২৯—১৮ অঃ ৭৮৭ পৃঃ।

আমরা দেবতারা ব্রহ্মার নূতন স্বর্গে গমন করিব, তাহার প্রজা হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিব। কৃষ্ণযজুতেও রহিয়াছে—

ব্রহ্মণঃ বৈ দেবাঃ স্বর্গগঃ

লোকম্ আরন্। ৩৫৬ পৃঃ

দেবতারা ব্রহ্মার সহিত স্বর্গ বা স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। সেই দেবতারা কে? কৃষ্ণ যজুঃ বলিতেছেন যে—

সাধ্যা বৈ দেবা অস্মিন্ লোকে আসন্। ৩৯৪ পৃঃ

সাধ্য দেবগণ এই জনপদে ছিলেন। কোন্ জনপদ? দক্ষকণ্ঠা দিতির গর্ভে দৈতা, অদিতির গর্ভে আদিভ্যাগণ প্রসূত, তাঁহারা কণ্ঠপায়জ। আর দক্ষকণ্ঠা

বিশ্বার গর্ভে বিশ্বদেব ও সাধ্যার গর্ভে সাধ্যাদেবগণ প্রসূত, তাঁহারা ধর্ম প্রজাপতির সন্তান। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মাদির ঞায় আদিষ্বর্গপ্রভব। ব্রহ্মার ঞায় উঁহারাও আদি স্বর্গ ভাগ করিয়া ব্রহ্মার সহিত উত্তরকুরুতে গমন করেন। তাই ঋগ্বেদে এইরূপ বিবৃতি দেখা যায়—

যজ্ঞেন যজ্ঞ মযজন্তু দেবাঃ

তানি ধম্মানি প্রথমানি আসন্ ।

তে হ নাকং নহিমানঃ সচন্তু,

যত্র পূর্বে সাধাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬—৯০ সূঃ—১০ মঃ

দেবতারা যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা যজ্ঞনীর অগ্নির অক্ষন্য করিতেন। এই জড় অগ্নির উপাসনাই তৎকালে প্রথম ধর্ম্যকার্য ছিল। সেই অগ্নির উপাসক দেবগণের নহিনাদ্বারা আদিষ্বর্গ সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল, যেখানে প্রথমে সাধ্যগণ দেবতা বলিয়া গণ্য ছিলেন।

ইহাদ্বারা জানা গেল সাধ্য দেবতার আদিষ্বর্গ ছাড়িয়া অন্য কোনও স্থানে গমন করিয়াছিলেন। সেই স্থানই পঞ্চম অমৃত বা উত্তরকুরু। যদাহ ছান্দোগ্যঃ—

তং যং প্রথমমমৃতং তং বসব

উপজীবন্তি অগ্নিনা মুখেণ । ১৭১ পৃঃ

কিম্পুরুষবর্ষ (তিব্বত) হইতে উত্তরকুরু (উত্তর সাইবিরিয়া) পর্যন্ত সমগ্র স্বর্গলোক পাঁচটি অমৃতে বিভক্ত। এখানে লোক সকল অকালে মরিত না, তাই ইহারা অমৃত (Sanatarium) নামের বিষয়ীভূত। তিব্বত প্রথম অমৃত, তথায় ধব প্রভৃতি অষ্টবসু অগ্নির নেতৃত্বে বাস করিতেন।

অথ যং দ্বিতীয়মমৃতং তং রুদ্রা

উপজীবন্তি ইন্দ্রেণ মুখেণ । ১৭৪ পৃঃ

তদুত্তরে দ্বিতীয় অমৃত, (তাতার)। এখানে শিবাди একাদশরুদ্র বাস করিতেন, ইন্দ্র তাঁহাদের নেতা ছিলেন।

অথ যং তৃতীয়মমৃতং তং আদিতা

উপজীবন্তি বরুণেন মুখেণ । ১৭৬ পৃঃ

তদন্তরে তৃতীয় অমৃত মঙ্গলিয়া, তথায় আদিভারা বক্রণের নেতৃত্বে বাস করিতেন।

অথ যৎ চতুর্থ অমৃতং তৎ মরুত

উপজীবন্তি সোমেন মুখেন । ১৭২ পৃঃ

তদন্তরে চতুর্থ অমৃত মহালোক বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া, তথায় উন-পঞ্চাশৎজন মরুৎ চন্দ্রের নেতৃত্বে বাস করেন।

অথ যৎ পঞ্চমমমৃতং তৎ সাধ্যা

উপজীবন্তি ব্রহ্মণা মুখেন । ১৮১ পৃঃ

তদন্তরে পঞ্চম অমৃত (তপোলোক ও ব্রহ্মলোক বা মধ্য ও উত্তর সাইবিরিয়া) তথায় সাদা দেবগণ ব্রহ্মার নেতৃত্বে বাস করেন।

তাহা হইলেই জানা গেল যে আদি স্বর্গ হইতে সাদা দেবগণ ব্রহ্মার প্রজা হইবার অভিপ्राয়ে ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরুতে গমন করেন। বায়ুপুরাণে বিবৃত আছে যে—

স্থানত্যগে মনশ্চাপি সৃগপং সং প্রবর্ততে ।

উচুঃ সর্কে তদাত্তোত্তং বৈরাজ্যং শুক্রবৃক্ষয়ঃ ॥ ৭৬

এবমেব মহাভাগাঃ প্রণবঃ সং প্রবিশু হ ।

ব্রহ্মলোকে প্রবর্তামঃ তন্নঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৭৭

বৈরাজ্যেভ্য স্তথৈবোক্তম্ অন্তরে যদ্গুণে ততঃ ।

ব্রহ্মলোকঃ সমাখ্যাতো যত্র ব্রহ্মা পুরোধিতঃ ॥ ৮১—৩২ অঃ

শুক্রবৃক্ষসম্পন্ন ব্যক্তিগণ পরস্পর মন্থনা করিলেন যে যখন ব্রহ্মা গিয়াছেন, তখন আমরাও এ বৈরাজ্য ভবন পরিভাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিব, তাহাতেই আমাদের মঙ্গল হইবে। উক্ত ব্রহ্মলোক আমাদের বৈরাজ্য ভবন অপেক্ষা উত্তরে ও উহা তদপেক্ষা পরিমাণে ছয় গুণ বড়। তথায় স্বয়ং সুর জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা নেতা। ঋগ্বেদেও বিবৃত রহিয়াছে যে—

তে জামা সোনানী নিগুনা সনোকসা,

নবাং নবাং তনুম আশ্রুতে দিবি সমুদ্রে । ৯—১৫২ সূ—১ম

স্বর্গ ও ভারতবর্ষ একে অণ্ডের স্রাতি। যেন একটি নিগুন, ইহাদের পরিমাণও সমান। এষ্ট উভয় স্থান হইতে সময়ে সময়ে নূতন নূতন বংশ

যাইয়া বঙ্গলোক ও অপোগস্তানাদিতে (অস্তুরিক্ষে) উপনিবিষ্ট হইয়াছেন।
তথাহি—

যে দেবাসো দিবি একাদশত্ব পৃথিব্যামধি।

একাদশত্ব অঙ্গুক্ষিতঃ মহিনা একাদশত্ব ॥ ১১—১৩৯ত্ব—১ম

অর্থাৎ আদিমুর্গ হইতে এগার জন প্রধান দেবতা উত্তরকুরুতে (দিবি),
এগার জন অপোগস্তানাদিতে ও এগার জন পৃথিবী বা ভারতবর্ষে আসিয়া
উপনিবিষ্ট হইলেন।

সুতরাং অতঃপর আন কেহ ক্রিম্বালটিকবেলা, মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা
মাডাগাস্কার প্রভৃতি দ্বীপ, তুরস্ক, পারস্য, ভারতবর্ষ, লঙ্কা [শরণদ্বীপ], বাকট্রিয়া
ও হিন্দুকুশ প্রভৃতিকে মানবের আদিগৃহ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন কি
না, তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। অবশ্য মিঃ উইলিয়ম ওয়ারেন্ প্রভৃতি বড় বড়
সাহস্রবেদী এ বিষয়ে অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কোনও প্রমাণ
দিতে পারিয়াছেন কি না, তাঁহাদিগের কেবল মতব ও আন্দাজের কথা বিশ্বাস
করা কর্তব্য কি না, ইংরাজীমতের পক্ষপাত তাহা অবশ্যই তলাইয়া দেখিবেন।

যাহা হউক অতঃপর আমরা আদি মানব বিরাটের পদধূলিসংস্পর্শে যে
ভূপু পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, উহাও প্রকৃত অবস্থানবিন্দু অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া
দিতে চেষ্টা করিব, এবং দেখাইব আদিগের বেদই এ বিষয়ের একমাত্র প্রকৃত
পথপদশক।

তবে কোন্ স্থান মানবের প্রকৃত আদি স্মৃতিকাগার? কোন্ স্থান প্রকৃত
আদি ভূমি, তাহা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। কেন না সেই অন্ধতামস
আদিমদের লোকেরা নিরক্ষর ও ভাষাবিহীন ছিলেন, তাঁহারা ইহা কখনও
গ্রন্থে লিখিয়া রাখিতেও সমর্থ হইলেন নাই, লিখিয়া রাখার কোনও প্রয়োজন
পাকার কথাও তখন তাঁহাদের আবির্ভাব মনে জাগরিত হইয়াছিল না। কিন্তু
বংশপরম্পরক্রমে আপনাদের নিজ বাড়ী, বাপ দাদার বাড়ী ও পুরাণ বাড়ীর
কথা জানিয়া আসা কাহারই পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। পশুপক্ষীরাও আপনাদের
আড্ডাগুলি স্মরণ করিয়া রাখে, তাহাতে মাতৃম উহা পারিবে না কেন?
তাই আমাদের বেদাদি সর্গ শাস্ত্রে এক টি

পিতৃলোকের

কথা বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, আরব, কালডিয়া, বেবিলন, আর্মেনিয়া, পেলেষ্টাইন, পারস্য, ইরান, চীন ও জাপান প্রভৃতি বহুসংখ্যক জনপদ এ জগতে বিদ্যমান। কিন্তু ভারত ভিন্ন কোনও সভ্য জনপদের কোনও ইতিহাসেই

পিতা, পিতৃভূমি, পিতৃলোক

শব্দের সমাবেশ দেখা যায় না। অবশ্য তাঁহারা “ইদেন” উচ্চানের নাম লইয়াছেন। কিন্তু ইদেন উচ্চান ও আদমহবার (ইভ) নাম সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত। আমাদের “আদিম মনু” হইতে “আদম” ও শত্রুপা হইতে শপা ও শপা হইতে হবা এবং হবা হইতে ইভ হইয়া থাকিবে, কিন্তু উহার মূলে এতদধিক অল্প কোনও সত্যই বিনিহিত নাই। বেদ, উপনিষৎ, স্মৃতি, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসমূহ (অবশ্য অস্বাভাবিক নহে) জগতের সমগ্র সভ্য জাতির আদি পৈতৃক সম্পৎ। কিন্তু আমরা এই সকল সভ্য জাতিকে যখন ভারত হইতে নিষ্কাশিত করি, তখন উহারা কেহই বেদ বা শাস্ত্র গ্রন্থ লইয়া যাইতে অধিকার পাইয়াছিলেন না। স্কেন্ডিনেভিয়ার লোকেরা অতীত আপনাদের ধর্মশাস্ত্রকে “বদ” (verd) বলিয়া অভিহিত করেন, কিন্তু উহা বেদ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। রোমের বয়স ২০০০ বৎসর, গ্রীসের বয়সক্রম ২৭০০ বৎসর, মিশরের পুরীমঠ (Pyramid)-গুলির বয়স ৩ কি ৩৫০০ সাত্বে তিন হাজার বৎসরের বেশী নহে, কেন না তাঁহারা গ্রীক ও যু জাতির মধ্যবর্তী যুগের লোক। বাইবেলের বয়স ৩৯০০ বৎসর, কোরাণের বয়স চাক্রমতেও ১৩৩০ বৎসর, সুতরাং এই সকল অস্বাভাবিক লোকদিগের অস্বাভাবিক গ্রন্থে কি প্রকারে মানবের আদি পিতৃভূমির কথা থাকিবে? তবে ভূতপূর্ব ভারতমুখান গ্রীক ও মৈথিলগণ কেবল স্মরণবলে “মেরু” ও পারস্যগণ (অহুরেরা) মৌকর নাম মনে রাখিয়াছেন। কিন্তু উহাই যে আদি নিকেতন, তাহা তাঁহারা জানেন না উহার অবস্থানবিন্দু নির্দেশ করিতেও তাঁহারা নিত্যা পরাভূত। ফলতঃ ইলাবৃত্তবর্ষমধ্যগত মেরু বা ইলাস্বায়ী (আলটাই) পর্বতের সাত্বেদশই মানবের প্রকৃত আদি জন্মভূমি। এবং বৈদিক আচার্যগণ উহাকেই পিতা বা পিতৃলোক বলিয়া বিশেষিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—

দ্বোঃ পিতা পৃথিবী মাতা । ৫।৫ সূ । ৬ম

মধু দ্বোরস্তু নঃ পিতা ।

দ্বোঃ পিতা জনিতা । ১০—১ সূ । ৪ম

দ্বাবাপৃথিবী পিতা মাতা । ২—৪৩সূ—৫ম

উদ্ধঃ নো দ্বোশ্চ পৃথিবী চ

পিতা মাতা । ৬—৭০ সূ—৬ম

তৎ মাতা পৃথিবী তৎ পিতা দ্বোঃ । ৪ ৮৯ সূ । ১ম

ভরতি প্রাণিঃ পিতা । ৬—১০৮ সূ—১০ম

অর্থাৎ স্বর্গই আমাদের পিতৃভূমি অর্থাৎ পূর্ব পিতামহগণের আদি নিকেতন এবং পৃথিবী পৃথিবী রাজা পৃথিবী বা ভারতবর্ষই ঋক্ ও অথর্কবেদের পণেতা নতন ঋষি আমাদের মাতা বা মাতৃভূমি, আমরা এই ভারতেই জন্মিয়াছি, কিন্তু আমাদের পুত্র পুত্রস্বরা এখানে জন্মগ্রহণ করেন না, তাঁহারা স্বর্গে জন্মিয়া এখানে আসিয়া আগন্তুক ও উপনিবেশিকভাবে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । তাই ঋগ্বেদ ও অথর্কবেদ সম্বন্ধেই বলিয়া গিয়াছেন যে—

দ্বোঃ পিতা জনিতা নাভিবত্র বন্ধুর্নঃ ।

মাতা পৃথিবী মহীয়স্ * । ৩৩—১৬৪ সূ—১ম

দ্বো বা স্বর্গই আমাদের পিতা বা পিতৃভূমি, জনিতা বা জনয়িতা, উক্ত স্বর্গই আমাদের পূর্বপুরুষদের নাভি বা উৎপত্তি স্থল, আমরা বন্ধু বা স্মৃতি দেবগণ এখানে তথায় বর্তমান আছেন । এই মহতী পৃথিবী বা ভারতবর্ষ আমাদের ভাবতীয় ঋষিগণের মাতা বা জন্ম ভূমি ।

প্রশ্ন হইতে পারে দ্বো বা স্বর্গ বলিলে কেবল প্রথম ব্যোম বা আদি স্বর্গ বুঝাইবে কেন? উহাদ্বারা কেন ব্রহ্মার স্বর্গও অববোধিত হইক না? না তাহা হইবে না । কেন না যখন ব্রহ্মা উত্তরকূতে বাইয়া উহার নামও স্বর্গ রাখেন নাই, তখন আদি স্বর্গই স্বর্গ বা দ্বো প্রভৃতি শব্দে সূচিত হইত । তাই মহাভারতেও আদিপর্বে ১২০ অধ্যায়ে ব্রহ্মার বাসস্থান উত্তরকূকে ব্রহ্মলোক

* এ পাঠ অথর্ক বেদের, ঋগ্বেদ "ন" পাঠের পরিবর্তে "মে" পাঠ আছে । অথর্ক বেদ—২য় খণ্ড ৭২৬ পৃষ্ঠা দেখ ।

বলা হইয়াছে, এবং উহাতে ইলাবৃতবর্গকে আদিস্বর্গ বুরাইতে স্বর্গ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

স্বর্গপারং তিতীর্গুঃ সঃ

সেই পাণ্ডু স্বর্গ পার হইয়া ব্রহ্মলোকে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন ব্রহ্মার উত্তরকুককেই লোক স্বর্গ ও দেবলোক বলিয়া ঠাহবিতে লাগিল, আদিস্বর্গের মাহাত্ম্য কমিয়া গেল, তখন সকলে উহাকে পুৰাণ বাপের বাড়ী বলিয়া “পিতা” এই নামে বিশেষিত করিলেন। কিন্তু তথাপি উহার স্বর্গ নামও গেল না। “স্বর্লোক” বলিলে আদি স্বর্গ ভিন্ন কখনই ব্রহ্মলোকের অববোধ হইত না। ফলঃ

ইলাবৃতবর্গ হরিবর্গ ও কিম্পুচবর্গ

লইয়াই স্বর্লোক বা ত্রিনাক অথবা দ্বাপষ্টপ গঠিত। ব্রহ্মলোক বা সত্যলোককে কেহ কখনও স্বলোক বলিয়া নির্দেশ করেন নাট, তবে স্বর্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আদি স্বর্গকে লোক “পিতা” বলা নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুককে নহে। কেন না উহা মানবের আদি জন্মভূমি নহে, আদি স্বর্গই আদি জন্মভূমি বা পিতৃভূমি। তাই মহানতি শব্দর পিতা শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

পিতরন্ সর্কস্জ জনরিত্ৰহাঃ পিতৃহন্

১০—পু—প্রগোপনিষৎ।

অর্থাৎ আদি স্বর্গ সকলের আদি জন্মভূমি বলিয়া উহাকে পিতা শব্দে বিশেষিত করা হইয়াছে। সাধন এই পিতার অর্গ পালক ও প্রীণায়িতারং প্রভৃতি যাত্রা কিছু করিয়াছেন, তৎসমুদয়ই ব্রহ্ম বাখা। আর আদি স্বর্গকে পিতা ও ব্রহ্মার স্বর্গকে দিব্ নামে সংসূচিত করাত্রেও ব্রহ্মার উত্তরকুকব আদি জন্মভূমি নিরাকৃত হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাক্ৰতিং দিব্ অহঃ।

পরে অর্কে পুরীরিণন্। ১২—১৬৪ স্—১ম

অর্থাৎ যদি আদিস্বর্গ পিতাকে পঞ্চপাদ বা পাঁচপোয়া ধর, তবে ব্রহ্মার দিব্কে বারপোয়া ধরিতে হইবে। প্রবীণেরা উহাদের এইরূপ অনুপাতই ধরিয়া থাকেন। দিবের বাকী অর্দাংশ হলে ডোবা, উহা জাগিল পাঁচ ও

চক্ষিণে যে অল্পপাত, পিতৃভূমি আদিবর্গ ও ব্রহ্মার দিব্ বা উত্তরকুরুতে সেই অল্পপাত হইবে।

অনেকেই বলিয়াছেন আমাদের ঋষিরা আমাদের পূর্ব নিবাস বা পিতৃভূমি সম্বন্ধে কোনও কথাই বলিয়া যান নাই। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে হিন্দুর বেদাদি সর্গশাস্ত্রেই তাহা যোগ আনাই বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে বিবৃত আছে—

সনা পুরাণম্ অপি গ্রামি আরাং

মহঃ পিতৃর্জনিতৃণামি তনঃ ।

দেবাসো যত্র পনিতার এনৈঃ

উরো পথি বাতে তত্ত্বরহঃ ॥ ৯—৫৪ সূ—৩ম

তত্র সারণভাষ্যম্ হে ছৌঃ মহঃ মহত্যাঃ পিতৃঃ সস্রজা পানিধিত্রাঃ জনিতৃঃ জনয়িত্রাঃ তব সনা সনাতনঃ পুরাণঃ পূর্কক্রমাগতঃ নঃ অস্মাকং যদেতৎ জামিঃ

সস্রমেকস্মাং জাতম্

ইতি গৌভগি নী ভবতি ।

তাদৃশং ভগিনীহঃ তং আরাং অধুনা অধোনি ঋরামি দিবঃ পিতৃহে জনয়িতৃহে । মহবর্গাঃ

“গৌমে পিতা জনিতা

নাভিরহে”তি

যত্র যস্যাম্ দিবি অন্তর্মধ্যে উনৌ বিস্তীর্ণে বাতে বিবিক্তে পথি নভসি পনিতারঃ জাঃ স্তবস্তো দেবাসো দেবাঃ এনৈঃ গমনসাপনৈঃ শ্বৈঃ শ্বৈঃ বাহনৈঃ সতিভাঃ সন্তঃ তসুঃ তত্র স্থিতা দেবা মদীয়ং স্তোত্রং শৃণন্ত ইতি ভাবঃ ।

দত্তজানুবাদ—আমি এক্ষণে মহৎ পিতার সেই সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিত্ব চিন্তা করি, তাহার বিস্তীর্ণ নিজেনপথে স্তম্ভিকারী দেবগণ স্বীয় স্বীয় বাহনের সহিত অবস্থান করেন।

আমাদের মতে ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ—কোনও ভারতীয় ঋষির মনে আপনাদিগের ভূতপূর্ব বাসস্থান স্বর্গের কথা পড়িলে তিনি বলিতে থাকেন—

যদিও আমরা এখন অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তথাপি আমি এই

সুদূর ভারত হইতে সেই মহান্ পিতৃভূমি জন্মভূমি স্বর্গের সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিক স্মরণ করি। যে স্বর্গে দেবতারা নিয়ত সশস্ত্র হইয়া বিস্তীর্ণ নিরুজন দেবধান পথে স্তুতি করিয়া থাকেন।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যার সায়ণ যে “সস্মং একস্মাং জাতং” কথাটি বলিয়াছেন, ইহা অতীব সত্য কথা। অর্থাৎ আমরা, অগ্ন্যাণ্য দেশবাসীরা সকলেই ঐ আদি স্বর্গ পিতৃভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু সায়ণ যে “গৌভগিনী ভবতি” এই কথাটি বলিয়াছেন, ইহা অতীব অমূলক। ইহাতে এইভাবে অভিযুক্ত হয় যে স্বর্গ ও ভারতবর্ষ যেন সমানভাবে দুই স্থান, দেবতারা স্বর্গে ও আমরা ভারতে জন্মিয়াছি, ভারতভূমি যেন স্বর্গের ভগিনীস্থানীয়। কিন্তু তাহা নহে, তাহা হইলে

সস্মং একস্মাং জাতং

এ কথা যে বৃথা হইয়া যায়? ঋগ্বেদ কি স্বর্গবাসী দেবতা ও আমাদেরকে স্থলান্তরে এক মাতার সন্তান বলিয়া নির্দেশ করেন নাই?

অস্তি হি বঃ সজাত্যাঃ রিশাদসো দেবাসো

অস্ত্যাপ্যম্। ১০—১৭ সূ—৮ম

হে দেবগণ! তোমরা আমাদের পরে বলিয়া হিংসা বা বিদ্বেষ করিও না, তোমরা আমাদের সজাতি ও বন্ধু বান্ধি।

অধি নঃ ইন্দ্র এষাম্ বিক্ষেপ

সজাত্যানাম্ ইতা মরুতো অশ্বিনা ॥ ৭- ৭২ সূ—৮ম

হে ইন্দ্র! হে বিক্ষেপ! হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! হে মরুদগণ! আমরা তোমাদের সজাতি। তোমরা আমাদের নিকট আগমন কর।

প্রভ্রাত্বনং সুদানবোহধ দ্বিতা সমাণ্ডা।

মাতুর্গণ্ডে ভরামহে ॥ ৮—৭২ সূ—৮ম

আমরা ও তোমরা এখন দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি বটে, এখন তোমরা স্বর্গবাসী ও আমরা ভারতবাসী। কিন্তু তোমরা ও আমরা এক মাতা স্বর্গভূমির সন্তান। তোমাদের সহিত আমাদের নিকট ভ্রাতৃত্বই রহিয়াছে।

তবে কি স্বর্গ একদিন জগতের সাধারণ মাতৃভূমি বলিয়াও বিশেষিত হইত? অবশ্যই হইত। যখন ব্রহ্মাদি দেবগণ উত্তরকুরুতে গমন করেন ও আমরা

ভারতে আগমন করি, তখনই মাতা গ্নো বা আদি স্বর্গ পিতৃনামের বিষয়ীভূত হয়। যদাহ ঋগ্বেদঃ

যুক্তা মাতা আসীং ধুরি দক্ষিণায়ঃ ৯—১৬৪ সূ—১ম

তত্র সায়ণঃ—মাতা নিম্নায়তে অগ্নিন্ ভৃতানি ইতি মাতা গ্নোঃ । দক্ষিণায়ঃ
অভিমতপূরণসমর্থায়ঃ পৃথিব্যাঃ ধুরি নিম্নহণে যুক্তা আসীং ।

সায়ণের এ বাখ্যা অতীব শোভন হইয়াছে। অর্থাৎ আমরা ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলে দৈত্য, দানব, অশুর, (পার্শী) ও এ দেশের কৃষ্ণস্বর্গ-গণ আমাদের প্রতি প্রভূত অত্যাচার করেন। তজ্জন্তু দেবরাজ ইন্দ্রকে আমাদের এই দক্ষিণদেশরক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তথাহি—

সং পশ্যামি প্রজা অহম্ ইড় প্রভাসো মানবীঃ । ৩৬ পৃ কৃষ্ণস্বর্গঃ ।

পশবো বৈ উত্তরবেদিঃ । ৪১৯ পৃ পশবো বৈ ইড়া । ৪০৯ পৃঃ ।

অভি ন ইলা যুগ্মশ্চ মাতা ১৯—৪১ সূ—৫ম

অর্থাৎ ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া সমগ্র মানবজাতির মাতৃভূমি।

এখানে সায়ণ “যুগ্মশ্চ গোসংঘশ্চ মাতা নিম্নাত্রী” প্রভৃতি অসঙ্গত কথা বলিয়াছেন, দত্ত সাহেবও উহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন [গো সমূহের মাতা ইলা] কিন্তু এই ইলা ইলাবৃতবর্ষের ন্যায়ক দেশ, ইহা হইতেই গ্রীক ও লাতিনদিগের Elysium ও Elysium শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। এবং পার্শীগণ যে প্রকার তাঁহাদের মৌরুকে [মেরুকে]

Holy ও Mighty

বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, তদ্রূপ আমরাও আদিজন্মভূমিহ্রনিবন্ধন আমাদের মেরুপর্বতসনাথ ইলাকে শ্রেষ্ঠ ও প্রাণপ্রতিম স্থান বলিয়া সংস্থচিত করিয়াছি।

নি ত্বা দধে বরে আ

পৃথিব্যা ইলায়াম্পদে ।+ ৪—২৩ সূ—৩ম ।

হে অগ্নি! আমরা তোমাকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে ইলার পদ বা ইলাবৃত-বর্ষ, উহাতে স্থাপন করিয়াছি।

* ইলায়া স্বা পদে বয়ং নাস্তা পৃথিব্যা অধি ।

জাতবেদঃ নিধীমহে অগ্নে হব্যায় বোঢ়বে ॥ ৪—২৯ সূ—৩ম

ইনার পদ শ্রেষ্ঠ কেন? যেহেতু উহা মানবের আদি জন্মভূমি বা আদি পিতৃলোক। তথাহি—

ত্বা মথ্যে পুষ্করাদধি অথর্বা নিরমহৃত।

মূর্ক্ণে। বিশ্বশ্চ বাষতঃ ॥ ১৩—১৬ সূ—৬ম

হে অগ্নি! যে পুষ্কর বা ইনার তবর্ষে অথর্বা ঋষি অরণিসংঘর্ষণদ্বারা তোমার উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই পুষ্কর বা ইনার তবর্ষ সমুদয় বিশ্বের মূর্ক্ণ বা মস্তক স্বরূপ। কেন? যেহেতু উহা মানবের আদি জন্মভূমি।

ইনার তবর্ষের নানাস্থল, বোন, আকাশ, পুষ্কর ও মঙ্গপ্রভৃতি। এই পুষ্করে [পদ্মে] জন্মনিবন্ধন সুরজ্যোষ্ঠ ব্রহ্মার বিশেষণ অক্ষয়োনি বা পদ্মজন্মা। সুরজ্যোষ্ঠ ব্রহ্মার জ্যোষ্ঠ পুত্র অথবা এখানে সর্বাদৌ অরণিসংঘর্ষে অগ্নির উৎপাদন করেন। ততপক্ষেই কোনও ঋষি ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

বেদিষদে প্রিয়ধানায়। ১—১৪০ সূ—১ম

তত্র সাষণঃ—বেদিষদে প্রিয়ধানায় প্রিয়ধায়ে প্রিয়স্থানায় উত্তরবেদি-লক্ষণ প্রিয়স্থানায়।

এই বেদি কোন্ স্থান? ঐতবেয় ব্রাহ্মণ বলিতেছেন যে—

এতৎ বা ইনারাম্পদঃ

দত্তত্তরবেদী নাভিঃ। ১—২৮।

এই যে ইনার তবর্ষ উহা পৃথিবীর উত্তরবেদী বা উত্তর সীমা এবং উহা সমগ্র মানবজাতির নাভি বা উৎপত্তি স্থান।

ধাননি প্রিয়ে নাভা যজ্ঞশ্চ। ৩১—১২ সূ—৮ম

উহা অতি প্রিয়তম ধান, এখানেই সর্বাদৌ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সমারম্ভ হয়।

নমো দিবে বৃহতে সদনায়

প্রিয়ায় ধায়ে। ১—৪৮ সূ—৫ম

আনি সকলের প্রিয়তম ধান বৃহৎ সদন দিব্কে নমস্কার করি।

আচ্ছা এখানে আদি স্বর্গকে দিব্ বলা হইল কেন? অতিপূর্বে আদি স্বর্গ স্বঃ, নাক, বোন, আকাশ ও গোপ্রভৃতি শব্দেই সূচিত হইত। পরে ব্রহ্মা সভালোক বা উত্তর কুরুতে বাইরা উহাকে ব্রহ্মলোক, দিব্, জা, উত্তম নাক, পরম বোন, ও স্বর্গ বলিয়া বিশেষিত করিলে আদি স্বর্গ “পিতা” নামে সূচিত হইতে থাকে।

কিন্তু অনেকে আবার এই পার্থক্য লঙ্ঘন করিয়া আদি স্বর্গকেও দিব্ ও পরম বোম শব্দে বিশেষিত করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ইহা তাঁহাদিগের প্রমাদ।

স জায়মানঃ পরমে

স জায়মানঃ পরমে বোমন্

বোমনি অগ্নিঃ । ২—১৪৩ সূ :ম

৭—৬ সূ—৭ম

তত্র সায়ণঃ—স পূর্কৌক্রুঃ অগ্নিঃ

হে বৈশ্বানর স প্রসিদ্ধ স্বং পরমে

জায়মানঃ অরণীভ্যাম্ উৎপদ্মমানঃ

দূরস্থে বোমন্ অন্তরিক্ষে জায়মানঃ

তদানীমেব পরমে উৎকৃষ্টে বোমনি

সূর্য্যাক্রুপেণ প্রাচুর্ভবন্ ।

বিবিধরক্ষণবতি বেদিদেশে ।

এই উভয় মন্ত্রেও পরম বোম শব্দ প্রকৃতরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। অতী একটি মন্ত্রে আদিবোমপ্রভব ইন্দ্রকেও পরমবোমপ্রভব বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। উক্ত দিব্ শব্দও আদি স্বর্গের পরিবর্তে ব্যবহার করিয়া ঋষি প্রমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে আদি স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষই সকলের প্রিয়ধান, পরন্তু ব্রহ্মার দিব্ বা উত্তরকুরু নহে, অগ্নিও পরম বোম বা উত্তরকুরুতে উৎপাদিত হইয়াছিলেন না, পরন্তু আদি স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষে।
উক্তঃ—

অগ্নিঃ প্রথম ইলম্পদে সমিদ্ধঃ । ১ -১০ সূ—২ম

অগ্নিঃ পৃথিব্যা নাভা ইলায়াম্পদে জাতঃ । ৬—১ সূ -১০ম

অগ্নি পৃথিবীর আদি জন্মভূমি ইলাবৃতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে। সকলের আদিতে অগ্নি ইলাবৃতবর্ষে প্রজ্জ্বালিত হয়। তবে—

দিবম্পরি প্রথমং জজ্ঞে অগ্নিঃ । ১—৪৫ সূ—১০ম

এই মন্ত্রে যেরূপ ছো বা “স্বঃ”কে ভ্রান্তিবশতঃ দিব্ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, (বস্তুতঃ ব্রহ্মার উত্তরকুরুই দিব্ ও পরমবোম), তদ্রূপ কোনও ঋষি ভ্রান্তিবশতঃ আদি স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষকেও পরমবোম বলিয়াছিলেন।

আচ্ছা ইলাকে যখন উত্তরবেদী বলা হইয়াছে, তখন কেন মনে করা যাউক না যে উক্ত ইলাবৃতবর্ষ উত্তরকুরুতে এবং উইলিয়ম ওয়ারেন সাহেবের কথাই তাহা হইলে প্রকৃত সত্য ?

His Eden land was Habarita, it was therefore at the Pole.

না তাহা নহে। উত্তরকুরুতে মেরু নামে কোনও পর্বত বা গ্রাম ছিল না ও তথায় ইলাবৃত নামেও কোনও জনপদ নাই, উত্তরকুরুর বহু দক্ষিণেই যে মেরুপর্বতসনাথ ইলাবৃতবর্ষ বিদ্যমান, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। ফলতঃ যখন আমরা, ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রথমে এই তিনলোক ভিন্ন অথ কোনও লোকের তত্ত্ব জানিতাম না, আটলান্টিকের আয় 'আর' হ্রদ অপার বলিয়া স্বীকৃত ছিল, তখনই আমরা ইলাবৃতবর্ষকে পৃথিবীর শেষ উত্তরসীমা ভাবিয়া উহাকে উত্তরবেদী নামে সমাখ্যাত করি। এ বিষয়ে বেদে এইরূপ বিবৃতি দেখা যায়—

কো অশ্র বেদ ভুবনশ্র নাভিঃ
কো ছাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষম্।
কঃ সূর্যশ্র বেদ বৃহতো জনিত্রঃ
কো বেদ চন্দ্রমসঃ যতো জাঃ ॥

শুক্লযজুঃ ৫৯ ক ২৩ অ।

কোন্ বাক্তি জগতের নাভি মানবের আদি জন্মভূমির কথা জানে? কোন্ বাক্তি স্বর্গ, ভারতবর্ষ ও অন্তরিক্ষের কথা জানে? কোন্ বাক্তি এই সুবিশাল জড় সূর্যের উৎপত্তির কথা জানে? আর এই চন্দ্রমাই বা কোথা হইতে হইয়াছে, তাহাই বা কে অবগত আছে?

বেশ বুঝাগেল, এই সময়ে লোক সকল আদি জন্মভূমির কথা ভাবিয়া দেখিতেন ও ভাবিতে যাইতেন। কিন্তু প্রাণানুসারেই মনে হয় অনেকেই উহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আর ঐ সময় সকলে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনলোকের বেশী লোকের অস্তিত্বের কথা জানিতেন না, আর ভৌগোলিক জ্ঞানের অল্পতা নিবন্ধন এই তিনলোকের প্রকৃত তত্ত্বও অনেকে অবগত ছিলেন না। এই মহালোকের যুগেই বা কয় জন ভারতসম্ভান

সমগ্র ভারতবর্ষ (সপ্তর্কোপদ্বীপ)

তুরুঙ্গ, পারশ্র, অপোগস্থান,

ও তিব্বত, তাতার, মঙ্গলিয়ার

প্রকৃত ভৌগোলিক অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছেন? আর এই সময়ে সূর্যমাই যে জগৎপ্রসবিতা, সকলের মন হইতে এ ভাবেরও তিরোভাব হইয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের স্রষ্টা আরও কেহ আছেন, ইহা জাগিতেন। তথাপি—

পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তঃ পৃথিব্যাঃ

পৃচ্ছামি ত্বা যত্র ভুবনশ্চ নাভিঃ । ৬১ শুক্রযজুঃ ।

৩৪—১৬৪ সূ—১ম । ঋগ্বেদ ।

পৃথিবীর শেষ সীমা কি ? জগতের নাভি বা আদি উৎপত্তি স্থান কি ? বেদই উত্তর দিতেছেন যে—

ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যাঃ

অয়ং মজ্জো ভুবনশ্চ নাভিঃ । ৬২— শুক্রযজুঃ

এই বেদি বা ইলারতবর্মই পৃথিবীর শেষ সীমা, এবং মজ্জবল্লল এই ইলারত-বর্মই পৃথিবীর নাভি বা আদি উৎপত্তি স্থান ।

অত্র সায়ণঃ—পৃথিব্যাঃ প্রথমবত্যা ভূম্যাঃ পবঃ অন্তঃ পবম অন্তঃ পর্যাবসানং ইয়ং বেদিঃ মহি বেদ্যতিরিক্তা ভূমিঃ অস্তি

“এতাবতী বৈ পৃথিবী

যাবতী বেদিঃ” ইতিশ্রুতঃ । তৈঃ সম্—২—৬—৪ ।

বেদী বা ইলারতবর্মের উত্তরে আর পৃথিবী নাট কেন ? যেহেতু উহার উত্তরে অপার মহার্ণব আরহুদ বিরাজমান । তখন উহার উত্তরে যে ত্রৈলোক্য ছাড়া অন্য কোনও ভূমি আছে, তাহা কেহই জানিতেন না । তাই ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—

উদ্ধং কেতুং সবিতা দেবো অশ্রং, জ্যোতির্বিশ্বৈশ্চ ভুবনায় কুধন্ ।

অপ্রা ত্বাপৃথিবী অন্তরিক্ষং বিস্বর্যোয়ারশ্মিভিশ্চেকিতানঃ ॥

২—১৪ সূ—৪ম

ত্রয় সায়ণঃ—বিশ্বৈশ্চ সর্বশ্চৈশ্চ ভুবনায় জ্যোতিঃ তেজঃ কুধন্ কুর্কান্ সবিতা দেবঃ উদ্ধং উগুপং কেতুং প্রকাশকং ভানুমশ্রং আশ্রয়তি । বিচেকিতানঃ সর্বঃ বিশেষণ পশ্চান্ সূর্য্যঃ রশ্মিভিঃ ত্বাপৃথিবী ত্রালোকভ্রলোকৌ অন্তবিক্ষঞ্চ অপ্রাঃ সমন্তাং অপূরয়ৎ ।

সূর্য্য কেতুস্বরূপ অতি উদ্ধে থাকিয়া সমগ্র ভুবনে আলোক দান করিয়া ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ এই তিনলোককে পূর্ণ করিতেছেন । গায়ত্রী পাঠ কালেও—

ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ভরগাং

ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি ধियो যোনঃ প্রচোদয়াৎ ॥

জানা যায়:যে, ঋষিরা সূর্য্যকে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিনলোকের প্রসবকর্তা

বলিয়াই জানিতেন। তৎপর আরালহুদ শুকাইয়া যাইয়া বৈকাল ও আরাল এই দুই হ্রদে পরিণত হইলে আরালের শুষ্ক জল

মহলোক

বা চন্দ্রলোক (দক্ষিণ সাইবিরিয়া) নামের বিষয়ীভূত হয়। এখানে অপৰ্যাপ্ত শস্য হইত, তাহা দেবতারা ভক্ষণ করিতেন। তাই মানুষ চন্দ্রের নাম ওষধিনাথ। এখানেই সুধা বা মধু প্রস্তুত হইত, তাই মানুষ চন্দ্রের নাম সুধাকর। ইহার উত্তরেই তপোলোক ও রক্ষলোক বা উত্তরকুরু স্থলে পরিণত হয়। তাই ইন্দ্র এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন।

অহঃ স দূরে পারে বজসো

রোচনা অকরম্ । ৬—৪৯ সূ—১০ম

আমি ইন্দ্র ত্রৈলোক্যের পরপারে অতিদূরে “রোচনা” নামে নূতন জনপদের সৃষ্টি করিয়াছি। কি প্রকারে—

সমুদ্রাং অর্গবাং অধি সংবৎসরো অজায়ত ।

অহোরাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বশ্চ নিষতোবশী ॥ ১—১৯১২ সূ—১০ম

অর্থাৎ সমুদ্র শুকাইয়া তথায় সংবৎসর, অহঃ ও রাত্রি নামে তিনটি জনপদের সৃষ্টি হয়। ইহারাই বেদে ত্রিরোচনা, পুরাণে মহঃ, তপঃ, সত্য এই তিনলোক বা রম্যক, হিরণ্যর ও উত্তরকুরুবর্ষ এবং এক্ষণে সাইবিরিয়া নামেব বিষয়ীভূত।

সুতরাং এক সময়ে ইলা উত্তরবেদী অর্থাৎ উত্তরসীমার আলি হইলেও উদ্যব উত্তরে আর নূতন জনপদ সকলের উৎপত্তি হওয়াতে উহা পৃথিবীর মধ্যস্থলে পড়িয়া নাভি নামে প্রখ্যাতি লাভ করে।

আচ্ছা বুঝিলাম শাস্ত্রানুসারে ইলাই যেন মানবের আদি জন্মভূমি, কিন্তু এখানেই যে মানুষের প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার কি কোনও বিশেষ প্রমাণ আছে? অবশ্যই আছে। ঋগ্বেদ বলিয়াছেন—

ইলা যুথশ্চ মাতা

ইলাবৃতবর্ষই সকল মনুষ্যযুথ ও পশুযুথের আদি মাতৃভূমি। ছান্দোগ্য উপনিষদও বলিতেছেন যে—

ইমানি হ সর্বাণি ভূতানি

আকাশাদেব সমুৎপত্তাস্তু ।

পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতি ও পশুপ্রভৃতি প্রাণিসমূহ আকাশহইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আকাশ অর্থ ত “শূন্য”, উহা হইতে কেমন করিয়া জীবজন্তুর উদ্ভব সম্ভবিত্তে পারে? না আকাশ অর্থ শূন্য বা অন্তরিক্ষ (২য় লোক) নহে। আমরা ত পূর্বেই বলিয়াছি যে ইলাবৃতবর্ষ বা আদি বোমন অর্থাৎ ছোর নানাস্তর আকাশ। মধ্যবর্তী যুগের লোকেরা তাহা ভুলিয়া বাইয়া ভাবিলেন তবে এ আকাশ অর্থ বুঝি “ব্রহ্ম”। তাই তাহারা এই এক নূতন শ্রুতির আনদানী করিয়া বসিলেন—

আকাশো বৈ ব্রহ্ম”

ব্রহ্ম সকলের স্রষ্টা, সূত্রাৎ এ আকাশ শব্দ ব্রহ্মবাচী না হইয়া যায় না। ক্রমে অন্তেরা আবার তাহাও ভুলিয়া অপার অনন্ত গগন বা শূন্যকে আকাশ ঠাহরিয়া বসিলেন। ফলতঃ ভৌম আকাশই আমাদের আদি পিতৃভূমি। উক্তঞ্চ শ্রীমতা পরাশরেন—

পিতৃগাং স্থানমাকাশো

দক্ষিণা দিক্ তথৈব চ ॥

আমাদিগের সমগ্র মানবজাতির পূর্ব পুরুষদিগের যে আদি জন্মভূমি উহারই নাম আকাশ, উহা উত্তরকুরুপ্রভৃতি জনপদের দক্ষিণদিকে অবস্থিত। যদি আকাশ কোনও ভৌম স্থান না হইয়া শূন্য হইত, তাহা হইলে উহা অমূকের “দক্ষিণে” এমন কথা প্রযুক্ত হইতে পারিত না, কেননা গগন অনন্ত, উহার কোনও পরিচ্ছিন্ন সীমা নাই ও হইতে পারে না। আচ্ছা উহা কেন আমাদের ভাবতবর্ষের দক্ষিণে হউক না? বাল্মীকি ত তাহাই বলিয়াছেন?—

অন্তে পৃথিব্যা দুর্দ্ধ্বাস্ততঃ স্বর্গজিতঃ স্থিতা ॥

ততঃ পরং ন বঃ সেব্যং পিতৃলোকঃ সুদারুণঃ ॥ ৪৪

রাজধানী যমশ্ৰেয়া কঠেন তমসাবৃত্তা ।

এতাবদেব যুগ্মাভিবীরবানরপুঙ্গবাঃ ।

শক্যং বিচেতুং গম্ভুং বা নাতে। গতিমতাং গতিঃ ॥ ৪৫—৪১ সর্গ

কিঙ্কিকাণ্ড ।

অর্থাৎ পৃথিবীর সর্ব দক্ষিণে স্বর্গজয়কারী দুর্দ্ধ্ব রাক্ষসগণ বাস করে।

তাহার পরই অতি ভীষণ পিতৃলোক, তোমরা কিছুতেই তথায় যাইও না।
উহা যমের রাজধানী এবং উহা অতি কষ্টকর অন্ধকারদ্বারা সমাবৃত।

রামায়ণের এই বর্ণনা হিন্দুর সর্ষশাস্ত্রবিরুদ্ধ ও ইহা অতীব প্রমাদদৃষ্ট।
যখন বেদবাক্যানুসারেই জানা যায় যে, যম পিতৃলোক ও স্বর্গের রাজা, যখন
অথর্ষবেদ ও স্বর্গ ও পিতৃলোককে একই বলিতেছেন,

কৃণ্ণে পন্থাং পিতৃষু যঃ স্বর্গঃ

এবং যখন পুরাণের বর্ণনানুসারেও নরকরাজ যমের রাজধানী সংঘমনীপুর
“মানসোত্তর মুর্দ্ধনি,” তখন আমরা কেমন করিয়া বর্তমান বিকৃত রামায়ণের
কথা মানিব? অবশ্য বেদ ও যমকে দক্ষিণদিকের অধিপতি বলিয়াছেন, কিন্তু সে
দক্ষিণদিক ব্রহ্মার উত্তরকুরু (কেন না পিতৃলোক বা মঙ্গলিয়া উত্তরকুরু
দক্ষিণেই অবস্থিত) পরন্তু আমাদের অসীম ভারতবর্ষের নহে। ঐ কারণেই
দক্ষিণদিকে “যাম্যা” দিক বলে, কিন্তু সে যাম্যাদিক যে ভারতেরই দক্ষিণে
একপ ভাবে হইবে না।

যমঃ পিতৃণাং রাজা । কনঃযজঃ ।

যত্র বৈবস্বতো রাজা যত্রাবরোধনঃ দিবঃ । ঋগ্বেদ

দক্ষিণেন পুনর্গেরো মানসশ্চৈব মুর্দ্ধনি ।

বৈবস্বতো নিবসতি যমঃ সংঘমনে পুরে ॥ ৩৮—৫০ অ বায়ু পু

মানসোত্তরশৈলে তু পুষ্কতো বাসবী পুরী ।

দক্ষিণেন যমশ্চাণ্ডা প্রতীচ্যাং বরুণশ্চ চ ।

উত্তরেণ চ সোমশ্চ তাসাং নামানি মে শৃণু ॥ ৮

বশ্বোকসারা শক্রশ্চ যাম্যা সংঘমনী তথা । ৯—৮ অ -- ২ অং

বিষ্ণুপুরাণ ।

এখন কি আমরা বেদ ও পুরাণের বাক্যে অবহেলা করিয়া একালের
প্রক্ষিপ্তবহুল নবীকৃত বিকৃত রামায়ণের কথাগুলি মানিব? প্রকৃত বান্দীকি
কখনই হনুমানের লেজ দেন নাই, মধ্য কাশ্মীরায় সমস্থিত পিতৃলোককে
এরূপে দক্ষিণে লইয়া যাইতেও তিনি কখনই প্রস্তুত হইয়াছিলেন না।

আচ্ছা পিতৃলোকের নাম যেন ব্যোম বা আকাশ প্রভৃতিই ছিল, কিন্তু তথায়

যে আদি মানব বিরাট্ হইতে নর সকল হইয়াছে, শাস্ত্রে এমন কোনও প্রমাণ আছে কি? অবশ্যই আছে। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন যে—

স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী

ন রমতে স দ্বিতীয় মৈচ্ছং । ১৩৫ পৃ

অনন্তর সেই আদি মানব বিরাট্ পুরুষ একাকী থাকিতে পছন্দ না হওয়ায় আপনার একজন সঙ্গী পাইতে ইচ্ছা করিলেন।

স চ এতাবান্ আস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ

সম্পরিষুক্তৌ । স ইম মেব আত্মানং দ্বৈধা

অপাতয়ং ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাং

তস্মাং ইদম্ অর্কিবৃগল মিব স্ব ইতি

হ স্ম আহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ । ১৩৬—৩৭ পৃঃ

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এরূপ বলেন যে—যে প্রকার একটি চণক দুইটিতে একটি হইয়া থাকে, তদ্রূপ আদি মানব বিরাট্, স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া একটি মিথুনভাবে ছিলেন। তৎপর তিনি আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পতি ও পত্নীতে পরিণত হইলেন।

তস্মাং অন্নমাকাশঃ স্ত্রিয়া অপূর্ণাত এব

তাং সমভবং ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত । ১৩৭—৩৮ পৃ

যাজ্ঞবল্ক্য ইহাও বলেন যে তৎপর সেই বিরাট্ পুরুষ, আপনার সেই পত্নীতে উপগত হইলে মনুষ্য সকল উৎপন্ন হইল ও তাহাদিগের দ্বারা আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল। ঋগ্বেদ বলিতেছেন যে—

কোদদর্শ প্রথমং জায়মানম্

কোন্ ব্যক্তি প্রথম জাত মনুষ্যকে দেখিয়াছে? কেহই নহে। সুতরাং এই আদিমানবসম্বন্ধে যত কথা নানাদেশীয় নানাশাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই মনঃকল্পিত, সুতরাং অলীক সংবাদ। খুব সম্ভব যেরূপে হউক প্রথমে একযোড়া মানুষ স্বতন্ত্রভাবেই সৃষ্ট হইয়াছিল, পরে তাহাদিগের উপগতিতেই অগ্নাত মনুষ্য প্রসূত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ চণকবৎ যুগ্মভাবে হওয়া ও তাহাকে দ্বিধা বিভক্তীকরণপ্রভৃতি ব্যাপার আদিঅন্তই যুক্তিশূন্য ও অলীক। এই ভ্রান্তিই মনু ও ব্যাস সাহিত্য এবং বাইবেলে যাইয়া নানা মূর্তিতে দর্শন

দিয়াছে। তবে আমরা ইহা হইতে এই মাত্র সত্যই পাইতেছি যে আমাদের পূর্ব নিবাসের নাম আকাশই ছিল, ছান্দোগ্য ও পরাশরের উক্তিও সেই উক্তিকে দৃষ্টীভূত করে। পক্ষান্তরে আমাদের শাস্ত্র আমাদের পিতৃভূমিকে “দ্যৌঃ” বা স্বর্গ বলিয়াও নির্দেশ করিতেছেন ও উহা আদি ব্যোম বলিয়াও বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের পিতৃভূমির নাম ব্যোম, আকাশ, দ্যৌঃ, পুষ্কর ও স্বঃপ্রভৃতি ইহা বুঝা গেল। ছান্দোগ্যপাঠেও পিতৃভূমির আকাশ নাম ও আকাশের ভৌমত্ব সম্বন্ধিত হইয়া থাকে।

মাসেভাঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাং আকাশম্
আকাশাং চন্দ্রমসম্। এষ সোমো রাজা তদেবানাম্
অন্নং তং দেবা ভক্ষয়ন্তি।। ৩৬০

অর্থাৎ ভারতীয় অন্তুবাসিগণ ভারত হইতে কতিপয় মাসে পিতৃলোক বা আদি স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষে ও তথা হইতে পিতৃলোকের মধ্যগত (যেমন কলিকাতার মধ্যগত চৌরঙ্গী) আকাশ বা মেরু পর্বতের সান্নিধ্যদেশে (যাহা আদি মানব বিরাটের জন্মনিবন্ধন বৈরাজ্যভবন নামের বিষয়ীভূত) তথা হইতে চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ মহারাজ চন্দ্রর রাজ্য (দক্ষিণ সাইবিরিয়া বা মহালোক অথবা রম্যাকবর্ষে) উপনীত হইতে পারিতেন। এই সোম বা চন্দ্র রাজা ছিলেন

সোমো ব্রাহ্মণানাং রাজা আসীৎ। শুক্রবজুঃ
সোমায় পিতৃমতে স্বাহ। ঐ
মঙ্গা ব্রাহ্মণ ভূয়িষ্ঠাঃ। ভীষ্মপর্ব

সোমের এই জনপদজাত শিশু সকল দেবতারা ভক্ষণ করিতেন। সুতরাং আকাশের ভৌমত্বও যেমন প্রকৃত, উহা যে আমাদের পিতৃভূমি ছিল, তাহাও তদ্রূপ সম্পূর্ণ অবিতর্ক কাহিনী। শুক্র বজুর অগ্র কোনও ঋষি প্রশ্ন করিতেছেন—

প্রশ্ন—কাস্বিৎ আসীৎ পূর্বচিতিঃ? ১১ ক-২৩ অ

তত্র মহীধরঃ—হোতা ব্রাহ্মণং পৃচ্ছতি—পূসং চিন্ত্যতে ইতি পূর্বচিতিঃ।
সর্বেষাং প্রথমস্মৃতিবিষয়া কাস্বিৎ?

উত্তর—দ্যৌরাসীৎ পূর্বচিতিঃ। ১২ ক-ঐ

পূর্বাচিন্তিঃ পূর্বাশ্রয়ণ বিষয়া ত্বোঃ বৃষ্টিরাসীৎ । ত্বোশব্দেন বৃষ্টির্লক্ষ্যতে
সর্বাশ্রয়ণানামিষ্টত্বাৎ । তথা চ শ্রুতিঃ—

“ত্বোর্কৈ বৃষ্টিঃ”

আমরা মহীরের এই ব্যাখ্যায় নিতান্তই অতৃপ্তি অনুভব করিলাম । ফলতঃ
ত্বো শব্দের প্রকৃত অর্থ আদি স্বর্গ । কিন্তু যখন লোক সকল আপনাদিগকে
ভারতেরই আদিম নিবাসী ভাবিয়া পূর্বা নিকেতন স্বর্গের কথা ভুলিয়া গেল,
আকাশ ও দিব্ এবং ত্বো প্রভৃতি যাইয়া শূন্য বুঝাইতে আরম্ভ করিল, তখন
আকাশ হইতে পতিত বৃষ্টিকেও লোকে ত্বো বা দেওই বলিতে লাগিল (পূর্বাশ্রয়ণ
বৃষ্টিকে দেওই বলে, দেওই—দেবতাশব্দজ), “ত্বোর্কৈ বৃষ্টিঃ” এ শ্রুতিও ভ্রান্তি-
হইতে সমাগত ।

প্রকৃত কথা এই যে চিন্তি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিকেতন বা নিবাসভূমি ।
কিং নিবাসে রোগাপনয়নে চ, কিং ধাতু ক্তি = কিত্তি । পরে ভাষার বিকারে
ক চ হওয়াতে কিত্তি চিন্তি হইয়া গিয়াছে । উহার অর্থ

নিকেতন বা বাসভূমি ।

তাহা হইলেই উক্ত বেদমন্ত্রের প্রয়োগের এইরূপে অন্দিত হইবে ।

প্র—পূর্বা নিকেতন কি ছিল ?

উ—ত্বো বা স্বর্গই আমাদের পূর্বা নিকেতন ছিল ।

কেবল যজুর্বেদ নহে, ঋগ্বেদেরও বহু মন্ত্রে এই চিন্তি শব্দের প্রয়োগ
পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । তবে ভাষ্যকারদিগের দোষে উহার প্রকৃতার্থ প্রকাশিত
হয় নাই ।

ঈলে ত্বাবাপৃথিবী পূর্বাচিন্তয়ে । ১—১১২ সূ—১ম

তত্র সায়ণঃ—হে ত্বাবাপৃথিবী ত্বাবাপৃথিব্যা ঈলে স্তোমি । কিমর্থঃ ?
পূর্বাচিন্তয়ে পূর্বাশ্রয়ণে অশ্রয়ণোঃ প্রজ্ঞাপনায় যত্র অন্তর্দীপ্যৎ স্তোত্রাৎ পূর্বাশ্রয়ণে ।

দত্তজানুবাদ—আমি (অশ্বিনয়কে) পূর্বে জানাইবার জন্য ত্বাবাপৃথিবীকে
স্তুতি করি ।

এই ভাষ্য ও অনুবাদ অপ্রকৃত । ১২—২৫ সূ; ৩৩—১২ সূ; ৯—৬ সূ;
৯—৩ সূ—৮ম, এই ৪টি মন্ত্রে ও আরও বহু মন্ত্রে উক্ত পূর্বাচিন্তি শব্দের প্রয়োগ
দেখা যায়, সায়ণ সর্বাশ্রয়ণ নানা ক্রিষ্টার্থের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন ।

- ১। পূর্ষ চিত্তয়ে চিত্তিঃ কশ্ব
মজ্জাস্তুরেহপি তথা শ্রবণাৎ ।
(সা চিত্তিভিঃ নি হি চকার মজ্জাম্ । ২।৩।১৯
- ২। পূর্ষচিত্তয়ে পূর্ষপ্রজ্ঞানায় ।
- ৩। পূর্ষচিত্তয়ে অগ্নেভাঃ পূর্ষমেব জ্ঞানায়,
- ৪। পূর্ষচিত্তয়ে—পূর্ষজ্ঞানায় ।

কিন্তু আমরা তাঁহার এ অর্থ গ্রহণ করিতে অসমর্থ । আমরা উপরি উক্ত প্রথম মন্ত্রে এইরূপ অর্থ করিতে চাই—আমি প্রাচীনতম নিবাসভূমি স্বর্গ ও ভারতবর্ষের বন্দনা করি । ঐরূপ আরো বহুমন্ত্রে স্বর্গ ও ভারতবর্ষকে প্রাচীন মাতৃভূমি বলিয়া সংস্মৃতিত করা হইয়াছে ।

ইন্দ্র অধারয়ো রোদসী

দেবপুত্রে প্রত্নে মাতরা । ৭—১৭ম্—৬ম

তত্র সাগ্নঃ—হে ইন্দ্র ! ত্বং রোদসী জ্বাপৃথিবী অধারয়ঃ পোষণৈ-
ধারয়সি । কীদৃশৌ ? দেবপুত্রে দেবাঃ পুত্রা যযোঃ তে প্রত্নে পুরাণে মাতরা
মাতরা বিশ্বস্ত মাতবৌ ।

হে ইন্দ্র ! তুমি সকল জগতের পুরাতন মাতৃভূমি দেবগণের জন্মভূমি স্বর্গ
ও ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছ ।

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, স্বর্গ ও ভারতবর্ষ জগতের মধ্যে অতি প্রাচীনতম
স্থানি ও এই উভয়জনপদেই দেবতারা বাস করিতে ছিলেন । তাহা হইলেই
বুঝা গেল যে, উত্তরকুরু, ইউরোপ, তুরুষ্ক ও আরব প্রভৃতি স্থান অপ্রাচীন ।
আর গ্লেচা বা আদি স্বর্গই দেবগণের আদি নিবাস স্থান । তজ্জন্তু দেবগণের
মাতৃভূমি উক্ত গ্লেচার বিশেষণ “দেবপুত্র ।” পক্ষাস্তুরে ভারতভূমির বিশেষণও
“দেবপুত্র ।” ভারতবর্ষ দেবগণের আদি জন্মভূমি বা আদি বাসস্থান নহে ।
সুতরাং বৃষ্ণিতে হইবে যে স্বর্গের দেবতারা ভারতবর্ষে আগমন করিতেই
ভারতও উক্ত “দেবপুত্র” বিশেষণের বিষয়ীভূত হইয়াছিল । তথাহি

জ্বাপৃথিবী জনিত্বী । ৯—১১০ম্—১০ম

দেবশ্ব জনিত্বী দেবী রোদসী । ৮—৯৬ম্—৭ম

এই স্বর্গ ও ভারতবর্ষই জগতের সমস্ত লোক ও দেবগণের জন্মভূমি । কেন ?

এই উভয়স্থান জগতের মধ্যে সর্ষাপেক্ষা প্রাচীনতম ভূমি, এই উভয়দেশের গোকই অন্ত্যাদেশে ষাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছেন।

প্র পূর্ষজে পিতরা নব্যসীভিঃ,

গীভিঃ কৃগুধ্বঃ সদনে ঋতশ্চ।

আনোত্তাবাপৃথিবী দৈবোন

জনেন জাতং মহি বাং বরুথম্ ॥ ২৫৩ সূ—৭ম

তত্র সাযণঃ—হে অশ্বদীয়াঃ স্তোতারো যুয়ং নব্যসীভি নবতরাভিঃ গীভিঃ স্ততিরূপা ভঃ বাগ্ভিঃ ঋতশ্চ সদনে যজ্ঞশ্চ স্থানভূতে পূর্ষজে পূর্ষং প্রজাতে পিতরা পিতরৌ বিশ্বশ্চ মাতাপিতৃভূতে ত্তাবাপৃথিবৌ প্রকৃলুধ্বঃ পুরস্কুরত।

হে স্তোত্রগণ! এই স্বর্গ ও ভারতবর্ষ জগতের অন্ত্যাদ্য জনপদ অপেক্ষা পূর্ষজ, ইহারা জগতের সমগ্র নরনারীর পিতামাতা (পিতৃভূমি ও মাতৃভূমি), তোমরা নূতনস্তোত্রদ্বারা ইহাদের বন্দনা কর। তথাহি—

পরিক্রিতা পিতরা পূর্ষজাবরী

ঋতশ্চ যোনা ক্ষয়তঃ সমোকসা।

ত্তাবাপৃথিবী। ৮—৬৫ সূ—১০ম

তত্র সাযণঃ—পরিক্রিতা পরিতো নিবসন্তো সর্ষত্রব্যাপিত্তৌ পিতরা সর্ষষাঃ মাতাপিতৃভূতে অতএব পূর্ষজাবরী পূর্ষং জাতে সমোকসা সমাননিবাসস্থানে এতে ত্তাবাপৃথিবৌ ঋতশ্চ যজ্ঞশ্চ যোনা যোনী স্থানে।

দত্তজানুবাদ—ত্তাবা ও পৃথিবী ইহারা সর্ষস্থানব্যাপিয়া আছেন, ইহারা সকলের মাতাপিতৃরূপ, সকলের পূর্ষে জন্মিয়াছেন।

পূর্ষে অগ্নে পিতরঃ পদজ্জাঃ

প্রাণ্যোঃ সন্নানোঃ কেতুঃ। ২—৫৫ সূ—৩ম

হে অগ্নে! বর্তমানকালের দেবতারা আমাদিগকে হিংসা বা ঘৃণা করিতে পারেন। এই প্রাচীনতমজনপদের মধ্যে ইহারা প্রধান ছিলেন, সেই পূর্ষ-পুরুষেরা আমাদের ও দেবতাদিগের মধ্যে কি সম্পর্ক, তাহা জানিতেন।

বুঝিলাম, এই স্বর্গ ও ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্ষাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান। কিন্তু এই উভয়স্থানের মধ্যে কে অগ্রজন্মা? কে অধিক পুরাতন? বেদে সে বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া তাহার মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কতরা পূর্বা কতরা অপরা অয়োঃ ? ১—১৮৫ সূ—১ম

তত্র সার্বঃ—অয়োঃ অনয়োক্তা বাপৃথিব্যোর্মধো কতরা পূর্বা পূর্বম্ উৎপন্ন
কতরা বা অপরা পশ্চাত্তাবিনী ? কৃষ্ণযজুঃ বলিতেছেন—

সুবর্গো বৈ লোকঃ প্রভঃ । ৩৮ পৃঃ

সুবর্গ বা স্বর্গই জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান। ঋগ্বেদও
বহুস্থানে এই প্রত্যেকের নাম লইয়াছেন।

পবিত্রবস্তুঃ পরিবাচমানতে,

পিতা এষাং প্রভঃ অভিরক্ষতি ব্রতম্ । ৩—৭৩সূ—২ম

মন্ত্রপাঠতৎপর আচায়েরা (পবিত্র-মন্ত্রাদি-নিরুক্ত)। বেদবাক্য আশ্রয়
করিয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহারা অসুরদিগের ঞ্চায় বেদবিরোধী ও স্বেচ্ছা-
চারী নহেন। ইহাদিগের পুরাতনপিতৃভূমি তাঁদের ধর্মকর্মসকল রক্ষা করেন।

অনু প্রভৃশ্চ ওকসঃ হুবে তুবি প্রতিং নরম্ ।

যং তে পূর্কং পিতা হুবে ॥ ৯—৩০সূ—১ম

হে ইন্দ্র ! আমাদিগের পুরাতনবাসস্থানের নেতা ও বহুজনপ্রতিপালক
তোমাকে পূর্বে আমার পিতাপিতামহাদি ডাকিয়াছেন, এইক্ষণে ভারতবাসী
আমিও তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

অতএব “ছোঃ” বা আদিস্বর্গই যে পিতৃলোক অর্থাৎ মানবের আদি জন্ম-
ভূমি তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

চরক ও বেদপাঠে জানা যায় যে, ভারতগত দেবসন্তান ঋষীগণ বহুদিন
যাবৎ আপনাদিগের পূর্ব প্রত্যেকের কথা জানিতেন, কালে ক্রমে ক্রমে তাঁহা-
দিগের অনন্তরবংশদিগের সে বংশপরম্পরাগত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। ফলতঃ
সে দিনের ইউরোপীয় ও মৈশর প্রভৃতি জাতিই যখন তাঁহাদিগের পূর্বনিবাস
ভারতের কথা ভুলিয়াছেন, তখন প্রায় লক্ষবৎসরের ঔপনিবেশিক আমরা কেন
আমাদের পিতৃভূমির কথা ভুলিয়া যাইব না ?

যাহা হউক, আমরা যাহা যাহা বলিলাম, তাহার সারমর্ম ইহাই যে, আদি
স্বর্গ ছো ও ইলা বা ইলারতবর্ষ এক এবং উহাই আমাদিগের পিতা বা পিতৃলোক
এবং এই স্বর্গ বা পিতৃলোকের কিছুই পারলৌকিক নহে, পরম্বু ভৌম ও
পাদগম্য। এবং উক্ত স্বর্গ, ছো, ইলারতবর্ষ বা পিতৃলোক আমাদিগের বর্তমান

মঙ্গলিয়ার সহিত অভিন্ন ও শাস্ত্রাক্রমে পৃথক এবং বর্তমান আল্টাই পর্বতেও কোনও ভেদ নাই। ইহারই সান্নিধ্যে আদিমানববিরাটের আবির্ভাব হইয়াছিল। উক্ত সান্নিধ্যেই “বৈরাজ্যভবন”।

জৈমিনির পুষ্করমীমাংসা, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত সমস্তের পারলৌকিক স্বর্গনরকের অস্তিত্বের অপলাপ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য ও তাঁহার ভূবনকোষে উহাদের ভৌমত্বের নির্দেশ করিতে পশ্চাৎপদ হইয়াছেন নাই। বৃন্দাশ্রমীর পায়ে হাঁটয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন, মরিয়া হৃত হইয়া নহে। অর্জুন পাঁচ বৎসর স্বর্গে ইন্দ্রের নিকট থাকিয়া অস্ত্রশিক্ষা করেন ও রাজস্বয়ংক্রমের কর স্বর্গ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, মহারাজ মগর স্বর্গে যাইয়া ভার্গবের নিকটে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা করেন। দশরথ দেবাসুরবৃন্দে স্বর্গের ইন্দ্রের সহায়তা করিয়া বাহুতে ক্ষত লাভ করেন, ভারতের যযাতি ও নহুষ যাইয়া স্বর্গে ইন্দ্র করিয়া আসিলেন। ত্রিশঙ্ক ভোট না পাওয়াতে তাঁহাকে স্বর্গ হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল, ভারতের নচিকেতা স্বর্গ ও নরকের রাজা যমের বাড়ীতে যাইয়া আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, বৈবস্বতযমের ভ্রাতা বৈবস্বতমনু ভারতে আসিয়া অযোধ্যার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। স্বর্গের সংস্কৃতভাষা ও সামবেদ এবং দেবনাগর অক্ষর এবং নাহেশ বাকরণ ভারতে আনীত হইয়াছে। ভারতের মহাভারত ব্রহ্মার দেবলোক উত্তরকুরু ও পিতৃলোক বা আদি স্বর্গে প্রেরিত হইয়াছিল। স্বর্গের নারদ প্রতিদিন বিমানযোগে ভারতে আসিয়া কোন্দল লাগাইয়া যাইতেন। স্বর্গের বেষ্টা উর্ধ্বশীকে ভারতের পুরুষেরা বিবাহ করিতে তাঁহার গর্ভ মহারাজ আয়ুর জন্ম হয়; বশিষ্ঠ ও উর্ধ্বশী-গর্ভ প্রসূত, ভারতের সীতা ও শকুন্তলা ও স্বর্গবেষ্টা মেনকার গর্ভপ্রভবা, সূতরাং এহেন স্বর্গ ও দৈত্যদানবগণের নিবাসভূমি নরক (যাহা মানসমরোবরের উত্তর তীরে বিরাজমান) পারলৌকিক ও অপাদগমা হইতে পারে না।

ঐহিকো নরকঃ স্বর্গ

ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে। ভাগবত।

গন্ধমাদনস্থ ঋষিরা পায়ে হাঁটয়া আদি স্বর্গ গার হইয়া ব্রহ্মাকে দেখিতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তথায় দেবতা, ঋষি ও পিতৃলোকবাসীদিগের সভা হইয়াছিল, সূত্রীবের আদেশানুসারে বানরচমূগণ সীতার অস্বপ্নে ভৌম উত্তর

সাগরতীরস্থ ভৌম উত্তরকুরুতে ভৌম ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং পারলৌকিক স্বর্গ ও নরকের কল্পনা অলৌকিক ও অমূলক।

আচ্ছা বুঝিলাম, পারলৌকিক কোনও স্বর্গ নাই, আদি স্বর্গ ভৌম, কিন্তু উহা ও ইলাবৃতবর্ষ যে এক তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ বেদাদি ঋষিবাক্য।

দিবস্পরি প্রথমঃ জজ্ঞে অগ্নি। ১—৪৫ সূ—১০ম

অগ্নিঃ প্রথম ইলম্পদে সমিতঃ। ১—১০ সূচি—ঃম

অগ্নিঃ পৃথিব্যা নাভা ইলায়াম্পদে জাতঃ। ৬—১ সূ—১০ম

ইহাঘারা জানা গেল দিব্ বা স্বর্গ ও ইলার পদ অর্থাৎ ইলাবৃতবর্ষ একই বস্তু। এ বিষয়ে আরও অসংখ্য প্রমাণ আছে, আমরা বাহুল্যবোধে মাত্র এই তিনটি প্রমাণের অধাহার করিলাম। অবশ্য ব্রহ্মার স্বর্গও দিব্ বটে, কিন্তু উহার নামান্তর ইলা বা ইলাবৃতবর্ষ নহে। অপিচ ব্রহ্মার স্বর্গ উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণ বেলাসংস্থ, পক্ষান্তরে ইলাবৃতবর্ষ এশিয়ার ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত, সুতরাং এই দিব্ শব্দ আদি স্বর্গবাচী।

অমগ্নে পুরুরা দধি

অথর্বা নিরমস্তত। ১৩—১৬ সূ—৬ম

অথর্বা পুরুর বা আদি স্বর্গে (যেখানে জন্মনিবন্ধন ব্রহ্মার নাম অজ্জযোনি) অরণীসংঘর্ষণে অগ্নির উৎপাদন করেন।

সুতরাং উক্ত দিব্ শব্দ যে আদি স্বর্গের পরিবর্তে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা ধ্রুবই, তাহা হইলেই আদি স্বর্গ ও ইলাবৃতবর্ষ এক হইতেছে। তৎপর বেদ চতুষ্টয় সমস্তই বলিতেছেন যে—

কৃগ্নে পস্তাং পিতৃষু যঃ স্বর্গঃ। অথর্বা

আয়ঃ গোঃ পৃশ্নিরক্রমীং অসদং মাতরং পুরঃ।

পিতরঞ্চ প্রয়ন্ স্বঃ ॥ ৬ক—৩অ—৩কৃযজুঃ।

৭২৯ পৃ সামবেদ। ১—১৮৯ সূ—১০ম ঋগ্বেদ।

তত্র মর্হীধরঃ—অয়ং দৃশ্যমানঃ অগ্নিঃ আ অক্রমীং, সর্ষতঃ ক্রমগং পাদ বিক্লেপং কৃতবান্ কিস্তৃতঃ অগ্নিঃ? গচ্ছতি ইতি গোঃ। যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে তৎ তদ্যজমানগৃহেবু গস্তা। তথা পৃশ্নিঃ চিত্রবর্ণঃ। আক্রমণমেব আহ—পুরঃ প্রোচ্যাং দিশি মাতরং পৃথিবীং অসদং আসীদং তথা স্বঃ প্রয়ন্ আদিত্যরূপেণ

স্বর্গে সঞ্চরণ পিতরঞ্চ দ্যালোকমপি অসদং প্রাপ্তবান্ । স্বঃ শব্দেন সূর্য্যঃ (নিঘ ১, ৪, ১) । দ্যালোকভুলোকয়োর্মাতাপিতৃভূমি অত্রাপি ক্রয়তে—“গৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা” ।

তত্র সায়ণঃ—গৌঃ গমনশীলঃ পৃথ্বিঃ প্রাষ্টবর্ণঃ ব্যাপ্ততেজাঃ অয়ঃ সূর্য্যঃ আক্রমীৎ আক্রান্তবান্ উদয়াচলং প্রাপ্তবান্ ইত্যর্থঃ । আক্রমা চ পুরঃ পুরস্তাৎ পূর্ক্স্তাৎ দিশি মাতরং সর্ক্সশ্চ ভূতজাতশ্চ নির্মাত্রীঃ ভূমিঃ অসদং আসীদং প্রাপ্নোতি । ততঃ পিতরং পালকঃ দ্যালোকং চ শব্দাৎ অন্তরিক্ষঞ্চ প্রয়ন্ প্রকর্ষণ শীঘ্রং গচ্ছন্ স্বঃ শোভনগমনো ভবতি । যদ্বা পিতরং স্বঃ দ্যালোকং প্রয়ন্ বর্ততে ।

দত্তজানুবাদ—এই যে উজ্জল বর্ণধারী রুষ অর্থাৎ সূর্য্য, ইনি প্রথমে আপন মাতা পূর্ক্সদিগকে আলিঙ্গন করিলেন, পরে আপন পিতা আকাশের দিকে যাইতেছেন ।

আমরা এই ভাষ্য ও অনুবাদে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না । “গৌঃ” পদের অর্থ জোর করিয়া অগ্নি করা হইয়াছে । ফলতঃ ইহার অর্থ নিঘণ্টু অনুসারে সূর্য্য বা স্তোতা করা যাইতে পারে । তাহা হইলে উহার ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে ।

অয়ং গৌঃ সূর্য্যঃ স্তোতা বা পৃথ্বিঃ পৃথ্বিঃ (বিভক্তি ব্যতায়ঃ) অন্তরিক্ষং আক্রমীৎ গতবান্ পুরঃ প্রাচ্যাং পৃথিবীং ভারতবর্ষঞ্চ অসদং আসীদং গতবান্ পিতরং পিতৃলোকং সর্ক্সমাং আদি জন্মভূমিঃ স্ব শ্চ আদিস্বর্গঞ্চ প্রয়ন্ গচ্ছন্ বর্ততে ইতি শেষঃ ।

নরদেবতা সূর্য্য বা কোনও পরিচিত স্তোতা অন্তরিক্ষে (অপোগস্থানাদিতে) যাইয়া পরে পূর্ক্সদিকে ভারতবর্ষে আসিলেন ও তথা হইতে পিতৃলোক স্বঃ বা আদি স্বর্গে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন ।

যাহা হউক বেদচতুষ্টয়দ্বারা ইহা স প্রমাণ হইল যে স্বঃ ও পিতৃলোক একই । কোন স্বঃ ? ব্রহ্মার স্বর্গকে কেহ কোনও দিন পিতা বা পিতৃলোক বলেন নাই । মহাভারত আদিপর্কের ১২০ অধ্যায়ে বলিতেছেন, দেবতারা, ঋষিরা ও পিতৃলোকবাসীরা ব্রহ্মার ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন, সূতরাং বাসদেবের মতেও পিতৃলোক ও ব্রহ্মার স্বর্গ স্বতন্ত্র, পরস্পর এক নহে । সূর্য্যসিদ্ধান্তাদি বলিতেছেন

যে ব্রহ্মার দেবলোকে মনুষ্যলোকের ছয় মাসে দিন ও ছয়মাসে রাত্রি, আর পিতৃলোকে মনুষ্যদিগের একমাসে এক অহোরাত্র, সুতরাং এতদ্বারাও ব্রহ্মার স্বর্গ ও পিতৃলোক এক হইতেছে না। মনুও বলিতেছেন যে—

পিত্রে রাত্রাহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তু পক্ষয়োঃ ।

কর্ম্মচেষ্টাস্বহঃ কৃষ্ণঃ শুক্রঃ স্বপ্নার শর্করী ॥ ৬৬—১ অ

তত্র কুল্লুকভট্টঃ—মানুষ্যাণাং মাসঃ পিতৃণা মহোরাত্রৈ ভবতঃ । তত্র পক্ষদ্বয়েন বিভাগঃ । কস্মানুষ্ঠানায় কৃষ্ণপক্ষঃ অহঃ, স্বাপাথং শুক্রপক্ষঃ রাত্রিঃ ।

অর্থাৎ মনুষ্যদিগের একমাসে পিতৃলোকদিগের এক দিব্যরাত্রি হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে—

দৈবে রাত্রাহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ ।

অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ শ্রাৎ দক্ষিণায়নম্ ॥ ৬৭—১ম

তত্র কুল্লুকঃ—মানুষ্যাণাং বর্ষে দেবানাং রাত্রিদিনে ভবতঃ । তয়োরাপি অয়ং বিভাগঃ নরাণাম্ উদগয়নং দেবানামহঃ দক্ষিণায়নং তু রাত্রিঃ ।

মনুষ্যদিগের উত্তরায়ণ ছয়মাসে ব্রহ্মাদি দেবগণের একদিন এবং দক্ষিণায়ন ছয়মাসে ব্রহ্মাদি দেবগণের এক রাত্রি হইয়া থাকে । অর্থাৎ মনুষ্যদিগের এক বৎসরে ব্রহ্মার উত্তরকুরুতে এক অহোরাত্র মাত্র হয় ।

সুতরাং ব্রহ্মার স্বর্গ ও পিতৃলোক এক নহে । অতএব ভাষ্যকারেরা পিতরঃ শব্দের অর্থ যে ছালোকঃ করিয়াছেন তাহা প্রমাদদৃষ্টে । ফলতঃ মূলে ।

“পিতরঃ স্বঃ ।

থাকাতেই বুঝা যাইতেছে যে যে স্বঃ “পিতৃ” পদবাচ্য তাহা আদি স্বর্গ পরম্বু ব্রহ্মার উত্তরকুরু নহে ।

যাহা হউক এতাবতাই হইয়াই জানাগেল যে আদি স্বর্গ ও পিতৃলোক একই পদার্থ, এবং অগ্নি সর্কাদৌ ইলার পদ বা আদি স্বর্গে প্রজ্জ্বালিত হইয়াছিল বলিয়া ইলার পদ ও আদি স্বর্গের একইনিবন্ধন ইলার পদ ও পিতৃলোকও এক হইতেছে ।

এখন ইহাই দেখিতে হইবে যে পৌরাণিক যুগে ইলার পদ কি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । আমরা মনে করি পুরাণের ইলারতবর্ষই বেদের ইলার পদ ।

কেন ? প্রথমতঃ নামগত সৌসাদৃশ্য, দ্বিতীয়তঃ বেদে যে প্রকার ইলার পদকে পৃথিবীর নাভা বা উৎপত্তি স্থান বলিয়াছে, তদ্রূপ পুরাণেও ইলারতবর্ষই

মেরুপর্বতকে “ভূতভাবন” বা মানবের আদি উৎপত্তি স্থান বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

বেথুর্কং দক্ষিণে ত্রীণি ত্রীণি বর্ষাণি চোত্তরে। ৩০

তয়োর্মধ্যে তু বিজ্জয়ঃ মেরুমধ্যা মিলারতম্। ৩১

স তু মেরুঃ পরিবৃত্তা ভুবনৈর্ভূতভাবনঃ। ৫৬—৩৪ অ। বায়ু

মন্ত্রপুৰাণ - ৪৩—১১৩ অ।

অর্থাৎ ইলা বা ইলাবৃতবর্ষের নাম উত্তরবেদী। উহার দক্ষিণে তিনটি ও উত্তরে তিনটি বর্ষ। উহাদের মধ্যস্থানে ইলাবৃতবর্ষ বিদ্যমান, সেই ইলাবৃত বর্ষের মধ্যস্থলে আবার মেরুপর্বত, যে মেরুপর্বত চারি দিকে অত্যান্ত ভূবনদ্বারা পরিবৃত, এবং উহাই জগতের সকল প্রাণী অর্থাৎ মানুষ ও পশুপক্ষি প্রভৃতি সকল জীবের

“ভূতভাবনঃ”

আদি উৎপত্তিস্থান। ভাবয়তি উৎপাদয়তি ইতি ভাবনঃ উৎপত্তিস্থানঃ। ভূতানাং ভাবনঃ ভূতভাবনঃ।

আগাদিগের এই মেরু পর্বতের নামই হিন্দুস্তানে “মৌরু,” গ্রীশদেশীয় শাস্ত্রে “মেরোস,” দক্ষিণ তুরস্কে মেরুথ্, মিশরের মেবই এবং উহা আবার পবিত্র, মতং এবং দেবনিবাস বলিয়াও বিবৃত। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে উহাকে সকল ভূতের আদি নিকেতন বলিতেও অগ্রসর। এই মেরুপর্বতের সান্নিধ্যই আদি পিতৃলোক, আদি স্বর্গ, বৈরাজভবন ও মানবের আদি জন্মভূমি। এখান হইতেই দেবতারা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া জগতে নানা জাতির পত্তন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের এশিয়ার মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই সকলে নববর্ষ ও সপ্তভূবনের অবস্থান দেখিতে পাইবেন।

আচ্ছা ইলাবৃতবর্ষ ও বর্তমান মঙ্গলিয়া যে এক, তাহার প্রমাণ কোথায়? তোমরা যদি ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য, এই সপ্তভূবন মানচিত্রে মিলাইতে চাহ, তাহা হইলে বর্তমান

১। আর্ঘ্যাবর্ত, দক্ষিণাপথ ও পূর্বোপদ্বীপ

ভূলোক

২। তুরস্ক, পারস্ত ও অপোগস্থান

ভুবর্লোক

৩। তিব্বত, তাতার ও মঙ্গলিয়া

স্বর্লোক (স্বঃ)

৪। দক্ষিণ সাইবিরিয়া	মহর্লোক
৫। বর্তমান চীন	জনলোক
৬। মধ্য সাইবিরিয়া	তপোলোক (বৈকুণ্ঠ)
৭। উত্তর সাইবিরিয়া (উত্তরকুরুবর্ষ)	সত্যলোক

সহ অভিন্ন দেখিতে পাইবে। ঐরূপ যদি তোমরা এশিয়ার মানচিত্রে নয়টিবর্ষ দেখিতে চাহ, তাহা হইলে এইরূপে মিলাইয়া দেখ।

১। ভারতবর্ষ (ভুলোক)	ভারতবর্ষ (পূর্বেপদ্মীপসভ)
২। কেতুনাগবর্ষ (ভুবলোক)	তুরুষ্ক, পারশ্ব অপোগস্থান
৩। কিম্পুরুষবর্ষ	তিব্বত
৪। হরিবর্ষ	ভাভার
৫। ইলাবৃতবর্ষ	মঙ্গলিয়া
৬। ভদ্রাশ্ববর্ষ (জনলোক)	চীন
৭। রম্যকবর্ষ (মহর্লোক)	দক্ষিণ সাইবিরিয়া
৮। হিরণ্ময়বর্ষ (তপোলোক)	মধ্য সাইবিরিয়া
৯। উত্তরকুরুবর্ষ (সত্য বা ব্রহ্মলোক)	উত্তর সাইবিরিয়া

বলিবে বহু সহস্র বৎসরের পর কত স্থান সমুদ্রে পরিণত ও কত সমুদ্র স্থলে পরিণত হইয়াছে। স্মরণঃ এখন মিলাইয়া দেখা কি ঠিক হইবে ?

হঁ। এ কথা সত্য, কিন্তু পর্কত গুলি তখনও ছিল, এখনও রহিয়াছে, অবশ্য এখন মেরু নামে পর্কত দেখা যায় না, কিন্তু ইলাবৃতবর্ষের মধ্যে যে মেরু পর্কত ছিল, তাহা রাজপরিবর্তনে নামের পরিবর্তন ঘটাতাই আলটাই নাম ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এই

আলটাই

নামটির উৎপত্তি “ইলাস্ফায়ী” শব্দের বিকারেই হইয়াছিল। তাহা হইলে যে মঙ্গলিয়ার বক্ষঃস্থলে আলটাই নামক পর্কত বিরাজমান, উহাকেই

মেরু মধ্যম্ ইলাবৃতম্

এই প্রমাণের বলে ইলাবৃতবর্ষের সঙ্গিত অভিন্ন ভাবিয়া লও, তাহাতে ভুল হইবে না। আরও দেখ, ভীষ্মপর্কত বর্ণিত আছে যে—

“মঙ্গা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ ॥

অর্থাৎ মঙ্গলিয়ায় বহু ব্রাহ্মণেরই বাস ছিল। এই ব্রাহ্মণগণই বিদ্যাবত্তা নিবন্ধন দেবোপনামা। সোন বা অত্রিনন্দন চন্দ্র এই ব্রাহ্মণদিগের রাজা ছিলেন

সোমো ব্রাহ্মণানাং রাজা আসীৎ

চন্দ্রের রাজ্য মহর্লোক বা দক্ষিণ সাইবিরিয়া, তিনি এক সময়ে এই মঙ্গলিয়ার ব্রাহ্মণদিগেরও রাজা ছিলেন। শুক্রযজুঃ স্থলাস্তুরে বলিতেছেন—

সোমায় পিতৃমতে স্বাহা

সোম এক সময়ে পিতৃমান্ বা পিতৃলোকের নেতা বা প্রসিডেন্ট ছিলেন। সেই পিতৃমত মঙ্গ, স্মৃতরাং এতদ্বারা ও বর্তমান মঙ্গলিয়ার পিতৃলোকত্ব দৃঢ়ীভূতই হইতেছে। ঋগ্বেদ স্থলাস্তুরে বলিতেছেন যে—

নাভা পৃথিব্যা অধি

সানুশু ত্রিষু । ৭—৩ সৃ —২ম

তত্র সারণঃ—পৃথিব্যাঃ নাভা নাভো উত্তরবেদ্যাঃ অধি উপরি সানুশু সমুচ্ছিতেষু প্রদেশেষু

তাহা হইলেই জানাগেল পৃথিবীর নাভি বা আদি উৎপত্তি স্থানে কোনও পর্কত সানুতে হোতারা যজ্ঞ করিতেছিলেন, উহাই মেরুপর্কতের সানুদেশ। মেরুপর্কতের কোনও সানুতেই আদি মানব বিরাট প্রাচভূত হইলেন, তাই ভাস্করাচার্য্য ও পুরাণপ্রণেতৃগণ মেরুপর্কতকেই দেবনিবাস (যাহা গীশ প্রভৃতি দেশেরও কথা বাটে) ও আদি স্বর্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন --

বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসংঘাঃ । ভাস্করাচার্য্য

স এষ পর্কতোমেরুর্দেবলোক উদাহতঃ । বায় পুঃ

এই মেরুপর্কত বা আদিদেবনিবাস আদি স্বর্গ বা আদি পিতৃলোকহইতেই মানবজাতি চারিদিকে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। আমরা আমাদের এই উক্তির সমর্থনজ্ঞ এখানে বায়ুপুরাণহইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

স এষ পর্কতোমেরুর্দেবলোক উদাহতঃ । ৮৫—২৪ অ

তদেতৎ সর্কদেবানা মধিবাসে কৃতান্ননাম্ ।

দেবলোকে গিরৌ তস্মিন্ সর্কশ্রতিষু গীয়তে ॥ ৯৫

পৃণোরৈশ্চ বিবিধৈর্নৈকজাতিশত্রাভিহৈতঃ ।

প্রাপ্নোতি দেবলোকং তং স স্বর্গ ইতি চোচাতে ॥ ২৬—৩৫ অ

তস্মিন্ পদ্মে সমুৎপন্নো দেবদেবশ্চতুর্মুখঃ ।

প্রজাপতিপতিরক্ষা ঈশানোজগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪২—৩৪ অ

ইলাবৃতবর্ষসংস্থিত সেই মেরুপর্বতই সর্বপ্রতিতে দেবলোক ও স্বর্গ বলিয়া কথিত। উহা ব্রহ্মাণ্ডি সকল দেবগণের বাসস্থান। ব্রহ্মা এই মেরুপর্বতেরই সান্ন্যদেশে (যে মেরুপর্বত ইলাবৃতবর্ষের পদ্ম স্বরূপ, যাহার নাম পুষ্পর) জন্ম গ্রহণ করেন। মেরুপর্বত ইলাবৃতবর্ষে কি ভাবে কোন্ স্থানে অবস্থিত ?

মেরুপর্বতম্ ইলাবৃতম্ । ৩৩

মধো দ্বিলাবৃতং যদৃ

মধ্যমেনোঃ সমন্বৃতঃ । ২২ - ৩৪ অ--বায়ু

মধ্যস্থলে মধ্যম্ মেরুপর্বত বিরাজমান, উহার চারিদিকে ইলাবৃতবর্ষ অবস্থিত।

১৩/১
১৩/২
১৩/৩
১৩/৪

ইলাবৃতবর্ষ

মেরু বা আলটাই পর্বত

ইলাবৃতবর্ষ

১৩/১
১৩/২
১৩/৩
১৩/৪

এই মেরুপর্বতই আদি দেবলোক বা আদিস্বর্গ, উহারই সান্ন্যদেশে আদি মানব বিরাট প্রাচুর্য হইয়াছিলেন। এখান হইতেই লোক সকল অগ্ৰাণ্য বর্ষে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়েন।

মধ্যমঃ যৎ ময়া প্রোক্তং নানা বর্ষ মিলাবৃতম্ । ১১

দেবলোকাং চ্যুতাঃ সর্কৈ জায়ন্তে হৃজরানরাঃ । ১৪—৪৬ অ

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, ইলাবৃতবর্ষ সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত, লোক সকল দেবলোক মেরুপর্বতহইতে আসিয়া তথায় গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল লোক অকালে জর বা মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত হইতেন না, তাহারা অতীব দীর্ঘজীবী ছিলেন।

অভঃপরং কিম্পুরুষাং হরিবর্ষঃ প্রচক্ষ্যতে ।

মহারজতসঙ্কশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ৮

দেবলোকাং চ্যুতাঃ সর্কৈ দেবরূপাশ্চ সর্কশঃ । ৯—৪৬ অ

মহর্ষি বায়ু বলিলেন, কিম্পুরুষ বর্ষের উদ্ভব ও ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণে হরিবর্ষ (তাহার), লোক সকল দেবলোক বা মেরুপর্বত হইতে তথায় আসিয়া

গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা অতি শুভবর্ণ এবং দেববৎ সৌন্দর্য্যশালী।
তথাহি—

যচ্চ কিম্পুরুষঃ বর্ষঃ হরিবর্ষঃ তথৈবচ । ২

দেবলোকাং চ্যুতাঃ সর্ষে দেবরূপাশ্চ সর্ষশঃ ॥ ৯—৪৬ অ

হরিবর্ষের দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ বা তিব্বত, তথায় আদি দেবলোক মেরু
হইতে মনুষ্য সকল আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছেন।

উত্তরশ্চ সমুদ্রশ্চ সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে ।

কুরব স্তত্র তদ্বর্ষঃ পুণাঃ সিদ্ধনিবেবিতম্ ॥ ১১

দেবলোকাং চ্যুতাস্তত্র জায়ন্তে নানবাঃ শুভাঃ ।

শুক্লাভিজনসম্পন্নঃ সর্ষে চ স্তিরযৌবনাঃ ॥ ১৩

তত্র স্বর্গপরিভ্রষ্টো জায়ন্তে হি নরাঃ সদা ।

ভৌমঃ তদপি হি স্বর্গং তত্রাপিচ গুণোত্তমম্ ॥ ৪২—৪৫ অ

উত্তর মহাসমুদ্রের দক্ষিণতীরে অতি পবিত্র উত্তরকুরুবর্ষ, তথায় সিদ্ধ
ঋষিগণ বাস করেন। এখানেও ঐ সকল লোক আদি দেবলোক মেরু হইতে
যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই উত্তরকুরুও একটি অগ্ৰতম ভৌম স্বর্গ।

এই হরিবর্ষ বা তাতার, কিম্পুরুষবর্ষ বা তিব্বত এবং ইলাবৃতবর্ষ বা
মঙ্গলিয়াতে আদি দেবলোক আদি স্বর্গ বা পিতৃলোক মেরুপর্বতহইতে সর্ষাদৌ
লোক সকল আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়েন, পক্ষান্তরে আমরা তিনটি পিতৃলোক ও
তিনটি নাক বা স্বর্গের কথা দেখিতে পাইয়া থাকি, স্তত্র ব্রহ্মার নূতন স্বর্গ গঠিত
হইবার পর এই ত্রিনাক যে পিতা বা পিতৃলোক নামে প্রখ্যাতলাভ করে, তাহা
ক্রবই। ব্রহ্মার ব্রহ্মলোক বা উত্তরকুরুতে যে উক্ত আদি পিতৃলোক মেরুপর্বত
হইতে লোক সকল যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল তাহাও পুনরায় প্রদর্শিত হইল।
পৃথিবীর অত্র কোনও শাস্ত্রে এই পিতৃলোকের কথা নাই। এবং কোনও
দেশের কোনও শাস্ত্রেও কেহ নিবন্ধসহকারে এমন কথা অঙ্গুলিনির্দেশ পূর্বক
বলিতে সাহসী হইয়েন নাই যে—

ত্বোর্নঃ পিতা জনিতা নাভিরত্র ?

নতু মেরুঃ পরিবৃতো

ভুবনৈভূত ভাবনঃ ?

অবশ্য গ্রীশ, মিশর, তুরস্ক ও ইরান আমাদের এই মেরুর নামই লইয়াছেন। ইহা যে দেবনিবাস ও অতি পবিত্র এবং অতি মহান্ প্রদেশবিশেষ, তাহা বলিতেও বিষ্মত হরেন নাই, তাঁহারা আমাদের ভারতেরই ভূতপূর্ব অধিবাসী ও আমাদেরই নেদিষ্ঠ দায়াদবান্ধব, তাঁহারা মেরুকে ভুলিয়াছিলেন না, কিন্তু মেরু যে “ভূতভাবন” বা মানবের আদি জন্মভূমি, তাঁহারা কেবল তাহাই ভুলিয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে মেরুহইতে যে ইলাবৃত, হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ ও উত্তরকুরুতে লোক সকল গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পুরাণ দিতেছেন। মৎস্য ও লিঙ্গপুরাণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রমাক, হিরণ্ময় কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ববর্ষে, বিশেষতঃ আমাদের ভারতবর্ষে যে উক্ত দেবলোকহইতে দেবতারা আসিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? মহাভারতও এতদধিক কোনও কথা বলেন নাই? কেন কুম্ভযজ্ঞ ও ঋগ্বেদ কি তাহা বলেন নাই?

যখন বেদে রহিয়াছে, তখন পুরাণেও না থাকিয়া পারে না, বোধ হয় লিপিকর প্রমাদ বা কীটদংশনে ঐ সকল দেশের সে ঐতিহ্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পুরাণঃ বেদসম্মিতম্

পুরাণপ্রণেতারা যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই বেদমূলক। অতিরঞ্জন ও প্রক্ষেপে কোনও কোনও স্থান বিকৃত হইলেও বায়ু ও বিষ্ণুপ্রভৃতি প্রাচীনতম পুরাণে এমন কথা বহু আছে, যাহা বেদবৎ বিশ্বাস করাই সমীচীন। যদি পিতৃলোক মেরুপ্রভৃতিহইতে ভারতে দেবতারা আগমন না করিতেন, তাহা হইলে কি বেদ ও মৎস্য পুরাণ আমাদের ভারতবর্ষ প্রভৃতিকেও দেবপুত্র ও “দেবলোক” বলিয়া নির্দেশ করিতেন?

ভূর্লোকোহথ ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোহথ মহর্জনঃ।

তপঃ সত্যঞ্চ সঠিপ্তে দেবলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

অর্থাৎ ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য, এই সাতটি দেবলোক। দেবানাং লোকঃ (লোকস্ত ভুবনে জনে) দেবলোকঃ। তাই চীনেরা তাঁহাদের দেশ টিনশান বা স্বর্গভূমি ও জাপানীরা ভারতকে স্বর্গ ও ভারতবাসীদিগকে দেবতঃ বলিয়া জানিতেন। বায়ুপুবাণ বলিতেছেন যে -

গন্ধর্বাঙ্গরসো যক্ষা গুহ্যকাস্তু সরাক্ষসাঃ

সর্বভূতপিশাচাশ্চ নাগাশ্চ সত মানুষ্যৈঃ ।

স্বর্লোকবাসিনঃ সর্বে দেবা ভূবি নিবাসিনঃ ॥ ২৮—৩৯ অ

উত্তরখণ্ড—বায়ুপুরাণ

স্বর্লোক অর্থ মঙ্গলিয়া, তাতার ও তিব্বত, এই তিন জনপদবাসী গন্ধর্ব, অঙ্গরঃ, যক্ষ, গুহ্যক, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, নাগ, মনুষ্য ও দেবগণ ভারতে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।

কাশ্মীর দেশে গানবাণ্ডকারী গন্ধর্বজাতি বাস করে। একবার রঙ্গপুরে যাইতে দেখিয়া জাতিব কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল, “হাম বাবু গন্ধর্বী”। যশোহরের চপগানপ্রবর্তক শ্রীমদ্রামধুকান কিন্নরবংশীয় লোক ছিলেন। হিন্দুস্তানের “পাশী” বা পিশাচ কি না, তাহাও অনুসন্ধান। ভারতের কুঁকারাই যে রাক্ষস, ইহাও ক্রব। ভূতস্তানের (ভোটারের) লোক সকলেই ভূতজাতীয়, উহার শিবের তুচ্ছ ছিল। আসামে এখনও নাগারা রহিয়াছে, যাহারা পরিষ্কৃতকে নিহত করে, তাহারাও ফোশ ফোশ করা সাপ নহে, পরন্তু কক্রসস্তানবিশেষ। কাশ্মীরদিগের মধ্যে সেনোপাধিক একটি সম্প্রদায় (ধনুস্তরি ও শক্তিগোত্রীয় কাশ্মীর সেনগণ ভূতপূর্ব বৈষ্ণব সস্তান) আছেন, তাহাদিগের গোত্র “বাসুকি”। বাসুকিনামে কোনও ঋষি ছিলেন বলিয়া জানা যায় না, সুতরাং উহারও নাগজাতীয় লোক হওয়া বিচিত্র নহে। বৈষ্ণব ও কাশ্মীর জাতিতে যে নাগোপাধিক লোক দেখা যায়, কে জানে যে তাহারাও ভূতপূর্ব কক্রসস্তান নহেন। মাতা মনুর সস্তানদিগের নাম মনুষ্য, মানুষ ও মানব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারতের যজুর্বেদী লোকসকল স্বর্গের মনুষ্যদিগেরই অনন্তরবংশ। আর যাহারা বৈবস্বতবংশীয় [অযোধ্যার রাজগণ, যাহাদিগকে সকলে ভ্রান্তিবশতঃ সূর্য্যবংশীয় বলিয়া থাকেন] ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, তাহারাও স্বর্গের দেবতা ভিন্ন আর কিছুই নহেন। এবং সামবেদীয় ব্রাহ্মগণ প্রকৃত দেববংশীয় [অদিতিসস্তানবংশপ্রভব] তাই তাহারা অতীত “দেবতা” বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণযজুর এই মন্ত্রদ্বারাও পিতৃলোকবাসী দেবগণের ভারতগমন সমর্থিত হইয়া থাকে।

প্রাচীনবংশঃ করোতি দেবমন্মুখ্যা দিশো ব্যভজন্ত

প্রাচীঃ দেবা দক্ষিণাঃ পিতরঃ প্রতীচীঃ মন্মুখ্যা উদীচীঃ রুদ্রাঃ ।

৩৬০ পৃষ্ঠা

অর্থাৎ দৈত্যাদানবেরা স্বর্গভ্রষ্ট করিলে [Paradies Lost] ইন্দ্রাদি দেবগণ পৃথিবীকে ব্রহ্মলোকে [বর্ষায়], বৈবস্বত মনু প্রভৃতি পিতৃলোকবাসীগণ দক্ষিণে ভারতবর্ষে, মাতা মনুর সন্তান দ্বিতীয় বরুণ, পশ্চিমে পারশ্ব ও অপোগ স্থানে এবং রুদ্রবংশীয় কেহ কেহ উত্তরে উত্তরকুরু প্রভৃতি দেশে গমন করেন। তথাহি—

সুবর্ণো বৈ লোকঃ প্রভুঃ দেবলোকাদেব মন্মুখ্যলোকে প্রতিষ্ঠিতি । ৩৮ পৃ

আদি স্বর্গই জগতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম স্থান, সকলে তথা হইতে ভারতাদি মন্মুখ্যলোকে আগমন করেন। তথাহি—

মরুতো মাতরিখানো রুদ্রাদেবা স্তথাধিনো ।

অনিকেতা পুরিক্ষা স্তে ভুবলোকা দিবোকসঃ ॥

আদিত্যা ঋভবা বিধে সাধাশ্চ পিতরস্তথা ।

ঋষয়োহঙ্গিরস শ্চৈব ভুবলোকং সমাশ্রিতাঃ ॥ ৩০--৩২ অ

উত্তর খণ্ড বায়ুপুরাণ।

ঐরূপ দৈত্যাদানবগণদ্বারা স্বর্গভ্রষ্ট [অনিকেতাঃ] হইয়া উনপঞ্চাশৎ মরুৎ বায়ুবংশীয়গণ, রুদ্রগণ, অগ্নিনীকুমারদ্বয়, আদিত্যগণ, বিধ ও সাধাদেবগণ, অঙ্গিরোবংশীয় বহু ঋষি স্বর্গহইতে আসিয়া ভুবলোক বা অন্তরিক্ষ অর্থাৎ তুরুক্ষ, পারশ্ব ও অপোগস্থানে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। তাই মাতা মনুর সন্তান মন্মুখ্য বরুণের দেশে প্রণীত যজুর্বেদ “মানুষ” বিশেষণের বিষয়ীভূত [যজুর্বেদস্তু মানুষঃ । ১০৪—৯ অ মনু] উক্ত মন্মুখ্যলোকবাসী মহর্ষি বায়ু যজুর্বেদের মন্ত্রসমাহৃত্তা [২৩—১ অ—মনু]।

বলিতে পার যে দৈত্যাদানবেরা যে দেব ও মন্মুখ্যগণকে স্বর্গভ্রষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ কি ? দেবাসুর বৃদ্ধ পুস্তির গল্পমাত্র। না তাহা নহে, সকল বেদেই দেবাসুরযুদ্ধের কাহিনী বিবৃত আছে। তোমরা কেহই বেদ পড় না, জানিবে কি প্রকারে ? কৃষ্ণযজুঃ বলিতেছেন—

দেবাসুরাঃ সংযত্বা আসন্ । ১২২ পৃ

দেবা মনুষ্যাঃ পিতরশ্চৈ অগ্ৰত আসন্ ।

অসুরা রক্ষাঃ সি পিশাচাশ্চৈ অগ্ৰতঃ । ১২১ পৃ

স্বর্গবাসী দেবতা ও অসুরেরা [বস্তুতঃ দৈত্যাদানবেরা] পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । দেবতা, মনুষ্য ও পিতৃলোকবাসীগণ একপক্ষে ও অগ্ৰ পক্ষে অসুর, রাক্ষস ও পিশাচগণ ছিলেন ।

কনীয়াংসো দেবা আসন্

ভ্রয়াংসো অসুরাঃ । ৩১৩ পৃ

তন্মধ্যে দেবতারা সংখ্যায় অল্প ও দৈত্যাদানবেরা সংখ্যায় অধিক ছিলেন ।

তান্ দেবান্ অসুরা অজয়ন্

তে দেবা পরাজিগ্যানা অসুরাণাম্

বৈশ্বম্ উপায়ন্ । ১৪৪ পৃ ঐ

এই যুদ্ধে দেবতারা অসুরদিগের নিকট পরাজিত হইয়া ঠাঁহাদিগের প্রজাত্ব [বৈশ্বং] স্বীকার করেন । পদ্যপূর্বাণ সৃষ্টিখণ্ডে বলিতেছেন—

ত্রৈলোকাং বশ মানীয় জিহ্বা দেবান্ সবাক্ষবান্ ।

দানবা যজ্ঞভোক্তার স্তত্রী সন্ বলবত্তরাঃ ॥ ১২—৩০ অ

দানবেরা প্রবল হইয়া দেবগণকে সবাক্ষকে পরাভূত করতঃ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই তিনলোক বশে আনিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন । তথাহি—

ততোহসুরা বথাকামং বিহরন্তি ত্রিপিষ্টপে ।

বক্ষলোকে চ ত্রিদেশাঃ স-স্টিতা তঃখকষিতাঃ ॥ বামন

অনন্তর অসুরগণ স্বর্গে যথেষ্টভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন, আর ইন্দ্রাদি দেবগণ বক্ষলোক বা বর্ষায় যাইয়া দুঃখে কাল কাটাইতে আরম্ভ করিলেন । অথর্ববেদে বিবৃত আছে—

অপ্সু তে রাজন্ বরুণ গৃহো হিরণ্যয়ঃ । ২য় খণ্ড—৪৯০ পৃ

হে রাজন্ বরুণ —অস্তরিক্ষে [আপঃ—অস্তরিক্ষ—নিঘণ্টু] তোমার একটি লৌহময় গৃহ আছে ।

এই বরুণম্ [বরুণঃ] শব্দের অপভ্রংশই Uranas শব্দের উৎপত্তি ও এই দেশের ভূতপূর্ব অধিবাসিত্বনিবন্ধন গ্রীক যবনেরা আপনাদিগকে উরুণসের পুত্র বলিয়া থাকেন । তথাহি—

সং ৩২ রাজা বরুণো বিচাষ্টে

যদন্তুরা রোদসী পরশ্রাং । ৬০৩ পৃ

প্রথম খণ্ড—অথসবেদ ।

স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে বিস্তীর্ণ জনপদ আছে, বরুণ সেই মহান জনপদের আধিপতি, সে কোন জনপদ ৭ মাষণ বলিতেছেন—

ছোশ্চ পৃথিবী চ ত্বাপৃথিব্যোঃ

তয়োশ্মদাং বহুমানঃ অহুরিক্ষলোকঃ ।

তাই পৌৰাণিকরা বলিতে বাবা ভাইমা'ছিলন যে “সমুদ্রো বরুণালয়ঃ,” সমুদ্রই বরুণের আশ্রয়। কিন্তু এই সমুদ্র অর্থ জলময় মহানব নহে। কুলতঃ অন্তবিক্ষ [নিপট, ১৯ পৃষ্ঠা দেখ]। বোধ হয় তুরক, পারশ্ব ও অপোগস্থান পূর্বকালে সমু প্রধান স্থান হন, তাই উহার নাম শাপঃ [অপোগস্থান] ও সমুদ্র। এবং এই দেশে উৎপন্ন অধু জন্মিত বলিয়া অশ্বেব নামান্তর সৈন্ধব [ভোজনকালে সৈন্ধবস্নানয়] অর্থাৎ ভোজনসময় “সৈন্ধব” আনিতে বলিলে সৈন্ধবলবণ আনিতে হয়, পরন্তু সৈন্ধব অন্তবিক্ষপভব খোড়া নহে। এই দেশে মাতা মন্তুর পুত্র বরুণ ও উহার জামাতা বাবু আসিদ্ধা রাজ প্রাণ্টা করেন, তাই অথসবেদ বলিতেছেন যে—

বাবুঅহুরিক্ষশ্চ অধিপাতঃ

বরুণঃ অপান অধিপতিঃ ।

প্রথম খণ্ড - ৭৭৯ পৃ

কিন্তু সাধারণ লোকেরা বায়ুমানক ব্যক্তির কথা ভুলিয়া ঠাট্টাকে বা হাম ঠাট্টারিয়া অন্তবিক্ষকে শূন্য ঠাট্টারিতে বাধা হইল, প্রমাদ টুকিল।

আচ্চা বরুণ যে মাতা মন্তুর সন্তান স্তত্রাং মাণ্ডম ছিলেন তাহাব পমাণ কি ৭ অথসবেদ বলিতেছেন—

মো দেবো মকণো যশ্চ মাল্লষঃ ।

প্রথম খণ্ড—৬০৫ পৃ

মহাত্মা বরুণ দেবতাদ বটেন, আবার মন্তুয়ও বটেন। মহাভারতে আদিপর্কের ৬৩ অ—১১।১২।১৩ ও ৬৫ অ—৪২।৪৩।৪৫ শ্লোকে বরুণ প্রভৃতি দক্ষকন্যামুনিগর্ভপভব বলিয়া কথিত। কিন্তু মোনেয় নামে কোনও

সংজ্ঞা দেখা যায় না, উহা লিপিকরপ্রমাদ। অরণ্যাকাণ্ড—১৪ স—১১।১২।
২৯ ও সামবেদের ৫১ পৃষ্ঠা পাঠ করিলেও মহাভারতের পাঠ যে লিপিকরভ্রষ্ট,
তাহা ধরা পড়বে।

যাহা হটক পিতৃলোকবাসী মন্বাদি যে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া দক্ষিণে ভারতে প্রবেশ
করেন, তাহা পাশ্চাত্যগণও আংশিক স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

Mr. Muir

মহানর্সি বলবন্তরাও গঙ্গাধর তিলক।

The forefathers of the Hin-
dus from their primeval
abode travelled southward
to India.

The ancient Aryans aban-
doned their primeval home and
migrated southward.

Arctic Home in Vedas.

Sanskrit Text Book,

page 355.

vol. II, page 225.

অর্থাৎ হিন্দুদিগের পুত্র পুরুষ আগাগো ভূমিদিগের পিতৃলোক হইতে
দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া ভারতে গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। কৃষ্ণজন্মও বলিয়াছেন
যে—“দক্ষিণাং পিতৃভূমিঃ”—তথাপি—

মনুঃ পৃথিব্যাং যজ্ঞযশোমচ্ছং । ১৫৫ পৃ কৃষ্ণজন্মঃ ।

মহাত্মা বৈবস্বত মনু, পৃথিবী বা পৃথিবী পৃথিবী রাজা ভারতবর্ষে আসিয়া যজ্ঞ
কারতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ফলতঃ ইচ্ছা নহে, দৈতাদানবগণের উৎপাদনে
পড়িয়া ভারতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যদ্যপি ঋগ্বেদঃ—

যো রজাসি বিমমে পাথিবানি

ত্রিষ্টিং বিষ্ণুর্নবে বাধিতায় । ১৩—৪৯ শ্ল ৬ম

৩য় সায়ণভাষ্য—যো বিষ্ণুঃ বাধিতায় অশুভৈষ্টি সিতায় মনবে প্রজা-
পত্যে তদর্থং পাথিবানি পৃথিব্যাং সংবন্ধান রজাসি লোকান্ ত্রীন্ লোকান্
ইতি যাবৎ ত্রিষ্টিং বিমমে ত্রিভির্নবে বিষ্ণুর্নবেঃ পরিমিতবান্।

দত্তজানুবাদ—যে বিষ্ণু উপক্রম মনুর নিমিত্ত ত্রিগাদবিক্রমদ্বারা পাথিব
লোক পরিমাণ করিয়াছিলেন।

অর্থাৎ দৈতাদানবেরা বৈবস্বত মনুকে বাধা দিলে অদিতি নন্দন বিষ্ণু
আপনার দাতৃপুত্র মনুকে নিমিত্ত ত্রিগাদবিক্রমপুস্তক [অথবা ত্রিষ্টিং তিনবাব]

স্বর্গ হইতে অন্তরিক্ষ হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাই শতপথ বলিয়া গিয়াছেন যে—

তদপি এতৎ উত্তরশ্চ গিরেঃ
মনোরব সর্পণমিতি।

অর্থাৎ মনু যে জলপ্লাবনের পর নোকাসহ সজীব মনুষ্যাদি লইয়া পুনরায় ভারতে আগমন করেন, ইহাই উত্তরঃপর্কত হইতে মনুর অবসর্পণ বা অবতরণ নামে প্রসিদ্ধ।

কিন্তু আমরা বলিতে চাহি, বৈবস্বত মনু যে সর্পাদৌ পিতৃলোকহইতে হিমালয়ের পথে ভারতে আগমন করেন, উহাই তাঁহার উত্তর গিরির অবসর্পণ। অর্থাৎ মনু যে উত্তর হইতে হিমালয় পর্কত দিয়া দক্ষিণে ভারতে আগমন করেন, তাহা সকলে বংশপরম্পরাক্রমে জানিত ও বলাবলি করিত। কেবল কি মনুই উপক্রম হইয়াছিলেন? না তাহা নহে, অত্রিপ্রভৃতি অনেকেই একপ উপক্রম হইয়া ভারতে আসিতে বাধা হইলেন।

কুবিৎ অঙ্গ নমসা যে বৃধাসঃ,
পুরা দেবা অনবজাস আসন্।
তে বায়বে মনবে বাধিতায়,

অবাসয়ন্ উষসং সূর্য্যেণ ॥ ১—২১ সূ—৭ম

পূর্ককালের দেবগণ অত্রীণ নমস্বভাব ছিলেন, তাঁহারা কেবল বিনয়দ্বারা ই বার্কক্যে উপনীত হইলেন। তাঁহারা বড়ই পূতচেতাঃ ছিলেন। বিবাদ বিস-
বাদ ভালবাসিতেন না। দৈতা ও দানবগণ মর্হাষ বায়ুদেব ও মহাদ্বা বৈবস্বত মনুকে বাধা প্রদান করিলে, তাঁহারা সাবনি মনুর পিতা মহষি সূর্য্যদেব ও মহাদ্বা উষাদ্বারা মনুকে ভারতবর্ষে ও স্বর্গের জামাতা উকু বায়ুদেবকে অন্তরিক্ষে [অপোগস্থানে] বাস করান।

যশ্চ প্রয়াণ মনু অশ্বে ইদ্ যজুঃ,

দেবা দেবশ্চ মহিমান গোজসা।

যঃ পাথিবানি বিমমে স এতশঃ,

রজাংসি দেবঃ সবিতা মহিছনা ॥ ৩—৮১ সূ—৫ম

তত্র সামগ্ৰভাষ্যং—অশ্বে ইৎ দেবা অশ্বেহপি অগ্ন্যাদয়োদেবা দেবশ্চ সবিতুঃ

প্রয়াণম্ অনুযয়ুঃ । যঃ সবিতা পার্থিবানি রজাংসি পৃথিব্যাদি লোকান্ মহিহ্বনা
স্বমহত্বেন বিমমে পরিচ্ছিনত্তি ।

অগ্নিপ্রভৃতি অন্যান্য দেবগণ সেই সূর্য্যদেবের মহিমা ও প্রয়াণপথের
অনুগামী হইয়াছিলেন । সেই গমনকুশল [এতশঃ গমনকুশল ইতি যাক্ঃ]
সূর্য্যদেব, নিজ মহিমা ও বাহুবলে পৃথিবী বা ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন ।
ঋগ্বেদ স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

হং গোত্র মঙ্গিরোভোঃব্রুণোঃ,

অপোত অত্রয়ে শতহরেষু গাতুবিং । ৩—৫১ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে ইন্দ্র! হং গোত্রঃ গোসমূহঃ পণিভিরপহুতং গুহাসু
নিহিতং অঙ্গিরোভ্যঃ অপাব্রুণোঃ উত অপিচ অত্রয়ে মহর্ষয়ে শতহরেষু শতদ্বারেষু
বনেষু অসুরৈঃ পীড়ার্থঃ প্রক্ষিপ্তায় গাতুবিং মাগশ্চ লম্বয়িতা অহুঃ ।

হে ইন্দ্র পণিনামক অসুরেরা [Pœnicians] অঙ্গিরাদিগের গো সকল
হরণপূর্ব্বক পক্ষতগুহায় লুক্কায়িত করিয়া রাখিলে তুমি গুহার দ্বারোদ্ঘাটন
পূর্ব্বক উহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলে । এবং দৈত্যদানবেরা মহর্ষি অত্রিকে
তুষানলে দগ্ধ করিয়া মারবার জন্ত শতদ্বার যন্ত্রগৃহে নিক্ষেপ করিলে তুমি
তাঁহাকে তথাহইতে আনয়ন করিয়া আশ্রয়স্থান পথ দেখাইয়া দিয়াছিলে ।
স্থলান্তরে বিবৃত রহিয়াছে যে—

হিমেনাগ্নিং ব্রুংস মবারয়েথাঃ

পিতুমতীমূজ মৈশ্ব অধত্তম্ ।

ধাবীসে মত্রি মশ্বিনাহবনীতম্

উগ্নিত্থুঃ সর্ব্বগণং স্বস্তি ॥ ৮—১১৬ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—অত্রৈদ মাখ্যানং অত্রি মুষি মসুরাঃ শতদ্বারে
পীড়ায়ন্ত্রগৃহে প্রবেশ্য তুষাগ্নিনা অবাধিষত তদানীং তেন ধ্বিণা স্ততো অগ্নিনৌ
অগ্নিম্ উদকেন উপশমযা তস্মাৎ পীড়াগৃহাৎ অবিকলেন্দ্রিয়বর্গং সমুৎ নিরগম-
য়তা মিতি । হে অগ্নিনৌ! হিমেন হিমবচ্ছীতোদকেন ব্রুংসং দীপ্যমানং
অত্রৈবাধনার্থং অসুরৈঃ প্রক্ষিপ্তং তুষাগ্নিম্ অবারয়েথাম্ যুবাং নিবারিতবস্তৌ ।
অপিচ অশ্বৈশ্ব অত্রয়ে পিতুমতীং পিতুরিতি অন্ননাম অন্নযুতং উর্জং বলপ্রদং
ক্ষীরাদিকং অধত্তঃ প্রায়চ্ছতং ধাবীসে অপগতপ্রকাশে পীড়ায়ন্ত্রগৃহে অবনীতং

অবাস্থুখতয়া অমুরৈঃ প্রাপিতম্ অত্রিঃ সক্ষগণং সশেষাং ইচ্ছিয়াণাং পুত্রাদীনাং
বা গণেন উপেতং স্বস্তি অবিনাশো যথা ভবতি তথা উন্নিতথুঃ তস্মাৎ গৃহাৎ
উদগময়া স্বগৃহং প্রপিতবন্তৌ ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ! দৈত্যাদানবেরা অত্রি ঋষিকে পোড়াইয়া মারিবার
জ্ঞপ্ত যন্ত্রেগৃহে নিক্ষেপপূর্ব্বক ভূষানল প্রজ্জ্বালিত করিলে তোমরা জলবর্ষণদ্বারা
অগ্নি নিষাপিত করিয়া তাঁহাকে বলপ্রদ খাণ্ড দান করিয়াছিলে । দৈত্য-
দানবেরা অত্রিকে অবনতমুখে অন্ধকারগৃহে রাখিয়াছিল । স্থলাস্তুরে বিবৃত
রহিয়াছে যে—

যাভিনর্বা শযবে নাভির ত্রয়ে

যাভিঃ পুরা মনবে গাতুমীষগুঃ । ১৬—১১২ সূ—১ম

হে নেতা অশ্বিনীকুমারদ্বয় ! পূর্ব্বকালে দৈত্যাদানবেরা অত্রি, শযু ও মনুকে
বাধা প্রদান করিলে, তোমরা তাঁহাদিগকে যে সকল উপায়ে গমনের পথ
দেখাইয়া দিয়াছিলে ।

ত্রিতঃ কূপে অহিতঃ দেবান্ হবতে উত্তয়ে ।

তং শুশ্রাব বৃহস্পতিঃ । ১৭—১০৫ সূ—১ম

ত্রিত দেব দৈত্যদানবগণকত্বক কূপে পাতিত হইয়া দেবগণকে রক্ষার জ্ঞপ্ত
আহ্বান করিলে বৃহস্পতি তাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন ।

যাভীরেভং নিবৃতং সিতমদ্ভাঃ,

উদ্বন্দনম্ ঐরয়তং স্বর্দশে ।

যাভিঃ কণ্ঠং প্র সিঘাসস্তমাবতম্

তাভি রুযু উতিভি রশ্বিনা আগতম্ ॥ ৫—১১২ সূ—১ম

হে অশ্বিনীদ্বয় ! তোমরা যে উপায়ে পাশবদ্ধ ও কূপে নিক্ষিপ্ত রেভ ও
বন্দনকে রক্ষা করিয়াছিলে, যে উপায়ে অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত কণ্ঠকে আলোকের
মুখ দেখাইবার জ্ঞপ্ত বাহির করিয়াছিলে, সেই উপায়ের সহিত আগমন কর ।

দৈত্যাদানবেরা দেবগণের প্রতি এইরূপ আরও বহু অত্যাচার করিলে
তাঁহারা প্রাণপ্রিয়তম পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন । এবং কেহ
কেহ দেবরাজ ইন্দ্রকে বলিতে ছিলেন—

অস্মান্ নু তত্র চোদয় ইন্দ্র রায়ে রভস্বতঃ ।

তুবিদ্যাম্ যশস্বতঃ ॥ ৬—৯ সূ—১ম

তত্র সায়ণঃ—হে তুবিদ্যায় প্রভূতধন ইন্দ্র রায়ে ধনসিদ্ধার্থঃ অস্মান্ অনুষ্ঠাতৃন্
তত্র কৰ্ম্মণি সূচোদয় সূচু প্রেরয়, কীদৃশান্ অস্মান্? রভস্বতঃ উচ্ছোগবতঃ
যশস্বতঃ কীৰ্ত্তিমতঃ ।

দ্যাম্ অর্থ অন্ন ও যশঃ, অস্মান্ অর্থ এখানে অনুষ্ঠাতৃন্ নহে, পরস্তু উপদ্রুত
দেবান্ । যশস্বতঃ বিশেষণ কেহ কখন নিজকে দেয় না, তাই এইরূপ অর্থ
করা গেল—

অস্মৎকৃত প্রকৃতার্থবাহিনী বাখ্যা—হে তুবিদ্যায় বহুধন যশস্বতঃ যশস্বন্
[বিভক্তিব্যত্যয়ঃ] ইন্দ্র ! ত্বম্ অস্মান্ রভস্বতঃ উচ্ছোগবতঃ দৈতাদানবগণাং
দৈতাদানবৈঃ উপদ্রুতান্ দেবান্ পিতৃলোকবাসিনঃ মনাদীন্ রায়ে ধনার্থঃ
সুখসৌভাগ্যার্থঃ তত্র তস্মিন্ পূৰ্ব্বকথিত স্থানে সূচোদয় সূচু প্রেরয় । অস্মাকম্
অত্রাবস্থানং ন খলু সমচীনম্ ।

হে বহুধন যশস্বন্ ইন্দ্র তুমি আমাদিগকে এই ঐশাশালীদিগের নিকট
হইতে ধনের জন্ত সেই পূৰ্ব্বকথিত স্থানে পাঠাইয়া দাও ।

ইন্দ্রাবরুণ নু নু বাঃ সিযাসন্তীম ধীষু অা ।

অস্মভাং শৰ্ম্ম যচ্ছতম্ ॥ ৮—১৭ সূ ১ম

হে ইন্দ্র ! হে বরুণ ! আমরা তোমাদিগের উভয়ের বুদ্ধিরই নিতাসেবাকারী,
তোমাদিগের বুদ্ধি ভিন্ন আমরা চলি না, তোমরা আমাদিগকে গৃহ [শৰ্ম্ম-
Home] প্রদান কর ।

তেন সত্যেন জাগৃতম্ অধি প্রচেতুনে পদে ।

ইন্দ্রাগ্নী শৰ্ম্ম যচ্ছতম্ ॥ ৬—২১ সূ—১ম

তত্র সায়াভাষ্যম্—হে ইন্দ্রাগ্নী ! অবশ্যফলপ্রদানাং অবিতথেন তেন
অস্মাভিরনুষ্ঠিতেন কৰ্ম্মণা প্রচেতুনে প্রকৰ্ম্মেণ ফলভাগজ্ঞাপকে পদে স্বৰ্গলোকাদি
স্থানে অধিজাগৃতম্ আধিক্যেন সাবধানৌ ভবতম্ ততঃ অস্মভাং শৰ্ম্ম যচ্ছতম্
সুখং গৃহং বা দত্তম্ ।

দত্তজানুবাদ—হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! যে স্বৰ্গলোকে কৰ্ম্মফল জানা যায়. এই
যজ্ঞহেতু তোমরা তথায় জাগরিত হও । আমাদিগকে সুখ দান কর ।

অস্বংকৃতানুবাদ—হে ইন্দ্র হে অগ্নিদেব ! তোমরা আমাদিগের সহিত যে শপথ করিয়াছ, তদনুসারে তোমরা এই পরিষ্কৃত স্বর্গজনপদে সাবধান হও, আমাদিগকে গৃহ প্রদান কর ।

তে অস্বভাম্ শশ্ব যংসন্ অমৃতাঃ মর্তোভাঃ

বাধমানা অপ দ্বিষঃ ॥ ৩—৯০ সূ—১ম

হে দেবগণ, শক্রগণ আমাদিগকে অত্যন্ত বাধা দিতেছে, অতএব তোমরা মৃতকল্প আমাদিগকে বাসস্থান পদান কর ।

দেবতা ও মনুষ্যগণ এইরূপে দৈত্যদানবগণকর্তৃক নানা প্রকারে বাধা প্রাপ্ত হইয়া পিতৃলোক বা আদি স্বর্গহইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্থানান্তরে গমন করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ পৃথিবীকে ব্রহ্মদেশে [বস্মায়] গমন করিলেন, মাতা মম্বুর পুত্র দ্বিতীয় বক্রণ পশ্চমে অপোগস্থান ও পারশ্বে এবং রুদ্রগণ উত্তর দিকে বাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিলেন, আর পিতৃলোক বাসী বৈবস্বত মনু প্রভৃতি দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষে আসিতে ইচ্ছা করিলে বামন বিষ্ণু তাঁহাদিগের নেত্র গ্রহণ করিলেন এবং তিব্বতের প্রসিদ্ধ মর্ষি অগ্নিদেব পথপ্রদর্শকের ভার প্রাপ্ত হইলেন । প্রস্থানপরায়ণ লোকেরা ‘ই সকল সাম গান করিতে করিতে স্বর্গহইতে রওমানা হইয়াছিলেন—

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃহশ্রবাঃ

স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ ।

স্বস্তি ন স্তাক্ষেণা অরিষ্টেনেমিঃ,

স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ৬ - ৮৯ সূ—১ম

অন্নবান্ ইন্দ্র, বহুদশী পৃষা, বিনতানন্দন তাক্ষা ও অরিষ্টেনেমি এবং দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদিগের মঙ্গল ককন ।

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরশ্চি সিন্ধবঃ ।

সাধ্বীর্নঃ সন্তু ওষধীঃ । ৬

এই দেখ, বায়ু আমাদিগের অন্তকূলে প্রবাহিত হইতেছে, নদী সকল কেমন মৃতভাবে বহিয়া যাইতেছে, ওষধী সকলও আমাদিগের সম্বন্ধে অন্তকূলে হইক । যেন পথে আমাদিগকে আহ্বারক্লেশ পাইতে না হয় ।

মধু ন ক্রম্ উতোষসো মধুমং পার্থিবং রতঃ ।

মধু ছোরস্ব নঃ পিতা । ৭

আমাদিগের পথের রাত্রি ও উমা সকল মধু হটক, আমরা যে পার্থিব লোক বা ভারতে যাইব তাহা আমাদিগের সম্বন্ধে মধু হটক এবং আমরা আমাদিগের যে পিতৃভূমি স্বর্গ ভাগ করিয়া যাউতেছি সেই স্বর্গও আমাদিগে সম্বন্ধে মধু হটক ।

মধুমান্ নো বনস্পতির্গধুমান্ অস্ব সূর্য্যোঃ ।

মাপ্তীগাবো ভবন্ত নঃ ॥ ৮

গমনমার্গে বিরাজমান ৭ট ও অশ্বখাদি ছায়ানুক্ষ সকল মধু হটক, পর কিরণ সূর্য্য মধু হটক, এবং আমাদিগের গরু সকল মধু হটক ।

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নোভবতু অর্গামা ।

শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুক্ক্রমঃ ॥ ৯—১০ সূ—১ম

মিত্র, বরুণ, অর্গামা, দেববাজ ইন্দ্র ও দ্বিবিক্রম বামন বিষ্ণু আমাদিগের মঙ্গল করুন ।

শং নঃ সূর্য্য উরুচক্ষা উদেতু ।

শং ন শ্চতস্রঃ প্রদিশো ভবন্ত ।

শং নঃ পর্ব্বতা ধ্রুবরো ভবন্ত

শং নঃ সিন্ধবঃ শমু সঙ্ঘাপঃ ॥ ৮—১৫ সূ—৭ম

জগতের বিশালচক্ষুঃস্বরূপ সূর্য্য আমাদিগের মঙ্গলের জন্ত উদিত হউন ; চারি দিক্, অচল পর্ব্বতরাজী ও নদনদীসমূহ আমাদিগের মঙ্গল করুন ।

অনন্তর প্রশ্নানপরায়ণ মন্বাদি দেবগণ গন্তব্য পথের বিষয়ে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন বলিতেছিলেন—

অগ্নে নর স্পথা রায়ে অস্মান্ । ১—১৮৯ সূ—১ম

হে অগ্নে তুমি আমাদিগকে স্পথো লইয়া যাও । আমরা যেন যাইয়া স্ত্রুথসৌভাগ্য লাভ করিতে পারি ।

অগ্নে ত্বং পারয়া নবো অস্মান্ স্বস্তিভিঃ ।

অতি চুগাণি বিশ্বা । পৃশ্চ পৃথী বহলা চ উবী ।

ভবা তোকায় তনয়ায় শংযোঃ ॥ ২—১৮৯ সূ—১ম

হে অগ্নে ! যুবা তুমি আনাদিগকে ভালয় ভালয় এই ভীষণ বিপৎ হইতে পার কর । আমরা যে দেশে যাইব, তথায় যাইয়া যেন বাসের জন্ত বহু বিস্তৃত ভূমি ও বৃহদায়তন নগরী প্রাপ্ত হইতে পারি । আর আনাদিগের সম্মান সম্মতিরূপে যেন তথায় যাউয়া সুখী হইতে পারে ।

দ্বিষো নো নিশ্বতোমুথ অতি নাবেব পারয় ।

অপ নঃ শোশুচং অঘম্ ॥ ৭—৯৭ সৃ ১ম

হে বহুদর্শী অগ্নি ! তুমি আনাদিগকে নোকায় নদী পারের দ্বার এই শক্রকুল হইতে শক্রশূন্য স্থানে লইয়া যাও । (অতি পারয় অতিক্রমণা শক্রবহিতং দেশং প্রাপয়—ইতি সায়ণঃ ।।

স নঃ সিন্ধুনিব নাবয়ঃ

অতি পর্ম স্বস্তরে ।— ত্রৈ—৮

হে অগ্নি ! লোকের নেকন নোকায়ো গ নদী পার হয়, তদ্রূপ তুমি আনাদিগকে কোনও শক্রশূন্য দেশে লইয়া যাও । (অতি পর্ম স্বস্তর অতিক্রমণা শক্রবহিতং প্রদেশং প্রাপয় ইতি সায়ণঃ ।

অগ্নয়ে পথিকৃতে পুরোডাশম্

অষ্টোকপালং নিকর্ষেৎ ॥ ৯৩ পৃ— কুব্জগজঃ

পথপ্রদর্শনকারী অগ্নিদেবকে আটসরা পুরোডাশ বা পরোটা (ব্রুচি) উৎসর্গ করিবে । ভারতগত অগ্নি এক পাষাণ বলিয়া গিয়াছেন—

অগ্নিনা তুর্কশং যচ্চ পরাবত উগ্রাদেবঃ হবামহে ।

অগ্নিনয়ং নবদাশুং বৃহদ্রথং তুবীতিং দস্তাবে সহঃ ॥ ১৮—৩৬ সৃ —১ম

দস্তাদিগেব উৎপীড়নহেতু বলবান্ অগ্নি অতি দূরদেশহইতে তুবশু, যচ্চ, উগ্রাদেব, নবদাশু, বৃহদ্রথ ও তুবীতিক (ভারতে) আনয়ন করেন । আমরা তাঁহাকে আহ্বান করি ।

এই অগ্নিদেব একজন নরদেবতা । তিনি কিম্পুরুসবর্ষ বা প্রথম অমৃত্তে অষ্টবসুর নেতৃত্ব করিতেন, তাই ছান্দোগ্য বলিয়াছেন—

তৎ যৎ প্রথম মনুতঃ তৎ বসব উপজীবশ্চ

অগ্নিনা যুগেন । ১ ১৭১ পৃ

কৃষ্ণযজু ও বলিয়াছেন যে, “যে দেবাঃ পুরঃসদঃ অগ্নিনেত্রাঃ” (৭০ পৃ), যে ধবপ্রভৃতি দেবগণ পুরঃসদ বা প্রথম অমৃতলোকে অগ্নির নেতৃত্বে (অগ্নিঃ নেত্রঃ নেত্রা যেষাং তে) বাস করিতেন । অগ্নিদেব ভারতে আসিলে কৈলাসনাথ শিব যাইয়া তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তজ্জন্তু শিবও অগ্নি নামে প্রখ্যাত লাভ করেন । ঐ সময়ে কাঙ্ক্ষিকের জন্ম হওয়াতেই তিনি “অগ্নিভূ” নামের বিষয়ীভূত ।

সেনানী রগ্নিভূগুহঃ । অমর

যাহা হউক উক্ত অগ্নিদেব ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলে ব্রহ্মার আদেশে ভারত হইতে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমাহার করেন । তা হের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ তাঁহার অনন্তরবংশ (আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ ” ইতি শ্রুতঃ) ।

কেবল কি অগ্নিই মন্ত্রাদির পথপ্রদর্শক ছিলেন ? না, উক্ত ও বিষ্ণুপ্রভৃতির মন্ত্রোদর নাতা পৃষাও অন্ততম পথপ্রদর্শক ছিলেন—

সং পৃষন্ অধ্বনশ্চিব কাংচৈ বিমুচৈ নঃ । ২ ।

মঙ্গলা দেব প্রণস্পৃশঃ । ১—৪০ সূ — ১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে পৃষন্ অধ্বনঃ আগাং সশিরঃ অস্মান্ অভীষ্টস্থানং সমাক্ প্রাপয় । হে দেব পৃষন্ নঃ পুরঃ অস্মাকঃ পুরতঃ প্রসক্ষু প্রসক্তো ভব পুরতো গচ্ছ ।

হে তাত পৃষন্ ! তুমি আমাদিগকে পথ পাব ও উৎপন্ন হইতে বিমুক্ত কর (বিমুচঃ বিমোচয়) । ও আমাদিগের অগ্রগামী হও ।

অতি নঃ সশ্চতো নয় সূগা নঃ স্তপথা কৃণু ।

পৃষন্ ইহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ৭—ঐ

হে পৃষন্ তুমি আমাদিগকে শক্রন নিকট হইতে স্তপথে অস্ত্র নিয়া যাও । আমাদিগকে পথে কি প্রকারে রক্ষা করিতে হইবে সে উপায় ক্রতু) তুমি জান (বিদঃ) । তথাপি—

অতি সূযবসং নয়

ন নবজ্জারো অধ্বনে । ৮—ঐ

তত্র সায়ণঃ—হে পৃষন্ সূযবসং শোভনভূগোপলক্ষিতসংকীর্তিবিশুদ্ধং দেশম্ অতিনয় অস্মান্ অভিতঃ স্তাপয় অধ্বনে আগায় নবজ্জাবঃ নৃতনঃ সস্তাপঃ ন ভবতু ।

হে পৃষন্ তুমি আমাদিগকে উদ্ভূতশস্ত্রসম্পন্ন স্থানে লইয়া যাও, পথে বেন
আমাদিগের আবার কোনও নূতন বিপৎ না ঘটে। অগর্কবেদেও বিবৃত
রহিয়াছে—

পৃষেমা আশা অনুবেদ সর্কীঃ

সো অস্মান্ অভয়তমেন নেষৎ ।

২—১০ সূ—১ অনু—৭ম কাণ্ড ।

৫—১৭ সূ—১০ম । ঋগ্বেদ ।

তত্র সায়ণভাষ্যম্—পৃষা ইমাঃ সর্কী আশা দিশঃ অনুবেদ অনুক্রমেণ জানাতি,
স পৃষাদেবঃ অস্মান্ অভয়তমেন অত্রান্তভয়রহিতেন মার্গেণ নেষৎ নয়তু ।

পৃষাদেব এই সকল দিকের অবস্থা ভালকপ জানেন, তিনি আমাদিগকে
ভয়শূন্য পথে লইয়া যাউন ।

পিপাতু' নে. অদিতী বাকপুত্রঃ

অতি ছেষাংসি অর্য্যমা সুগেভিঃ । ৭—২৭ সূ—২ম

বাকমাতা অদিতি ও অর্ষ্যমাদেব আমাদিগকে এই ঋকদিগের নিকটস্থইতে
সুপথে অত্র দেশে লইয়া যাউন ।

অত্রাজি শব্দো নরুত্তঃ মর্গসম

নোমথঃ বৃক্ষঃ কপনেব বেদমঃ ।

অপস্মানে' অবমতিং সজ্জামসঃ

চক্ষুদিব মস্ত মস্ত নেমথা সুগম্ ॥ ৬—৫৪ সূ—৫ম

হে নরুদ্গণ ! তোমরা সকলে সমবেত ও প্রসন্নমনাঃ হইয়া পথপ্রদর্শন
পূর্বক আমাদিগকে সুগম পথে ঐশ্বর্য্যাসমীপে লইয়া যাও ।

মিত্রস্তন্নো বরুণোদেবো অর্যাঃ,

প্র সাধিষ্ঠেভিঃ পথিভিনয়ত্ব । ৩—৬৪ সূ—৭ম

মিত্র, বরুণ ও অর্গমাদেব আমাদিগকে সাধুপথে অত্র লইয়া যাউন ।

ঋক্ণীতী নো বরুণো মিত্রানয়তু

বিদ্বান্ অর্য্যমা দেবৈঃ সজ্জাষাঃ । ১—৯০ সূ—১ম

বরুণ, মিত্র ও বিদ্বান্ অর্য্যমা অত্রাণ্য দেবগণসহ তুলাভাবে ইচ্ছাযুক্ত হইয়া
আমাদিগকে ঋক্ণপথে লইয়া যাউন ।

বি নঃ পথঃ সুবি তায় চিয়ন্ত,

ইন্দ্রো মরুতঃ পৃষা ভগো বন্দ্যাসঃ ॥ ৪—৯০ সূ—১ম

বন্দনীয় ইন্দ্র, মরুৎ, পৃষা ও ভগদেব আমাদেরিগের মঙ্গলের জন্ত উত্তম পথ নির্বাচন করুন।

বয়মিন্দ্র ! স্বারবঃ সখিঞ্চ মারভামহে,

ঋতশ্চ নঃ পথা নয়াতি বিশ্বানি চুরিতা ।

নভস্তাম্ অণ্ডকেষাং জ্যাকা অধিধনসু ॥ ৬—১৩৩ সূ—১০ম

হে ইন্দ্র ! আমরা তোমারই। আমরা এই বিপৎকালে তোমারই বন্ধুত্ব লাভ করিতে অভিলষী, তুমি আমাদেরিগকে এখন ভাল পথে লইয়া যাও, নাহাতে আমরা সমগ্র বিশ্ববিপত্তি অতিক্রম করিতে সমর্থ হই। শত্রুদিগের ধনুতে অধিরোপিত জ্যা বিফল হউক।

স নো বোধি পুর এতা সুগেষু,

উত দুর্গেষু পথিকুং বিদানঃ ।

যে অশ্রমাস উরবো বহিষ্ঠাঃ

তেভি ন ইন্দ্র অভিবক্ষি বাজম্ ॥ ১২—২১ সূ ৬ম

হে ইন্দ্র ! কোন্ পথ ভাল ও কোন্ পথ মন্দ তাহা তুমি জান। তুমি স্তম্ভ ও চূর্ণম উভয় পথেই আমাদেরিগের পুরোবর্তী হও। এবং তোমার শ্রম সহিষ্ণু ভারবাহী বিশালদেহ পশুগণ আমাদেরিগের আহাৰ্য্য দ্রব্য সকল বহন করুক।

ইন্দ্র প্র গঃ পুর এতেব পশু,

প্রণোনয় প্রতরং বশ্তো অচ্চ ।

ভবা সুপারো অতিপারয়ো নো

ভবা সুনীতিরুত বামনীতিঃ ॥ ৭—৪৭ সূ—৬ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—হে ইন্দ্র ! ত্বং পুর এতাইব পুরতো গন্তেব নঃ অস্মান্ প্রপশু প্রকর্ষণে ঐক্ষস্ব যথা মার্গরক্ষকঃ স্বয়ং পুরতো গচ্ছন্ অন্তগচ্ছতঃ রক্ষণীয়ান্ পথিকান্ পশুতি তথা পশু ইত্যর্গঃ। তথা বশ্তঃ বসীরঃ শ্রেষ্ঠং ধনং অচ্চ আভিমুখোন প্রতরং প্রকৃষ্টতরং অতিশয়েন প্রণয় অস্মান্ প্রাপয়। তথা সুপারঃ সূচু পারমিতা দুঃখ্যত্যঃ তারমিতা ভব, তথা নঃ অস্মান্ অতিপারয়ঃ

শত্রুন্ অতিক্রাময় সুনীতিঃ শোভননয়শ্চ অস্মাকং ভব, উতাপিচ বামনীতিশ্চ
ভব ।

হে ইন্দ্র ! যে প্রকার পথপ্রদশক অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া অনুযাত্রিগণকে
পথপ্রদশন করে ও তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমিও আমাদিগকে
পথপ্রদশন ও রক্ষা কর । তুমি আমাদিগকে শত্রুহইতে বিমুক্ত করিয়া
আমাদিগের তুংখ দূর কর ও ধন দেও । ইহাতে যদি তোমাকে সুনীতি কিংবা
তুনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহাও কর ।

উরুং নো লোক মনুনেষি বিদ্বান্ ।

স্বরুং জ্যোতিরভরণং স্বস্তি ৮ - ৬

হে ইন্দ্র ! তুমি সকলই জান, আমরা আর তোমাকে কি বলিব ? তুমি
আমাদিগকে এমন এক জনপদে লইয়া যাও, দাতা বিস্মৃত ও নিরাপন্ন এবং যে
স্থানের সমভাভা ভবাতা আমাদিগের পিতৃভূমি স্বর্গের স্থার ।

অগ্ন্যুত্তি ক্ষেত্রমাগন্ম দেবাঃ

উনী সতী ভূমর হুরগাতভূং ।

বৃহস্পতে প্র চির্কংসা গবিষ্ঠৌ,

ইথ্যা সতে অরিণে ইন্দ্র পশ্যাম্ ॥ ২০ -- ৪৭ সূ -- ৬ম

হে দেবগণ ! আমরা আসিতে আসিতে একটি গোসঞ্চাররহিত দেশে
আসিয়া উপনীত হইয়াছি । এখানে আমাদিগের গো সঙ্ল সূখে বিচরণ
করিতে পারিতেছে না । তুমি বিশাল ও দোমরহিতও বটে, কিন্তু এই স্থান
দক্ষ্যতস্বরবারা সমাকীর্ণ । হে দেবরাজ ইন্দ্র ! যে পথে গেলে আমরা
আমাদিগের গোসমূহের অন্বেষণ করিতে সমর্থ হইব ও আমরাও সূখে যাইতে
পারিব এরূপ পথের প্রদর্শন কর ।

বেশ দৃষ্টি নাইতে'ছ যে অগ্নি ও পৃষা পথপ্রদশন করিয়া আনিতে
থাকিলেও তাঁহারা পথ হারাইয়া গিয়াছিলেন, তাই আগন্তুকেরা
বলিতেছিলেন --

সঃ পৃষন্ বিদুষা নয় যো অঙ্গসা অন্তশাসতি ।

য এব ইদ মিত্তি ব্রবৎ । ১ - ৫৪ সূ - ৬ম

হে পুষন্! তুমি কোন অভিজ্ঞ লোকের নিকট পথের কথা জিজ্ঞাসা কর, যিনি আমাদেরকে সোজা পথের কথা বলিবেন ও বলিতে পারিবেন, “হাঁ ইহাই প্রকৃত পথ।”

মাকিনেশং মাকীং রিষং মাকীং সং শারি কেবটে ।

অথ অরিষ্ঠাভি রাগহি । ৭—ঐ

হে পুষন্ আমাদের গো সকল যেন ব্যাঘ্রাদিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট না হয়। অথবা উহারা যেন তৃণসমাচ্ছাদিত অদৃশ্য আরণ্য কূপে পতিত হইয়াও মারা না যায়। তুমি আমাদের গো সকল লইয়া ভাল পথে অগ্রসর হও * [আগহি-আগুয়াও] ।

যোনঃ পুষন্ অঘো রকো দুঃশেব আদিদেশতি ।

অপ স্ম তং পথোজ্জহি ॥ ১—৪২ সূ—১ম

হে পুষন্ যে সকল লোক আমাদেরকে ব্যাঘ্রাদিসকুল বা অশুখসেব্য সঙ্কট পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাদিগকে পথহইতে দূর করিয়া দেও। অতঃপর বলা হইতেছে যে—

অপি পস্থা মগন্মহি স্বস্তিগা মনেহসম্ ।

যেন বিশ্বাঃ পরিদ্বিষো বৃণক্তি বিন্দতে বস্ম ॥ ১৬—৫১ সূ—৬ম

তত্র সায়নভাষ্যঃ—পস্থাং পস্থানং মার্গমপি অগন্মহি অপিগতাঃ প্রাপ্তাঃ স্মঃ, কীদৃশং? স্বস্তিগাং স্মথেন গন্তব্যং অনেহসং পাপরহিতং যেন পথা গচ্ছন্ বিশ্বাঃ সর্বা দ্বিষোদ্বৈতীঃ প্রজাঃ পরিবৃণক্তি পরিবর্জয়তি বাধতে বহুধনঞ্চ বিন্দতে তাদৃশং পস্থান মিত্যর্থঃ ।

* গোরক্ষকগণ সূর্যকে যে প্রকৃতিতে অবলোকন করিত, সেই প্রকৃতির সূর্যই পূবা সূত্রাং উহার হস্তে প্রত্যাদ, তিনি পথনির্দেশ করেন, গো সকল রক্ষা করেন, নষ্ট পণ্ড উদ্ধার করেন, ভ্রমণকারীদিগকে সৎপথে লইয়া যান ইত্যাদি ১ম—৪২ সূ—১০ শ্লোকের টীকা দেখ ।

আমাদিগকে দুঃখসংশ্রিত বিনয়ের সহিতই বলিতে হইতেছে যে দত্তজ মহাশয়ের অনুবাদক পণ্ডিতগণের এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই অনূচিত হইয়াছে। শূশ্রের জড় সূর্যের কখনও পূবা, বিশ্বান্ বা আদিত্যাদি কোন নাম ছিল না, উহা ভ্রান্তি। বেদোক্ত এ পূবা অদিতিনন্দন বিশেষ ।

আমরা এতক্রমে অতি সুগম পথ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা অতি নিরাপদ ও বটে। আমরা এই পথে গমন করিলে ফলমূলাদি আহাৰ্য্য বস্তু (ধন) সকলও পাইতে পারিব, অথচ দস্যুতক্ষরাদি দুষ্ট লোকের হাতে পড়িয়াও উৎপীড়িত হইতে হইবে না। পরেই বলা হইতেছে যে—

তে ঘেং অগ্নে স্বাধোহহা বিশ্বা নৃচক্ষসঃ ।

তরন্তুঃ শ্রাম দুর্গহা ॥ ৩০—৪৩ সূ—৮ম

তত্র সায়ণঃ—হে অগ্নে তে ঘেং স্বদর্থমেব খলু বয়ং স্বাধাঃ স্ককর্মাণঃ সন্তুঃ বিশ্বা বিশ্বানি অহা অহানি নৃচক্ষসঃ দ্রষ্টারশ্চ দুর্গহা দুঃখেন গাহয়িতব্যানি তরন্তুঃ শ্রাম ভবেম ।

হে অগ্নে আমরা তোমারই অনুগ্রহে এই ছরবগাহ সুদীর্ঘ পথ দেখিতে দেখিতে সহজেই অতিক্রম করিয়া যাইব ।

এই সময়ে কতকগুলি অশাক্রুত অধ্বগবেশ শ্রান্ত ক্লান্ত লোককে আসিতে দেখিয়া স্থানীয় লোকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—

কেষ্ঠা নরঃ শ্রেষ্ঠতমা য এক এক আয়য় ।

পরমশ্রাঃ পরাবতঃ ॥ ১—৬১ সূ—৫ম

তত্র সায়ণঃ—হে নরঃ নেতারঃ শ্রেষ্ঠতমা যুয়ং কেষ্ঠ কে স্ব কে ভবথ ? যে যুয়ং এক একঃ প্রত্যেকঃ আয়য় আগচ্ছথ কস্মাদিতি উচ্যতে পরমশ্রাঃ পরাবতঃ অত্যন্তদূরদেশাং অন্তরিক্ষাং ইত্যর্থঃ ।

হে নরগণ! তোমরা কে? তোমাদিগকে দেখিয়া ত বোধ হইতেছে, তোমরা অতি উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি, সকলেই স্ব স্ব গ্রামান হইয়া একে একে আসিতেছ। এবং অবস্থা দৃষ্টে মনে হইতেছে যে তোমরা অতিদূর দেশহইতেই আগমন করিতেছ। (এ দূরদেশ আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া পরন্তু অন্তরিক্ষ নহে)।

ক বোঅশ্বাঃ ক্কাভীশবঃ

কথং শেক কথা যয ।

পৃষ্ঠে সদো নসোর্ষমঃ ॥ ২—৬১ সূ—৫ম

হে আগন্তুকগণ! তোমাদিগের এই অশ্ব কোন্ দেশীয় ও (“ক কুজ্রতাঃ” ইতি সায়ণঃ) অশ্বের লাগামই বা কোন্ দেশীয়? এ যে সবই নূতন দেখিতেছি।

অশ্বের লাগাম মুখে না দিয়া নাকে দিয়াছ, পিঠেও আস্তরণ রহিয়াছে। তোমরা ইহাতে কেমন করিয়া দ্রুত গমন করিতে সমর্থ হইতেছ ?

পরাবীরাস এতন মর্গ্যাসো ভদ্রজ্ঞানয়ঃ ।

অগ্নিতপো যথাহ সথ ॥ ৪—৬১ সূ—৫ম

হে অভিজাত ভদ্রমহাশয়গণ! তোমরা বীরবর্গ্য হইয়াও পথক্লেশ ও রৌদ্রোত্তাপে অগ্নিদগ্ধ তাম্রের ত্রায় বিবর্ণ দৃষ্ট হইতেছ। স্থলান্তরে বিবৃত রহিয়াছে যে—

মনো অধি অন্তুরিক্ষেণ যাতবে । ১৬—৬৫ সূ - ৯ম

মহামতি মনু অন্তুরিক্ষ বা আফগানি স্থানের মধা দিয়া যাইতেছিলেন [ভারতে আসিতেছিলেন] স্থলান্তরে বিবৃত রহিয়াছে যে—

স্বর্জজ্ঞানো নভসা অভ্যক্রমীৎ

প্রভ্রমশ্চ পিতর মা বিবাসতি । ১—৮৬ সূ—৯ ম

এই সোমরস স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করিয়া পরে ইহার পুরাতন পিতৃভূমি স্বর্গ পরিত্যাগপূর্বক অন্তুরিক্ষপথে ভারতে আসিয়াছে। স্থলান্তরে বিবৃত রহিয়াছে যে—

অচ্ছা সিন্ধুঃ মাতৃতমাম্ অযাসম্

বিপাশ মুর্বাঃ স্তভগা মগন্নাঃ । ৩—৩৩ সূ—৩ম

এই আমবা মাতৃসদৃশী শুভ্রদ্রী ও মাতৃসদৃশী বিপাশা নদীর তীরে উপনীত হইয়াছি।

ওষু স্বসারঃ কারবে শৃণোত,

যযৌ বো দূরাৎ অনসা রথেন ।

নি সূ নমধবং ভবতা স্পারা

অধো অক্ষাঃ সিন্ধবঃ শ্রোত্যাভিঃ । *

৯—৩৩ সূ—৩ ম

* সায়ণ বলিতেছেন—পুরা কিল বিশ্বামিত্রঃ পৈঙ্গ্বনশ্চ সূদাসশ্চ রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ বভূব । স চ পুরোহিত্যেন লক্ষধনঃ সর্পং ধনং আদায় বিপাট্ শুভ্রদ্রোঃ সংভেদম্ আযযৌ । অনুষষু রিতরে । অপ উত্তিতীর্ষুঃ বিশ্বামিত্রঃ অগাধজলে তে নদ্যৌ দৃষ্টা উত্তরণার্থঃ আদ্যাভিঃ তিস্তি স্তষ্টাব ।

হে ভগিনীস্বরূপ নদীদ্বয় ! আমরা তোমাদের স্তবকারী, আমরাদিগের কথা শ্রবণ কর। আমরা দূরদেশহইতে শকট ও রথ লইয়া আসিয়াছি তোমরা প্রশান্ত মূর্তি ধারণ কর, যাহাতে আমরা সুখে পার হইতে পারি। তোমাদের ভলে আমরাদিগের রথের অক্ষ বা চক্র যেন ডুবিয়া না যায়।

যদক্ষ ত্বা ভরতাঃ সস্তুরেয়ুঃ,

গবান্ গ্রাম ইষিত ইন্দ্রজূতঃ । ১১—৩৩ সূ—০ ম

হে নদী সকল ! ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত (ইন্দ্রজূতঃ প্রবর্ত্তকেন ইন্দ্রেণ প্রেরিতঃ — ইতি সায়ণঃ) গমন পরায়ণ ভরতবংশীয় এই আগন্তুকগণ নদী পার হইয়া গ্রামে যাইতে অভিলাষী (গ্রামঃ ইষিতঃ—গ্রামং গবান্ গন্তুং ইষিতঃ অভিলাষী)।

এই সময়ে আগন্তুকগণ সমভিবাহারী পথপ্রদর্শক মহর্ষি অগ্নিদেবকে ও বলিতেছিলেন—

অগ্নিনেতা ভগইব ক্ষিতীনাম্

দৈবীনাং দেব ঋতুপা ঋতাবা ।

স বৃহহা সনয়ো বিশ্ববেদাঃ

পর্ষৎ বিশ্বা অতি ছরিতা গৃণন্তুম্ ॥ ৪—২০ সূ—৩ম

যে অগ্নিদেব দেনজনপদসমূহের নেতা ভগদেবের ঞ্চায় আমরাদিগের নেতা, যিনি তেজস্বী (ঋতুপাঃ) ও সত্যকন্মা (ঋতাবা), বৃহহস্তা, নীতিজ্ঞ ও বহুদর্শী, তিনি এই স্তবকারী আমরাদিগকে এই বিপদরাশিঅতিক্রমপূর্ব্বক পার হইয়া যাউন। তথাহি—

রথায় নাব মুতনো গৃহায়

নিত্যারিত্রাং পদ্বতীং রাসি অগ্নে ।

অশ্মাংকং বীরান্ উত নো মঘোনে।

জনাংশ্চ যা পারয়াৎ শশ্ব য়া চ ॥ ১২—১৪০ সূ—১ম

হে অগ্নে ! তুমি আমরাদিগের অস্ত্র দৃঢ়ক্ষেপণী ও দৃঢ়হাটিলযুক্ত একপ

আমরা বলি যখন মূলের কৃত্রাপি একথা নাই, তখন ইহা বলা ঠিক হয় নাই, বিশেষতঃ বিশ্বাসিত্র ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায় না, পক্ষান্তরে মহাদি দেবগণই ইন্দ্রকর্তৃক ভারত প্রেরিত হইয়াছিলেন, স্তবরাং সায়ণের এ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে।

নৌকা আনিয়া দেও, যাহাতে আমাদিগের বীরগণ, দেবরাজ ইন্দের অমুচর সকল ও আমাদিগের রথ ও বস্তুগৃহ সকল নিরাপদে পার হইতে পারে।

ইমাং ধিয়ং শিক্ৰমাণশ্চ দেব !

ক্রতুং দক্ষং বরুণ ! সং শিশাধি ।

যযাতি বিশ্বা ছুরিতা তরেম,

সুতর্মাণ মধিনাবং ক্ৰহেম ॥

হে বরুণ দেব! আমরা জগতে আজি নূতন শিক্ষার্থী, তুমি নদী দর্শনে ভীত আমাদিগের প্রজ্ঞা (ক্রতু) ও বল (দক্ষঃ) বর্দ্ধিত (শাণিত) কর। যাহাতে আমরা উত্তাগতরক্ষময়নদীপাররূপবিপদহইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, আমরা তাদৃশ সুতারযন্ত্রী (সুতর্মাণঃ) নৌকায় আরোহণ করিতে চাই।

অতারিষুর্ভরতা গব্যাবঃ সম্

অভক্ৰু বিপ্রঃ সুমতিং নদীনাম্।

প্র পিবন্ধম্ ইষমন্তীঃ সুরাধাঃ

আ বক্ষণাঃ পৃণধ্বং যাত শীতম্ ॥ ১২—৩৩ সূ—৩ম

এই গমনশীল ভারতবংশীয় আমরা নদী পার হইলাম। নদী সকল আমাদিগকে কোন ক্লেশ প্রদান করে নাই, আমরা তাহাদিগের প্রশান্ত্যভাবই দেখিতে পাইলাম (সুমতিং অভক্ৰু—সুমতিকে ভজনা করিলাম)। বশিষ্ঠদেবও পশ্চিম সমুদ্র পার হইয়া ভারতে আগমন করেন। তিনি এইরূপে আপনার আগমনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

আ যৎ ক্ৰহাব বরুণশ্চ নাবম্

প্র যৎ সমুদ্রম্ ঈরয়াব মধ্যম্।

অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব

প্র প্রেঙ্খ, ঈজয়াবহৈ শুভে কম্ ॥ ৩—৮৮ সূ—৭ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—যৎ যদা অহং বরুণশ্চ উভৌ নাবং ক্রময়ীং আক্ৰহাব উভৌ আক্ৰহাবিব তাঞ্চ নাবং যৎ যদা সমুদ্রঃ মধ্যং সমুদ্রশ্চ মধ্যং প্রতি প্রেরয়াব, প্রকর্ষণে গময়াব, যৎ যদা চ অপাম্ উদকানাম্ অধি উপরি স্নুভিঃ গন্তীভিঃ অন্ত্যভিরপি নৌভিঃ চরাব বর্দ্ধাবহৈ তদানীং শুভে শোভার্থং প্রেঙ্খ নৌরূপায়াং দোলায়ামেব প্রেঙ্খরাবহৈ নিয়োন্নৈতঃ তরৈশ্চ ইতশ্চৈতশ্চ প্রবিচলন্তৌ

সংক্রীড়াবহে কমিতি পুরকঃ । যদ্বা ক্রিয়াবিশেষাং কং সুখং যথা ভবতি
তথা ইতি ।

যখন আমি ও বরুণ উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিগাছিলাম তখন উহা
সমুদ্রের মধ্য দিয়া গমনকালে তরঙ্গভরে হুলিতেছিল, আমরা উভয়ে নৌকারূপ
দোলায় স্থখে হুলিতেছিলাম ।

বশিষ্ঠং হ বরুণো নাবি আধাং

ঋষিঃ চকার, স্বপা মহোভিঃ ।

শ্রোতারং বিপ্রঃ সুদিনহে অহাং

যান্নু ছাব স্ততনন্ যাচুষসঃ ॥ ৩—৪

মহামতি বরুণ অতি সুদিন দেখিয়া বশিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া-
ছিলেন । বশিষ্ঠও সেই মহান্ জলরাশিব স্তব করিতে লাগিলেন । এইরূপে
দিন ও রাত্রি কাটিয়া গেল । তথাহি—

তে নো নাব মুকৃষ্যত দিবানক্ৰুং সুদানবঃ ।

অরিষ্যন্তো নিপায়ুভিঃ সচেমহি ॥ ১১—২৫ সূ—৮ম

তত্র সাযগঃ—হে সুদানবঃ শোভনদানা মরুতঃ অরিষ্যন্তঃ কেনাপি অহিং-
সিতা স্তে তাদৃশা যুয়ং নঃ অন্বদীয়াঃ নাবং দিবানক্ৰুং উকৃষ্যত পালয়ত । ততো
বয়ম্ পায়ুভিঃ যুয়দীয়েঃ পাননৈঃ নিসচেমহি নিতরাম্ সমবেতা ভবেম ।

নৌকারূঢ় দেবগণ ভীত হইয়া মরুদগণের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন,
হে মরুদগণ ! তোমরা দিনরাত আমাদের নৌকা রক্ষা কর, তোমরা রক্ষা
করিলে আমরা নিরাপদেই গমন করিতে (পার হইতে) পারিব ।

স্বর্গভ্রষ্ট যনাদি কোন্ নদী পার হইলেন ? আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে
ঐহারী সিন্ধুনদ পার হইতেছিলেন । পরে ইহারী কোথায় আসিলেন ?

পিতৃন্ পৃথিবী মগন্ যজ্ঞঃ । ৬০ক—৮অ শুকযজুঃ ।

যজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু [বিষ্ণুর্বে যজ্ঞঃ -- ইতি কৃষ্ণযজুঃ] পিতৃলোকবাসী-
দিগকে পৃথুর পৃথুলরাজ্য ভারতবর্ষে লইয়া আসিলেন । তিনি একবারেই
স্বর্গহইতে ভারতে আসিয়াছিলেন ? না তিনি স্বর্গহইতে অশুরিফ বা আফগানি-
স্থান প্রভৃতি হইয়া ভারতে সমাগত হইলেন । গদ্যক্রুং শুকযজুঃ—

দিবি বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত জাগতেন ছন্দসা,

ততো নির্ভক্তঃ যো হস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিম্বঃ ।

বামন বিষ্ণু জগতিচ্ছন্দে সাম গান করিতে করিতে স্বর্গকদেশ কিম্পুরুষ-বর্ষের দক্ষিণপশ্চিম কোণে যাইয়া প্রথম পাদবিক্ষেপ করিলেন। কি গাইতেছিলেন? আমরা স্বর্গ ত্যাগ করিলাম, অতঃপরও যদি কেহ আমাদেরকে ঘেঁষ করে, তবে আমরাও তাঁহাদিগকে ঘেঁষ করিব।

ইহাই বিষ্ণুর প্রথম পাদবিক্ষেপস্থান “বিষ্ণুপদ” ভূমি। এই স্থানের “বিষ্ণুপদ” সরঃ বা হৃদহইতেই গঙ্গা উৎপন্ন বলিয়া উহার নাম বিষ্ণুপদী। অযোধ্যাকাণ্ডেও এই বিষ্ণুপদভূমির কথা বিবৃত আছে।

অন্তরিক্ষে বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা

ততো নির্ভক্তো যোহস্মান্ দ্বেষ্টি যঞ্চ বয়ং দ্বিম্বঃ ।

অনন্তর দ্বিষ্ণু মন্বাদিকে লইয়া ত্রৈষ্টুভ ছন্দে সাম গান করিতে করিতে অন্তরিক্ষ বা তদৈকদেশ আফগানিস্থানে উপনীত হইলেন।

এখানে কেহ কেহ উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন? হাঁ মাতা মনুর সন্তান দ্বিতীয় বরুণপ্রভৃতি মনুষ্যগণ এই অন্তরিক্ষেই থাকিয়া যান। যদাহ শুক্রযজুঃ—

মনুষ্যান্ অন্তরিক্ষ মগন্ যজ্ঞঃ । ৬০ ক—৮অ

যজ্ঞপুরুষ মহাত্মা বিষ্ণু বরুণপ্রভৃতি মনুষ্যগণকে অন্তরিক্ষে লইয়া যান। তাই কৃষ্ণযজু বলিয়া গিয়াছেন—

প্রতীচীঃ মনুষ্যাঃ । ৩৬০ পৃ।

অর্থাৎ দৈত্যদানবসন্তাড়িত বরুণপ্রভৃতি মনুষ্যগণ পশ্চিমদিকে অন্তরিক্ষে যাইয়া আশ্রয়গ্রহণ করেন।

পৃথিব্যাং বিষ্ণুর্ব্যক্রংস্ত গায়ত্রেণ ছন্দসা । ২৫ক - ২ অ

অনন্তর বিষ্ণু বরুণকে অন্তরিক্ষের একদেশ অপোগস্থানে স্থাপিত করিয়া গায়ত্রীচ্ছন্দে সাম গান করিতে করিতে পৃথিবী বা ভারতবর্ষে আসিয়া উপনীত হইলেন। কেন তাঁহারা প্রাণপ্রিয়তম পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন? দৈত্যদানবেরা তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত করিয়া-ছিলেন। অপিচ শুক্রযজুঃ ইহাও বলিতেছেন যে—

অস্মাং অস্মাং অস্মৈ প্রতিষ্ঠাটৈ । ২৫ ক—২ অ

দৈত্যাদানবেরা তাঁহাদিগের অন্ন ও বাসস্থান কাড়িয়া নিলে, তাঁহারা অন্ন ও বাসস্থানের জন্ত পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধা হইলেন। তথাহি—

আ তন্তে দশ মন্তুমঃ পৃষন্ অবোবৃণীমহে ।

যেন পিতৃন্ অচোদয়ঃ । ৫—৪২ সূ—১ম

তত্র সাযণভাষ্যম্—হে মন্তুমঃ জ্ঞানবন্ দশ দর্শনীয় যদ্বা বৈযূপক্ষয়কারিন্ পৃষন্ তে হৃদীয়ং তৎ অবঃ তাম্শং রক্ষণং আবৃণীমহে সর্কতঃ প্রার্থয়ামহে । যেন রক্ষণেন পিতৃন্ অক্ষিৎঃ পত্নীন্ পিতৃদেহান্ অচোদয়ঃ প্রেরিতবান্ অসি ।

হে জ্ঞানবন্ দর্শনীয় পৃষন্! তুমি যে রক্ষা দ্বারা পিতৃগণ অর্থাৎ মন্বাদি পিতৃলোকবাসীদিগকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছিলে, আমরাও তোমার নিকট তাদৃশ রক্ষা প্রার্থনা করি ।

ইহাদ্বারা জানা গেল মন্বাদি দেবতারা ভারতে আগমন করার পর আরও এতদল লোক উপদ্রুত হইয়া পৃথার সহায়তা প্রার্থনা করেন। বেদপাঠেও জানা যায় যে, দেবতারা সময়ে সময়ে স্বর্গপরিত্যাগপূর্বক ভারত ও অন্তরিক্ষ প্রভৃতিতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন ।

নবাং নব্যঃ তন্তুম্ আতন্বতে

দিবি সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ঃ । ৪—১৫৯ সূ—১ম

সামাজিকগণ (কবয়ঃ), দিবা উত্তরকুরুতে ও সমুদ্র বা অন্তরিক্ষে (সমুদ্র প্রধান ও জলপ্রধান বলিয়া অন্তরিক্ষের নাম সমুদ্র ও অপঃ, উহা হইতেই অপোগস্থান বা আফগানিস্থান) নূতন নূতন তন্তু অর্থাৎ বংশের বিস্তার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ স্বর্গহইতে সময়ে সময়ে ভিন্নভিন্নবংশীয় লোকসকল যাইয়া ছ্যালোক ও অন্তরিক্ষে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। ঐরূপ ভারতেও দেবতারা সময়ে সময়ে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন ।

অধারয়ো রোদসী দেবপুত্রো

প্রহ্নে মাতরা যক্ষী ঋতস্ত্র । ৭—১৭সূ—৬ম

ছাবাপৃথিবী দেবপুত্রো । ১—১৫৯ সূ—১ম

তাই ঋগ্বেদ ছো বা আদি স্বর্গ ও পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে “দেবপুত্র” (দেবাঃ পুত্রাঃ যয়ো স্তে) বিশেষণের বিষদ্বীভূত করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদের আরও বহু মন্ত্রে এই দেবপুত্র বিশেষণ প্রযুক্ত রহিয়াছে। দেবতারা

ভারতবর্ষে আগমন না করিলে বেদ উহাকে 'দেবপুত্র' ও মৎস্যপুরাণ 'দেবলোক' বলিয়া নির্দেশ করিতেন না ।

কোন্ কোন্ দেবতা ভারতে আগমন করিয়াছিলেন ? বেদমন্ত্র সকলের নাম নির্দেশ করেন নাই । বেদপাঠে জানা যায় যে আদি স্বর্গহইতে এগার জন প্রধান দেবতা ব্রহ্মার ছ্যালোকে, এগার জন অন্তরিক্ষ বা অপোগস্থানাতিতে ও এগার জন ভারতে আগমন করেন ।

যে দেবাসো দিবি একাদশ স্ত,

পৃথিব্যা মধি একাদশ স্ত ।

অপ্সু ক্ষিতো মহিনা একাদশ স্ত,

তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বম্ ॥ ১১—১৩৯সূ—১ম

যে একাদশ জন দেবতা ছ্যালোকে, যে একাদশ জন দেবতা ভারতবর্ষে ও যে একাদশ জন দেবতা আপন আপন মতিমাদ্বারা অন্তরিক্ষে যাইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের এই যজ্ঞফল ভোগ করুন । বায়ুপুরাণ বলিতেছেন যে—

সর্ষভূতপিশাচাশ্চ নাগাশ্চ সহ মাতৃষঃ ।

স্বর্লোকবাসিনঃ সর্ষে দেবা ভূবি নিবাসিনঃ ॥

১৮—১৯ সূ—উত্তর খণ্ড ।

অর্থাৎ স্বর্গবাসী ভূত, পিশাচ, নাগ, মাতৃষ ও দেবতারা ভূ বা ভারতে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ।

এই ভূতগণই আজি ভারতের ভোটান (ভূতস্থান) রাজ্যবাসী ভূটিয়া (ভূত—শিবানুচর), পিশাচগণ নেপালবাসী, * নাগগণ নাগাপর্ষতবাসী ও দেবতারা আর্ষ্যাবর্তবাসী হইয়াছেন । মাতা মনুর সন্তান দ্বিতীয় বরুণ প্রভৃতি ভারতে নহে, পরন্তু অন্তরীক্ষ বা সমুদাখ্য ভবলোকে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন । পুরাণ প্রণেতা দ্রাস্তিবশতঃ মনুস্মৃতির ভারত প্রবেশ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । তবে যখন ভারতবিতাড়িত অসুরগণ অপোগস্থান, পারশ্ব ও তুরক্ষে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইলেন, তখনই তত্তদ্দেশবাসী মনুষ্যেবা ভারতে আসিতে বাধ্য হইয়া

* পিশাচদেশান্ত বৃক্ককৃত্যঃ—পাণ্ড্যকেকয়বাহ্লিকঃ হেনপালবৃন্তলাঃ ।

ছিলেন। যজুর্বেদী বৈদিকব্রাহ্মণ ও যজুর্বেদী অশ্বঠব্রাহ্মণগণ মাতা মনুর সন্তান, তাঁহারা ই অমরভয়ে অন্তরীক্ষহইতে ভারতে আগমন করেন। তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও সেনরাজগণ দক্ষিণাপথের ভিতর দিয়া ও পাশ্চাত্যবৈদিক এবং অপর কতকগুলি অশ্বঠব্রাহ্মণ আৰ্য্যাবর্তের ভিতর দিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। অমর বলিয়াছেন—

“সমুদ্রো বরুণালয়ঃ” —অমর।

সমুদ্রো বরুণস্ত। ৬০১ —১ম খণ্ড, অথ মবেদ।

সমুদ্রই বরুণের আলয়। কিন্তু কবিগণ ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, বরুণদেবকে মহাসাগরশায়ী জলদেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ এই সমুদ্র অর্থ—অন্তরীক্ষ বা ভুবলোক, পরন্তু জলময় সাগর নহে। (নিঘণ্টু, ১৯ পৃঃ দেখ)। অথ মবেদও বলিয়াছেন যে—

বরুণস্তা দৃংহাং ধরুণে পাতীচাম্। ৩য় খণ্ড —২৩০ পৃঃ

প্রতীচীদিক্ বরুণোহধিপতিঃ। ১ম খণ্ড—৬৮৮ পৃঃ

বরুণদেব পশ্চিমদিকের অধিপতি। এই পশ্চিমদিকই অপোগস্থান ও পারস্ত। কুম্ভযজুঃ বরুণের এই পশ্চিমদিকে আগমনের কথা বলিতে যাইয়াই লিখিয়া গিয়াছেন, “প্রতীচী- মনুষ্ঠাঃ”।

সকলং তং রাজা বরুণো বিচষ্টে

যদন্তরা রোদসী যং পরস্তাং। ৩য় খণ্ড—৬০৩ পৃঃ

তত্র সাধ্বগঃ—রোদসী অন্তরা গ্ৰাবাপৃথিব্যোর্মধো যং প্রাণিজাতঃ বর্ততে তথা পুরস্তাং স্তস্য পুরোভাগে যং প্রাণিজাতঃ অস্তি তং সকলং বরুণো রাজা বিচষ্টে বিশেষণ পশ্চতি।

এ ভাণ্ডের শেষাংশ ঠিক নহে। মূল পরস্তাং আছে, পুরস্তাং নহে। আশাদিগের মতে ইহার এইরূপ বাখ্যা হওয়া উচিত :—

রোদসী গ্ৰাবাপৃথিবী অন্তরা স্বর্গভারতবর্ষোর্মধো পরস্তাং পশ্চিমে যং ভুবনঃ স্থানং বিচষ্টে রাজা বরুণঃ ৩য় মূলঃ অন্তারিক্ষাখ্যং সমুদ্রাখ্যং বা বিচষ্টে পশ্চতি শান্তীতি যাবৎ।

স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে অন্তরীক্ষনামক জনপদ বিচ্যমান, যাহা ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত, রাজা বরুণ তৎসমুদয় রাজ্যের শাসনকর্তা। তথাহি—

অপ্সু তে রাজন্ বরুণ

গৃহো হিরণ্যঃ । ৪৯০ পুঃ—২য় খণ্ড, অথর্ষবেদ ।

হে রাজন্ বরুণ ! অপ্সু অর্থাৎ অন্তরীক্ষে তোমার লৌহময় গৃহ প্রতিষ্ঠিত ।
যাহা হটক, ভারতে যে একাদশজন দেবতা আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলেন,
তন্মধ্যে বৈবস্বত মনু, অত্রি ও শনু প্রভৃতি ছিলেন । আমরা ইঁহাদিগের কথা
পূর্বে বলিয়াছি । এখানেও অত্র মনুদ্বারা মন্বাদি দেবগণের ভারতগমন
স প্রমাণ কবিব ।

দ্বমগ্নে মনবে ত্বাম্ অবাশয়ঃ

• পুরুরবাসে স্ককতে স্ককুত্বঃ । ৪—৩১ সূ—১ম

হে অগ্নে ! শোভনকর্ম্মা তুমি মনুকে স্বর্গহটে (ত্বাং—ত্বাবঃ স্বর্গাৎ)
ভারতে আনিয়া বাস করাইয়াছিল (অবাশয়ঃ আর্ষহাং লিপিকরপ্রমাদাং বা
সকারত্ব শকারত্বং, অবাশয়ঃ—অবাসয়ঃ) । শোভনকর্ম্মা রাজা পুরুরবাও
তোমাকে তৃত্ব আনীত হইয়াছিলেন ।

বৈবস্বত মনু, স্বর্গের বিবস্বানের পুত্র, তিনি যে অযোনাথর আদি রাজা,
তাহাও সন্দর্ভবিদিত । সুতরাং তিনি যে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন,
তাহা ক্রবই । কাজেই এই মন্বের সায়ণ ও দত্তপাহেব যে বিকৃত ভাষ্য ও
অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা পরিহার করিতে হইল । পুরুরবাঃ চন্দ্রবংশীয় রাজা ।
তাহার পুত্র আয়ুঃ, আয়ুর পুত্র নহষ, নহষের পুত্র যযাতি, যযাতির পুত্র তুর্কসু
ও বহুপ্রভৃতি । ইঁহারাও স্বর্গহটে ভারতে আনীত হইয়াছিলেন, তাই
পুরুরবার ভারতগমন বিশ্বাস করিতে হইল ।

য আনয়ৎ পরাবতঃ সুনীতী তুর্কশং বহুয় ।

ইন্দ্রঃ স নো যুবা সখা ॥ ১—৪৫ সূ—৬ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—য ইন্দ্রঃ তুর্কশং বহুং চ এতৎসংজ্ঞৌ রাজানৌ শক্রভিঃ
দূরদেশে প্রক্ষিপ্তৌ সুনীতী সুনীত্যা শোভনেন নয়েন পরাবতঃ তস্মাৎ দূরদেশাৎ
আনয়ৎ আনীতবান্ যুবা তকণঃ স ইন্দ্রঃ নঃ অস্মাকং সখা ভবতু ।

প্র যৎ সমুদ মতিশূর পাষ,

পাবয়া তুর্কশং বহুং স্বপ্তি । ১২—২০ সূ - ৬ম

হে শুর ইন্দ্র ! যখন তুমি সমুদ্র (পশ্চিমসাগর) পার হইয়াছিলে, তখন যত্ন ও তুর্স্বপ্নকে ও পাব করিয়া আনিয়াছিলে ।

আক্ষা, মন্বাদি দেবগণকে ত বিষ্ণুই ভারতে আনয়ন করেন, তবে আবার ইন্দ্রের কথা বলা হইল কেন ? না, কেবল বিষ্ণুই দেবগণের আনয়নকর্তা নহেন । অগ্নি, পুষা ও ইন্দ্র প্রভৃতি অনেকেই বিষ্ণুসহ ভারতে আগমন করিয়া ছিলেন ।

অগ্নিঃদেবানাংভবৎ পুরোগাঃ । ১১—১১০সূ—১০ম

মহর্ষি অগ্নি দেবগণের অগ্রবর্তী হইয়া তাঁহাদিগকে ভারতে আনয়ন করেন । তিনি ও পুষা তাঁহাদিগের পথপ্রদশক ছিলেন ।

য অস্মান্ বীর আনয়ৎ । ১৬—৩৩সূ—৮ম

যে বীর ইন্দ্র আমাদিগকে ভারতবর্ষে আনয়ন করেন ।

আ যো বিবায় সচপায় দৈবাঃ

ইন্দ্রায় বিষ্ণুঃ স্কৃতে স্কৃন্তরঃ ।

বেধা অজ্জিগৎ ত্রিষধস্ অার্য্যঃ

ঋতশ্চ ভাগ যজমান মাভজৎ ॥ ৫—১৫৬সূ—১ম

দত্তজ্ঞানবাদ—যে স্বর্গীয় অতিশয় শোভনকর্ম্মা বিষ্ণু শোভনকর্ম্মা ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া আইসেন, সেই মেধাবী ত্রিজগদ্বিক্রমী আর্ধ্যাকে প্রীত করিয়াছেন এবং যজমানকে যজ্ঞের ভাগ প্রদান করিয়াছেন ।

এই মন্ত্রের ভাষা অতি জটিল । সাধারণ প্রবাদপ্রণোদিত হইয়া ইন্দ্র শব্দের অর্থ যজমান করিয়াছেন (ইরাং দৃণাতি ইতি), অনুবাদকও এই মন্ত্রের শেষাংশের অর্থবর্ণি বিষয়ে কষ্টকল্পনার আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন, মন্ত্রের ভাষা ও বিষয়ও তত সহজ নহে । তথাপি আমরা এই মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম ।

অস্মৎকৃতা প্রকৃতার্গবাহিনী টীকা—ত্রিষধস্ঃ ত্রিদিববাসী ব্রহ্মলোকবাসীতি যাবৎ বেধাঃ স্কৃজ্যেষ্ঠঃ ব্রহ্মা আর্ধ্যাঃ আর্গোপাধিঃ গমিষ্যন্তঃ মন্বাদি দেবগণঃ অজ্জিগৎ (অহিনোং প্রাদেশিকহ্মাং হকারশ্চ জকারহ্ম) হি স্কৃ বর্ধনে গণ্ডী ইতি নাদিগণীয় ঠিধাঃভাঃ লঙ দ্, ইন্দ্রবিষ্ণুভ্যাং ভারতবর্ষে প্রেরিতবান্ । যো ব্রহ্মাদিষ্টঃ দৈবাঃ তপোলোকবাসী স্কৃন্তরঃ শোভনকর্ম্মা বিষ্ণুঃ সচপায়

মহাদিঃদবানাং সাহায্যার্থঃ স্ক্রুতে স্ক্রুতা শোভনকর্মণা ইন্দ্রায় ইন্দ্রেণ ভ্রাত্ৰা সহ
আবিবায় ভারতবর্ষম্ আজগাম । যশ্চ বিষ্ণুশ্চ ইন্দ্রশ্চ ভারতবর্ষ মাগতা ঋতশ্চ
যজ্ঞশ্চ ভাগে সমধিবযজ্ঞকলাবাপ্তি নিমিত্তং যজ্ঞমানং যজ্ঞমানত্ৰ' আভজৎ প্রাপ্তবান্
ইন্দ্রোবিষ্ণুশ্চ কুরুক্ষেত্রে বহুবাগযজ্ঞ' কৃতা যথাক্রমং 'শতমথঃ' "যজ্ঞপুরুষশ্চ"
ইতি উপাধিঃ লক্ণবান্ ।

উত্তরকুরুবাসী ব্রহ্মার আদেশে বিষ্ণু ভ্রাতা ইন্দ্রের সহিত মহাদি দেবগণসহ
ভারতে আগমন করেন । ভারতে আসিয়া উক্ত মহাদি দেবগণ আর্ঘ্য নামে
সমলঙ্কত হইলেন । এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণু কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়া যথাক্রমে "শতক্রতু"
ও যজ্ঞপুরুষ নামে প্রখ্যাতি লাভ করেন ।

সর্ব প্রথমে এই আগন্তুকগণ সিদ্ধনদের সৈকত ভূমিতে আসিয়া উপনিবিষ্ট
হইয়াছিলেন । তাই বেদ বলিয়া গিয়াছেন যে—

য ঋক্ষাং অংহসঃ মুচং যো বা আর্ঘ্যাং সপ্তসিকুষু ।

বধর্দাসশ্চ তুবিন্য় নীনমঃ ॥ ২৭ — ২৪সু — ৮ম

দত্তজানুবাদ—যিনি ঋক্ষসকৃত পাপহইতে মুক্ত করেন, যিনি সপ্তনদীতে
(আর্ঘ্যদিগকে) প্রেরণ করেন, হে বহুধন ! দাসের বথার্থ অস্ত্র অবনত কর ।

অশ্বংকৃতা প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা --য ইন্দ্রঃ আর্ঘ্যাং আর্ঘ্যান্ (বিভক্তিবচন
বাতায়ঃ) আর্ঘ্যোপাধিঃ গমিষ্ঠতঃ দেবান্ ঋক্ষাং ঋক্ষাণাং ভল্লুকবৎ হি শ্রাণাং
দৈত্যদানবানাং অংহসঃ উপদবাং মুচং অমুকং যশ্চ বৈ ইন্দ্রঃ আর্ঘ্যান্
সপ্তসিকুষু শতক্রপভূতিসপ্তনদীপ্রধানেয় জনপদেষু প্রেরিতবান্ হে তুবিন্য়
বহুধনসম্পন্ন তাদৃশ ইন্দ্র ! ত্ব' দাসশ্চ দাস্যোর্ব'ত্রাদেঃ হননার্থ মিত্তি শেষঃ বধঃ
বজ্রং নীনমঃ গ্রহাণ ।

যে ইন্দ্র হিংস্র দৈত্যদানবগণের উপদ্রবহইতে মুক্ত করিয়া আর্ঘ্যদিগকে
সপ্তসিকুতে প্রেরণ করেন, সেই বহুধন সম্পন্ন ইন্দ্র তুমি দস্যুদিগের বধের নিমিত্ত
আপনার বজ্র গ্রহণ কর ।

মহাদি দেবগণ যে পঞ্চনদ জনপদে আসিয়া বন্ধমূল হইলেন, ইহাতে কি
ঠাহাদিগকে যুক্তবিগ্রহ করিতে হইয়াছিল ? অবশ্যই করিতে হইয়াছিল ।
ভারতের প্রথম উপনিবে শক কৃষ্ণত্ৰুগ-ই ঠাহাদিগকে সহজে লঙ্কপ্রবেশ হইতে
দিয়াছিলেন না । কৃষ্ণত্ৰুঃ বলিয়া গিয়াছেন যে—

বিষ্ণু মুখা বৈ দেবাঃ ছান্দাভিঃ

ইমান্ লোকান্ অনপজয়া অভ জয়ন্ । ৬০ পৃ ।

বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণই জগতী ত্রিষ্টুভ ও গায়ত্রীছন্দে সাম গান করিতে করিতে আসিয়া অজেয় 'ই লোক ত্রিতয় জয় করেন ।

বোধ হয় তাঁহারা প্রথমে সিন্ধুতটে আসিয়া দৈতারাঙ্গ বলিকে ছলনা করিয়া পাতালে পাঠাইয়া দেন । এখনও দক্ষিণ আমেরিকায় বলিহ জনপদ বলিভূমি 'বলিভিয়া' বিরাজমান রহিয়াছে ।

বলিসন্ন রসাঃলং । অমর

তৎপর দেবগণ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী প্রদেশে উপনিবিষ্ট হইয়া এক নূতন জনপদের নিৰ্ম্মাণ করেন, উহার নাম "ব্রহ্মাবর্ত" প্রদেশ ।

সরস্বতীদৃষদ্বতোতাঃদবনঃছান্দনুরম ।

তং দেবনিৰ্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ ১৭—২অ - মনু ।

এই "দেবনিৰ্ম্মিত" বিশেষণদ্বারা ই জানা যায় যে স্বর্গের দেবদ্বারা ভারতে প্রবেশ করিয়া ভবে উহার নিৰ্ম্মাণ করেন ।

অনন্তর সেই নবগন্ধকেরা ব্রহ্মসি প্রদেশে আসিয়া বসবাস করার পর অযোধ্যাদি নানাস্থানে যাইয়া ছড়াইয়া পড়েন । বৈবস্বত মনুই অযোধ্যা নগরীর স্থাপয়িতা ।

অযাধ্যা নাম নগরী তব্রাসীং নোকবিপ্রতা ॥

মনুনা মানবেন্ধ্রেণ যা পুরী নিৰ্ম্মিতা স্বরম্ ॥ ৬—৫ স্বর্গ বালকাণ্ড ।

মানবেন্ধ্রেণৈবস্বত মনু মহাপুরী অযোধ্যার নিৰ্ম্মাণকর্তা । অথর্ববেদে উক্ত অযোধ্যাও "দেবপুরী" বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে, কেননা তখনও উহার আর্গ্য বা মনুঘনামের বিময়ীভূত হয়েন নাই, দেবতা নামেই পরিচিত ছিলেন ।

অষ্টাচক্রা নবদ্বারা

দেবানাং পুরযোধ্যা ।

তত্য়াং হিরণ্যঃ কোশঃ

স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ ॥ ২য় খণ্ড—৭৪২ পৃ

অযোধ্যা দেবনিৰ্ম্মিত পুরী, উত্তরে আটটা মহল ও নয়টা দ্বার, উহার পাকার লৌহময়, এবং উহা সমৃদ্ধিত স্বর্গভূমি । স্থলানুবে বিবৃত আছে যে —

দস্থান্ শিম্বান্ চ পুরুহৃত এঐব
 ইত্বা পৃথিব্যাং শর্বা নিবর্হীং ।
 সনং ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্বাভিঃ,
 সনং সৃগ্যাং সনং অপঃ সূবজ্রঃ ॥ ১৮—১০০সূ—১ম

তত্র সাধনভাষ্যম্ --পুরুহৃতঃ ইন্দ্রঃ এঐবঃ পৃথিব্যাঃ ভূমৌ বর্তমানান্ দস্থান্
 শিম্বাংশ্চ ইত্বা প্রহৃত্য শর্বা হিংসকেন বজ্রেণ নিবর্হীত অবধীং এবং শক্রন্
 নিরশ্র শ্বিত্বাভিঃ শ্বিতবর্গঃ সখিভিঃ সহ ক্ষেত্রঃ শক্রণাঃ ভূমিঃ সনং সমভাঙ্গীং
 ইত্যাদি (গুণাশুরে শেষাংশের ব্যাখ্যা করা যাইবে) ।

দত্তজানুবাদ—তিনি অনেক দ্বারা আহৃত হইয়া এবং গমনশীল (মরুদ্
 গণের) দ্বারা যুক্ত হইয়া পৃথিবী নিবাসী দস্থা ও শিম্বাদিগকে প্রহার
 করিয়া হননকারী বহুদ্বারা বধ করিলেন । পরে আপন শ্বিতবর্গ মিত্র দগের
 সহিত ক্ষেত্র ভাগ করিয় গঠিলেন । শোভনীয় বজ্রযুক্ত ইন্দ্র সৃগা এবং জল
 সমুদায় প্রাপ্ত হইলেন ।

এই মন্ত্রের ভাষ্য ও অনুবাদ প্রমাদসন্দুষ্ট । যথাস্থানে প্রকৃত অর্থ ব্যক্তির
 চেষ্টা করা যাইবে । নোটের উপর ইহাহ বুঝিয়া গঠিতে হইবে যে, ইন্দ্র ও বিষ্ণু
 ভারতের কৃষ্ণত্বদিগের বহুলোক নিহত করিয়া তাহাদিগের ভূমিসকল
 আপনাদের শ্বিতবর্গ আয়ীদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন ।

স বৃত্রহা ইন্দ্রঃ কৃষ্ণযানীঃ
 পুরন্দরো দাসী রৈরযং বি ।
 অক্রনয়ং মনবে ক্ষ্মা অপশ্চ
 সত্রা শঃসং যজমানশ্চ ত্বতোং ॥ ৭—২০ সূ—২ম

সেই বৃত্রহস্তা শব্দরপবিদারী ইন্দ্র ভারতের আদিমনিবাসী কৃষ্ণবর্গ দস্থ্য-
 দিগকে বিনষ্ট ও দরীভূত করিয়া ভারতবর্ষ ও অপোগড়ানে বৈবস্বতমহুর
 আধিপত্য বিস্তার করিলেন । তাহার স্তোত্রগণের যজ্ঞ সকল সম্পূর্ণরূপে সফল
 করিয়াছিলেন ।

এ যুদ্ধ কত কৃষ্ণত্বাবনষ্ট হইয়াছিল ? স্পেনীয়দিগের হস্ত আমেরিকার
 আদিম অধিবাসিগণের গ্রাম নিবপরাধ ভারতীয় আদিমনিবাসিগণ প্রায় সমূলেই

বিনটে হইয়াছিল। -কোনও ঋষি ইন্ডের স্তুতি করিতে যাইয়া তাহা বলিয়াছিলেন—

ত্বং পিপ্ৰং মৃগয়ং শৃশুবাংসং

ঋজিগ্নে বৈদথিনায় রক্ষীঃ ।

পঞ্চাশং কৃষ্ণা নিবপঃ সহস্রা

অংকং ন পুরো জরিমা বিদর্দঃ ॥ ১৩—১৬সূ—৪ম

তত্র সায়ণঃ—হে ইন্দ্র ! ত্বং পিপ্ৰং শৃশুবাংসং মৃগয়ং হতবান্ কিঞ্চ স ত্বং বৈদথিনায় বিদথিনঃ পুত্রায় ঋজিগ্নে ঋজিগ্নায়ে রাষ্ট্রে রক্ষীঃ বশমনয়ঃ পঞ্চাশং সহস্রা সহস্রাণি কৃষ্ণা কৃষ্ণবর্ণানি রক্ষাংসি নিবপঃ গুবপঃ অবধীঃ তথা স ত্বং জরিমা জরা অংকং ন বয়োবিশেষঃ রূপমিব পুরঃ শম্বরনগরাণি বিদর্দঃ বিদারিতবান্ অসি ।

হে ইন্দ্র ! তুমি পিপ্ৰ, মৃগয় ও শৃশুবাংসনামক দলপতিকে বধ করিয়াছ, বিদথতনয় ঋজিগ্নকে বশে আনিয়াছ, শম্বরের সুদৃঢ় পুরসকল অতি জীর্ণের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছ ও পঞ্চাশহাজার কৃষ্ণহৃচ্ লোক মারিয়া ফেলিয়াছ ।

অনাসো দস্থান্ অমৃগো বধেন । ১০—২৯সূ—৫ম

আর তুমি আয়ুধপ্রহারে নাসিকাশূণ্ণ দস্থাদিগকে বধ করিয়াছ ।

স হ শ্রুত ইন্দ্রো নাম দেব

উর্দ্ধো ভুবং মনুষ্যে দম্বতমঃ ।

অব প্রিয়ম্ অর্শমানশ্চ সাহস্বান্

শিরো ভরং দাসশ্চ স্বধাবান্ । ১১—২০সূ—২ম

তত্র সায়ণঃ—দেবঃ গ্যোতমানঃ শ্রুতঃ কীর্তিমান্ দম্বতমঃ সর্কৈঃ অতিশয়েন দর্শনীয়ঃ স ইন্দ্র মনুষ্যে মনোরথং উর্দ্ধোভুবং কামপ্রদানে প্রবৃত্তে উদয়ুধঃ ভবতু । সাহস্বান্ শক্রান্ অভিভবন্ স্বধাবান্ বলবান্ ইন্দ্রঃ অর্শমানশ্চ লোকং বাধমানশ্চ দাসশ্চ এতন্নামকশ্চ অমুরশ্চ প্রিয়ং শিরঃ অবভরং অধঃ পাতয়তু (হৃগ্রহোভঃ) ।

সেই শ্রুতকীর্তি দর্শনীয় ইন্দ্র মনুষ্য জন্ম যেন উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন । তিনি শক্রদিগকে অভিভূত করিয়া অর্শমাননামক দস্থার শির যেন অবনত করিয়া দিলেন । (অবভরং—অবনমিতবান্) ।

ইন্দ্রঃ সমংসু হজমানমার্য্যং প্রাবং

মনবে শাসৎ অত্রতান্ ত্ৰচং কৃষ্ণামরক্ষয়ৎ ॥ ৮—১৩০সূ—১ম

ইন্দ্র যুদ্ধে তাঁহার স্বপক্ষ আৰ্য্যগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন ও মনুর জন্ত
ব্রতহীন কৃষ্ণাঙ্গদিগকে হিংসা করিলেন ও শাসনে আনিলেন ।

ইন্দ্রো বিশ্বস্ত্র দমিতা বিভীষণঃ,

যথা বশং নয়তি দাস মার্য্যঃ । ৬—৩৪ সূ—৫ম

এইরূপে সকলের শাস্তা দমনকর্তা ইন্দ্র, দাসগণকে আৰ্য্যজাতির বশে
আনয়ন করিলেন ।

এই সকল যুদ্ধে জয়লাভের পরই দেবতারা “অর্য্য” বা Lord নামে প্রখ্যাত
হইলেন ও এদেশের শোচনীয় অবস্থাপন্ন কৃষ্ণত্বচ্ লোকদিগকে “শূদ্র” নামে
অভিহিত করিলেন ।

বিজানীহি আৰ্য্যান্

যে চ দশ্রবঃ । ৮—১১ সূ—১ম

হে ইন্দ্র কে আৰ্য্য ও কেই বা দস্য তাহা তুমি জান । ঐ সময়ে শূদ্রগণের
প্রতি অতান্ত অত্যাচার ও আৰ্য্যগণের প্রতি পক্ষপাত হইতে দেখিয়া এক ঋষি
বলিয়াছিলেন—

প্রিয়ং মা কুণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কুণু ।

প্রিয়ং সৰ্ব্বশ্চ পশ্যত উত শূদ্রে উতার্য্যো ॥

৫৪০ পৃ । ৪র্থ খ অথর্ক বেদ ।

হে আৰ্য্যগণ ! তোমরা কি শূদ্র, কি আৰ্য্য সকলকে সমান চক্ষে দেখ, দেবতা,
আৰ্য্য বা রাজা বলিয়া কাহারও খাতির করিও না ।

যাহা হউক নবাগত জেতুগণ এই আৰ্য্যনাম গ্রহণ করিয়াই আৰ্য্যত্বের চিহ্ন
স্বরূপ স্বর্ণ, তাম্র ও স্থলপদ্মের ছালের উপবীত পরিধান করিতে আরম্ভ করেন ।
সম্ভবতঃ ধনীরা স্বর্ণনির্মিত, মধ্যবিহেরা তাম্ররচিত এবং দরিদ্রেরা পদ্মসূত্রের
উপবীত ধারণ করিতেন ।

পদ্মসূত্রং কৃতে জ্জয়ং ত্রেতায়াং কনকশ্চ চ ।

দ্বাপরে তাম্রসূত্রঞ্চ কলৌ কার্পাসনম্ভবম্ ॥ ইতি প্রাঞ্চঃ

এই মত মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ, বোধ হয় এই বচনপ্রণেতা ভ্রান্তিবশতঃ সেই বিরোধ ঘটাইয়াছেন। মন্বাদির সময়েই কার্পাস, শোণ ও উর্গালোমজ উপবীতের ব্যবহার সমারদ্ধ হয়। তৎপূর্বে স্বর্ণাদির উপবীত ব্যবহৃত হইত, তাহা আমরা বলিয়াছি।

এই উপবীত দেখিয়াই লোকে স্থির করিত যে উপবীতিগণ আৰ্য্য ও নিরূপবীতগণ শূদ্র। কিন্তু আৰ্য্যদিগের মধ্যে আবার যাহারা দেবতা, মনুষ্য ও পিতৃলোকবাসী, তাহারা তৎপার্থক্যসংস্চনার্থ উপবীতব্যবহারে আর এক স্বাতন্ত্র্য ভজনা করিয়াছিলেন।

নিবীতং মনুষ্যাণাং প্রাচীনাবীতম্

পিতৃণাম্ উপবীতং দেবানাম্

উপসব্যাতে দেবলক্ষণমেব তৎ । ১১৪ পৃ। কৃষ্ণযজুঃ ।

যাহা নানার ঞ্চায় গলায় পরা যায়, তাহার নাম নিবীত, নাতা মনুর সন্তানেরা স্ব স্ব উপবীত নানার মতন করিয়া গলায় দিতেন। আর যাহা দক্ষিণ কান্ধের উপর ও বাম বগলের নিম্ন দিয়া লম্বিত হইত, তাহার নাম প্রাচীনাবীত পিতৃলোকবাসী মন্বাদি তাহা পরিধান করিতেন। আর দেবতার বামকান্ধের উপর ও দক্ষিণ হস্তের নিম্ন দিয়া আপনাদিগের বস্ত্রলম্বিত করিয়া দিতেন, ইহার নামই উপবীত। এই উপবীত পরিধানের পার্থক্য দেখিয়াই লোকে বুদ্ধিতে পারিত, কে দেবতা, কে মনুষ্য ও কে ভূতপূর্ব পিতৃলোকবাসী বটে। ইহার পর যখন ত্রেতাযুগের মধ্যার্দ্ধ সময়ে ভারতে চাতুর্ধর্মেয় প্রথিত হইয়াছিল, তখনই ব্রাহ্মণেরা কার্পাসশূদ্র, ক্ষত্রিয়েরা শণশূদ্র এবং বৈশ্যেরা উর্গালোমজ উপবীত ধারণ করিতে আরম্ভ করেন। দেবতা, মনুষ্য ও পিতৃলোকবাসীগণ দ্বারাই আৰ্য্যসমাজ গঠিত হইয়াছিল। এবং এই ভারতীয় আৰ্য্যগণদ্বারাই আরব, তুরস্ক, অপোগস্থান, পারস্ত আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও সমগ্র ইউরোপে আৰ্য্যোপনিবেশ প্রসারিত হয়।

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ এইরূপে মন্বাদিকে ভারতবর্ষে বন্ধমূল করিয়া স্বর্গের পুনরধিকারজন্ত গমনের উদ্যোগ করিলে মহর্ষি উশনা তাহাদিগের বিদায়সম্ভাষণ ছলে বলিতে লাগিলেন—

অথ গম্বু উশনা পৃচ্ছতে বাম্

কদর্থা ন আগ্ৰহম্

আজগম্বুঃ পরাকাং

দিবশ্চ গম্বু মর্ত্যম্ ॥ ৬—২২ সূ —১০ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—অথ অথ যজ্ঞসমাপ্ত্যানন্তরং উশনাঃ ভার্গব ঋষিঃ হে ইন্দ্রাগ্নী গম্বু স্বস্থানং প্রতি গচ্ছন্তৌ বাং যুবাং সন্দো যজমানঃ পৃচ্ছতে পৃচ্ছতি স্ম । যদ্বা উশনেতি বিভক্তিব্যতায়ঃ উশনসং ইন্দ্রশ্চ সখিভূতং ভার্গবম্ ইন্দ্রঞ্চ যুবাং সর্বৌ যজমানঃ পৃচ্ছতি । কিং পৃষ্টবান্ ? ইতি উচ্যতে —যুবাং কদর্থা কদর্থে । কিং প্রয়োজনবন্তৌ সন্তৌ নঃ অশ্বদীয়ং আকারঃ প্রতীত্যশ্চ অর্থে গম্বুং প্রতি পরাকাং দূরনার্মৈতৎ দূরাং আজগম্বুঃ আগতবন্তৌ স্তঃ । তদেবোক্তং দিবশ্চ জ্বালোকাচ্চ গম্বু ভুলোকাচ্চ মর্ত্যং মনুষ্যং মাং প্রত্যাগতবন্তৌ যুবয়োঃ কৃতার্থত্বাং অত্রাগমনম্ অশ্বদনুগ্রহার্গমেব ন স্বার্থমিতি ক্রবন্ অনুব্রজতি ইত্যর্থঃ ।

দত্তজানুবাদ—হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা এখন বিদায় লইতেছ, উশনা তোমাদিগকে বিদায়ের সম্ভাষণ করিতেছেন । তোমরা সেই দূরস্থিত স্বর্গধাম হইতে মনুষ্যের নিকট আসিয়াছ এবং আসিবার সময়ে পৃথিবীর কত অংশ অতিক্রম করিয়াছ । তাহাতে তোমাদিগের নিজের কিবা প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে? কেবল আমাদিগের অনুগ্রহের জন্যই আসিয়াছ ।

এই মন্ত্রের ভাষ্য ও অনুবাদ ঠিক নহে । ইহার কোথা হইতে অগ্নিকে হাজির করিলেন? এ মন্ত্রের দেবতা কি কেবল ইন্দ্রই নহেন?

“কুহেতি পঞ্চদশর্চং ষষ্ঠং সূত্রং ঐন্দ্রম্”

ইহা দশম মণ্ডলের ষষ্ঠ সূত্র (পূর্ব গণনানুসারে, এ সংস্করণে ২২শ সূত্র) । ইহাতে কুহ হইতে আরম্ভ করিয়া পনেরটি ঋক আছে, ইহার দেবতা “ইন্দ্র” । অবশ্য মূলে যখন বাং ও আজগম্বুঃ প্রভৃতি দ্বিবচনের পদ রহিয়াছে. তখন উশনা দুইজনকেই সম্ভাষণ করিয়া ইহা বলিতেছিলেন ।

কিন্তু তাহা হইলেও অগ্নির যোজনা করা ঠিক হয় নাই । অগ্নি স্বর্গহইতে দেবগণকে লইয়া ভারতে আসিলেও তিনি আর দেশে ফিরিয়া যান নাই, তিনি ভারতেই থাকিয়া যান ও এদেশ হইতে ব্রহ্মার আদেশে ঋগ্বেদের মন্ত্রসমাহার করেন । তাহা হইতেই ভারতের বহু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বংশ সমুদ্ভূত । ফলতঃ

ভারতে সূর্যাদি যে সকল দেবতা মন্বাদিসহ আগমন করেন, তন্মধ্যে ইন্দ্র ও তাঁহার সৰ্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণুই প্রধান ছিলেন। বিষ্ণুর সহায়তাতেই ইন্দ্রাদি দেবগণ পুনরায় স্বর্গে যাইয়া উহা পুনরধিকৃত করেন। সুতরাং এখানে অগ্নির পরিবর্তে বিষ্ণুর নাম সন্নিবেশিত হওয়া সমীচীন ছিল। অপিচ উহার যজ্ঞ সমাপ্তির পর নহে, পরন্তু মন্বাদিকে ভারতে বন্ধমূল করার পরই গমন করেন। তজ্জন্তু আমরা ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা হওয়া সঙ্গত মনে করি।

প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—— হে ইন্দ্রাবিষ্ণু! অধ অথ অনন্তরং ভারতে মন্বাদীন্ প্রতিষ্ঠাপ্য তদনন্তরং গৃহং গমস্তা স্বর্গং প্রতি গচ্ছন্তৌ বাং যুবাং উশনা উশনাঃ এষঃ পৃচ্ছতে পৃচ্ছতি জিজ্ঞাসতে যুবাং কদৰ্থা কদর্থে । কিংপ্রয়োজনবন্তৌ কেন হেতুনা কিংস্বার্থসাধনায় পরাকাং সুদূরাং দিবঃ স্বর্গাং গম্চ পৃথিব্যাঃ অন্ত-
রিক্ষাং চ মর্ত্যং মর্ত্যালোকং ভারতবর্ষমিতি যাবৎ আজগ্মথুঃ আগতবন্তৌঃ যুবয়োঃ ন কোপি স্বার্থএব আসীৎ কেবলং পরার্থায় এব ভবদ্ভ্যাম্ ইথং ক্লেশঃ স্বীকৃতঃ ।

হে ইন্দ্র! হে বিষ্ণো! তোমরা ভারতে মন্বাদিকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া এইক্ষণ স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছ। সেই সুদূর স্বর্গভূমি হইতে অন্তরিক্ষ হইয়া এই মর্ত্যালোকে আসার কি প্রয়োজন ছিল? তোমরা কেবল পরের জন্তই এত ক্লেশ স্বীকার করিলে।

ইন্দ্রায় সাম গায়ত বিপ্রায় বৃহতে বৃহৎ ।

ধর্ম্মকৃতে বিপশ্চিত্তে পনশ্চবে ॥ ১—৮৭ সূ—৮ম

হে ভারতগত দেবগণ! তোমরা ধর্ম্মরক্ষাকারী বন্দনীয় এই মহান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে সামগান কর।

বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত, যতো ব্রতানি পম্পশে।

ইন্দ্রশ্চ বুজ্যঃ সখা ॥ ৪—৬ অধ্যায় শুরুযজুঃ

তোমরা এই মহান্ বিষ্ণুরও কার্য্য সকল আলোচনা করিয়া দেখ ইনি ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা। ইহার প্রভাবেই আজি তোমরা স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া নির্বিঘ্নে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছ।

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ বিষ্ণুর সহায়তায় স্বর্গাভিমুখে প্রস্থান পরায়ণ হইলেন। আমরাদিগের বেদাদিতে তাহাও বর্ণিত রহিয়াছে—

স্বরগন্ম সংজ্যোতিষা অভূম। ২৫ ক—২ অধ্যায়। শুরুযজু।

আমরা দেবগণ আবার স্বর্গে গমন করিয়া জ্যোতিতে পূর্ণ হইলাম।
তথাহি—

দেবান্ দিব মগন্ যজ্ঞঃ । ঐ—৩০৭ পৃ

যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণকে লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তথাহি

যজ্ঞশ্চৈব সমৃদ্ধেন দেবাঃ স্তবর্গং

লোক মায়ন্ অসুরান্ পরাভাবয়ন্ । ৫১ পৃ

দেবতারা যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুরই শৌর্য্যে স্বর্গে যাইয়া যুদ্ধে অসুরগণকে পরাভূত
করেন। তথাহি—

দেবাসুরাঃ সংযত্তা আসন্ তে

দেবা বিজয় মুপয়ন্তঃ । ঐ—৩৩ পৃ

দেবতা ও অসুরেরা পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে দেবতারা তাহাতে জয়লাভ
করেন। তথাহি—

সংবৎসরঃ খলু দেবানাং মায়তনং এতস্মাৎ বৈ

আয়তনাৎ দেবা অসুরান্ অজয়ন্ । ঐ—৯৯ পৃ

দেবগণের একটি জনপদের নাম সংবৎসর। দেবতারা তথাহিতে
অসুরগণকে পরাজিত করেন। তথাহি—

মহামনসাং ভুবনচ্যাবানাম্

ঘোষো দেবানাং জয়তা মুদস্মাৎ । ঐ— ২৬১ পৃ

মহামনা দেবগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া অতীব বিষম হইয়াছিলেন, এইক্ষণে যুদ্ধে
জয়লাভ করিয়া স্বর্গ পুনরধিকৃত করিলেন, তাহাদিগের জয়ধ্বনিতে গগনমণ্ডল
প্রতিধ্বনিত হইল। তথাহি—

এতাবস্তো বৈ দেবলোকাঃ তে দেবাঃ প্রযাজৈঃ

এভ্যো লোকেভ্যঃ অসুরান্ প্রাগুদন্ত । ঐ—১৪৮ পৃ

দেবলোক সমুদায়ে একুশটী * দেবতারা শৌর্য্যবলে এই সকল স্বর্গভূমি হইতে
দৈত্যদানবগণকে তাড়াইয়া দিলেন। তথাহি গুরুবজ্রঃ—

* এক বিশ্ৰান্তিকাঃ স্বর্গা নিশ্চিতা মেরুর্ধ্বনি । পুরাণম্ ।

দিবো বা বিষেণ উত বা পৃথিব্যাঃ

মহো বা বিষেণ উরো রন্তুরিক্ষাৎ ।

উভাহি হস্তা বসুনা পূণস্বা

প্রযচ্ছ দক্ষিণাৎ আ উত সব্যাৎ ॥ ১৯—৫ অ

অনন্তর স্বর্গ, ভারতবর্ষ ও অন্তরিক্ষ জয় করিয়া বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে গমন করিলে তদদেশবাসী দেবতারা বলিলেন হে বিষ্ণু! তুমি যুদ্ধে যে সকল ধনরত্ন পাইয়াছ, আমাদিগকে তাহা দক্ষিণ বাম দুই হস্ত পূর্ণ করিয়া দান কর ।

আমরা বেদাদি সর্কশাস্ত্রহইতে যাহা যাহা দেখাইলাম, তাহাতে কোনও ব্যক্তিই আর একরূপ বিতর্ক করিবেন না যে আমরা স্বর্গহইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলাম না, মঙ্গলিয়াও আমাদিগের পিতৃভূমি নহে । দেখ বেদানুগ একালের পদ্মপুরাণও বলিতেছেন যে—

স্বর্লোকে বসতিবিষেণ বৈকুণ্ঠেহস্ত মহাশ্বনঃ ।

স কথং মানুসে লোকে পদত্ৰাসং চকার হ ॥

৪—২৯ অ সৃষ্টিখণ্ড ।

মহাশ্বা বিষ্ণুর বাস স্বর্গলোকসংস্থিত বৈকুণ্ঠে, তিনি কেন মনুষ্যালোক ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন ?

কেন বিষ্ণু ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিয়াছি । ষাটার বাস নির্দিষ্ট পরিমিত বৈকুণ্ঠে, ষাটার বিশেষণ “মহাশ্বা”, ষাটার মাতা অদिति ও পিতা কশ্যপ এবং ভ্রাতা ইন্দ্রাদি দেবগণ, তাঁহাকে ঈশ্বর ভাবিয়াই হিন্দুরা বেদাদির অর্থ বুঝিতে পারেন নাই । বেদাদিতে যে আমাদিগের ভারতগমনের কথা আছে, আমরাই যে তেত্রিশকোটি দেবতার মধ্যে কতিপয় দেবতা, তাহাও হিন্দুরা কুসংস্কার ও ভ্রান্ত বিধানবশতঃ বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন । ঋগ্বেদ স্পষ্টই বলিতেছেন যে—

অতো দেবা অবস্থ নো যতো বিষ্ণুবিচক্রনে ।

পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ ॥ ১৬—২২ সূ—১ম

মরীচ্যাদি সপ্ত পিতৃলোকের সপ্তভবনবিশিষ্ট যে ভূভাগহইতে বামন বিষ্ণু ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, দেবতারা আমাদিগকে সেই স্থানহইতে রক্ষা করুন ।

ইহা একজন অসুরনিপীড়িত ভারতীয় ঋষির উক্তি । ছুঃখের বিষয় এই যে এমন সরল মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সায়ণ অনেক বাজে কথার অবতারণা করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে —

বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ সপ্তধামভিঃ সপ্তভিঃ ছন্দোভিঃ যতঃ পৃথিব্যাঃ যস্মাৎ ভূ
প্রদেশাৎ বিচক্রমে বিবিধং পাদক্রমণং কৃতবান্ ।

কিন্তু যিনি পরমেশ্বর তিনি কি ভূচর ? ও তিনি কি একস্থান খালি করিয়া অত্র স্থানে গমন করেন ? আর বিষ্ণু কি কেবল তিনটি ছন্দে সাম গান করিতে করিতেই ভারতে আসিয়াছিলেন না ? সায়ণ কৃষ্ণবজুর এই মন্ত্রেরও অধ্যাহার করিয়া গিয়াছেন—

বিষ্ণুমুখাঐব দেবাঃ ছন্দোভিঃ ইমান্ লোকান্
অনপজয়াম্ অভাজয়ন্ ।

বেশ বুঝা গেল বিষ্ণু ও আরও কতিপয় দেবতা এই অজেয় লোকত্রিতয় (ভূভূবঃ স্বঃ) জয় করেন । সূতরাং এই দেবতারা ও বিষ্ণু একই শ্রেণীর ব্যক্তি । স্বয়ং পরমেশ্বর অত্রের সহায়তার বুদ্ধ করেন, জয় করেন, ইহা বিশ্বাস করা যুক্তির কথা নহে । আর বেদে যখন সপ্ত পিতৃলোক ও তাঁহাদিগের সাতখানী ধামের কথা বিশদাক্ষরে বিবৃত রহিয়াছে, তখন সপ্তধামের অর্থ সপ্ত ছন্দঃ করাও সমীচীন হয় নাই ।

যে মরীচ্যাদয়ঃ সপ্ত

স্বর্গেতে পিতরঃ স্মৃতাঃ

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ, স্বায়ম্ভুব মনুর এই সপ্তপুত্র সপ্ত তন্তু বা সপ্তবংশের বীজপুরুষ, ইহঁরাই সপ্ত পিতৃপুরুষ বলিয়া প্রথিত ।

সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে সপ্ত রক্ষন্তি সদমপ্রমাদং

সপ্তাপঃ স্বপতোলোক মীযুঃ । তত্র জাগৃতৌ অস্বপজৌ সত্রসদৌ

চ দেবৌ ॥

৫৫ ক—৩৪ অ—শুক্লবজুঃ

মরীচিপ্রভৃতি সপ্ত ঋষি সাবধান ও প্রমাদশূন্য হইয়া আপনাদিগের সাতখানী ভবন দৈতদানবের হস্তহইতে রক্ষা করিতেন । যখন রাত্রিতে সকলে নিদ্রা যাইতেন, তখন সাত জন গন্ধর্ক (আফগান) পাহারা দিত । আর যজ্ঞ পুরুষ ইন্দ্র

ও বিষ্ণু নিদ্রাপরিত্যাগপূর্বক সর্বদা জাগরুক থাকিতেন। অথর্ববেদও বলিয়া গিয়াছেন যে—

যাং রক্ষন্তি অশ্বপা বিশ্বদানীং দেবা

ভূমিঃ পৃথিবীম্ অপ্রমাদম্ । ২০৩ পৃঃ ৩য় খণ্ড

কিন্তু বিশ্বয়ের বিষয় এই যে স্বয়ং যাক্ষ, উবট, মহীধর, হুর্গাচার্য্য ও সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় উক্ত গুরুষজুর্মন্তের একরূপ কদর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, (আমরা উপাসনার উচ্চাদিগের ব্যাখ্যার সমালোচনা করিয়াছি) তাহাতে আমাদেরকে ক্ষুব্ধ হইতে হইয়াছে। যদি ইহারা জৈমিনির গায় সরলহৃদয়ে বলিতেন—

অবিজ্ঞেয়াং

বহু বেদমন্ত “অবিজ্ঞেয়”, কোনও অর্থ বুঝা যায় না, তাহা হইলেই ভাল হইত। যাহা হউক বেদ শ্রুতান্তরে বলিতেছেন যে—

ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্ ।

সমুচ্চ মশ্চ পাংশুরে ॥ ১৭

বামন বিষ্ণু স্বর্গ (তিব্বত, তাতার, মঙ্গলিয়া) ও ভুবঃ বা অন্তরিক্ষ (অপোগস্থানের একদেশ) হইয়া ভূ বা ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। বায়ুপুরাণও বলিয়া গিয়াছেন—

মারীচাং কশ্চপাং বিষ্ণুরদিত্যাম্ সংবভূব হ ।

ত্রিভিঃ ক্রমৈ রিমান্ লোকান্ জিত্বা বিষ্ণুরক্রমঃ ।

প্রতাপাদয়দিক্রার দেবেভ্য শৈব স প্রভূঃ ॥ ১৩১—৫ অ উত্তর খণ্ড

মরীচিনয় কশ্চপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে প্রসূত বামন বিষ্ণু ত্রিপাদবিক্রমদ্বারা ত্রিলোক জয় করিয়া ইন্দ্র (ইন্দ্রাদিকে স্বর্গ) ও অগ্ন্যগ্ন দেবগণকে (মন্বাদিকে ভারতবর্ষ ও অপোগস্থান) বিভক্ত করিয়া দেন।

যদি ইহা ঋষিবাক্য হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বেদমন্তের ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। মহর্ষি বারু বেদের বিষ্ণুকে বাপ মায়ের ছেলে বলিয়াছেন, পরন্তু পরমেশ্বর বলেন নাই। কিন্তু যাক্ষ, সায়ণ ও উবটাদি ইহা অগ্রাহ করিয়া যাহা তাহা বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের সেই ঋষিবাক্য বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। তথাহি—

ত্রীণি পদা বিচক্রে বিষ্ণুর্গোপা অদাত্যঃ ।

অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্ ॥ ১৮

দেবগণের রক্ষাকর্তা অতের অহিংসনীর বিষ্ণু ত্রিপাদবিক্রমপূর্বক দেবগণকে (অতঃ অস্মাং স্বর্গাং) ভারতে আনিয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন (কেন না দৈত্যদানবেরা তাঁহাদিগকে স্বর্গে যাগযজ্ঞ করিতে দিত না ।

ইহার পরও কি কেহ বলিতে চাহেন যে বিষ্ণু মন্বাদিসহ ভারতে আগমন করিয়াছিলেন না? ইহার পরও কি কেহ মনে করিতে চাহেন যে, আমরা ভারতেরই নিবৃত্ত ঔপনিবেশিক নহি? আদি স্বর্গ বা ইলাবৃতবর্ষ অর্থাৎ মঙ্গলিয়া আমাদের পিতা বা পিতৃভূমি নহে? ইলাবৃতবর্ষ বা ইলাতে আছে বলিয়া মেরু পর্বতের লানাস্তর “ইলাস্থায়ী”, উহারই অপভ্রংশ আলটাই নাম হইয়াছে। যুগে যুগে পৃথিবীর বহু পরিবর্তন হইয়াছে, জল হলে ও হুল জলে এখনও পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু পর্বত কুত্রাপি বিচলিত হয় নাই। সুতরাং

মেরুমধ্যম্ ইলাবৃতম্

ইহা স্মরণ করিয়া কেন তোমরা বর্তমান আলটাই পর্বতকেই মেরুপর্বত বলিতে কুণ্ঠিত হইবে? কেন তোমরা এই ইলাবৃতবর্ষকেই বেদের ইলা ও একালের মঙ্গলিয়া ভাবিতে ইতস্ততঃ করিবে? সপ্তভূবন, নববর্ষ ও বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য মানচিত্র মিলাইয়া দেখ, নিচি-তই আলটাইপর্বতসনাথ মঙ্গলিয়া বেদের ইলা ও পুরাণের ইলাবৃতবর্ষ হইয়া যাইবে। আর যখন এখনও ভারতে মঙ্গ ব্রাহ্মণ ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন, তখন তোমরা কেন শাকদ্বীপের অন্তর্গত মঙ্গ বা মঙ্গলিয়াহইতে ভারতে ব্রাহ্মণের আগমন স্বীকার করিবে না। ভীষ্মপর্ব কি বলিয়া যান নাই যে—

শাকদ্বীপঞ্চ বক্ষ্যামি যথাবৎ ইহ পাথিব । ৮

তত্র পুণ্যা জনপদা শ্চত্বারো লোকসম্মতাঃ । ৩৫

মঙ্গাশ্চ মশকাশ্চৈব মঙ্গগা মানসাস্তথা ।

মঙ্গা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ স্বকর্ম্মনিরতা নৃপ ॥ ৩৬—১১ অ

মানসসরোবর এখনও রহিয়াছে, তৎসনাথ স্থানই মানসনামের বিদ্যমান ভূত সুতরাং পুরাণের কম্পুরুষবর্ষ ও একালের তিব্বতই মানস দেশ। তৎপর তাতার বা হরিবর্ষ মশক এবং জনলাক বা বর্তমান চীন মঙ্গগ দেশ। মঙ্গঃ পদের (ঃ)

বিসর্গ হইয়া ল হইয়াছিল, পরে মঙ্গল শব্দ মঙ্গলিয়াতে (যেমন আরঃ—আরাল হুদে) পরিণত হইয়াছে। অতএব মঙ্গলিয়াই যে আমাদের পিতৃভূমি বা আদি নিকেতন তাহা ঠিকই।

বলিবে তবে আমরা আমাদের পিতৃভূমির কথা ভুলিয়া গেলাম কেন? আরব, তুরুক, পারশ্ব, মিশর, আবিসিনিয়া, মরক্ক, ত্রিপলি, ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকাবাসীরা কি ভারতকে আর তাঁহাদের পিতৃভূমি বলিয়া অবগত আছেন? আমরা কি বলিতে পারি যে গঙ্গাবের কোন্ স্থানহইতে কবে কে কে বাঙ্গালার আসিয়াছিলাম? বহুবর্ষেদী বৈদিক ব্রাহ্মণ, উৎকল ব্রাহ্মণ, মৈথিল ব্রাহ্মণ ও অষ্ট ব্রাহ্মণেরা যে আফগানিস্তানের তৃতপূর্ব অধিবাসী, তাহা কি তাঁহারা মনে করিয়া রাখাছেন? অবশ্য বেদ ও শাস্ত্রে সব কথাই ছিল, কতক বিলুপ্ত হইলেও যাহা আছে, তাহাই বা কয় জনে পড়িয়া থাকেন? * পড়িয়াই বা কয়জনে প্রকৃত মর্ম বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? যে বেদমন্ত্রের সমাক্ অর্থবাক্তি বিষয়ে অসমর্থ হইয়া ভারতভূমি তৈজামনি তাঁহার পূর্বমীমাংসাগ্রন্থে

অবিজ্ঞেয়াং

বলিয়া একটি সূত্র রচনা করিতে বাধা হইয়াছিলেন, সেই বেদমন্ত্রের অর্থ কি বস্তুতই দুরধিগম্যই নহে? তৎপর যাস্ক প্রভৃতি বিকৃতব্যাখ্যাকারদের দোষেও বেদার্থ সমধিক দুরববোধ হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব সায়ণ বলিয়াছেন যে—

“তস্মাৎ বেদার্থাববোধায়

উপযুক্তং নিরুক্তম্”

কিন্তু ইহা কেবল যাস্কের স্তুতিবাদ মাত্র। কাষাতঃ সায়ণ যাস্কের শতকরা পাঁচগুণ কথাও গ্রহণ করেন নাই। কলতঃ শাকপৃণি, ঔর্গবাভ, যাস্ক ও স্বন্দস্বামি প্রভৃতি নিরুক্তকারগণই আমাদের মাথা খাইয়া গিয়াছেন। প্রমাদভূষিষ্ঠ বৈদিককোষ নিঘণ্টুও আমাদের উৎপথগমনে অল্প সহায়তা করেন নাই। ভাষ্যকার ও টীকাকারগণও অধঃপাতের দরজা মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

যাহা হউক স্বর্গটা অদৃশ্য ও পারলৌকিক, দেবতারা উপাস্য, আমরা উপাসক

* প্রায় ৫ ৬ হাজার বৎসর যাবৎ ভারতে বেদপাঠ বিলুপ্ত হইয়াছিল—

সংক্ষেপে জাহতেঃ অর্থঃ কলিমাঃসাদ্য বৈ যুগম্।

নাথায়ন্তে তদা বেদা ন যজন্তে স্বিজাতয়ঃ। ৩৮—৫৮ অ—বায়ুপুরাণ

এবং “আমরাই” ভারতের আদিমনিবাসী ইত্যাদি ভ্রান্তিবশতঃ বেদের প্রকৃত ব্যাখ্যা না হওয়াতে ও বহুদিন যাবৎ বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনার তিরোধান ঘটায় বেদে যে পিতৃভূমির নির্দেশ ও ইতিহাস আছে, তাহা আর কেহ ঠাহরিতেও পারেন নাই।

মধু ষৌরস্ব নঃ পিতা

শৌর্নঃ পিতা ঙনিতা

নাভিরত্র বন্ধুর্নঃ ।

ইত্যাদি মন্ত্র কি বেদে নাই? এগুলি কি শ্রাঙ্কের মন্ত্র? স্বর্গের দেব-নাগরাক্ষর, সংস্কৃত ভাষা ও সামবেদ এবং মন্ত্রাদি যে ভারতে আঁসিয়াছেন, তাহাও কি বেদপাঠে জানা যায় না? কিন্তু যাক্ষাদির বিকৃত ব্যাখ্যা ও আমাদিগের অস্বাধীন চিন্তা এবং অস্বাধায় প্রযুক্ত আমরা সকল কথা বিশ্বাসাগরের অতল জলে ডুবাইয়া দিয়াছি। কিন্তু বেদপাঠে ইহাও জানা যায় যে ৮।১০ পুরুষ পয়ান্ত পিতৃভূমির কথা অনেকেরই মনে ছিল। নতুবা মহর্ষি চরক কেন তদীয় গ্রন্থে আমাদিগের পূর্ব নিবাসভূমির সমুদ্রের কথা কবিবেন? তিনি কি উহা ইন্দ্রশুশ্রু ও দেবগণবহুল বলিয়া বিবৃত করেন নাই? এই সকল বেদমন্ত্রও কি স্বর্গের পিতৃভূমিত্বের কথা সংস্কৃত করিয়া দেয় না?

তবন্ধুঃ সুরিদিবি তে ধিয়ন্ধাঃ,

নাভানেদিষ্ঠোরপতি প্র বেনন্ ।

মানোনাভিঃ পরমাশ্র বাঘ,

অহং তং পশ্চ। কতিথশ্চিদাস ॥ ১৮—৬১ সূ—১ ম

তত্র সাগ্নভাষ্যম্—তবন্ধুঃ সৈব পৃথিবী বন্ধিকা উৎপত্ত্যাধিষ্ঠানত্বেন যশ্র অসৌ তবন্ধুঃ তন্মাতৃক ইত্যর্থঃ । সুরিঃ স্ততেঃ প্রেরকঃ । দিবি বর্তমানশ্র তে তব স্বভূত ইতি শেষঃ ত্বদপত্রাভূত ইতি যাবৎ যশীসামর্থ্যাৎ সন্ধকসামান্যম্ প্রতীয়তে তচ্চ আদিতাশ্র পুত্রো মনুঃ মনোঃ পুত্রোনাভানেদিষ্ঠ ইতোবঃ সূর্য্যাপত্যত্বেহাপ পর্য্যবশ্রতি । সূর্য্যানাভানেদিষ্ঠয়োঃ সন্ধকঃ চরমপাদে উত্তরমগ্নে চ বন্ধাতে স চ ধিয়ন্ধাঃ কক্ষণাঃ ধারকো নাভানেদিষ্ঠঃ বেনন্ অগ্নিরোদত্তঃ গোসহস্রঃ কাময়মানঃ প্রপতি প্রলপতি স্তৌতি ইত্যর্থঃ । বা অপিচ ইত্যর্থঃ । সা শৌর্নঃ অস্মাকং পরমা উৎকৃষ্টা নাভিঃ বন্ধিকা যা অশ্র

আদিত্যস্ত অধিষ্ঠানভূতা অস্তি। যেতি পূরণে। অহং তৎ তস্ত আদিত্যস্ত
পশ্চা পশ্চাৎ অনস্তরং কতিপঃ কতিপয়ানাং পূরণঃ আস অভবম্। অনেন মম
আদিতোন জন্তজনকতাবঃ সনকঃ সনিকৃষ্ট ইত্যাকুং ভবতি।

দেবানুবাদ--হে স্বর্গস্থ সূর্য্য! আমি নাভানেদিষ্ট, তোমার বন্ধু, অর্থাৎ
আমি তোমাকে স্তব করিতেছি। আমার কামনা যে গাভী আত্মীয় লাভ
করি। সেই ড্যালোক আমাদিগের শ্রেষ্ঠ উৎপত্তি স্থান এবং স্বর্গেরও অধিষ্ঠান
ভূত। আমি সেই সূর্য্য হইতে কয় পুরুষই বা অন্তর?

সায়ণের এই ভাষ্যই আমাদিগের উক্তির পরম নিদর্শন। সায়ণ এই মন্তের
সূর্য্যকে ভাস্কর ও দিব্বক তাহার অধিষ্ঠানভূত গগন করিয়াছেন, সূতরাং
তদনুগ সকলে যে অযোধ্যার রাজবংশে সূর্য্যবংশ (জড়সূর্য্য) ও Solar race
ভাবিবে ও বলিবে তাহা ধ্রুবই? কিন্তু সায়ণ যদি ভাবিয়া দেখিতেন যে জড়সূর্য্য
কাহারও বাপদাদা বা পিতামহ হইতে পারে না, তাহা হইলে তিনি এ বিকৃত
বাখ্যা করিতেন না। পৌরাণিকেরা স্বর্গকে পারলৌকিক করিয়াছেন, আমরা
ও পাশ্চাত্যেরাও দিব্ব ও হেভনকে (স্বর্গম্) গগন (Sky) করিয়া বসিয়াছি
সূতরাং এইখানেই ভৌম স্বর্গ মঙ্গলিয়া যে আমাদিগের প্রকৃত উৎপত্তিস্থান
এবং এই সূরি বা সূর্য্য যে বিবস্থানের সহোদর ভ্রাতা তাহা আমরা
বুঝিতে বিরত হইলাম। আমাদিগের ভৌম পিতৃলোক শেষে পারলৌকিক
প্রেতলোকে পরিণত হইয়া গেল।

ফলতঃ বেদমন্তের এই সূরি, সার্বর্গ মন্তের পিতা মহর্ষি সূর্য্যদেব ও তিনিই
তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বরজ্জ্যেষ্ঠ রক্ষার আদেশে স্বর্গহইতে সামবেদের মন্ত্রসমাহার
করিয়া দিয়াছিলেন।

সার্বর্গিঃ সূর্য্যতনয়ো

যো মন্তুঃ কথ্যতেহষ্টমঃ। চণ্ডী।

আদিত্যঃ দিবঃ,

সাম আদিত্যাং। ছান্দোগ্য

আর সায়ণশিষ্য মন্ত্রস্ত নাভি শব্দের অর্থ যে কোথায় বন্ধিকা প্রভৃতি পাইলেন
তাহা ভাবনারও অগোচর পদার্থ। পরন্তু উহার মুখ্য বা প্রকৃত অর্থ “নাভি”
(Navel) ও ফলিতার্থ উৎপত্তি ও উৎপত্তি স্থান। অপি চ এখানে ভাষ্যকার ও

অনুবাদক যে কি কারণে উহাটবারে গরু বাছুরের আমদানি করিয়া বসিলেন, তাহাও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাহা হউক আমরা এই মন্ত্ৰের একরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম।

অস্মৎকৃতপ্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—হে সুরিঃ হে সুরবে ! সূর্যাদেব ! তৎ তস্মাদ্ভেতোঃ অয়ং ভায়তবাসী তে তব ধিয়নাঃ যস্মদাচারব্যবহাৰানুষ্ঠায়ী নাতা-নেদিষ্ঠঃ দিবি আদি স্বর্গে স্থিতশ্চ ইতি শেষঃ তে তব বন্ধুঃ পৌত্রঃ স্বঃ মে ক্ষুল্পপিতামহঃ স্বঃ মে পিতামহবিবস্বতঃ ভ্রাতা ইতি যেনন্ গচ্ছন্ অবগচ্ছন্ ইতি যাবৎ প্ররপতি নিলপতি পরং স্থিততে। অশ্চ (বিভক্তি বাতায়েন) ইয়ং সা দিব্ স্তোঃ নঃ অস্মাকং স্বর্গস্থিতানাং ভবতাং ভারতগতানাং অস্মাকঞ্চ পরমা উৎকৃষ্টা নাভিঃ উৎপত্তিস্থানং। অহং নাভানেদিষ্ঠঃ তৎপশ্চাৎ তস্যা তব পশ্চাৎ অনন্তরং কর্তৃথঃ কতিপয়ানাং পুরুষাণাং পূরণঃ আস অভবন্ অহং তব নেদিষ্ঠ দায়াদ এব।

হে স্বর্গবাসী মহর্ষি সূর্যাদেব ! আজি আমরা সূর ভারতবাসী ও আপনি স্বর্গসংস্থ। কিন্তু এখানে আসিদ্ধাও আমরা আপনাদিগের আচারব্যবহারের অনুমাত্রও বাতিক্রম করি নাই। আমি আপনারই ভ্রাতৃপৌত্র, ইহা অবগত হইয়া আপনাদিগের বিচ্ছেদজন্য খিন্ন হইতেছি। ঐ স্বর্গই আপনাদিগের ও আমাদের সাধারণ পিতৃভূমি। আপনাতে ও আমাতে কয় পুরুষেরই বা তফাৎ ? আপনি আমার ক্ষুল্পপিতামহ। তথাহি—

ইয়ং মে নাভিঃ ইহ মে সধস্থম্

ইমে মে দেবা অয়মস্মি সর্গঃ ॥ ১৯—৬১ সূ—১০ম

তত্র সাধারণভাষ্যম্—ইয়ং মাধ্যমিকা বাক্ মে নাভিঃ সন্নাহনী আদিত্যস্ত তস্মাচ্চ অভেদাৎ অশ্চ ঋষেৰ্মাধ্যমিকা বাক্ বন্ধিকঃ ভবতি। তথা চ ব্রাহ্মণঃ— সা যা বাক্ অসৌ স আদিত্য ইতি। ইহ অস্মিন্ মণ্ডলে মে মম সধস্থং স্থানং ইমে দেবাঃ স্তোতমানা রশ্ময়ঃ মে মম স্বভূতাঃ অয়মহমস্মি সর্গঃ। সূর্যাস্ত্য স্বশ্চ চ উক্তেন প্রকারেন অভেদাৎ তদ্বারা সর্গায়কত্বম্।

দ্রুতানুবাদ—এই আমার উৎপত্তিস্থান, এই স্থানেই আমার নিবাস, এই সকল দেবতা আমার আত্মীয়, আমি সকলই।

প্রকৃত তাৎপর্য বুঝুন আর নাই বুঝুন (১৮শ মন্ত্ৰের অনুবাদপাঠে জানা

যাইতেছে যে, দত্তজমহাশয়ের অনুবাদক, উক্ত মন্তের প্রকৃত মর্ম্ভ জময়ঙ্গম করিতে পারেন নাই) এই ২১শ মন্তের অনুবাদ এই অংশে ঠিক হইয়াছে।

“সধস্বঃ”

পদটির প্রকৃত অর্থ সায়ণশিষ্ট ও বলিতে চান নাই. দত্তজমহাশয়ের অনুবাদকও নহে. উহার উভয়েই উটির গল্পাযাত্রা করাইয়াছেন। তাই আমাদিগকে বাধা হইয়া উহার স্বতন্ত্র বাখ্য। করিতে হইল। এ মন্তের ভাষ্য অশ্লীল অকর্ম্মণ্য ও উহা কেবল কতকগুলি অসংলগ্ন বাগাড়ম্বরপরিপূর্ণ।

অসংকৃত প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—হে সূর্যাদেব ! ইয়ং অসৌ দিব্ গোঁ মে নাভিঃ উৎপত্তিস্থানং ইহ অশ্বাঃ স্তবি মে মম সধস্বঃ সহাবস্থানং দেবৈরিতি শিষঃ। ইমে ব্রহ্মাদয়ঃ দেবাঃ মে মমৈব আশ্রীয়াঃ, অয়ং অহং নাভানেদিষ্টঃ সর্কঃ অশ্বি ভবামি। অহং ভারতবাসী অহঞ্চ স্বর্গবাসী এব ময়ি দেবত্বং নরত্বঞ্চ স মমৈব বিদ্যতে।

হে কুলপিতামহ সূর্যাদেব ! উক্ত স্বর্গই আমার জন্মভূমি. উক্ত স্বর্গই আমি সর্ষদা আপনাদিগের সন্তিত একত্র অবস্থিত করিয়াছি। আপনারা দেবগণ সকলেই আমার আশ্রনার, এই আমি নাভানেদিষ্ট, স্বর্গতাগ করিয়া ভারতবাসী হইলেও আমি স্বর্গবাসী ভারতবাসী দেবতা ও নর সকলেই। তথাহি—

অসৌ যে সপ্ত রশ্ময়ঃ

তত্র মে নাভি রাততা। ত্রিত স্ত্বৎ বেদ।

৯ ১০৫ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্ -যে অসৌ ছাগোকে বর্তমানাঃ সপ্তসংখ্যাকাঃ রশ্ময়ঃ সূর্যাস্ত্র কিরণাঃ সন্তি তৎ তেষু সূর্যারশ্মিষু অধাশ্বঃ সপ্তপ্রাণরূপেণ বর্তমানেষু মে মদৌরা নাভিঃ আততা সধস্বা। ঋষিঃ আশ্রানমেব পরোক্কতয়া নির্দিশতি।

দত্তজমহাশ্বাদ— এই যে (সূর্যের) সপ্তরশ্মি আছে, তাহাতে আমার নাভি সধস্ব রহিয়াছে।

এই ভাষ্য ও অনুবাদ উভয়েই বাহত। ফলতঃ অত্র একজন ভারতগত দেবতা বা তৎসস্থান তাঁহার পূর্বনিবাস ভূমি আদি স্বর্গকে লক্ষ্য করিয়া এই কথাগুলি বলিতেছেন মাত্র।

যে অসৌ পুরোদৃশ্যম'নাইব সপ্ত রশ্ময়ঃ সপ্ত তন্তবঃ মরীচি প্রভৃতীনাং সপ্তর্ষীনাঃ

সপ্তবংশা স্বর্গে বিষ্ণুশ্চে মে মম ভারতাগতশ্চ কশ্চিৎ ঋষেরপি তত্র তস্মিন্
সপ্তবংশানাং মধো কশ্চিৎশ্চিৎ বংশে নাভিঃ উৎপত্তিঃ আজ্ঞা যোজিতা । তৎ
ত্রিতঃ বেদ জানাতি । (নঃ পূর্বে পিতরঃ সপ্তবিপ্রাসঃ) ।

ঐ যে আদি স্বর্গে মরীচ্যাদি সপ্তষিঃ সাতটি বংশ আছে, আমরাও তাহারই
একটি বংশে জন্ম হইয়াছে । মহর্ষি ত্রিত তাহা অবগত আছেন ।

ব্রহ্মার তনয়া সরস্বতীদেবীও কোণ এক সময় স্বর্গত্যাগ করিয়া অন্তরিক্ষ বা
অপোগ্রানবাসিনী হইয়াছিলেন, তিনিও বলিয়াছিলেন—

অহং সূবে পিতরমশ্চ মূক্ণন,

মম যোনিরপ্সু অহুঃ সমুদ্রে ।

ততো গিতিশ্চে ভুবনাত্ত বিধা

উতামুঃ ছাং বহ্নাগোপশ্শামি ॥ ৭—১২৫শ্ল—১০ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—“ছোঃ পিতা” ইতি শ্রুতঃ পিতা ছোঃ পিতরঃ দিবম্
অহং সূবে শসূবে জনয়ামি ।

“আত্মনঃ আকাশঃ

সমুতঃ” ইতি শ্রুতঃ

কুত্রোক্ত তদাহ—অশ্চ পরমাত্মনঃ মূক্ণন মূক্ণনি উপরি কারণভূতে তস্মিন্ হি
বিয়দাদি কার্গাজাতঃ সর্ষঃ বর্ততে তন্ত্বষু পট ইব মম চ যোনিঃ কারণং সমুদ্রে
সমুদ্ৰবস্তি অশ্মাৎ ভূতজাতানি ইতি সমুদ্ৰঃ পরমাত্মা তস্মিন্ অপ্সু ব্যাপনণীলাসু
ধীবৃতিষু অন্তর্মধ্যে যং ব্রহ্মচৈতন্যং তৎ মম কারণম্ ইত্যর্থঃ । যত ঈদৃগু ভূতা
অহমস্মি ততো হেতোবিধা বিধানি সর্ষাণি ভুবনানি ভূতজাতানি অনুপ্রবিশ্য
বিত্তিশ্চে বিবিধং ব্যাপ্য তিষ্ঠামি উতাপি চ অমুঃ ছাং বিপ্রকৃষ্টে দেশে অবহিতং
স্বর্গলোকং উপলক্ষণমেতৎ ততছপলক্ষিতং ক্রুৎসং বিকারজাতং বহ্ন্যা কারণ-
ভূতেন মায়াত্মকেন মদীয়েন দেহেন উপশ্শামি । যদ্বা অশ্চ ভূলোকশ্চ মূক্ণন
মূক্ণান উপরি অহং পিতরঃ আকাশঃ সূবে সমুদ্রে জলধৌ অপ্সু উদকেষু অন্তর্মধ্যে
মম যোনিঃ কারণভূতঃ ভূগাখ্য ঋষিবর্ততে । যদ্বা সমুদ্রে অন্তরিক্ষে অপ্সু
অশ্ময়েষু দেবশরীরেষু মম কারণভূতং ব্রহ্মচৈতন্যং বর্ততে ততোহহং কারণাত্মিকা
সতী সর্ষাণি ভুবনানি বাশ্শামি । অন্ত্যং সমানম্ ।

দত্তজামুবাদ—আমি পিতা আকাশকে প্রসব করিয়াছি । সেই আকাশ

এই জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান। সেই স্থান হইতে সকল ভুবনে বিস্তারিত হই। আপনার উন্নত দেহদ্বারা এই ছালোককে আমি স্পর্শ করি।

এই মস্তকের ভাষ্যকার ও ১৯ ৬১ সূ. ১০ম মন্ত্রের ভাষ্যকার একই ব্যক্তি। সাধারণের এই শিঃশ্যর গ্রাম বাবদক লোক তখন অতি অল্পই ছিল। তিনি যে ৩৪ প্রকার অর্থ করিয়াছেন, উহার একটীও প্রকৃতার্থবাহী নহে। অমুবাদকের উক্তিও সম্পূর্ণ হস্ত নহে। ফলঃ ইহার প্রকৃতার্থ ইহাই—

অশ্বংকৃত প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—অহ ব্রহ্মণঃ কণা সরস্বতী. অশ্ব জগতঃ
মূক্ণন্ মূক্ণনি মস্তকস্বরূপ শীর্ষস্থানীয় আদিজন্মভূমিত্বাৎ জগতি সর্বশ্রেষ্ঠে জনপদে
পিতরং পিতরি (বিভ কৃ দাতারঃ) পিতৃলোকানো আদিষর্গে অহঃ সুরঃ প্রসূতঃ
জাতা। মম যোনিঃ স এন, পিতা পিতৃলোক আদিষর্গঃ মম যোনিঃ উৎপত্তি-
স্থানম্। ততঃ তদনন্তরং তত্র জনিয়া অহং সমুদ্রে অশ্বঃ অন্তরিক্ষম্ মধ্যে
অপ্সু অপোগস্থানেষু বিতিষ্ঠে তিষ্ঠামি। পরন্তু অহঃ অহু পশ্চাৎ অত্র স্থিতাপি
বর্ষণা সৌন্দর্য্যেণ প্রতিভয়া ইতি যাবৎ

বর্ষাদেহ প্রমাণাতি

শুন্দরাকৃতিম্ স্মৃতম্। মেদিনী।

বিখা বিখানি স সানি ভুবনানি উত অপিচ অমুং ছাৎ পিতৃলোকঃ স্বর্গে উপ-
স্পৃশামি বাগ্নোমি সর্লত্র পসিমা অভবম্।

আমি এই জগতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় পিতৃলোক স্বর্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।
উক্ত আদিষর্গ আমার উৎপত্তিস্থান। তৎপর আমি কোনও কারণবশতঃ
(পিতার মন্দবাবগ্যে) এই অর্চারকের মধ্যগত আকগানিস্থানে অবস্থিতি
করিতেছি। কিন্তু তথাপি অশ্ব আমার প্রতিভা দ্বারা চতুর্দশভূবন ও স্বর্গে
প্রধাত হইয়া রহিয়াছি। আমাকে সকলেই জানে। অশ্বং বৈবস্বত মনুও
বলিয়াছিলেন যে—

অশ্বি হি বঃ সজাতাং

রিশাদসো দেবাসো অস্তাপ্যম্। ১০—২৭ সূ—৮ম

তত্র সাধারণভাষ্যম্—হে রিশাদসো রিসতাং হিংসতাম্ অসিতারো দেবাসো
দেবা স্তোতমানা মরুদাদয়ঃ বো যুগ্মাকঃ সজাতা মস্তি পরম্পরঃ সমানগাতিভাবঃ

অস্তি খলু। কিঞ্চ আপাম্ আপির্বকুঃ তশ্চ ভাবঃ আপাম্ স্তোতৃষু স্তত্যলক্ষণ
স্বক্যাং বৈবস্বতেন মনুনা ময়া শোত্রা সহ যুগ্মকং বকুভাবঃ অস্তি খলু।

দত্তজ্ঞানুবাদ—হে শক্রভক্ষক দেবগণ! তোমাদের একজাতিভাব ও বকু
ভাব আছে।

এই ভাষ্য ও অনুবাদও প্রকৃত নহে। উপাশ্রু দেবতাকে কেমন করিয়া
ভাষ্যকার ও অনুবাদক মনু:শ্রুত সজ্জাতি ও জ্ঞাতিবাক্য বলিয়া মুখে আনিবেন?
কিন্তু নিক্কের টীকাকার দুর্গাচার্য তাহা বলিতে ভীত হয়েন নাই।

ষাক্ত নিক্কম্—অস্তি হি বঃ সমানজাতিঃ রেশয়দারিণঃ দেবাঃ অস্তি
আপাম্ আপ্নোতেঃ সুদত্রঃ কল্যাণদানঃ। তত্র সুদত্রঃ বিদষাতু রায় ইতাপি
নিগমঃ। ৯৯২পৃ।

তত্র দুর্গাচার্যঃ—“রিশাদসঃ” ইতি অনবগতম্। “রেশয়দাসিনঃ” ইত্যবগমঃ,
—হে রিশাদসঃ রেশয়দাসিনঃ। দেবাসঃ দেবঃ। যোহি রেশয়তি হিংসাবান্
ভবতি তস্মৈ তে আয়ুগানি অশ্রান্তি। “রেশয়দারিণঃ” ইতি কেচিৎ অধীয়তে
নির্বিচনং তেষাং রেশয়ন্তঃ হিংসন্তঃ দারয়ন্তি ইত্যর্থঃ। অস্তি বঃ যুগ্মকং সজ্জাত্যং
সমানজাতিতা দেবত্বম্ অস্তি চ যুগ্মকং আপ্যন্ আপ্তব্যং মনু:শ্রুতঃ ঈধরা যুগ্ম-
মিত্যভি প্রায়ঃ।

হে দেবগণ! তোমরা আমাদের ভারতবাসী বলিয়া হি সা (রিশ) করিও
না। তোমরা আমাদের সজ্জাতি ও জ্ঞাতি! তোমরাও দেবতা, আমরাও
দেবতা, তোমরা ও আমরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধুও বটে।

ফলতঃ অদিতিনন্দন আদিতা বা দেবতা বিংশানের একপুলের নামই
বৈবস্বত মনু ও অশ্রু পুলের নাম বৈবস্বত যম। বৈবস্বত মনু যদি নর হয়েন,
তাহা হইলে তাঁহার ভ্রাতা পিতৃলোক বা আদিদেবগণ ও নরকের রাজা যম
কেন নর হইবেন না? আর যম দেবতা হইলে, বৈবস্বত মনুই বা কেন
অদেবতা হইবেন? স্বর্গের কৃতবিগ্ন নরদিগের উপাধিট দেবতা ছিল (বিদ্বাংসো
বৈ দেবাঃ—শতপথ)। বিবৃতঞ্চ ঋগ্বেদে—

দধাঙ্ হ মে জম্বুশ্বং পূর্নো অঙ্গিরাঃ পিয়মেধঃ

কথো অত্রি মর্জুর্বিদুঃ তে মে পূর্নো মনুর্বিদুঃ।

তেষাং দেবেষু আয়তি রস্মাকং তেষু নাভয়ঃ,

তেষাং পদেন মহি আ নমে গিরা ইন্দ্রাণী আ নমে গিরা ॥

৯—১৩৯ সূ—১ম

দন্তজাম্বুবাদ— প্রাচীন দধীচি, অশ্বিরাঃ, প্রিয়মেধ, বধু, অত্রি এবং মনু আমার জন্ম কথা জানেন। এই পূর্বকালীন ঋষিগণ ও মনু আমার পূর্ব পুরুষগণকে জানেন। কারণ মহর্ষিগণের মধ্যে তাঁহাদের সম্বন্ধ আছে। আমি তাঁহাদিগের মহৎ পদহেতু তাঁহাদিগকে স্তুতি করি ও নমস্কার করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে স্তুতি করি ও নমস্কার করি।

এই মন্ত্রের ভাষ্য ও অতি বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও অকস্মণ্য, অনুবাদ কতক প্রকৃত। ফলতঃ ইহার প্রকৃত তাৎপৰ্য্য ইহাই যে কোনও ভারতগত দেবতার অনন্তরবংশ কোনও একজন ঋষি বলিতেছেন যে—

মহর্ষি দধীচি, অশ্বিরাঃ, প্রিয়মেধ, বধু, অত্রি ও মনু আমার জন্মের কথা জানেন, কেননা তাঁহারা আমার পূর্বের লোক, তাঁহারা আমাকে হইতে দেখিয়াছেন। তাঁহারা দেবগণের মধ্যে পরিগণিত। আমরা তাঁহাদের সেই দেবকুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। হে ইন্দ্রাণি! আমি বিনীতবাক্যে তাঁহাদিগের ও তোমাদের চরণে নমস্কার করি।

সেই বৈবস্বতমন্ত্র প্রভৃতি দেবগণই ভাষ্যে আগমন করাতে ঋষিরা জ্বা-
পৃথিবী বা স্বর্গ ও ভারতবর্ষকে

দেবাঃ পুত্রাঃ যয়োন্তে

“দেবপুত্র” বিশেষণে বিশেষিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব এক ঋষি বলিয়াছেন—

নঃ পূর্বে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ

স্বর্বিদঃ । ৩৯—১৩৯ সূ—১ম

আমাদিগের পূর্বপিতামহগণ স্বর্গের কথা জানিতেন ও স্বর্গের দেবগণের সহিত আমাদিগের কি সম্পর্ক, তাহাও অবগত ছিলেন। তথাহি—

মো যুগো অত্র জুহুরন্ত দেবাঃ

মা পূর্বে অগ্নে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ ।

পুরাণোঃ সন্মনোঃ কেতুরন্তঃ,

মহৎ দেবানামস্মরদমেকম্ ॥ ২—৫৫ সূ—৩ম

তয় সাধনভাবাম্—হে অগ্নে! অত্র অগ্নিন্ কালে দেবা নঃ অস্মান্ স্তু স্তুর্হু
মো জুহরন্তু মা হিংস্রাঃ তথা পদজ্জাঃ কশ্মাণি অর্চ্যায় দেবপদ মনুভবন্তুঃ পূর্বে
পুরাতনাঃ পিতরঃ মা হিংসিমুঃ যস্মাং কেতুঃ যজ্ঞানাং প্রজ্জাপ চঃ সূর্ঘাঃ পুরাণোঃ
পুরাতনয়োঃ সন্ননোঃ সীদন্তি অনয়ের্দেবমতুনাঃ ইতি সন্ননৌ রোদসৌ তয়োঃ স্ত-
র্মধ্যে উদেতি তস্মাং অত্র মা হিংসন্তু ইত্যর্থঃ । তদিদং দেবানাং একং মুখ্যং
অসুরত্বম্ ।

দত্তজ্ঞানুবাদ—হে অগ্নি ! ঐক্ষণে দেবগণ যেন আমাদেরকে হিংসা না করে,
দেবপদভাক্ পূর্বপুরুষগণ যেন আমাদেরকে হিংসা না করে, কেতু (সূর্ঘা)
পুরাতন জীবাপৃথিবীর মধ্যে উদ্ভিত হইতেছেন । দেবগণের মহৎ বল একই ।

মন্ত্রে এই কেতু শব্দের অর্থ সত্য কেন হইল ? এ মন্ত্রের ভাষ্য ও অনুবাদও
ঠিক হয় নাই । ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা যেন ইহা—

অস্মৎকৃতপ্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—হে অগ্নে দেবাঃ স্বর্গবাসিনঃ ভগাদয়ঃ
অত্র অগ্নিন্ ভারতে স্থিতান্ ইতি শেষঃ নঃ অস্মান্ মা জুহরন্তু মা হিংস্রাঃ ।
কথং ? পুরাণোঃ পুরাতনয়োঃ সন্ননোঃ স্বর্গভারতবাসিনোঃ অস্তুঃ মধ্যে কেতুঃ
কেতবঃ প্রধানা নেতারঃ পদজ্জাঃ স্বর্গভারতবাসিনাং মধ্যে কঃ সম্পর্কঃ
তদবেত্তারঃ পূর্বে পিতরঃ স্বর্গবাসিনঃ ভারতবাসিনশ্চ অস্মাকং পূর্বপিতামহাঃ
মা হিংসিতবন্তুঃ অস্মান্ ভারতগতান্ আত্মীয়ান্ জ্ঞাত্বা অস্মাস্থ স্নেহমমতাদিকং
চক্রুঃ । যতঃ দেবানাং স্বর্গস্থানাং ভারতগতানাঞ্চ অস্মাকং মহৎ অসুরত্বঃ মহৎ
শুণবত্তাদিকং একং তুল্য মেব ।

হে অগ্নিদেব ! স্বর্গবাসী দেবতারা যেন আমাদের প্রতি হিংসা না করেন ।
আদিষর্গ ও ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সন্মাপেক্ষা প্রাচীনতম জনপদ ।
আমরা উক্ত স্বর্গহইতেই ভারতে আগমন করিয়াছি । এই উভয় স্থানের মধ্যে
যাঁহারা প্রধান বান্ধি ছিলেন, যাঁহারা তাঁহাদের ও আমাদের পূর্বপিতামহ,
তাঁহারা আমাদের মধ্যে যে কি সম্পর্ক তাহা জানিতেন ও তাঁহারা
আমাদেরকে হিংসাও করিতেন না । তাঁহারাও যে দেববংশীয়, আমরাও সেই
একই দেববংশীয় বটে, তাঁহাদের ও আমাদের মধ্যে মর্যাদাগত কোনও
ভেদই নাই । তথাহি—

অধি ন ইন্দ্র এষাঃ বিষ্ণো গচ্ছাত্যানাম্ ।

ইতা মরুতঃ অশ্বিনাঃ । ৭

তত্র সায়া ভাষ্যম্ হে ইন্দ্র বিষ্ণো মরুতঃ হে অশ্বিনা অশ্বিনৌ হে ইন্দ্রাদয়ো দেবাঃ সজাত্যানাং সমানারা জাতৌ ভবাঃ সজাতাঃ ত্র তৃ মত্রাদয়ঃ তেষাঃমষাং মধো নঃ অস্মান্ অধীত যয়ঃ স্ত্রতাত্য়া অধিগচ্ছত ।

দত্তজানুবাদ— হে ইন্দ্র ! হে বিষ্ণু ! হে মরুদগণ ! হে অশ্বিনীদ্বয় ! এক জাতীয়গণের মনো আনাদিগেরই নিকট আগমন কর । (৮৩ সূ)

অস্মৎকৃত প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা হে ইন্দ্র ! হে বিষ্ণো ! হে অশ্বিনা অশ্বিনৌ হে মরুতঃ এষাঃ ইমন্ (বিভক্তি বাত্যয়ঃ) নঃ অস্মান্ ভারতাপ্তান্ সজাত্যানাং সজাত্যান্ সমানজাত্যান্ অধীত অধিগচ্ছত জানীত ।

হে ইন্দ্রাদি দেবগণ ! তোমরা ভারতগত আনাদিগকে তোমাদিগের সজাতি বলিয়াই জানিও । তথ্য হি—

প্র ভাতৃষ্ণঃ স্তদানবোহুধ দ্বিতা সমান্য ।

মাতৃর্গর্ভে ভ্রানঃ ॥ ৮ - ৭৩ সূ—৮৪

তত্র সায়াগঃ হে স্তদানবঃ শোভনদানা আদিত্যাঃ অধ অথ অস্মৎ প্রতাগমনাস্তবং বয়ং সমান্যা সমান্যেন পুঙ্গবং মদেমা দেবানাং সংহতান ততো দ্বিতা দ্বিধা বিপাচারেন চ মাতৃর্গর্ভে ভ্রানঃ স জাতঃ যং যুস্মাক- ভাতৃষ্ণ- বিচুতে তং ইদানীং বয়ং পভরানঃ পভবন্ উচ্চারণঃ প্রকাশনঃ বা উচ্চারণামঃ প্রকাশয়ামো বা । মদেমাং দেবানাং দন্দশো জননং তৈত্তিরায়কে স্পষ্টমভি- হিতং—

“অদিতিঃ পুত্রকামা সাধোভো দেবেভাঃ

ত্রক্ষৌদনম্ অপচঃ”

ইত্যপক্রম্য তৈশ্চ পুষ্ণা চ অথান্য চ অজায়েতান্ ইত্যাদিনা ।

দত্তজানুবাদ—হে সুন্দর দানশীলগণ ! অনন্তর আমরা তোমাদের সকলের এবং পরে তোমাদের মাতৃর্গর্ভে দুইটি ওইটি করিয়া জন্মগ্রহণ করায় যে ভাতৃষ্ণ আছে, তাহাই প্রকাশ করিব ।

এই ভাষ্য ও অনুবাদ উভয়ই অতি অল্প । ইহার প্রকৃত বাধা ইহাই ।

অস্মংকৃত প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা—হে সুদানবঃ শোভনদানাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ
দেবাঃ কথ মস্মাকং সজ্জাতিত্বং তং শৃণুত । পূৰ্ণং তাবৎ যুয়ং বয়ঞ্চ সমান্তা
সমানায়াঃ তুল্যায়াঃ একায়াঃ মাতৃঃ ইলাবৃত্তবর্ষরূপায়া মাতৃভূমেঃ (ইলা যুগ্ম মাতা
ইতি স্মরণাৎ) কিংবা একায়াঃ মাতৃঃ অদিত্যেঃ গর্ভে প্রভরামহে প্রসূতাঃ অতঃ
আবয়োঃ ভ্রাতৃহঃ সোদধ্যাম্ অথ অনন্তরং বিতা দ্বিহঃ দ্বিধাত্বং সজ্জাতং অস্মাকং
ভারতগমনাৎ আবয়োভেদঃ সজ্জাতঃ ।

হে ইন্দ্রাদি দেবগণ ! তোমরা আমাদিগকে গাম্ভীর্য ও ধনাদি দান করিয়া
সর্বদা সুখী করিতেছ। তোমরা ও আমরা পৃথক্ নহি একই। তোমরা ও
আমরা একই মাতা অদিতির (কিংবা একই মাতৃভূমি ইলায়) গর্ভে জন্মগ্রহণ
করিয়াছি। (ইন্দ্র বৈবস্বত মনুর সাক্ষাৎ খল্লভাত), সুতরাং আমরা ও
তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃহাদি সম্পর্কবিশিষ্ট। তবে আমরা ভারতে আসাতেই
এখন স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছি। ফলতঃ তোমরা ও আমরা একই।

এখন পাঠকগণ, দেখ, এদেশে আসিয়া ও আনরা অনেক দিন পর্গাস্ত পিতৃভূমি
ও আমাদিগের দেবত্বের কথা মনে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম কি না। কিন্তু
নিরুক্রকার ও ভাষ্যকারেরা এই সকল মন্তব্যও এমন অত্যাচারিত বাখ্যা করিয়া
বসিলেন যে বেদে যে কিছু আছে, তাহা একালের লোকদিগের বিশ্বাস ও
অবসর থাকিল না।

আমরা শাস্ত্রপাঠে ইহাও জানিতে পারি যে শান্তের যযাতি, নহুষ মগর,
যুধিষ্ঠির ও অর্জুন প্রভৃতি প্রয়োজনশতঃ স্বর্গ গিয়াছেন এবং দেবতারাও
প্রয়োজন হইলেই এদেশে আসিয়াছেন। অস্মংকৃত ইন্দ্রাদিকে বহুবার ভারতে
আসিতে ও ভারতীয় সৈন্তের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। দশরথ বহুবার
অস্মংকৃত ইন্দ্রের সহায়তা করিয়াছেন, অথচ বেদপাঠে ইহাও জানা যায় যে
এদেশের বণিকেরা দেবধানপথে ভারতঃইতে ইন্দ্রের নিকট বণিক ও বাণিজ্য
দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছেন।

যে পস্থানো বহবো দেবযানাঃ

অন্তরা ত্যাবাপৃথিবী সঞ্চরান্তি ।

তে মা জুষস্তাং পয়সা যুতেন,

যথা ক্রীয়া ধনমাহবাণি ॥ ১—৪২৪ পৃ

তত্র সায়াণভাষ্যম্—তে প্রসিকা দেবযানা দেবা যান্তি যেষু ইতি দেবযানাঃ দেবাত্মকুলানুক্ৰা ইত্যর্থঃ । যদা দীব্যান্তি ব্যবহরন্তি ইতি দেবা বণিজঃ । তে যত্র যান্তি তে দেবযানাঃ প্রহতা ইত্যর্থঃ । ঈদৃশা বহবঃ বহুদেশসম্বন্ধিনো যে পশ্চানঃ মার্গা গ্ৰাবাপৃথিবী অন্তরা গ্ৰাবাপৃথিব্যার্মধো সঞ্চরন্তি বর্তন্তে তে মার্গাঃ পরমা ঘৃতেন চ মা মাং জুষস্তাং । সবস্তাঃ মার্গশ্রমনিবর্তকক্ষীরঘ্নতোপলক্ষিতার পানোপেত্রা ভবন্তু ইত্যর্থঃ । যথা মেন প্রকারেণ অহং ক্রীত্বা পণ্যঃ বিক্রীয় ধনং লাভসহিতঃ মূল্যধনং আহরাণি স্বগৃহং প্রাপরাণি তথা জুষস্তাঃ ইতি সম্বন্ধঃ ।

এই সায়াণভাষ্যও সত্য নহে। দেব অর্থ বণিক্, দেবযান অর্থ বণিকপথ বা বাণিজ্যপথ ইহা কেহ অবগত নহেন। তাহা হইলে পিতৃযান পথ অর্থ কি বাপ-দিগের যাওয়ার রাস্তা? ফলতঃ “দেবেষু দেবলোকেষু যান্তি এভিরিতি দেবযানাঃ পশ্চানঃ” যে যে পথে দেবলোক হইতে যাওয়া যায়, তাহাদিগের নাম দেবযান পথ*। সায়াণের কোনও কোনও শিষ্য আমাদের মতের সমর্থক ব্যাখ্যা না করিয়াছেন তাহা নহে, আমরা দেবযান ও পিতৃযান-প্রবন্ধে তাহা বলিয়াছি এবং ভৌমকাণ্ডেও তাহা প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। আর বহুদেশসম্বন্ধী বলিয়াও উক্ত বহু বিশেষণ ব্যবহৃত হয় নাই খাইবার পাশ, বোলান পাশ, বদ্রিনারায়ণপথ ও দারভিলিদের পথ, দেবযান পথ এই চারিটি ছিল ও এখনও আছে বলিয়া বৈদিকঋষি “বহবঃ” বিশেষণের অবতারণা করিয়াছিলেন। আর মন্ত্রস্থ পয়ঃ ও ঘৃত অর্থ ও দুগ্ধ ও হবিঃ নহে, পান্ডু জল ও বরফ। এই সকল পার্শ্বতা পথ সর্বদা জলে অগম্য ও বরফে ভাঙিয়া হইয়া থাকিত, তাই ভারতীয় বণিক ইন্ডের নিকট উহার পরিহার প্রার্থনা জানাইয়াছেন, যাহাতে ইন্ড রাস্তা ঘাট সুগম করিয়া দেন।

অস্মৎকৃত ব্যাখ্যা—হে ইন্ড! গ্ৰাবাপৃথিবী অন্তরা গ্ৰাবাপৃথিবী চ তে গ্ৰাবাপৃথিব্যৌ তয়োর্মধো যে বহবঃ স্তারঃ । যে চ দারঃ পথয়ো দেবযানাঃ অন্তরা গ্ৰাবাপৃথিবী বিরন্তি । ১৮৯প—২২ কাণ্ড, মহীশূর কৃষ্ণযজুঃ] দেবযানাঃ দেবেষু

* কিন্তু দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে বি-এ ও বেদজ্ঞ মহামতি তিলক, এই দেবযান পথকে সূর্য্যের উত্তরায়ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন!!!

“The Devayana and the Pitriya, which originally corresponded with the Uttarayana and the Dakshinayana. Page 73.”

দেবলোকেষু স্বর্গেষু যান্তি এভিরিতি দেবলোকগমনাঃ পন্থানঃ মার্গাঃ
সঞ্চরন্তি বর্তন্তে তে পন্থানঃ পয়সা জলপ্লাবনেন ঘৃতেন তুবারসংহত্যা
(বরফ দ্বারা) চ মা জ্বষস্তাং জ্যোষস্তু মা হিংসয়স্তু মা শৈতোন ক্লেশং
জনয়স্তু । যথা যাদৃশে সতি অহং ক্রীড়া পণাং বিক্রীর ধনং আহরাণি
প্রাপয়াণি । *

হে ইন্দ্র ! স্বর্গ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে বহু দেবদান পথ আছে উহারা
যেন আমাদিগকে জল প্লাবন ও তুবারপাত দ্বারা ক্লেশ না দেয়, তুমি পথ সুগম
কর, যাহাতে আমি স্বর্গে যাইয়া বাণিজ্য ব্যবিক্রয়দ্বারা কিছু লাভ করিতে
পারি । তথাহি—

ইন্দ্রমহং বণিজ্যং চোদয়ামি স ন এতু পুর এতা নো অস্তু ।

নুদন্ অরাতিং পরিপন্থিনং মৃগাম্ ।

স ঈশানো ধনদা অস্তু মহাম্ ॥ ১—৪২৩ পৃ ১ম খণ্ড ।

তত্র সায়ণভাষ্যন্— অহং ব্যবহৃত্তা ইন্দ্রং পরমৈশ্বর্য্যবস্তং দেবং বণিজ্যং
বাণিজ্যকর্ত্তারং চোদয়ামি পেরয়ামি । স বণিকং ত্বন পেরিতঃ ইন্দ্রো নঃ অস্মান্
এতু আগচ্ছতু াগতা চ নঃ অস্মাকং পুর এতা পুরতো গন্তা অস্তু ভবতু । কিং
কুর্ক্বন্ । অরাতিং বাণিজ্যাবঘাতকং শক্রং পরিপন্থিনং মাগনিরোধকং চৌরং
মৃগং ব্যাঘ্রাদিকং চ নুদন্ হিংসন্ ঈশানঃ ঈশ্বরো নিয়ন্তা স ইন্দ্রঃ মহং বণিজ্যে
ধনদা বাণিজ্যলাভরূপধনং দাতা অস্তু ভবতু ।

আমি ইন্দ্রের নিকট বণিক পাঠাই। তিনি এ বিষয়ে আমাদিগের
অগ্রণী ও নেতা হউন । তিনি প্রধান ব্যক্তি, তিনি পথের দস্তা তস্কর ও সিংহ
ব্যাঘ্রাদি জন্তু নিরাকৃত করিয়া আমাদিগের ধনাবাপ্তিবিষয়ে সাহায্য করুন ।

চুঃখের বিষয় ইহাই যে এই সায়ণই কৃষ্ণযজুর ষষ্ঠ কাণ্ডের প্রথম মন্ত্রের
বাণীকার বলিয়াছেন যে “স্বর্গস্য অদৃশ্যতাং”, যদি তাহাই হয় তাহা হইলে

* অথবা মঙ্গলিরা দেবতার পথ আফগানিস্তান (অস্তরীক্কের একদেশ) ভিতর দিয়া
ভারতে আগমন করেন, তখন উহাও (অস্তরীক্ক) এরবন্স (দেবদান পথ) বলিয়া কথিত
হয় । কিন্তু কালে ভারতগত দেবতার দেবদান হারাণিয়া মনুষ্যে পরিণত হইলে যে পথ দিয়া
মনুষ্যেরা দেবলোকে বাইত, পরে তাহাই দেবদানপদবাচ্য হইয়াছিল । পরমার্থতঃ দেবদানপথ,
দেবদানুযায়ী সকলেরই যাতরাতের পথ । ‘যে জাতী অশুণবং পিতৃণামহং দেবানা হৃতমর্জ্যাদাম্ ।’

ভারতের সামান্য বণিক পর্য্যন্ত কেমন করিয়া সশরীরে ইন্ডের নর্গে যাইয়া বাবসায় বাণিজ্য করিয়া আসিত ? আর ইন্ড যাহার নাম, তাঁহার সে নামেরই বা এত ব্যাপ্ত্যর্থ করা হইল কেন ?

বাহা হউক, কালে যাতায়াতেও অভাবে, বেদপাঠের মন্দীভাবে ও ভাস্কর-দিগের অত্যাচারে আমরা সকল ভলিয়া যাইয়া শেষে

স্বর্গকামোব্ধেত

প্রভৃতি মিথ্যা শক্তি প্রদান কবিয়া ভৌম পিতৃভূমি স্বর্গকে আরও অন্ধকারে লইয়া গেলাম, সব ফুরাইয়া গেল। ফলতঃ ভাল করিয়া বেদ পড়িলে অধ্যাপক কুর্জ্বন ও বীরেশ্বর পাণ্ডে প্রভৃতি বলিতেন না যে আমরাদিগের বেদাদি শাস্ত্রে আমরাদিগের বাহিব হইতে ভারতে আগমনের একটা কথাও নাই। আমরা দেখিতেছি ও দেখাইতেছি যে আমরাদিগের ভারতে আগমনির্গমের সকল কথাই বেদে রহিয়াছে :

বলিব তবে হিন্দুঃ স্বর্গটাকে পারলৌকিক ও দেবগণকে অমর এবং নির্জর বলিয়া থাকেন কেন ?

যদবধি এদেশে দাশবথির পাচালী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদেবের মগাভারত ধর্মশাস্ত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, যে সময়ে বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের স্মৃতি শাস্ত্র বলিয়া সমাদৃত হইতে থাকে, যে সময়ে নবদ্বীপে নবান্ধারের ফকির প্রাচীভাববশতঃ এদেশ হইতে প্রকৃত দর্শনশাস্ত্রের পঠনপাঠনঃ বিলুপ্ত হয়, সেই দিন হইতেই কুসংস্কার আসিয়া ভারতমস্তানদিগকে বর্তমান হিন্দুতে পরিণত করে। কিন্তু যদি কেহ পুরাণ গুলিও তলাইয়া পড়িয়া দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা শূণ্যটাকে আকাশ, ব্যোম, অস্তরিক ও নভঃ বলিতেন না এবং স্বর্গটাকেও পারলৌকিক ভাবিতে নিরস্ত থাকিতেন ও দেবগণকেও অমর ঠাহরিতে পশ্চাৎ পদ হইতেন। পুৰাণ বলিতেছেন যে—

ভৌমাত্মেত স্মতাঃ স্বর্গাঃ। বিষ্ণু পুরাণ।

ভৌমঃ তদপি.হি স্বৰ্গম্ । বায়ু

ঐহিকো নরকঃ স্বৰ্গঃ,

ইতি মাতঃ প্রচক্ষতে ॥ ভাগবত ।

ইঞ্জাদির বাসভূমি এই সকল স্বৰ্গ ভৌম । অক্ষর উত্তরকূট বা ব্রহ্মলোক ভৌম । হে মাতঃ ! ঋষিরা বলিয়া থাকেন যে স্বৰ্গ ও নরকের সকলই ঐহিক, পরন্তু পারলৌকিক নহে ।

আগ্নেয়মস্তুং লক্ষ্ণং তু ভার্গবাং সগরো নৃপঃ ।

অঘান পৃথিবীং গত্বা তালজজ্বান্ সতৈহত্মান্ ॥

উত্তর খণ্ড । ১২ঃ—২৬ অ—বায়ু

স্বৰ্গ পারলৌকিক হইলে সগর কেমন করিয়া স্বৰ্গের ভার্গবের নিকট কামান বাঈদেব (বজ্র) প্রয়োগ শিক্ষা করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করিলেন ? কৃষ্ণযজুঃ বলিলেন যে—

ঋষয়ো বৈ ইন্দ্রং প্রত্যক্ষং ন অপগ্ৰন্

তঃ বশিষ্ঠঃ প্রত্যক্ষং অপগ্ৰন্ । ২০৩ প

কৃষ্ণযজুর এ বেদব্যাখ্যাও ভ্রষ্ট । কেন না ইন্দ্র অদৃশ্য বস্তু হইলে অথবা বেদের সামান্য বণিক্ কেমন করিয়া ভারতের বাণিজ্যদ্রবা লইয়া স্বৰ্গে ইন্দ্রের নিকট গেলেন ? কেমন করিয়া অর্জুন ইন্দ্রের নিকট পাঁচ বৎসর থাকিয়া অস্ত্র শিক্ষা করিয়া ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, কেমন করিয়া ভারতের ভরষাজ প্রভৃতি স্বৰ্গে যাইয়া ইন্দ্রের নিকট রসায়নশাস্ত্র শিখিয়া আসিলেন ? কেমন করিয়া দশরথ অশুরবৃন্দে ইন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিলেন ? এখন দেখ সকলে এই সকল বেদব্যাখ্যাই আমাদের হিদেনে পরিণত করিয়াছে কি না ? কেবল ইহাই নহে, মহর্ষি নেম এক বেদমন্ত্র রচনা করিয়া বলিলেন যে ইন্দ্রকে কে দেখিয়াছে ? ইন্দ্র নামে কেহ ছিলই না !!

প্র মু স্তোমং ভারত বাজয়ন্তঃ, ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তু ।

নেন্দ্রো অস্তীতি নেম উত্ব আহ, ক ঙ্গং দদর্শ কমতিষ্টবাম ॥

৩—৮৯ সূ—৮ ম

হে যোক্‌গণ ! যদি সত্য সত্যই ইন্দ্র নামে কেহ থাকেন, তবে তাঁহার স্তুতি গান কর । কিন্তু আমি নেম ঋষি বলিতেছি যে ইন্দ্র নামে কেহ ছিলেন না, কে তাঁহাকে চক্ষে দেখিয়াছেন ?

কিন্তু পরমার্থতঃ বিশিষ্ট প্রভৃতি ভারতের অনেক ব্যক্তিকে ইন্দ্রকে বচক্ষে দেখাছেন । ভারতীয় সৈন্তের সহায়তায় ইন্দ্র অশুরীকে (ইরাণ প্রভৃতি) যাইয়া বৃত্ত ও বলপ্রভৃতি অশুরগণকে বধ করিয়াছেন । সুতরাং এই বেদমন্ত্র প্রণেতা নেম ঋষি যে এ বিষয়ে একজন অনভিজ্ঞ লোক ছিলেন তাহা ক্রবই । ইহার এতাদৃশ বর্ণনাও আমাদের অল্প ক্ষতি করে নাই ।

শাকবীপের অধিবাসী দেবগণের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া মহর্ষি কৃষ্ণ শৈবায়ন বলিতেছেন যে—

দীর্ঘায়ুষো মহারাজ জরামৃত্যুবিবজ্জিতাঃ । ৩০—১১ অ । ভীষ্মপক ।

হে মহারাজ ! অত্রতা লোক সকল অক্ষর ও অমর, এবং দীর্ঘায়ুঃ ।

ইহা অতিবাদ । ফলতঃ তদ্রূপ দেবগণের যৌবনে জরা আসিত না, ব লো ও মৃত্যু ঘটিত না । তাঁহারা সুস্থদেহে থাকিয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন । দেবতারা অমর হইলে বাসদেব উহাদিগকে

চিরায়ুষঃ

বলিতেন, পরন্তু “দীর্ঘায়ুষঃ” নহে । শাস্ত্র প্রণেতা অত্যান্ত প্রধান প্রধান ঋষিরাও বলিতেছেন যে—

তেষামপি হি দেবানাং

নিধনোংপত্তি উচ্যতে । বায়ু । ৬২—৫ অ—উত্তর

গম্ভী বসুমতী নাশম্

উদধির্দেবতানি চ ॥ যাক্ষবক্য ।

দেবামৃত্যোবিভ্যতঃ

ত্রয়ীং বিষ্ণাং প্রাবিশন্ । ছান্দোগ্য

সে দেবতাদিগেরও জরা ও মৃত্যু আছে ; এই বসুমতী, উদধি ও দেবগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন ; দেবতারা মৃত্যুহইতে ভীত হইয়া তিন বেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন ।

এহেন দেবতারা কি প্রকারে অমর হইতে পারেন? দেবাসুরযুদ্ধে কি দেবতারা প্রাণত্যাগ করেন নাই? কেন বৃহস্পতিপুত্র কচ শুক্রের নিকট সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিতে গিয়াছিলেন? ইন্দ্র, চন্দ্র ও শিব অক্ষর ও ব্যাকরণ পণেতা, ইঁহারা বাগবজ্ঞ ও করিয়াছিলেন—

তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি সুরেশ্বরঃ ।

সনেত্য বিবিধৈধৰ্মৈজ্ঞৈর্ঘজন্তেনেক দক্ষিণৈঃ ॥ ১৯—৬ অ

ভীষ্মপৰা ।

নেই মেরুপর্বতে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ও বিষ্ণু বহু দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞ করিয়াছেন। শিবের দুই বিবাহ, বিষ্ণুর দুই বিবাহ, ঋগ্বেদে দেবগণের উৎপত্তির কথাও রহিয়াছে, তথাপি লোকের কিরূপ বামোহ যে এহেন স্বর্গ ও এহেন স্বর্গবাসীদের অদৃশ্যত্ব, ঐশ্বর্যক্রিয়সম্পন্নত্ব ও পারলৌকিকত্ব যেন স্বীকার করিতেই হইবে। ঋগ্বেদ বলিতেছেন যে—

দেবপুত্রা ঋষয়ঃ

ঋষিগণ দেবপুত্র। মহাত্মা মনুও বলিয়া গিয়াছেন যে—

ঋষিভিঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃত্যো দেবদানবাঃ ।

দেবেভাস্তু জগৎ সৰ্ব্বং চরং স্থাণুপূৰ্ব্বণঃ ॥ ২০১—৩ অ

মরীচিপ্রভৃতি ঋষিহইতে কশ্যপপ্রভৃতি প্রজাপতিগণ সমুদ্ভূত। কশ্যপাদি হইতে দেব, দানব, দৈত্য ও মানবপ্রভৃতি সমুৎপন্ন। বায়ুপুরাণও বলিতেছেন যে—

ঋষীণাং দেবতাঃ পুত্রাঃ পিতরো দেবসুনবঃ ।

ঋষয়া দেবপুত্রাশ্চ ইতি শাস্ত্রাবিনিশ্চয়ঃ ॥ ২০—১ অ

দেবেষু বেদবিদ্যাঃসং সন্নে রাজর্ষয় স্তথা ॥ ৫৬—৪ অ

সুতরাং দেবতা ও নর এবং মানুষ একই। বিবস্বান্ দেবতা, বৈবস্বত যম দেবতা, আর যমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বৈবস্বত মনু কি দেবতা নহেন?

মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপের পুত্র ব্রহ্মা ও বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবতা, আর মরীচির সহোদর ভ্রাতা অত্রি ও অত্রিতনয় চন্দ্র দেবতা নহেন? যদি চন্দ্র দেবতা হইতেন, তাহা হইলে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ দেবতা নহেন কি? ফলতঃ চাতুর্বর্ণ্য গণতন্ত্রের পূর্বে জগতে যখন বর্ণ বা জাতি পরিজ্ঞাত ছিল না, তখনও স্বর্গবাসী

ব্রতামুষ্ঠানকারীরা ব্রাহ্মণনামে সংজ্ঞিত ছিলেন। (ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ), (মহা ব্রাহ্মণভূমিষ্ঠাঃ), সেই ব্রাহ্মণগণেরই সংজ্ঞাস্বরূপ দেবতা। তথাহি শ্রুতি :—
 “এত বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং যং ব্রাহ্মণা ইতি”। ব্রাহ্মণনিন্দা দেবনিন্দা এব
 (ছান্দোগ্যে শঙ্করভাষ্যং)। মহামতি পোককও বলিয়াগিয়াছেন যে—
 That Devas were Brahmins, for such is the ordinary acceptations.

দেবীং বাচ মজনয়ন্তু দেবাঃ

তাং বিধরূপাঃ পশ্যেবো বদন্তি । ১১—৮৯ পৃ--৬ম।

দেবতারার গীর্বাণবাণী সংস্কৃত ভাষার স্রষ্টা। উক্ত সংস্কৃত ভাষা সকল
 মনুষ্যের কথিত ভাষা ছিল।

সংস্কৃতং স্বর্গিণাঃ ভাষা

শব্দশাস্ত্রেণ নিশ্চিতা। বাগ্ভটালঙ্কার।

দেবতাদিগের ভাষার নাম সংস্কৃত, ইহা শব্দশাস্ত্রে বিবৃত আছে। তাই উহার
 নাম গীর্বাণবাণী।

সংস্কৃতং দেবতাবাণী,

কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ। কাব্যচন্দ্রিকা।

সংস্কৃতং নাম দৈবী বাক্

অন্যথাভা মহর্ষিভিঃ। কাব্যাদর্শ।

“মুনিপুঙ্গবেরা বলিয়াছেন বা ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে সংস্কৃত দেবতাষা।”

যদি একথাই প্রকৃত হয়, আর তোমরা স্বর্গ ও দেবগণকে শৃঙ্খল পারলৌকিক
 পদার্থও বলিতে চাহ, তাহা হইলে এহেন শৃঙ্খল সংস্কৃত ভাষা কেমন করিয়া
 ভারতের ভাষা হইল? উহার বিকারেই বা কেমন করিয়া ভারতের বাঙ্গলা ও
 মহারাষ্ট্রাদি অষ্টাদশ ভাষা এবং জগতের জেন্দা, পারসী, হিব্রু, কালডিয়ান, গ্রীক,
 লাতিন, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, শাকসন ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি হইল? দেবতারার
 ভারতে জন্মিয়া ভারতে উদ্ভাবিত সংস্কৃত ভাষা লইয়া স্বর্গে গিয়াছেন, না আমরা
 স্বর্গের সংস্কৃত ভাষা লইয়া ভারতে আসিয়াছি?

সর্কে স্বরা ইন্দ্রশ্র আয়ানঃ,

সর্কে উয়ানঃ প্রজাপতেরায়ানঃ,

সর্কে স্পর্শা মৃত্যোরায়ানঃ। ১৩২ পৃ—ছান্দোগ্য।

অ আ প্রভৃতি চতুর্দশটি স্বর ইন্দ্র, শ, য, স, হ, এই চারিটি উষ্মবর্ণ প্রজাপতি
ইন্দ্র (চক্রবংশের আদি পুরুষ) এবং ক হইতে য, র, ল, ব পর্য্যন্ত উনত্রিশটি স্পর্শ
বর্ণ, মৃত্যু বা শিবকর্তৃক উদ্ভাবিত। তাই এই সকল বর্ণের নাম “দেব-
নাগরাক্ষর”।

আমরা ভারতবাসীরা স্বর্গহইতে এই দেবনাগরাক্ষর ভারতে আনিয়াছি।
আমরাই লিপিতে পড়িতে শিখিতে ভারতহইতে উত্তরকুরু বা ব্রহ্মলোকে গমন
করিতাম, স্মৃতরাং এহেন স্বর্গ, দেবলোক ও দেবতারা পারলৌকিক নহেন।
এবং তজ্জন্মই দেবনাগরাক্ষরের উৎপাদক ইন্দ্র, চন্দ্র ও শিবের দেশ আদি স্বর্গ
মঙ্গলিয়া আমাদের আদি নিকতন হইতেছে।

বাগ্ বৈ পরাচী অব্যাকৃতা অবদং ।
তং দেবা ইন্দ্র মাক্ৰবন্ ইমং নো
বাচঃ ব্যাকুরু ইতি । সঃ অত্রবীং
বরং বৃণে । মহং চৈব এষ বায়বে চ
সহ গৃহাতৌ ইতি । তস্মাৎ ঐন্দ্র
বায়বঃ সহ গৃহাতৈ তামিন্দ্রো
মধাতঃ অপক্রমা ব্যাকরোং । তস্মাৎ ইয়ং
ব্যাকৃতা বাক্ উচ্যতে । ইতি বিদ্যারণ্যাচার্য্যঃ ।

ভাষার সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু স্বর্গের লোকেরা অনিয়মবদ্ধ ভাষার ব্যবহার
করিতেন। তাহাতে দেবগণের প্রার্থনানুসারে ইন্দ্র ব্যাকরণপ্রণয়ন করেন,
তদবধি স্বর্গে ব্যাকৃত ভাষা চলিত হয়।

ইন্দ্রের এই ব্যাকরণের নামই “ঐন্দ্র”ব্যাকরণ। ঐরূপ চন্দ্রকৃত ব্যাকরণের
নাম “চাক্র” ও শিব বা মহেশপ্রণীত ব্যাকরণের নাম “মাহেশ” ব্যাকরণ।

যান্যুজ্জহার মাহেশাং ব্যাসো ব্যাকরণাণবাং ।

তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোপ্পদে ॥ উদ্ভট ।

এই মাহেশ ব্যাকরণহইতে ব্যাসদেব শত শত পদরত্নের পরিগ্রহ করেন।
পাণিনির প্রথম চতুর্দশটি সূত্র নহে, পরন্তু সমগ্র পাণিনিব্যাকরণই মাহেশ
ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণবিশেষ। উক্ত—

শঙ্করঃ শাক্তরীং শাদাৎ

দাক্ষীপুত্রায় ধীমতে ॥ শিক্ষা

শিব তাঁহার মাহেশ ব্যাকরণের সমগ্র নীতি দাক্ষীণ্যের পাণিনিকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ত্রিমষ্টি শ্চতুঃষষ্টি নঃ

বর্ণাঃ শম্ভুমতে ঐতিহাসিকঃ ।

প্রাকৃতং সংস্কৃতং চাপি

স্বয়ং প্রোক্তাঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ শিক্ষা

পাণিনীরশিক্ষাগ্রন্থে ইহাও লিপিত রহিয়াছে যে, শিবমতে বর্ণের সংখ্যা ৬৩টি বা ৬৪টি। স্বরজ্যোষ্ঠ ব্রহ্মাও তাহা বলিয়াছেন।

এখন সকলে ভাবিয়া দেখ, যদি স্বর্গে প্রণীত ব্রহ্ম, চাক্র (বৌদ্ধ চক্রগমি প্রণীত চাক্র ব্যাকরণ আধুনিক) ও মাহেশ ব্যাকরণের কথা আমরা অবগত থাকি, ও সেই মাহেশ ব্যাকরণ অবলম্বনে ব্যাসদেব ও পাণিনি আপন আপন গ্রন্থ রচিয়া থাকেন, তাহা হইলে যে স্বর্গে উহা প্রণীত, তাহাই জগতের মধ্যে সভ্যতার প্রাচীনতম আদর্শভূমি বটে কি না, এবং

দেবলোকাৎ চাতাঃ সর্ক

ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যপ্রমাণে উক্ত আদি স্বর্গকেই আদি নিকেতন বা পিতৃলোক (Father Land) বলিয়া স্বীকার করা উচিত কি না? মহামান্য ঋগ্বেদ বলিতেছেন যে—

সৃক্তবাক্যঃ প্রথম মাদিৎ

অগ্নিমাদিৎ হবি রজনয়ন্তু দেবাঃ ।

স তেমাং বজ্জো অভবৎ তনুপাঃ,

তং স্তোর্কৈদ তং পৃথিবী তমাপঃ ॥ ৮—৮৮ সৃ—১০ম

দেবতারাই সকলের প্রথমে সকলের আদিতে সৃক্তবাক্য, অগ্নি ও ঘৃতের সৃজন করেন। দেহরক্ষাকারী সেই অগ্নিই (আগুনই) তাঁহাদের প্রথম উপাস্ত্র দেবতা হয়। সমগ্র স্বর্গবাসী, ভারতবাসী ও অন্তরিকবাসী (অপোগস্থান প্রভৃতিবাসী) লোকেরা সেই অগ্নির কথা জানেন।

ইনোত পৃচ্ছ জনিমা কবীনাং

মনোধৃতঃ স্কৃত স্কৃত ঙ্গাম্ । ২—৩৮ সূ - ৩ম

হে প্রভো ইন্দ্র ! তুমি জিজ্ঞাসা কর কি প্রকারে কবিতার উৎপত্তি হইয়াছে । কবির স্বর্গে (ঙ্গাং ঙ্গবি), আপন আপন মনঃহিতে শোভন স্তুতিসকল রচনা করিয়াছেন ।

স্বর্গে প্রণীত এই স্কৃতবাক্য বা স্তুতিমন্ত্রসমূহের সমবায়সমুখ পদার্থের নামই সামবেদ । ব্রহ্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহর্ষি সূর্যাদেব (সার্বণি মনুর পিতা, চণ্ডী দেব), স্বর্গে মন্ত্রসমাহারদ্বারা সামবেদের দেহপ্রতিষ্ঠা করেন । (সাম আদিত্যাং ছান্দোগ্য), তজ্জন্ম সামবেদের ব্যাঙ্গতি বা আহরণস্থান “স্বঃ” । (স্বরিত্তি সামভ্যঃ—ছান্দোগ্য) । কৃষ্ণ যজু ও বলিয়াছেন যে—

দেবলোকে বৈ সাম দেবলোকাদেব

অন্যম্ অন্যং মনুষ্যালোকং প্রত্যবরোহস্তো যন্তি । ৪৭৭পৃ

সামবেদ দেবলোকে প্রণীত, তথাহইতে ভারতবর্ষ প্রভৃতি মনুষ্যালোকে সামবেদ আনীত হইয়াছে । মনু ও বলিয়াছেন যে —

সামবেদঃ স্মৃত পিত্র্যঃ । ১২৪--৪ অ

সামবেদ পিতৃলোক আদি স্বর্গে প্রণীত, তাই উহার নাম “পিত্র্যঃ” । (পিতরি ভবঃ পিত্র্যঃ) ।

অবশ্য ভাষ্য ও টীকাকারগণ পিতৃকর্মণি সাধুঃ ইতি পিত্র্যঃ, একরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এবং বুলার ও মোক্ষমূলার সাহেবও বলিয়াছেন যে—

“Sam Veda is sacred
to the Manes”

কিন্তু ইহার একটীও প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে । সামবেদে শ্রাদ্ধের কোনও প্রসঙ্গই নাই । এবং একখানা বেদই বা বিকারে পারলৌকিক প্রেতলোকে পূজিত হইতে পারে ?

কলতঃ সামবেদ পিতা বা পিতৃলোক আদি স্বর্গে প্রণীত ও সনাক্ত বলিয়াই উহার নাম “পিত্র্যঃ” হইয়াছিল ।

আমাদিগের ভারতবর্ষের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই সামবেদী । এখানে সামবেদও নিত্যস্মৃত । কেন ? আমরা সামবেদী দেবতার (ব্রাহ্মণেরা) ভারতে

আগমন করাতেই আমাদের মুখে মুখে সাম্রাজ্যি সকল ভারতে আসিয়াছিল। স্বয়ং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ সাম গান করিতে করিতে ভারতে আগমন করেন। উহার বহুকাল পরে আমরা ভারতে ঋক্ ও অথর্ক এবং মাতা মনুর সন্তানেরা তুরুস, পারশ্ব ও অপোগস্থানে বজ্রকর্ষেদের মনু প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

সুতরাং সংস্কৃত ভাষা, চান্দ্র, ঐন্দ্র, মাহেশ বাকরণ (বাহা পাণিনি নামে প্রচলিত), দেবনাগরাক্ষর, ও সামবেদের জন্মভূমি আদি স্বর্গ ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়াই মানবের আদি জন্মভূমি, পরন্তু জগতের মধ্যে দ্বিতীয় প্রাচীনতম ভূমি ভারতবর্ষ বা মিশরপ্রভৃতি আদি নিকেতন নহে। উক্ত দেবলোক হইতেই আমরা মর্ত্যালোক এই ভারতবর্ষে আসিয়ঃ উপনিবিষ্ট হইয়াছিলাম।

বলিবে “তথাস্তু”, কিন্তু উক্ত মঙ্গলিয়া যে জগতের সভা, অসভা, সর্কজাতীয় মনুষ্যের আদি সৃষ্টিকাগার, তাহার প্রমাণ কোথায়? ইহার প্রকৃত প্রমাণ থাকিতে পারে না। কেন না অসভা গার, কুকি, আবর, একুইম ও কাফ্রি প্রভৃতি জাতি যখন আদি নিকেতন পরিত্যাগপূর্বক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চারিদিকে যাইয়া ছড়াইয়া পড়ে, তখন নিরক্ষরত্বনিবন্ধন তাঁহারা কোনও প্রমাণ রাখিয়া যান নাই। কিন্তু যখন লক্ষ বৎসরের পুরাতন জগতের সকল সভ্য জাতি অর্থাৎ হিব্রু, খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ জৈন ও হিন্দুদিগের আদি পৈতৃক ধর্মগ্রন্থ বেদ বলিতেছেন যে—

ত্বোনঃ পিতঃ।

এবং মহামতি শঙ্কর ও সায়ণ উহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বলিলেন যে—

পিতরং সর্কশ্চ জনরিতৃভ্বাং পিতৃভ্বম্। প্রশ্নোপনিষদ ভাষ্যম্
সর্কম্ একস্মাৎ জাতম্। ঋগ্বেদভাষ্যম্

এবং যখন সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রই তারস্বরে বলিলেন যে যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ক, পিশাচ নাগ (নাগা), দৈতা, দানব, মানব, ও দেবতারা একমূলজ, যখন মনু ও বাস চীন, কিরাত, (মগ ও ফরাসী, আইরিশ প্রভৃতি), যবন (আরব, জু, মৈশর ও গ্রীক) শক (শাকসন), কছোজ (রোমক), পারদ (পারশ্ববাসী), পছলব (জেন-ভাবী) দরদ, ঋশ (খাশিয়া), দ্রবিড় ও পুণ্ড্র-প্রভৃতি জাতি ভারতের ভ্রাতা কত্রিয়, তখন তোমরা কেন স্বীকার করিবে না যে জগতের সভ্য অসভ্য সকল

জাতীয় নরনারীই একমূলজ এবং তাঁহাদিগের সাধারণ পিতৃভূমি “যুথস্ত্র মাতা ইলা” বা ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া ?

যাহা হউক ভারতবাসীরা যে মঙ্গলিয়ার ভূতপূর্ব অধিবাসী, তাহা আমরা বলিলাম ও দেখাইলাম, অতঃপর আমরা অগ্ৰাণু জাতির কথা বলিব ।

দেবতারা স্বর্গ বা মঙ্গলিয়া পিতৃলোকহইতে ভারতে আসিয়া “আর্য্য” নাম গ্রহণ করেন । সেই ভারতীয় ও ভারতস্থ আর্য্য জাতির মধ্যে (যেমন এখন হিন্দু ও হিন্দুসন্তান ব্রাহ্মে বিবাদ চলিতেছে) শ্রাদ্ধ, শাস্তি, উপাসনা ও পানভোজন লইয়া সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে অসুরসেবিদলকে দেবতারা “অসুর” ও দেবসেবিদলকে অসুরেরা “সুর” (সুরাপরিগ্রহাৎ দেবাঃ সুরাখ্যা ইতি নঃ শ্রুতম্ ইতি অমর টীকায়াং রঘুনাথ চক্রবর্তী) বা মাতাল বলিয়া সমাখ্যাত করেন । তাহাতে সংগ্রাম উপস্থিত হইলে বৃত্র, বল ও পণিপ্রভৃতি অসুরেরা পলাইয়া যথাক্রমে পারশ্চের উত্তর ভাগ ও তুরুস্কের দক্ষিণে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, সূতরাং সমগ্র জৈন্দ জাতি (পার্শী ও আফ্রিকার মুরেরা) ভূতপূর্ব ভারতসন্তান, সূতরাং মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও পিতৃভূমি । ‘জৈন্দ’ শব্দটী ও হিন্দুশব্দের বিকারপ্রভব কি না তাহাও চিন্তনীয় । মদ্বিরচিত “পার্শী বা অসুর জাতি” নামক প্রবন্ধ কিংবা মৎ প্রণীত “ভৌমকাণ্ড” দেখ) ।

আমরা “যবনজাতির পদার্থনির্ণয়” নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, ভারতের চন্দ্রবংশীয় তুর্কসন্তান যবনেরা ভারতহইতে বর্ষায়, বর্ষাহইতে পারশ্চের দক্ষিণভাগে এবং তথা হইতে মহারাজ মগরকর্তৃক বিতাড়িত হইয়া তুরুস্কে যাইয়া “পল্লীস্থান” নামে এক জনপদের প্রতিষ্ঠা করেন । এবং যবন শব্দের বিকারে জোন হইয়া উক্ত যবনজাতিরা তথায় জুজাতি নামে প্রথিত হইলেন । সেই জু জাতির এক ভাগ আরবে, এক ভাগ মিশরে ও মিশর হইতে এক ভাগ গ্রীশদেশে গমন করেন । বর্ষার (যাহা এখন চীনের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত) ইউনানি, পারশ্চ ও গ্রীশ প্রভৃতির যুনানি, আইওনিয়ান ও ইউনানপ্রভৃতি শব্দ উক্ত যবন ও যাবনী শব্দেরই বিকারসমুখ । এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকাতে গ্রীক ও জর্মানপ্রভৃতি জাতির যে নিদান ও নিরুক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহার মূলে কোনও সত্য ও প্রমাণ বিনিহিত নাই । তৎসমুদায় কল্পনামহাসাগরের ফেন বুদ্বুদ ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

সুতরাং আরব, তুরক, পারস্য, আফ্রিকা ও গ্রীশদেশের লোক সকল ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান, সুতরাং মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও পিতৃভূমি হইতেছে? অনেকে বলিয়া থাকেন, মিশরের পীড়ামিড (পুরীমঠ) ও মৈশর সভ্যতা খৃষ্ট পূর্ব বিংশতি সহস্র বৎসরের। কিন্তু যখন পেলেষ্টাইনের বাইবেলের বয়স ৩৯শত বৎসর ও গ্রীশের বয়স ২৭ শত বৎসর, তখন মৈশর সভ্যতা কি প্রকারে এই উভয় জনপদের সভ্যতার বয়ঃক্রমের মধ্যবর্তী (২৩ কি তিন হাজার বৎসর) না হইয়া ততোহধিক হইতে পারে? হায়রোগ্লিফিক লিপির পাঠ্যাকার দশ বার জনে দশ বার রকম করিয়াছেন, সুতরাং উহা সত্য বলিয়া গ্রহীতব্য বটে কিনা তাহা বিচার্য। কেহ কেহ বলেন যে—

“The Indians got their Alphabet and Civilisation from the Greeks. No nation was Civilised before the Greeks.”

কিন্তু তাঁহারা যদি জগতের প্রকৃত ইতিহাস হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা এ প্রমাদের উল্লিখন করিতেন না। আমাদিগের বর্ণমালা কি শিব, চন্দ্র ও ইন্দ্রকর্তৃক সমুদ্ভাবিত নহে? আমার তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ হেরম্বলাল গুপ্ত গ্রীশের এক হোটেলে যাইয়া জানিল যে হোটেলের অধ্যক্ষের নাম “Peter Nahus,” এই নহুষ, বাইবেলের নোওয়া ও আরবির ‘নু’ কি আমাদিগের তুর্কুগর পিতামহ নহুষের সহিত অভিন্ন নহেন? গ্রীক যবনেরা নহুষের বংশীয় বলিয়াই কি তাঁহার নাম “Sur name” স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন না? সত্যতীক্ পোকক কি গ্রীকগণকে ভারতসম্ভান বলিয়াই যান নাই? সূর্য্যার্থক সংস্কৃত হেলিস্ (প্রথমাস্ত্র) ও হেলিন্ শব্দ হইতেই কি গ্রীক, হেলাস ও হেলেনিক্ শব্দ ব্যুৎপাদিত নহে?

সগরসম্ভাড়িত গ্রীক যবনেরা কেহ কেহ ইটালীতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইলেন। সগরসম্ভাড়িত কাম্বোজ ক্ষত্রিয়েরাও কেতুনালবর্ষের রোনক পত্ন (আফগানি স্থানস্থ) হইতে ইটালীতে যাইয়া টাইবরতীরে দ্বিতীয় রোনক পত্নের পত্নন করেন। ক্রমের বাদশাহার ক্রম সহরও তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত। সুতরাং গ্রীক ও রোনজাতিও ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান এবং তজ্জন্ত মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও আদি নিকেতন হইতেছে। “বিশ্বা নহুষ্যাণি জাতা” (২—৮৮ শ্ল—২৮), নহুষসম্ভান যবনজাতিদ্বারা পৃথিবীর বহু স্থান পূর্ণ হইয়াছিল।

সগরসম্ভাড়িত শকস্বনুরা (শকের পুত্রেরা) আপনাদিগের গুরুপুরোহিত লইয়া ককেশশের পাদতলে যাইয়া আশ্রয়গ্রহণ করেন। এবং আৰ্য্য তাঁহারা তথায় অর্জ্জরম (আৰ্য্যারাম) নামে জনপদ ও আরমানি (আৰ্য্যমানব) নামক জাতির সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে গমন করেন। এই শকেরা কাশ্মীর সাগরের পশ্চিম বেলায় যে আবসথ স্থাপন করেন, তাহাই আজি “শিদিয়া” (শকাবসথ) নামের বিষয়ীভূত এবং তাঁহারা তথা হইতে উত্তরপশ্চিমে যাইয়া যে জাতি ও জনপদের সৃষ্টি করেন, তাহারই নাম শাকসন ও শাকসনি। পরে তাঁহাদের সহচর শর্মণেরা হরিয়ুপীয়া বা ইউরোপের মাঝখানে যে জনপদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, উহার নামই ‘শর্মেশিয়া’ ও উহার দক্ষিণ পশ্চিমের জনপদের নামই জর্ম্মাণী এবং ভাষার বিকারে শর্মণেরা শেষে জর্ম্মাণ হইয়া যান। কিন্তু এখনও পোলণ্ডে শর্ম্ম জাতি বিরাজমান। এই শাকসন ও লো জর্ম্মাণ হইতেই ইংরাজ জাতির সমুদ্ভব, সুতরাং শাকসন, জর্ম্মাণ ও ইংরাজ জাতি ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান এবং তজ্জন্ত মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও পিতৃভূমি হইতেছে।

অবশ্য তোমরা শক বা শিদিয়ানগণকে ভারতের বাহিরের অনার্য্যজাতি বলিয়া থাক। কিন্তু আমাদিগের বায়ু ও বিষ্ণুপুরাণ এবং হরিবংশের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, বৈবস্বত মনুর এক পুত্র নরিঘন্ত ও নরিঘন্তের পুত্রের নাম শক। যাহার বংশে জন্মগ্রহণনিবন্ধন মানবদেবতা বুদ্ধদেব “শাক্যসিংহ” নামের বিষয়ীভূত। সুতরাং শকেরা অনার্য্য কি অযোধ্যার মহান্ ক্ষত্রিয়বংশ, তাহা সকলে বিচার করিয়া দেখ।

মনু ও মহাভারতের মতে কিরাতগণ ভারতের ব্রাত্যক্ষত্রিয়। নেপালের পূর্বদক্ষিণ কোণে কিরাত রাজ্য অবস্থিত। উক্ত কিরাতেরা পূর্বদিকে যাইয়া বর্ম্মায় মগজাতিতে পরিণত হইয়াছেন, তাই ব্রহ্মরাজ বলিয়াছিলেন যে, “আমি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়।” রামায়ণে এই হেমাভ প্রিয়দশন কিরাতদিগের কথা বিবৃত আছে। এই ব্রাত্যক্ষত্রিয় কিরাতদিগের আর এক দল বেলুচিস্থানে যাইয়া দ্বিতীয় কিরাতরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। উহার নাম এখন “খিলাত।” এখান হইতে এক দল কিরাত বা কৈরাতিক ইউরোপে যাইয়া কেলট, কেলটিক ও গলজাতির দেহপ্রতিষ্ঠা করেন। বেদের ছাতান ঋষির নাম হইতে খিলাতি “Teuton” শব্দ ব্যুৎপাদিত। সমগ্র ইউরোপের ভাষা ও সংস্কৃতির বিকারসমূহ,

সুতরাং সমগ্র ইউরোপীয়গণ ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান এবং তজ্জন্তু মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও আদি নিকেতন।

তথাকথিত মধ্য এশিয়াহইতে এক দল লোক পশ্চিমে ইউরোপে ও আর একদল লোক ইরানে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইলেন, ইরানহইতে পরাজিত দল ভারতে প্রবেশ করিয়া হিন্দুজাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। এ কথা পাশ্চাত্যাদিগের গ্রন্থে আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদিগের এ উক্তির সমর্থনজন্য কি কি প্রমাণের অবতারণা করিয়াছেন তাহা আমরা অত্যাধিক অবগত নহি, উহা কাহারও স্মৃতিগোচরও হয় নাই।

আফগানিস্থানের আমীর ওমরাহগণ রামের ভ্রাতা ভারতের পুত্র পুষ্কর ও তক্ষের অনন্তরবংশ। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ১০১ সর্গ উহার প্রমাণ। অপিচ জরাসন্ধভয়ে প্রয়াগের সমীপবর্তী প্রতিষ্ঠানবাসী বাদবেরা আফগানিস্থানে গমন করিয়া ভাষার বিকারে প্রতিষ্ঠানহইতে পুস্তন ও পুস্তনহইতে পাঠান নামে প্রখ্যাতি লাভ করেন। সুতরাং আফগানিস্থানের লোকেরাও ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান। ক্ষত্রিয়কুলধরক্ষর বাহুলীকের বংশায়গণও স্বাধীন তাতারবাসী হইলেও ভারতসম্ভান বটেন। সুতরাং মঙ্গলিয়া তাঁহাদিগেরও আদি নিকেতন। পারশ্বগত মাতা মনুর সম্ভান বরুণের বংশধরগণ ভূতপূর্ব মঙ্গলিয়াবাসী। পারশ্ব ও আফগানিস্থানহইতে বজ্রকর্ষদী মনুষ্যেরা ভারতে প্রবেশ করেন, সুতরাং তাঁহাদিগেরও পিতৃভূমি আমাদিগের পিতৃভূমি হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না।

নেপালের প্রাচীন নাম “চীন”। এখান হইতে চীননামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয়গণ “জন” রাজ্যে গমন করিলে উহা চীননামে প্রখ্যাতি লাভ করে।

উদঙ্ জাতো হিমবতঃ

স প্রাচ্যাঃ নীরসে জনম্। অথর্কবেদ।

এই মধ্যযুগের জানা যায় যে হিমালয়ের পূর্বদিকের দেশের নাম জনলোক ছিল। চীনেরাও ভারতবর্ষকে তাঁহাদিগের পূর্ব নিবাস বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। এখনও চীনে দশমহাবিষ্কার পূজা ও আরতি হয়, এবং আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে ছইজন চীনাম্যান জুতা খুলিয়া ঠনঠনিয়ার কালীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। এই চীনহইতেই লোক যাইয়া জাপানে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। জাপানের দেবালয়সমূহে যে সাইনবোর্ড ঝুলান আছে, তাহা তিরুটী বাঙ্গলা

অক্ষরে লিখিত। বহু বাঙ্গালী যাইয়া জাপানে গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ইহাও জনশ্রুতি নির্দেশ করে। আর কসোভ ক্ষত্রিয়গণদ্বারা কাছোডিয়া অধ্যুষিত। শ্রান, মলয় ও বালিদ্দীপ এবং লক্ষা ও সিংহল প্রভৃতিও ভারতীয় উপনিবেশ ভূমি, সুতরাং ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান উহাদিগের পিতৃভূমিও মঙ্গলিয়া হইতেছে। তিব্বত, তাতারের লোক সকলও মঙ্গলিয়ার উপনিবেশিক, সুতরাং মঙ্গলিয়াই আশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সনগ্রহ মানবজাতির আদি নিকেতন ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

এখন আমেরিকার অধিবাসীদিগের কথা চিন্তনীয়। দক্ষিণ আমেরিকার মন্দির সকল হিন্দুমন্দিরের স্থায় তুল্যাকৃতিক, এখনও তথায় “রাম-সীতার” মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তত্রত্য পেরুদেশ ভারতের পুরুবংশীয়দিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত। তত্রত্য ইচ্ছারা আপনাদিগকে সূর্যাবংশীয় বলিয়া সংসৃচিত করিয়া থাকেন। ভারত বা স্বর্গের দৈত্যরাজ বলির রাজ্য বলিভূমিও (বলিভিয়া) দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত।

বলিসদ্য রসাতলম্। অমর

সুতরাং ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান উহাদিগেরও আদি নিকেতন মঙ্গলিয়া। অতঃপর আমরা দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য লোক ও উত্তর আমেরিকার প্রাচীন অধিবাসীদিগের বিষয় ভাবিয়া দেখিব। হিন্দুশাস্ত্রে আছে যে সপ্তরাজ বাসুকি সকলের নিম্নে থাকিয়া পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু পৌরাণিকেরা ইহার প্রকৃত তাৎপর্যবোধে সমর্থ হইয়াছিলেন না। ফলতঃ যাহাকে এইক্ষণ “পেটাগানিয়া” বলে, উহাই হিন্দুশাস্ত্রের পাতাল বা রসাতল। তথায় কশ্যপাশ্বজ কদ্রনন্দন মহারাজ বাসুকি স্বর্গহইতে যাইয়া বাস করেন। সুতরাং তাঁহার আদি নিকেতনও মঙ্গলিয়াই বটে।

এদিকে আমরা হিন্দুশাস্ত্রে দেখিঃ পাঠি যে দৈত্য, দানব ও নাগগণের বাসস্থান যেমন স্বর্গ, তেমনই পাতালে বা আমেরিকাও বটে, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে দেবতারা দৈত্যদানবগণকে স্বর্গভ্রষ্ট করিলে তাঁহারা পাতালে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। নাগেরা কেন পাতালবাসী হইলেন, তাহা জানা যায় না, বোধ হয় দেবগণের উৎপীড়নে কিংবা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহারা স্বর্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। আমরা এই কারণে আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদিগকে

দৈত্য ও দানবগণের পরিণতিবিশেষ বলিয়া মনে করি হিন্দুশাস্ত্রে এই সকল কথাও বিবৃত আছে যে—

বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসংঘাঃ

গুর্কেষ চ সর্কেষ নরকাঃ সদৈত্যাঃ । ভুবনকোম ।

দেবতা ও সিদ্ধ ঋষিগণ মেরুপর্বতে ও দৈত্যেরা নরকে বাস করিয়া থাকেন ।

কিন্তু শাস্ত্রাস্তরে দেখা যায় যম পিতৃলোক আদিস্বর্গ ও নরকের রাজা ছিলেন, তাহাতে মনে হয়. নরকের দৈত্যগণ বিতাড়িত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন । এই নরক মানসসরোবরের উত্তরতীরে অবস্থিত । বায়ু পুরাণ বলিতেছেন যে —

সর্কেষ নাগাস্তু নিষধে শেষবাসুকিতক্ষকাঃ । ৩৪

দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ শ্বেতপর্বত উচ্যতে । ৩৫--৪৬ অ

অনন্ত নাগ, বাসুকি ও তক্ষকগণ নিষধবর্ষ বা তাতারে এবং দৈত্য ও দানবগণ শ্বেত পর্বতে বাস করেন । শ্বেত পর্বত কোথায় ? ভীষ্মপর্ব বলিতেছেন—

রম্যাং পরতরং শ্বেতং বিশ্রুতং তং হিরণ্ময়ম্ । ৩৭--৩৪ অ

দেবাসুরাণাং সর্কেষাং শ্বেতপর্বত উচ্যতে । ৫২--৬ অ

অর্থাৎ হিরণ্ময়বর্ষ বা তাপোলোকে (মধ্য সাইবিরিয়া) দেবতা ও অসুরগণ বাস করেন ।

সুতরাং নরক ও নিষধবর্ষ এবং হিরণ্ময়বর্ষে দৈত্যদানবেরা বাস করিতেন, তন্নির সমগ্র স্বর্গভূমিও তাঁহাদিগের দ্বারা অধিকৃত ও অধুষিত হইয়াছিল । তৎপরই তাঁহারা তৎসমুদায় জনপদ হইতে (প্রাণুদত্ত) বিতাড়িত হইয়া বিতাড়িত হইয়া কোথায় গমন করিয়াছিলেন ? পাতালে । পাতাল কোথায় ? দক্ষিণ আমেরিকায় বলির নিকেতন রসাতলে ছিল বলিয়া আমরা সমগ্র আমেরিকাকেই পাতাল বলিতে অভিলাষী, কেন না পাতাল সাতটা জনপদে বিভক্ত । যথা—অগ্নিপুৰাণম্

অতলং সূতলং চৈব বিতলঞ্চ গভস্তিমং ।

মহাতলং রসাতলং পাতালং সপ্তমং সূতম্ ॥

অতল, সূতল, বিতল, গভস্তিমং, মহাতল, রসাতল ও পাতাল । যদিও শেষ জনপদ পাতাল নামে বিখ্যাত, তথাপি এই সাতটা জনপদাঙ্ক মহাদেশ

সাধারণতঃ পাতালনামের বিষয়ীভূত । বায়ু পুরাণ বলিতেছেন যে—

প্রথমে তু তলে খাতম্ অশুরেন্দ্রশ্চ মন্দিরম্ ।

নমুচেরিক্রশত্রোতি মহানাদশ্চ চালয়ম্ ॥ ১৫

কালিয়শ্চ চ নাগশ্চ নগরং কলশশ্চ চ । ১৮

এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্ । ১৯

দ্বিতীয়েঃপি তলে বিপ্রা দৈত্যেন্দ্রশ্চ সুরক্ষসঃ । ২০

শঙ্খাথোরশ্চ চ পুরং নগরং গোমুখশ্চ চ । ২১

কদ্রপুত্রশ্চ চ পুরং তক্ষকশ্চ মহাঘ্ননঃ । ২৩

এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্ । ২৪

তৃতীয়ে তু তলে খাতং প্রহ্লাদশ্চ মহাঘ্ননঃ ।

অনুহ্লাদশ্চ চ পুরং দৈত্যেন্দ্রশ্চ মহাঘ্ননঃ ॥ ২৫

চতুর্থে দৈত্যাসিংহশ্চ কালনেমের্মহাঘ্ননঃ । ৩১

নগরং বৈনভেষশ্চ চতুর্থেহস্মিন্ রসাতলে । ৩৩

পঞ্চমে শর্করাভোমে বহুযোজনবিস্তৃতে ।

বিরোচনশ্চ নগরং দৈত্যাসিংহশ্চ ধীমতঃ ॥ ৩৪

ষষ্ঠে তলে দৈতাপতেঃ কেশরেন্নগরোত্তমম্ ।

সুপর্কণঃ সুলোম্শ্চঃ নগরং মহিষশ্চ চ ॥ ৩৮

তত্রাস্তে সুরসাপুত্রঃ শতশীর্ষো মুদায়ুতঃ ।

কশ্যপশ্চ সূতঃ শ্রীমান্ বাসুকির্নাম নাগরাট্ ॥ ৩৯

এবং পুরসহস্রাণি নাগদানবরক্ষসাম্ ॥ ৪০

সপ্তমে তু তলে জ্জয়ং পাতালে সর্কপশ্চিমে ।

পুরং বলেঃ প্রমুদিতং নরনারীসমাকুলম্ ॥ ৪১

মুচুকন্দশ্চ দৈত্যশ্চ তত্র বৈ নগরং মহৎ । ৪২

অনেকৈদিত্তিপুত্রাণাং সমুদীর্গৈর্মহাপুত্রৈঃ ।

তথৈব নাগনগরৈ ঋদ্ধিমন্ভিঃ সহস্রশঃ ॥ ৪৩

দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ সমুদীর্গৈর্মহাপুত্রৈঃ ॥ ৪৪—৫০ অ

তাহা হইলে জানাগেল যে সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ স্থান স্বর্গের দৈত্য, দানব ও নাগেরা যাইয়া অধিকৃত করেন । উত্তর আমেরিকার

নিগ্রোগণ আফ্রিকার ভূতপূর্ব অধিবাসী, ইংরাজ ও অগ্ন্যাগ্নী পাশ্চাত্যগণ ইউরোপ-বাসী ছিলেন, সুতরাং রেড ইণ্ডিয়ানেরা দৈতাদানবাদের পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই নহেন।

সুতরাং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার লোকদিগের আদি নিকেতনও যে মঙ্গলিয়া তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অগ্ন্যাগ্নী দেবতা এবং দৈতাদানবেরা মঙ্গলিয়া হইতেই সমগ্র সাইবিরিয়াতে ঘাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সুতরাং মঙ্গলিয়াই যে জগতের সমগ্র নরনারীর আদি স্মৃতিকাগার তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও হেতুই পরিলক্ষিত হয় না।

অতএব আমরা আশা করি প্রত্যেক চেতস্থান অধীমান বাক্তিই বালটিক বেলা, ইউরোপ, মিশর, পেনেস্তাইন, টাইগ্রিশ ও ইউফ্রেটিশের অববাহিকা, বেবিলন, মিডিয়া, ইরান, বাক্ট্রিয়া আমু বা জারজাক টাস নদীর পুলিন দেশ, ভারতবর্ষ, লক্ষা (শরণদ্বীপ), বারিগদ্বীপ, আশিয়ার কোনও দক্ষিণ অংশ বা উত্তর-কুরু ও উত্তর কেলুকে মানবের আদি জন্মভূমি না ভাবিয়া বেদোক্ত পিতা পিতৃভূমি শ্লোঃ অর্থাৎ মঙ্গলিয়াকেই আদি নিকেতন বলিয়া স্বীকার করিবেন এবং সকলে—

শ্লোঃ রাসীং পূর্বচিভিঃ ।

শ্লোঃ পিতা জনিতা নাভিরয় ।

পিতা এষাং প্রত্নঃ ।

স্বর্গোইব লোকঃ প্রত্নঃ ।

দৈব্যা বৈ এতাবিশো যৎপশবঃ ।

দেবলোকাদেব মনুষ্যলোকে প্রতিতিষ্ঠতি ।

দেবলোকাং চ্যুতাঃ সর্কে ।

স্বর্গই পূর্ব নিকেতন, স্বর্গই আশিয়ার পিতৃভূমি ও জন্মস্থান, সকল জগতের মধ্যে উক্ত পিতৃভূমিই প্রাচীনতম, জগতের সকল মনুষ্যই ভূতপূর্ব দেবলোকবাসী। উক্ত দেবলোকহইতেই সকলে চারিদিকে ঘাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া নানা জাতিতে পরিণত হইয়াছেন, ইহাতে আস্থা প্রদর্শনপূর্বক মহান্ বেদচতুষ্টয়ের গৌরব সংবর্দ্ধিত করিবেন। এবং বিশ্বাস করিবেন—মঙ্গলিয়াই “মানবের আদি জন্মভূমি”।

পরিশিষ্ট

(ক)

মহামতি তিলক প্রভৃতি যে North Pole বা উত্তরকুরুপ্রভৃতি স্থানকে আদিগেহ বুলিয়াছেন, উহার কোনও প্রমাণই নাই। বিশেষতঃ রুদ্রগণ ও ব্রহ্মাদি দেবগণের আদিষ্ণর্গ বা পিতৃগৃহহইতে উত্তরদিকে গমনবৃত্তান্তও উহাদিগের উক্তি অবিতথ বুলিয়া নির্দেশ করে। ঋগ্বেদ ব্রহ্মার উত্তরকুরুকে আদিষ্ণর্গ পিতৃলোক ও ভারতবর্ষহইতেও নূতন জনপদ বুলিয়া সংস্থচিত করিয়া থাকেন।

ঋতশ্চ জিহ্বা পবতে মধু প্রিয়ং

বক্তা পতির্ধিয়ো অশ্মা অদাভ্যঃ।

দধাতি পুত্রঃ পিত্রোরপীচ্যম্

নাম তৃতীয় মধিরোচনে দিবঃ ॥ ২—৭৫ সূ—৯ম।

তত্র সায়ণঃ—ঋতশ্চ যজ্ঞশ্চ জিহ্বা মুখাৎসেন জিহ্বাস্থানীয়ঃ সোমঃ প্রিয়ং মধু মধুকরং রসং পবতে ক্ষরতি। বক্তা শব্দকৃতং যদ্বা স্তোতৃভিঃ ক্রিয়মাণাঃ স্ততয়ঃ সাদীয়শ্চ ইতি প্রতিশ্রবণশ্চ কর্তা অশ্মাঃ ধিয়ঃ এতশ্চ কন্মণঃ পতিঃ পালয়িতা অদাভ্যঃ রক্ষোভিঃ হিংসিতু মশক্যঃ, পুত্রো যজমানঃ পিত্রোঃ মাতাপিত্রোঃ অপীচ্যং অন্তর্হিতং যন্নাম তো ন জানীতঃ নামকরণবেলায়াং তস্মাৎ তয়োরপরিজ্ঞায়মানং তৎ তৃতীয়ং নাম দিবোছালোকশ্চ রোচনে দীপ্যামানে সোমে অভিষ্মুয়ামানে সতি অধিদধাতি অত্যন্তং ধারয়তি। নক্ষত্রব্যাবহারিকনামী প্রভাষ্য সোমযাজীতি তৃতীয়মশ্চ নাম ইতি ভগবতা বোধায়নেন উক্তম্।

দত্তজানুবাদ—সোম যজ্ঞের জিহ্বাস্বরূপ, সেই জিহ্বাহইতে অতি চমৎকার মাদকতাশক্তিযুক্ত রস ক্ষরিত হইতেছে। তিনি শব্দ করিতে থাকেন, তিনি এই যজ্ঞানুষ্ঠানের পালনকর্তা, তাঁহাকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। আকাশের ঔজ্জ্বল্যবর্ধনকারী সোমরস প্রস্তুত হইলে পুত্রের একরূপ একটি নূতন নাম উৎপন্ন হয়, যাহা তাঁহার পিতামাতা জানিতেন না।

এই মন্ত্বে “সোম” শব্দ আদবেই নাই। পুত্র ও পিতামাতা কাহাকে বলা হইল, তাহাও ভাষ্যকার ও অনুবাদক খুলিয়া বলিলেন না। সায়ণ যে রোচনে অর্থ “দীপামানে” ও পণ্ডিত আলোকনাথ যে “আকাশ” করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই। কেন না বহুবেদমন্ত্বে ত্রিভূমি, ত্রিধন্য, ত্রিনাক ও ত্রিরোচনা শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। উহাদের অর্থ যথাক্রমে অর্ঘ্যাবর্ভদক্ষিণাপথপূর্বোপদ্বীপায়ুক ভারতবর্ষ, তুরুক্ষপারশ্রাপোগস্থানায়ুক অন্তরিক্ষ বা ভুবলোক, তিব্বততাতার মঙ্গলিয়ায়ুক স্বলোক ও মহলোকতাপোলোকব্রহ্মলোকায়ুক সমগ্র সাইবিরিয়া। আর “পিত্রোঃ” শব্দটি বেদে সর্বদাই আদি স্বর্গ ও ভারতবর্ষ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে (দ্বোঃ পিতা পৃথিবী মাতা), এবং যেরূপ একটি মন্ত্বে (ইলা মক্শ্ণন্ মনুষ্যশ্চ শাসনীং পিতুর্ষং পুত্রো মমকশ্চ জায়তে ১১।৩।১ সূ। ১ম) মনুষ্যালোক ভারতবর্ষকে ইলা বা আদিস্বর্গ ইলাবৃতবর্ষের পুত্র বলা হইয়াছে, তদ্রূপ এই মন্ত্বেও আদি স্বর্গ ও ভারতবর্ষকে “পিত্রোঃ” বলিয়া ত্রিরোচনার কোনও একটি স্থান বা ব্যক্তিকে (দিবঃ রোচনে অধি—ভ্যালোকের রোচনের উপরি) পুত্র বলা হইয়াছে। দেবরাজ যজ্ঞা জিহ্বার অর্থ বাক্য করিয়াছেন, তাহাও সমীচীন মনে হয় না (নিরুক্ত ৭০ পৃঃ দেখ)। আর “অপীচা” শব্দের যে কি ব্যাৎপত্তি ও কেন যে উহার অর্থ “নূতন” বা “অজ্ঞাত” হইল, তাহাও উহার কেহ খুলিয়া বলেন নাই। তাই আমরা উক্ত মন্ত্বে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম।

অস্মৎকৃতপ্রকৃতার্থবাহিনী টাকা...দিবঃ ভ্যালোকশ্চ রোচনে অধি কস্মিংশিৎ জ্ঞানালোকসমুদ্ভাসিতে জনপদে জনপদশ্চ উপরি অদাভাঃ কেনাপি ত্রিংশিতুমশক্যঃ পিত্রোঃ পিতামাতৃস্থানীয়য়োঃ দ্বাবাপৃথিব্যোঃ স্বর্গভারতবর্ষয়োঃ পুত্রঃ পুত্রস্থানীয়ঃ এতয়োঃ পশ্চাৎ উৎপন্নত্বাৎ পুত্রত্বনারোপিতন্। ব্রহ্মলোকঃ (উত্তর কুরবঃ) অপীচ্যম্ অপ্ৰাচীনং (অপভ্রষ্টঃ শব্দোহয়ং) নূতনমিতি যাবৎ তৃতীয়ং নাম পরম বোমনব্রহ্মলোকসত্যলোকাদিকং দদাতি দায়তি। স পুত্রঃ ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মা বা ঋতশ্চ সত্যশ্চ যজ্ঞশ্চ বা জিহ্বা উৎপত্তিস্থানং (প্রজাপতিঃ যজ্ঞান্ অসৃজত ইতি তৈঃ সং) স বক্তা যাগযজ্ঞাদীনাং উপদেষ্টা বেদাদীনাঞ্চ ব্যাখ্যাতা প্রিয়ং মধু পবতে মিষ্টভাষয়া মধুরং উপদিশতি। স চ অশ্রা দিয়ঃ সর্কোনাং কস্মণাং পতিঃ অধ্যক্ষঃ। (ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব, বিশ্বশ্চ কর্তা ভুবনশ্চ গোপ্তা ইতিস্মরণাৎ)

ব্রহ্মলোক ণ্ডাবাপৃথিবী বা স্বর্গভারতবর্ষের পরে উৎপন্ন বলিয়া উহাদের পুত্রস্বরূপ। সে পরম ব্যোমাদি যে যে নামে পরিচিত, উহা আধুনিক নাম। ব্রহ্মলোকপতি সুরজ্যোষ্ঠ ব্রহ্মা ষাগযজ্ঞের সৃষ্টিকর্তা, মিষ্টভাষী, সুবক্তা ও সকল বিষয়ের অধ্যক্ষস্বরূপ।

তাহা হইলেই জানা গেল ব্রহ্মার উত্তরকুরু, স্বর্গ (মঙ্গলিয়া প্রভৃতি) ও ভারতবর্ষের নিকট আধুনিক স্থান, সূতরাং উহা বা উহার উত্তরে স্থিত North Pole, যাহা মনুষ্যবাসের অযোগ্য, তাহার কেহই মানবের আদি জন্মভূমি নহে।

শ্লোকঃ পিতা জনিতা ১০—১ সূ—৪ ম

* অর্থাৎ ছো বা স্বর্গ পিতৃলোক বা পিতৃভূমি এবং জগতের সকলের জন্মস্থান।

অবশ্য কোষকার অনুরাদি ছো ও দিব্ প্রভৃতি শব্দ এক পর্যায়ে গ্রহণ করিয়াছেন (ছোদিবোধে কিন্তু পরমার্থতঃ ছো আদি স্বর্গ ও দিব্ বা ছ্যলোক সাইবিরিয়া। ব্রহ্মলোক কখনও “ছোঃ” বা “পিতা” বলিয়া কথিত হয় নাই। সূতরাং এই মন্ত্রদ্বারা উত্তরকুরুপ্রভৃতি উদীচ্য ভূমির আদিগেহত্ব নিরাকৃত হইতেছে। তথাহি—

মহী ণ্ডাবাপৃথিবী জ্যোষ্ঠে। ১—৫৬ সূ—৪ ম

জগতের মধ্যে মহতী আদি স্বর্গভূ ও ভারতভূমি সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা, অর্থাৎ প্রাচীনতম। তথাহি—

পূব্রজে পিতরা ণ্ডাবাপৃথিবী। ২—৫৩ সূ—৭ ম।

স্বর্গ ও ভারতবর্ষ জগতের অগ্রাণ্ড সকল জনপদ অপেক্ষা পূর্বে উৎপন্ন, উহারা জগতের সকল নরনারীর পিতা ও মাতা, অর্থাৎ পিতৃভূমি ও মাতৃভূমি।

আদি স্বর্গ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্রাদি ও বৈবস্বতমনু প্রভৃতি দেবতা এবং দৈত্য দানব ও নাগগণের পিতৃভূমি। এবং পৃথিবী বা ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, তুরস্ক, পারস্য ও আরববাসী এবং অপরাজ ভারতবাসীদিগের মাতৃভূমি। তথাহি—

দেবী দেবশ্চ রোদসী জনিত্রী। ৮—২৭ সূ—৭ম

দেবী রোদসী দেবশ্চ জনিত্রী। অর্থাৎ স্বর্গ ও ভারতবর্ষ সমগ্র দেবগণের জন্মভূমি। (ণ্ডাবাপৃথিবী দেবপুত্র)।

দেবতা কাহারো ? জগতে যাঁহারো “আর্য্য” বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাই দেববংশীয় বটেন। সেমিতিকগণ, চীন, জাপান ও বর্ম্মার খাঁদা লোকসকলও এই দেববংশীয়। তবে স্বর্গ বা মঙ্গলিয়া আদি জন্মভূমি ও ভারতভূমি দ্বিতীয় জন্মভূমি। তথাহি—

ঊষাপৃথিবী পিতামাতা। ২—৪৩ সূ—৫ম

শ্বেতা বা আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়া পিতা বা সকলের পিতৃভূমি এবং পৃথিবী বা ভারতবর্ষ ইউরোপপ্রভৃতি দেশবাসীদিগের মাতৃভূমি।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি পণিনামক অশুরেরা ভারতহইতে বিতাড়িত হইয়া তুরুস্কের দক্ষিণে যাইয়া ফিনিশীয়া জনপদের প্রতিষ্ঠা করেন। আমরা ইহাও বলিয়াছি যে “মূর দেব” বা কতকগুলি শিশুদেব অশুর আফ্রিকায় যাইয়াও গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যেরূপ যে কোনও অশুর ও পণির সাধারণতঃ ‘মূরদেব’ বলিয়া বিবৃত। স্মৃতরাঃ উত্তর আফ্রিকার মূরেরা ভারত সম্বন্ধে ও কার্থেজবাসী ফিনিশীয়ানগণও ভূতপূর্বে ভারতসম্বন্ধে। তুরুস্কহইতে পণির অনেক কার্থেজে গমন করিয়াছিলেন। মাননীয় Suckburgh (শাকবর্গ) তাঁহার রোমের ইতিহাসে লিখিতেছেন যে—

“Tradition assigned its foundation to Dido, who fled from her native Tyre after the murder of her husband, with a band of followers who established themselves round the Byrsa, or fortress, which they purchased from the natives. P. 74.

এইরূপ জনশ্রুতি যে দীদোনাম্নী একজন মহিলা তাঁহার স্বামীর হত্যার পর টায়রনগরহইতে (দক্ষিণ তুরুস্কস্থ) আপন দলবলসহ আফ্রিকায় যাইয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের নিকট ভূমি ক্রয় করিয়া বাইশা দুর্গের প্রতিষ্ঠা করেন। উহা হইতেই কার্থেজ নগরের ভিত্তিপত্তন হয়।

এই কার্থেজবাসীদিগের সহিত রোমের যে যুদ্ধ হয়, তাহাই ইতিহাসে “Punic war” (পিউনিক যুদ্ধ) বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেন এ যুদ্ধের নাম পিউনিক যুদ্ধ হইয়াছিল ? শাকবর্গ বলিতেছেন যে—

“The Roman words Pœni and Punicus are corruptions of Phœnix, Phœnician.” Foot Note—P. 74

অর্থাৎ রোমাণভাষায় পিনি এবং পিউনিকাস্ শব্দ ফিনিকস্ বা ফিনিশীয়ান্ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। চেম্বারস্ লিখিয়াছেন—

Punic—Pertaining to or like the ancient Carthaginians: Faithless, treacherous, deceitful.

L—Punicus—Pœni,
the Carthaginians.

যে কার্গেজবাসীলোকেরাই পিউনিকসংজ্ঞাতাক্। উচ্চাদিগকে ইউরোপীয়েরা .
অবিশ্বাসী, বিশ্বাসঘাতক ও পত্নারক বলিয়া ও গালি দিয়াছেন। কেন ?

যেহেতু উচ্চারা ভূতপূর্ব ভারতসম্ভান পণিবংশীয় অসুর। বেদের পণিশব্দ (প্রথমতঃ) বিকৃত হইয়াই ফিনিশীয়ান্, ফিনিকস্ ও ল্যাটিন পীনি-ভূতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দুরাও বেদে পণিদিগকে একরূপ ভাষায় গালি দিয়াছেন। * হিন্দুসম্ভান রোমানেরাও ভারতহইতে ইউরোপে গমনকালে পণিদের প্রতি উল্লিখিত বিদ্বেষভাব বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সাহেবেরা ইহা জানিতে পারিলে আর মিশরের প্রাচীনত্ব ও বাল্টিক্ বেলার আদিগেহত্বের দাবি করিতেন না।

রোদসী মাতরা। ৫—১৮সূ—৯ম

ছাবাপৃথিবী বিশ্বজন্মে। ৩—২৫সূ—৩ম

ছাবাপৃথিবী বিশ্বশম্ভুবা। ১—১৬০সূ—১ম

এই মন্ত্র তিনটির দ্বারাও জানা যায় যে জগতের মধ্যে আদিষ্বর্গ মঙ্গলিয়া ও ভারতবর্ষই সকলের পিতৃভূমি এবং উৎপত্তিস্থান (সম্ভুবা)। কিন্তু ভারতহইতে আদিষ্বর্গ পুরাতন ও তথাহইতেই আনরা ভারতে আসিয়া আৰ্য্য ও হিন্দু নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, সুতরাং আদিষ্বর্গ মঙ্গলিয়াই যে মানবের আদি জন্মভূমি, তাহা বেদমন্ত্রদ্বারা সপ্রমাণ ও সমর্থিত হইল।

আমরা এখানে আরও একটী কথা বলিয়া রাখি যে যে প্রকার নহষসম্ভান (নহষ তুর্কসুর পিতামহ) বলিয়া গ্রীকেরা এখনও Surnameস্বলে নহষের নাম লইতেছেন, তদ্রূপ যবন বা মুসলমানজাতি সগরশাসনবশতঃ মুণ্ডিত-

* ১। অযজ্ঞানঃ অরতান্ নিবধমঃ রোদস্তোঃ। ৫—৩৩সূ—১ম।

২। জহি অত্রিণং পণিঃ বৃকো হি সঃ। ১৪—৫১সূ—৬ম।

৩। অকৃত্বন্ গ্রস্থিনঃ (গাঁটকাটা) যুগ্মবাহুঃ অশকান্ পণীন্। ৩—৬সূ—৭ম।

শিরক ও মুক্তকচ্ছ রহিয়াছেন ও তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া আপনাদের পতাকার অর্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আমাদের হুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানেরা প্রকৃততত্ত্ব ভুলিয়া আমাদেরকে পর ভাবিতেছেন।

মঙ্গলিয়ার কোন্ স্থানে আদিমানব বিরাট্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন? তাহা কে দেখিয়াছে? “কো দদর্শ প্রথমং জায়মানম্”? কিন্তু বেদ ও পুরাণ মেরু বা আন্টাইপার্ক্‌ভের সান্নিদেশে “বৈরাজ্জত্বন” নামে একটা স্থানের নাম নির্দেশ করিয়া থাকেন—

বিরাজ্জশ্চ বৈ স সর্কেষাং দেবানাং

সর্কাসাং দেবতানাঞ্চ প্রিয়ং ধাম ভবতি ।

অথর্কবেদ— ১৫শ কাণ্ড । ৩৩১ পৃঃ ।

বিরাটের সেই ভবন সকল দেব ও সকল দেবতার প্রিয়তম ধাম, যাহা জগতের সকল নরনারীর আদি জন্মভূমি।

(খ)

আমার গ্রন্থের মুদ্রণ প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিলে আমরা মডার্ন রিভিউ নামক ইংরাজীপত্রিকায়, সমাজসুপরিচিত স্থলেখক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের লিখিত একটা প্রবন্ধ দেখিতে পাই। কিন্তু উহাতে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বেদাদিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া আমাদের উহার প্রতিবাদ করিতে হইল। অন্ধ্রিয় বিজয় বাবু একত্র বলিতেছেন যে—

“Though that Holy Land has not been definitely identified, the scholars all agree in holding that the original home of man was in some part of Southern Asia.”

Modern Review, May, P. 481.

কিন্তু আমাদের বেদ কি সে পবিত্র স্থানের সন্ধান করিয়া দেন নাই? বেদ কি দক্ষিণ এশিয়ার কোনও স্থানকে সেই পবিত্র পিতৃভূমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন? বেদ কি বলেন নাই যে—

শৌ রাসীং পূর্বচিহ্নিঃ ?

শৌ বা আদি স্বর্গ মঙ্গলিয়াই আমাদিগের পূর্বনিকেতন ? অবশ্য অল্পমানসর্বস্ব শুরুষেপায়নেরা অনেক কথাই বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কি পমাণদ্বারা তাঁহাদিগের একটা উক্তিরও সমর্থন করিতে পারিয়াছেন ? যদি তাঁহারা সাতাইশ শত বৎসরের গ্রীকদিগের পূর্বকালকে Prehistoric Time বা প্রাগৈতিহাসিক সময় বলিয়া নির্দেশ না করিয়া জগতের আদি মহাপুরাণ প্রকৃত ইতিহাস বেদে নির্ভর করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এইরূপ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইত না। “এশিয়ার দক্ষিণদিকের কোনও একস্থান আদি পিতৃগেহ” এ কথা মূলে কি কোনও সত্য বিনিহিত আছে ? পাশ্চাত্যদিগের এ উক্তির সমর্থন করিতে ত কেহই অঙ্গুলি উত্তোলন করে না। অবশ্য অথর্ষবেদ একত্র বলিয়া গিয়াছেন যে—

যজ্ঞায়জ্জিয়শ্চ চ বৈ স বামদেব্যশ্চ চ
যজ্ঞশ্চ চ যজ্ঞমানশ্চ চ পশূনাং চ প্রিয়ং
ধাম ভবতি তশ্চ দক্ষিণায়াং দিশি । ৩২১পৃ

তাহার দক্ষিণদিকে যজ্ঞ, অযজ্ঞ, বামদেবীয় যজ্ঞ, যজ্ঞমান ও পশুদিগের প্রিয়তম ধাম অবস্থিত।

ভাবে বোধ হয় ইহা মানবের আদিজন্মভূমিসম্বন্ধেই উক্ত। কিন্তু কাহার দক্ষিণে তাহা বুঝা গেল না। মন্ত্রান্তরে রহিয়াছে যে—

বৃহতশ্চ বৈ স রথন্তরশ্চ চ আদিত্যানাং চ
বিশ্বেষাং চ দেবানাং প্রিয়ং ধাম ভবতি
তশ্চ প্রাচ্যাং দিশি । ৩২০পৃ—৩য় খণ্ড অথর্ষবেদ ।

সামবেদের বৃহৎ রথন্তরনামক অংশ, অদিতিনন্দন ইন্দ্রাদি দেবগণ ও বিশ্বেদেবগণের (বা অন্যান্য দেবগণের) প্রিয়তম ধাম স্বর্গ, তাহার পূর্বদিকে অবস্থিত।

সুতরাং এই উভয়মন্ত্র। “তশ্চ” শব্দ যে কাহাকে কাহাকে বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহা স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত “মানবের আদিজন্মভূমি এশিয়ার দক্ষিণ বা দক্ষিণাংশবিশেষ,” তাহা বলা যাইতে পারে না। পরাশর বলিতেছেন যে—

পিতৃগাং স্থানমাকাশং

দক্ষিণা দিক্ তথৈব চ ।

আকাশ আদিগের পূর্বপুরুষগণের আদিস্থান, উহা দক্ষিণদিকে অবস্থিত ।

এখানে দুইটী কথা বিচার্য্য। প্রথমতঃ মন্ত্রের 'আকাশ' শব্দ কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে এবং উহা কাহার দক্ষিণে অবস্থিত ?

বলা বাহুল্য যে এই "আকাশ" অর্থ শূণ্য নহে, কেননা, শূণ্য অমূকের দক্ষিণে বা উত্তরে, এমন কথা প্রযুক্ত হইতে পারে না। ফলতঃ এই আকাশ শব্দের অর্থ যে মানবের আদিজন্মভূমি আদিস্বর্গ বা মঙ্গলিয়া, তাহা আমরা বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যের শ্রুতিদ্বারা সমাধা করিয়াছি। ইলাবৃতবর্ষ বা মঙ্গলিয়া ভারতের দক্ষিণে নহে? সুতরাং উহা যে সাইবিরিয়া বা ব্রহ্মলোক তপোলোকাদির দক্ষিণে তাহাতে সন্দেহ মাত্রই নাই। আমরা মনে করি যে সেই ব্রহ্মলোকাদি (উত্তর কুরু) বাসী কোনও ঋষি ঐ কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, তৎপর পরাশর আপনার গ্রন্থে সেই কথাটী বা সেই মর্মটী গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। অবশ্য রামায়ণ বলিতেছেন যে—

অন্তে পৃথিব্যা তুর্কষা ততঃ স্বর্গজিহ্বঃ তিতাঃ ।

ততঃ পরং ন বঃ সেব্যঃ পিতৃলোকঃ সুদারুণঃ ॥

৪৪—৪১ সর্গ—কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ।

হে বানরচমূগণ ! পৃথিবীর দক্ষিণে স্বর্গজয়কারী তুর্কষগণ বাস করে, উহারও দক্ষিণে সুদারুণ পিতৃলোক, তোমরা তথায় যাইও না, উহা কিছুতেই তোমাদের গম্ভব্য নহে ।

কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে এই আধুনিক বাল্মীকি, পরাশরপ্রভৃতি শ্রুতির ভাব বুঝিতে না পারিয়া এই মিথ্যা বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ কি যমালয়, বা কি পিতৃভূমি আদিস্বর্গ, উহার কিছুই ভারতের বা এশিয়ার দক্ষিণে নহে। পিতৃলোক এমন স্থানে সংস্থিত, যেখানে প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হয় না, ছয় মাস অস্তরও নহে, পরন্তু একমাস অস্তর। সুতরাং তাহা ভারতের দক্ষিণে বা এশিয়ার কোনও দক্ষিণাংশেও হইতে পারে না।

অন্যেয় বিজয়বাবু যে মাসের মডরণ রিভিউতে ঐ কথাগুলি বলিয়া আগষ্ট মাসের কাগজে বলিয়াছেন যে—

“Pandit Umesh Chandra Gupta Vidyaratna has wrongly interpreted Rigveda, I, 30, 9 and III, 55, 2, to prove that the Aryans came from elsewhere into India. References to the old home do not mean any home out side India (vide the Commentary of Sayana on those Riks)” P. 144.

হাঁ আমি আমার বহু প্রবন্ধেই উক্ত দুই মন্ত্রের ব্যবহার করিয়াছি এবং তদ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছি যে আমরা ভারতের বাহিরের কোনও পুরাতন স্থান (প্রত্নোকঃ ও পুরাণ্যোঃ সন্ধানোঃ) হইতে ভারতে আসিয়াছি, কিন্তু সেই পুরাতন ওকঃ ও পুরাতন সন্ধান কি, তাহা অন্য বহু মন্ত্রের সহায়তায় (স্বর্গো বৈ লোকঃ প্রত্নঃ প্রভৃতি) সপ্রমাণ করিয়াছি। শ্রদ্ধেয় বিজয়বাবু সায়নভাষ্যের পরিপন্থী হইতে দেখিয়া আমাকে ভ্রান্ত মনে করিয়াছেন। কিন্তু আমার ধারণা ও বিশ্বাস ইহাই যে যিনি একতানমনে বেদ অধ্যয়ন করিবেন, তিনিই আমাকে নিরপরাধ বলিয়া হির করিবেন। আমাকে বাধ্য হইয়া বহুবার বহুস্থলে উবট, সায়ন, মহীধর, যাক্ষ, শাকপুণি ও শঙ্করপ্রভৃতির ভাষ্যের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও আমি যে ‘Wrong’ তাহা এ পর্যন্ত কেহ বলেন নাই। আমি বহু প্রকাশ্য সভাতে বহু বক্তৃতা করিয়াছি, প্রকাশ্য পত্রিকাসমূহেও ঐ সকল ভাষ্যে দোষ দিয়া এই সকল কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু কেহই আমার প্রতিবাদ করেন নাই। তিনি স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

I owe it to the pointing out by Pandit Umesh Chandra Gupta Vidyratna (Vanga bhasa, Vol. 11, P. 12) that there is a saying in the Krishna yajur veda to the following effect :—

“পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিচারত্ব এই নিম্নলিখিত মন্ত্রটী বঙ্গভাষা পত্রিকার ২য় বর্ষের ১২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমি ইহা তাহা হইতে গ্রহণ করিলাম।”

প্রাচীনবংশং করোতি দেবমন্মুখ্যা দিশো ব্যভজন্ত ।

প্রাচীং দেবা দক্ষিণাং পিতরঃ প্রতীচীং মন্মুখ্যা উদীচীং রুদ্রাঃ ।

(মডরন রিভিউতে ইহা ইংরাজী অক্ষরে রোম্যাণকেরেকটারে লিখিত আছে)। তিনি তৎপরেই বলিতেছেন—

Here we get a very old tradition which states that the 'pitarah' or the earliest human ancestors came from the southern directions ; the eastern region, where higher culture being evolved acquaintance was made with gods, was the direction of the gods, and that the modern men, who were mere 'manusyah' came to enjoy the west, while the dreadful Rudras ruled the high and inaccessible north.

That this tradition fully supports my theory, need hardly be pointed out P. 147.

“আমরা এখানে একটি অতি প্রাচীনতম জনশ্রুতি প্রাপ্ত হইতেছি, যাহাতে বিবৃত রহিয়াছে যে পিতরঃ (Pitarah) অথবা আদি মানবজাতির পূর্ব পুরুষগণ দক্ষিণদিক্ হইতে আগমন করিয়াছিলেন। আর উচ্চশ্রেণীর জীব দেবতার। পূর্বদিকে ও ষাঁহার। সাধারণ মনুষ্যসংজ্ঞাভাক্ তাঁহার। পশ্চিমদিকে আগমন করেন, ঐ সময়ে সাহসী রুদ্রগণ দুর্গম উত্তরদিকে আধিপত্য করিতেছিলেন।” “কৃষ্ণযজুর এই কিংবদন্তী আমাদিগের মতেরই সম্পূর্ণ সমর্থন করে।”

আমরা এখানেও শ্রদ্ধেয় বিজয়বাবুর সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিতে পারিলাম না। প্রথমতঃ আমি যে দুইটি মন্ত্রের স্বাধীনভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তিনি তাহাতে দোষারোপ করিয়াছেন। কেন না উহা সায়ণভাষ্যের বিরোধী। (এই গ্রন্থের ১৬৩২২৬ পৃষ্ঠা দেখ)। কিন্তু পাঠকগণ দেখিবেন উক্ত পৃষ্ঠায় ধৃত সায়ণভাষ্য ও আমার ব্যাখ্যার মধ্যে কোন্টী অপেক্ষাকৃত সুসঙ্গত।

আমি কৃষ্ণযজুধৃত মন্ত্রগণের ব্যাখ্যায়ও সায়ণের সম্পূর্ণ বৈপরীত্য অবলম্বন করিয়াছি (১২৭ পৃষ্ঠা দেখ)। কেন না ইহার সায়ণভাষ্য ও ভট্টভাস্করভাষ্য অতীব ব্যাহত। ইহা কৃষ্ণযজুর নিজের উক্তি নহে, ইহা কোনও প্রাচীনতম বেদমন্ত্র (অবশ্যই যজুঃ), কৃষ্ণযজুঃ স্বয়ং বেদ নহে, উহা ব্রাহ্মণ বা বেদের ২.থম ব্যাখ্যা পুস্তক (ব্রাহ্মণো বেদশ্চ ব্যাখ্যানম্)। কৃষ্ণযজু নিজে ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও প্রমাদভূয়িষ্ঠ। অপিচ ইহা কোনও কিংবদন্তী (tradition)ও নহে, পরন্তু দেবগণের স্বর্গহইতে স্থানান্তরে গমনের (migration) প্রামাণ্য ঐতিহ্য মাত্র।

উহার অর্থ ইহাই যে কোনও সময়ে কোনও কারণে কোনও একস্থান হইতে ইন্দ্রাদি দেবগণ (ঠাঁহারা কৃতবিদ্য নর) পূর্বদিকে, পিতৃলোক বা আদি স্বর্গবাসী বৈবস্বত মনু প্রভৃতি দক্ষিণদিকে, মাতা মনুর সন্তান ২য় বরুণ প্রভৃতি মনুষ্যগণ (দেবগণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) পশ্চিমদিকে ও রুদ্রবংশীয় দেবগণ উত্তরদিকে গমন করেন ।

বাধিতার মনবে

দেবলোকাং চ্যুতাঃ সর্ষে

এই প্রমাণ অনুসারে জানা যায় যে ঠাঁহারা দৈত্যদানবগণদ্বারা স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া ঐ সকলদিকে গমন করেন । দক্ষিণদিকে সমাগত বৈবস্বত মনু প্রভৃতিই অপোগস্থানের (সুরবর্জ) ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন ।

কিন্তু শব্দেয় বিজয়বাবু এখানে “to the south” অর্থ না করিয়া পিতৃ-দিগের বেলা from the south অর্থ করিয়া অগ্রায় করিয়াছেন । পিতৃগণ দক্ষিণদিক হইতে কোনও স্থানে (যেমন ভারতবর্ষ প্রভৃতিতে) আগমন করেন নাই । ঠাঁহারা দেবলোক বা আদি স্বর্গহইতে দক্ষিণদিকে ভারতে আসিয়াছিলেন ।

পিতরঃ দক্ষিণাং ব্যভজন্ত

এই কথার অর্থ কি প্রকারে দক্ষিণদিক হইতে হইবে? দক্ষিণাং প্রভৃতি পদে কি কর্মবিভক্তি রহিয়াছে নহে? পিতৃলোকবাসিগণ দক্ষিণদিকে ভজনা করিলেন । অপিচ তিনি যে—

পিতরঃ

পদের অর্থ এখানে মানবজাতির পূর্বপিতামহগণ করিয়াছেন, তাহাও ঠিক হয় নাই । এই “পিতরঃ” পদের অর্থ

পিতৃলোকবাসিনঃ বৈবস্বতমনুষ্যপ্রভৃতয়ঃ

“পিতরঃ পূর্বদেবতাঃ” (১৯২—৩ অ)—মনুর এই পিতরঃ পদের অর্থ পূর্বপুরুষগণ । “পিতৃণাং স্থানমাকাশং” এখানেও এই পিতৃণাং পদদ্বারা পিতৃলোকবাসী মনুাদি বা মানবজাতির পূর্বপুরুষগণ অববোধিত হইতে পাবেন । কিঙ্ক—

দেবানাঞ্চ ঋষীগাঞ্চ

পিতৃগাঞ্চ মহাত্মনাম্ ১২০ অ—আদিপর্ক

মহাভারতের এই পিতৃগাঞ্চ পদের অর্থ একমাত্র “পিতৃলোক বা আদি স্বর্গবাসী লোকদিগের” এইরূপ অর্থ করিতে হইবে।

অপি চ তিনি যে দেবগণকে “higher culture being” (ঋষিওসপিষ্টগণের আয়) ভাবিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত কথা নহে। দেবতা শব্দের অর্থ কৃতবিদ্যা নরমাত্র (বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ—শতপথ) আর মনুষ্যেরাও উক্ত দেবগণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভিন্ন mere Manusyah ছিলেন না। ফলতঃ “পিতরঃ” বৈবস্বত মন্বাদি ও দেবগণ অদিতিনন্দন এবং মনুষ্যেরা দক্ষকন্যা মাতা মনুর সন্তান মাত্র। আর ঋষিরা উত্তরদিকে গেলেন ভিন্ন শাসন করিতেন, এমন কথাও মূল নাই।

যাহা হউক যখন আদি স্বর্গ ছোঁ: আমাদিগের পিতৃলোক বা পিতা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত রহিয়াছে, তখন বিনা প্রমাণে প্রকৃত প্রমাণে অবহেলা করিয়া মধ্যএশিয়ার পিতৃভূমিকে দক্ষিণ এশিয়ায় লইয়া যাওয়া ঠিক নহে। পিতৃভূমি এক গাশ্বে হইলে ঋষিরা উহাকে ‘নাভি’ বলিয়া নির্দেশ করিতেন না। এবং জগতের জন্মভূমি পিতৃলোক দক্ষিণে হইলে ঋগ্বেদ বলিতেন না যে—

জনিত্রী আসীনা উর্দ্ধম্। ১২—৩১সূ—৩ম।

সকলের জন্মভূমি পিতৃলোক উর্দ্ধ অর্থাৎ ভারতের উত্তরে সমাসীনা।

যাহা হউক শ্রদ্ধেয় বিজয় বাবু কেবল অনুমানসর্বস্ব সাহেবদিগকে স্কলার না ভাবিয়া ব্যাপবংশধরবংশীকির পূর্বপুরুষগণকেও স্কলার ভাবিলে ভাল হইত।

(গ)

মহামতি ছেজ তাঁহার সাএন্স অব ল্যাঙ্গএজ বলিতেছেন যে—

The dethronement of Sanskrit has a direct bearing on the question of the original home of the Indo-Europeans, or rather of those who originally spoke the Indo-European dialects,

I must avow my entire conversion to the theory first propounded by Latham and of late years ably defended on anthropological and linguistic grounds by Poesche and Penka that the Aryan race had its first seat, not in Asia, but in the Baltic provinces and northern Germany.

Science of Language P. XXII.

আমরা মহামতি ছেজের অভিমত পাঠ করিয়া অতীব বিস্মিত ও ক্লান্ত হইলাম। অধ্যাপক পৈচকি (Poesche) ও অধ্যাপক পেঙ্কা (Penka) যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারেন, অধ্যাপক লথামও (Latham) তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছাকে অব্যাহত রাখিতে নিত্য সমর্থ। কিন্তু যখন সংস্কৃতের বিকারেই জর্মান প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সেই সংস্কৃত ভাষা এখনও ভারতবর্ষেই প্রচলিত, এবং যখন পূর্বের জনশ্রোতঃ ও জ্ঞানশ্রোতঃ পশ্চিমে গিয়াছিল ইহাই পাশ্চাত্যগণের বংশপরম্পরাগত জ্ঞান, তখন মহামতি ছেজের যে কেন এ প্রমাদ ঘটিল, তাহাই চিন্তার বিষয়। বেদ কি স্বর্গ ও ভারতবর্ষকেই জগতের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রত্নোকঃ বলিয়া নির্দেশ করেন নাই? বৈদিকযুগে কি আর্যেরা হরিয়ূপীয়াতে গমন করিয়াছিলেন? যাহা হউক আমরা এই গ্রন্থের ১৮।১৯ পৃষ্ঠায় এ বিষয় যাহা লিখিয়াছি, প্রবীণেরা তাহা পাঠ করিয়া পদার্থনির্ণয় করিবেন।

সমাপ্তোহয়ং তৃতীয়ভাগঃ প্রত্নতত্ত্ববারিধিঃ ॥

সমাপ্তিশ্লোকঃ

নত্বা পরব্রহ্মপদারবিন্দং চৈতন্যচন্দ্রং চরিতাবদাতম্ ।

শ্রীকেশবং বৈষ্ণুকুল-প্রদীপং বিতন্যতে “মানবজন্মভূমিঃ” ॥ ১

নির্মথ্য বেদাদিকসম্বন্ধশাস্ত্রং মতঞ্চ পাশ্চাত্যবিদাং সমীক্ষ্য ।

যং সারভূতং তদিত্যেব যত্নাৎ নিবেশিতং সজ্জনতোষণায় ॥ ২

ন জানে কিং তোষো মনসি নহু তেযাং হি ভবিতা,

কুচিভিন্না লোকে ভবতি ভবভাজামহুদিনম্ ।

কচিং কাচোধন্তে মরকতমণেঃ শোভনপদং

কচিং বোচ্চৈর্হেলাং ভজতি ভুবি হা হাটক মপি ॥ ৩

দাতাবদাতো মহতাং মহীয়ান্ বিদ্যাকুরাগী বিদ্যাং সহায়ো ।
 মনীষচক্রে ভুবি দেবরাজা মহান্ মহারাজপদস্ত ভোক্তা ॥ ৪
 যশ্শিব প্রভয়া ভাতি ব্রহ্মপুরাস্তবন্তিনী ।
 কাশীমবাজারাথ্যেয়ঃ কাণীব নগরী সদা ॥ ৫
 তস্ত মনীষচক্রে মহারাজস্ত ধীমতঃ ।
 সাহায্যেন হি গ্রহোহয়ং মুদ্রিতোহভূৎ মহামতেঃ ॥ ৬
 বৈষ্ণবশালিবাহনস্ত পূতাকৈ শালসংজ্ঞকে ।
 গ্রহেন্দ্রগীন্দ্রমে তাবৎ গ্রহোহয়মবধিঃ গতঃ ॥ ৭
 শ্রীকালিয়া নগরনাগরচক্রবর্তী তদ্বার্থবিৎ বিপুলতন্ত্রপুরাণবেত্তা ।
 আসীদশেষ গুণসাগরসত্যসিকুঃ ঈশানচক্র ইতি বৈষ্ণুকুলারবিন্দম্ ॥ ৮
 কালীচক্রঃ প্রথমজতনয়ঃ কৃষ্ণচন্দ্রো দ্বিতীয়ঃ ।
 যুগ্মং জাতঃ পুনরহমুময়োমেশচক্র স্তৃতীয়ঃ ।
 মাতা গৌরী জগতি গিরিসুতাহস্মাক মস্মৎপুরোজা,
 বামাদেবী তদনু মদনুজা মুক্তকেশী বরাকী ॥* ৯
 ললামভূতা ললনাকুলানাং সাধ্বী সুধান্বাত্মকদারচেতাঃ ।
 শ্রীকামিনী প্রাণসমা পিয়ামীৎ তস্তাং বভূবুর্নব পুত্রকন্যাঃ ॥ ১০
 শ্রীমাত্তোষো রণদীরদীরো, হেরম্বলালো হরিদাসদাশঃ ।
 লীলাবতীজানিচূণী চ ষষ্ঠঃ শ্রীমন্নোরঞ্জননামধেয়ঃ ॥ ১১
 এতে স্ততা হস্ত চতুর্থ এষাং ষষ্ঠশ্চ কালেন নিষুদিতৌ মে ।
 অম্বর্থনামা কিল ষষ্ঠ আসীৎ, ক্ষীরোদধেরিন্দুরিবৈব সৌমাঃ ॥ ১২
 কুতঃ প্রেতো গচ্ছেৎ ? যদি ভবতি জন্মান্তর মহো
 ত্বয়া সাক্ষাৎকারো ন খলু ভবিতা রঞ্জন ! পুনঃ ।
 ত্বগং শ্রোতঃক্ষিপ্তং ভবসি যদি সঞ্চালিত উত
 স্বকীরৈর্বা কার্যোঃ কু পুনরয় মেবাপি ভবিতা ॥ ১৩
 সরযুবালা দেবীয়ং জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর্মম ।
 আসন্ন প্রসবা তস্তাঃ কন্যকাত্মরনেব হি ॥ ১৪

* পটুয়াখালিতে স্বামিসকাশে ক্রগগর্ভা স্ততা।

সুরমা সুষমাভাণ্ডং বীণাপাণিস্তু মধ্যমা ।
 দাবণ্যবালা তৃতীয়া সৰ্বা এব সুদৰ্শনাঃ ॥ ১৫
 ভূপেন্দ্রবালা নাম যা মধ্যমা মে সুষা বরা ।
 শ্রীসুধীরকুমারস্ত তস্তাঃ শোভনপুত্রকঃ ॥ ১৬
 মাতুশ্ছায়েব তিষ্ণ কন্যকা মম জজ্ঞিরে ।
 প্রসন্নহৃদয়া জ্যেষ্ঠা শশ্মিষ্ঠা বরবর্ণিনী ॥ ১৭
 শৈবালিনী দ্বিতীয়া চ নম্রতায়্যা মহোদধিঃ ।
 কনিষ্ঠা সরযুবালা প্রাণপ্রিয়তমা পরম্ ॥ ১৮
 মহীন্দ্রো জামাতা প্রথম ইতি কাশ্মান্তনলিনী
 দ্বিতীয়ো বৈ তাবৎ বিবিধগুণধামপ্রিয়তমো ।
 নগেন্দ্রোহথ প্রাণপ্রতিম তনুবোধো গুণনিধিঃ
 সতাং মার্গস্থা মে নয়নমনআনন্দজনকাঃ ॥ ১৯
 শশ্মিষ্ঠায়াঃ কুমারাস্তাঃ সূতা হিমাद्रিমলয় ।
 শ্রীনর্মদাশ্রীনীলেন্দ্রহিল্লোলা লোভনীয়কাঃ ॥ ২০
 কন্যা শকুন্তলাদেবী লাবণ্যজলধাবিব ।
 প্রফুল্লনলিনী সত্তো রেণুকা কোমলাহবরা ॥ ২১
 শৈবালিষ্ঠাঃ সূতাশ্চৈব কুমারাস্তাঃ প্রিয়ংবদাঃ ।
 অজিতরঞ্জিত জগজ্জিতঃ কণ্ঠে মনোহরে ।
 শ্রীকনকলতা প্রীতিলতাসন্নপ্রসোরিমে ॥ ২২
 পুল্লঃ কনিষ্ঠকন্যায়াঃ শ্রীমৎকেশবচন্দ্রকঃ ।
 জলদ্বহ্নি রিবাভাতি সাবিত্রী নর্মদা সূতে ॥ ২৩
 সাবিত্রী সদৃশী সাতু সাবিত্রী ভবিতা কিন ।
 ক্ষুদ্রাপি মহতীং বুদ্ধিং ধত্তে মাতামহীব সা ॥ ২৪
 স জয়তি ভুবি বুদ্ধঃ শুদ্ধচেতাঃ সদৈব,
 জয়তি জগতি খৃষ্টো ভারতে লক্কতত্ত্বঃ
 সকলজনগণানাং মানসে গৌরচন্দ্রো
 লসতি চ সিতচেতাঃ কেশবো বৈষ্ণৱহ্ম ॥ ২৫

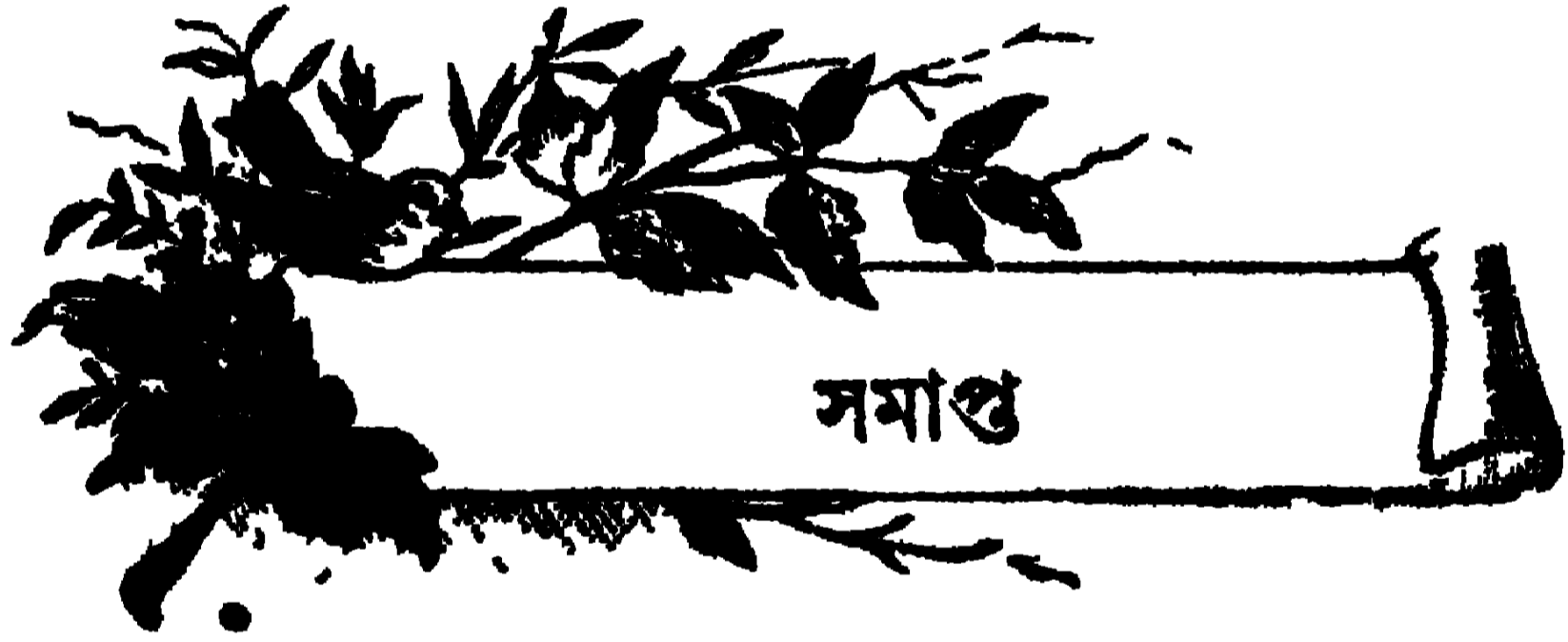
‘স্বাধিকারের আদি অশ্রুতমি’

ও সত্যং জ্ঞানমনসং ব্রহ্ম স্তি ।

“হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্ ।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরস্তথা ॥

“ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ স্তি ।



This is to certify that Pandit Umes Chandra Dash Gupta Vidya-
ratna is an earnest *Vedic* scholar of original views. In his writings
on subjects connected with the Vedas he sometimes differs from
the views of *Sayana* and Maxmuller, but his conclusions seem to
me to deserve the respect of all students of the Vedas. The
Pandit is the author of very interesting articles on the Vedas and
cognate subjects which are all of them worthy of perusal. Pandit
Umes Chandra is at present engaged in writing an exhaustive history
of Ballala Sena which in my opinion would prove a very important
and valuable addition to our literature. I wish him every success.

Sd. NRISINHA CHANDRA MUKHERJI, M. A.

12-5-03.

This is to certify that Pandit Umesh Chandra Das Gupta Vidya-
ratna seems to me to be well versed in the Indian antiquities
having studied the Vedas and Purans, most critically as is evident
from his writings and conversation.

I have read his article entitled "Mata Manu" which appeared in
Bangadarsan (Magh, No. 1308. B. Year) and also his article
called "Chaturdash Bhuban" which was found in the Bharati dated
Falgun 1308. Those papers contain a good deal of original matter
shewing considerable research and critical acumen. I have perused
them with great interest and am of opinion that the author deserves
encouragement at the hands of all lovers of Sanskrit learning and
Indian antiquity.

CALCUTTA.

Sd -NILMONY MUKHERJEE.

The 11th January, 1904

Late Principal, Sanskrit College.

"Pandit Umesh Chandra Vidyaratna has established his reputa-
tion as an erudite scholar and a graceful writer. Of his deep learn-
ing in the ancient literature of our land there is no doubt. For his
devotion and enthusiasm as a scholar, I respect and admire him.
He has written much on Indian Antiquities and his views are always
original. It is but natural that these will raise controversies, but
they are highly suggestive and must be given an attentive and

respectful hearing His attempt to give them a parmanent literary form, ought to receive encouragement. The ancient history of our race is obscured in mystery. Pandit Umesh Chandra has made it his life's ambition to throw light on its darkest chapters. The only authority in which he relies is that of our own ancient literature. This ambition is highly commendable : and I shall be happy to see his appeal for help successful.

(Sd) RAMENDRA SUNDAR TRIVEDI,
10th March, 1909. Principal, Ripon College.

“Pandit Umesh Chandra Vidyaratna requires little introduction to the public. He is a sound Sanskrit Scholar and has been doing the research work for more than a quarter of a century. The subject of his varied researches is the Vedas and matters allied to them. He now intends to embody the result of his long researches into an Encyclopaedia of Vedic researches called the *Pratnatattya Baridhi*, which book if completed, will be an excellent collection on the subject. I hope his appeal for help to the literary public will be responded to.

(Sd) KALIPRASANNA BHATTACHARYYA,
MARCH 3. 2909 Principal, Sanskrit College.

“I have great pleasure in certifying that Pandit Umesh Chandra Vidyaratna has been known to me for several years past. He is a thorough-going Sanskrit Scholar and has made a special study of the Vedic Literature as is evident from his numerous valuable contributions to our recognised Vernacular Magazines.

(Sd.) SATISH CHANDRA VIDYABHUSANA,
Principal, Sanskrit College.

“Pandit Umesh Chandra Gupta, Vidyaratna, has been intimately known to me for some years past. As editor of the monthly review, the *Upasana*, to the pages of which the learned Pandit contributes regularly every month, I have had and still have frequent opportunities of examining his admirable writings closely ; and I can

conscientiously say that he is eminently fitted for the great work which he now purposes to give to the public. His erudition is deep and he has made a special study of our ancient Vedic Literature. His judgment is sound and what is more, he has the courage of his convictions. His researches in the field of antiquities are always marked by single-minded devotion and he has the rare gift of being thoroughly untrammelled by traditional or current views, when these are at variance with what he considers to be the truth. His proposed publication, the "Pratna Tatta-Baridhi," will undoubtedly be a monumental work and is sure to throw much light on many a dark mystery of Indian antiquities. I unreservedly commend this book to the public, and hope, for the good name of our country, that the Pandit's pathetic appeal to the nobility and the educated gentry of India for pecuniary help, will be readily and generously responded to.

(Sd) CHANDRA SHEKHAR MOOKERJI, M. A., B. L.,
Vakil, Highcourt, Editor—Upasana.

"I highly appreciate the scholarship and the knowledge of the antiquities of India of Pandit Umesh Chandra Gupta, Vidyaratna. He has laboured in those fields for many years and has made many original contributions. I have no doubt the volumes he promises to publish will throw new light on many antiquarian problems. *"

(Sd.) SIVANATH SASTRI, M. A.,
Missionary, S. B. Samaj.

I have much pleasure to certify that I have known Pandit Umes Chandra Dash Gupta, Vidyaratna for nearly five years. I have a high opinion of his scholarship in Sanskrit. He is an enthusiastic reader of the Vedas and the Puranas. Some of his ideas are rather peculiar but they contain a core of truth and originality. He is perfectly honest both in his opinions and dealings.

BANKURA,

17-1-3.

(Sd.) A. C. SEN, M. A.
(District Judge).

Pundit Umes Chandra Gupta Vidyaratna has been known to me since long. He is a good Sanskrit Scholar and his Vedic researches are vast. His articles in the Bharati and Bangadarsan (two Bengali periodicals) have attracted attention. His attainments are of high order. He is now thinking of bringing out a set of books on *Antiquities, Caste, and Hindu Shastras* but his limited means cripple him a good deal.

Encouragement by men of light and leading will be of welcome to him in publishing his books and such help if rendered will be in a cause which is good.

Sd. JNAN SANKAR SEN,

Dy. Collector Calcutta

Babu Omesh Chandra Dash Gupta is a profound scholar, who has made Sanskrit literature the study of a life. He is a rare specimen of the class of erudite Pundits, now nearly extinct, who pursue their studies of Vedas, Upanishads and Smritis for the sake of an earnest search of truth and not for any worldly advantage or pecuniary gain. There are very few men in the whole of India who have studied the four Vedas, and Omesh Babu is one of them. He is a glory of the Vaidyas and should be helped in the publication of his works which are master pieces of erudition and research.

(Sd) GANESH CHANDRA DASH GUPTA, M. A., B. L.,

BARISAL, Government Pleader.

It would be presumptuous for me to pronounce on original researches and vast erudition of Pandit Omesh Chandra Gupta, Vidyaratna. His scholarship is unparalleled at the present day and often too dazzling for the eyes of the ordinary stereotyped scholars. The work he has undertaken for supporting the cause of the Vaidya Caste, which has been much maligned by unscrupulous and ignorant people, deserves hearty encouragement from every true Vaidya.

• Sd. GANA NATH SEN, M., A., I. M. S.

63, Beadon Street,—CALCUTTA,

Pandit Umesh Chandra Vidyaratna is a learned Sanskrit scholar, whose *forte* is ethnology. His vast erudition, self-sacrificing spirit and capacity for work are unique. The Vaidya community should be proud of him, and lend him their hearty support and sympathy for the great work he has undertaken. He is bent to elucidate and clear up certain hazy notions about the Vaidyas in Bengal. His work is, I need hardly say, a labour of love, for which he deserves the thanks of every Vaidya.

(Sd) KHAGENDRA NATH RAY,
CALCUTTA *Honorary Presidency Magistrate.*
6, Jagadish Nath Ray's Lane,
The 22nd February, 1909

I have great respect for Pandit Umesh Chandra Vidyaratna's vast learnings, his ability as a writer and his indefatigable industry. It will give me the sincerest pleasure to see his appeal largely responded to by patrons of Sanskrit learning and Bengali literature.

(Sd) SITANATH TATTAVABHUSHAN
March 26, 1909, *The Sadharan Brahma-Samaj.*

"Pandit Umesh Chandra Vidyaratna delivered a lecture in Bengali on Tuesday at 5-30. P. M. in the Hall of the Calcutta University Institute. The subject was "Heaven and Hell". Pandit Pramathanath Tarkabhushan was in the chair. Among those present were Mr. Lal Behary Day, Professor Hem Chandra Dash Gupta, Pandit Shivaprasanna Bhattacharji, Mr. S. C. Mitter, District Engineer and many others. The lecture was highly interesting and impressive and was appreciated by the large audience".

Statesman, February 24th, 1910.
Calcutta, the 3rd May 1903.

Letter to Hon. Bankanthanath Sen Ray Bahadur.

MY DEAR SIR,

Allow me to introduce to you my friend, Pandit Umesh Chandra Dash Gupta Vidyaratna, the author of *Jatitva-baridhi*. His antiquarian researches and Sanskrit scholarship are such as are

possessed by few ; and the Baidyas all ought to feel proud of him. He has written a book on Ballal Sen, but is unable to publish it for want of funds. He is an enthusiast in researches and devotes his time entirely to the prosecution of literary work. He ought to be taken by the hand of every one of us, and helped and countenanced in every possible way.

Yours very sincerely,
(Sd) NARENDRA NATH SEN.

To the Editor, Indian Mirror.

SIR,—Pandit Umesh Chandra Gupta, Vidyaratna, the great Sanskrit and Vedic scholar, read a highly interesting and instructive paper, at the Bangiya Sahitya Parishad at 5 P. M., on 6th February 1910) on Philology from the broad, scientific standpoint pointing out that Sanskrit is the mother or the root source of all the languages extant in the world, though to all appearance, each seems to be distinct, having an origin and antiquity of its own. Perhaps growing wild at first, like the tea in Assam, or the cotton in America, or the various minerals and vegetables are of the earth, till the literary labours of men of genius, poets, philosophers, historians, and linguists who flourish in every country, in due course of time, gave them shape, and form, and brought them to a state of perfection ; for art is but nature working intelligently, and man an intelligent force, and therefore the highest factor (the gods excepted) in his own evolution and the evolution of all around him.

This is exactly the view, taken by philologists and antiquarians of our day on account of the obliterations (passing into latency) for the time being of man's higher and diviner faculties as a necessity of the evolutionary process, circumscribing his "Sight," "Hearing" "Taste", "Touch" and "Intelligence" strictly within material limits, for he is material every part of him, so that even when at his best, he has nearly a half doubting belief in the existence of a First Cause, with an infinite blank between the *Parama Sukshma* and *Parama Sthula*. i. e., betwn the purely spiritual plane (*Satyaloka*) and the plane of the last materiality (*Bhuloka*). Hence his fall from a transcendental mode of thinking to one of the

coarsest and most common-place imaginable, not to say, sophistical and light enough. Considering the grandeur of the subject, we intellectual pigmies presume to discuss with the humble resources at our command. •

But though it will be throwing words away if one were to maintain that it is the Divine Beings who incarnate themselves at every manifestation or beginning of creation, who give us Language, Art, Science and everything, in short, of which they are the very embodiment and source and whose existence, if we have but the sense to understand, is a scientific necessity (for throughout the ample range of the universe, nature is finely graduated) and who constitute glorious centres through which the eternal energy acts and expresses itself according to that mysterious law which makes it necessary for all sentient creatures to attend to their young ones for a certain period to give them the start in life, and then leave them to act for themselves and grow and develop by their own unaided efforts.

But, after all, if we were to follow the philologist's own line and mode of reasoning, we could not see the way to agree with him to conclude that Sanskrit as well as Greek, Latin, Hebrew, Arabic, Persian, etc., are sister branches differentiated from a parent language, spoken all over the world, though it is a fact that there was a time in the dim distant past when all the nations of the earth spoke the same language, as is given in the Ramayana, the Bible and other sacred scriptures, and as the philologist has been able to prove to his credit, for in this consideration due regard must be had to the immense disparity of time which divides Sanskrit from the other languages, the oldest of which can boast of an antiquity of only 10 000 years at the utmost ; while the Sanskrit stands ahead of them by many millions of years according to the Hindu chronological time assigned to each of the three "Yugas", Satya, Treta and Dwapara; the Kali having run only 5,000 years may well be left out of account ; and though these vast periods of time may appear to us fabulous they are yet in approximate agreement with the geologists as to the antiquity of the earth, the element of radium alone having taken about tens of thousands of years to develop into

its present state. Under the circumstances, the inference is irresistible that at least Greek, Latin, Hebrew, Arabic Persian, etc. are descended from Sanskrit, and whether Sanskrit, in its turn is derived from some unknown and unknowable source, need not concern us at present and so long as positive evidence as to it is not forthcoming Christian philologists are bound to accept a Heathen origin of the languages of the West.

Then as to concrete examples, cited by the learned lecturer, drawn from names of the countries, and others from the general affinity, close or distant, of words in use among the nations of Asia, Europe, and Africa, or even among the ancient races of America, treating the audience to a series of agreeable surprises, for if one were to look into the old-world maps in our school atlases, one would meet with peculiar names given to countries, all, or almost all, of which are traceable to Sanskrit, and mentioned in the Vedas and the historical epics of India, and other works not known to the world at present, and preserved in the monastic libraries in the Himalayas. The most remarkable illustrations in point are furnished by the names "Europe" which is a corruption of the Vedic term "Hariyupia," "Iran" (Persia) is from Aryyaans, being a rival Empire founded by expelled Asuras, 'Sarmans' and Sakasunas, founded 'Sarmasia' and 'Saxony.' "Scythia" is a corruption of 'Sidia' "Phoenesia," of 'Panayas' and 'Assyri.' of "Asuriya," Taxiles of "Takshashila;" Kandahar of "Gandhara," whence came "Gandhari" the wife of Dhritarastra, and so on, which go to show that the whole world was once peopled by Sanskrit-speaking races, who gave their names to countries to which they migrated. But what surprised us most was the Pandit's allusion to the case of a Bengali traveller in Austria, who being intensely thirsty asked for drink, first in English, and then in French, and then in German, and yet he was not understood; he then made a sign, when the host exclaimed "O! "Apa," "Nira" and then gave him a glass of water. Here are two words still in use in distant Austria without having undergone any phonetic change; and who knows, there many not be so many more which a wide and careful research may not bring to light?

A very large number of words were then cited by the Pandit, tracing them from a distant Sanskrit source through various and complicated phonetic corruptions with which MaxMuller made us familiar, though his range was narrower than the Pandit's, who is an Indian, and as such possesses an obvious advantage over his predecessor in this particular line of research, in as much as he (the Pandit) brings forward examples from the Chinese, and other far Eastern languages which the German Philologist was unable to do.

Had Pandit Umesh Chandra Gupta, Vidyaratna, been an English scholar as well, and had his lot been cast among the Orientalists of Europe, he would have met with a hearty welcome and been given a place in the galaxy of the learned ; but it is to be regretted that the Pandit is suffering from a sort of boycott in his own country on account of his just opposition to an Anglo-Hindu social movement, conducted by a present-day, influential section of the Bengali Public who are distorting the "*Shastras*" and altering texts to make out their case, to prove themselves to be that which they are not. As a consequence, his name is absent from the literary movements and Conferences held at various times and places in Bengal—a circumstance which may well be compared to Daksha-Yajna which the great Prajapati performed without the presence of Siva !

The 15th February 1910.

Yours &c.

X.

Pandit Umesh Chandra Gupta, Vidyaratna, is well-known to the Bengali reading public for his original investigations into the fascinating subject of Vedic literature. His Sanskrit scholarship is indeed of a high order, and his researches into the antiquities of India, aided by his intimate acquaintance with our ancient literature, have been fruitful of excellent results. He is now engaged in embodying the results of his studies in a book to be called "*Pratnatattva-varidhi*" (or the Ocean of Antiquities). The book, when published, will surely be an acquisition to Bengali literature, and will be remarkable for its bold speculations on the unexplored subject of the civilisation of the ancient Hindus, their religion, philosophy, science and art, supported by an array of convincing

arguments based on original sources. For the preparation of such *a magnum opus*, which will run into three big volumes, the author is in need of money, and he has approached the nobility and gentry of the country to lend him a helping hand, so that with their support, Bengali literature may be the richer with a work characterised by such originality and erudition. I strongly support his appeal for help which I hope will be forthcoming in an adequate measure to enable him to carry out his commendable object.

NORENDRA NATH SEN.

2nd April 1910.

Editor, Indian Mirror.

I have known Pandit Umesh Chandra Vidyaratna for upwards of twenty-five years and bear great regard for his Sanskrit learning. His project fully deserve encouragement and support from the public.

SASIPADA BANERJI,

21st March 1910.

Baranagar.

Devalaya—CALCUTTA

শ্রীহরি

শরণ

আমাদের সুপরিচিত পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত পণ্ডিতবর উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিষয়ে আমি অধিক কি বলিব ? ইহার সংস্কৃতভাষায় ও বৈদিক শাস্ত্রনিচয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও বহুদক্ষিতা, এদেশের শিক্ষিতগণের কে না জানেন ? ইনি যে কার্যো প্রবৃত্ত, তাহা সুসম্পন্ন হইলে, বঙ্গসাহিত্য, অভিনব, অমূল্য ও অলৌকিক রত্নভাণ্ডার লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। যদি একপ মহৎকার্যোও ইনি অর্থসাধ্যা না পান, তবে দেশের দুর্ভাগা বলিতে হইবে।

কলিকাতা,
পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,

শ্রীতারাকুমার শর্মা ।

■

বিজ্ঞাপন

অর্থের সংগ্রহ হইলে আমি অবিলম্বেই এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ বাহির করিব। অন্যান্য গ্রন্থও ইংরাজী বাঙ্গলা উভয় ভাষাতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইব। প্রথমভাগ প্রত্নতত্ত্ববিধির মূদ্রণজন্য লাকুটিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার ও প্রখ্যাতনামা স্নকবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়, তদীয় কুটুম্ব কোমলমতি স্নিগ্ধহৃদয় শ্রীযুক্ত পশুপতি শর্মা কবীন্দ্র, শ্রদ্ধের শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র গুপ্ত এবং শ্রদ্ধাভাজন উদারমতি এটর্নী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, এম্, এ, বি-এল, মহাশয় আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যথাক্রমে ৫০০, ১০০, ১৬ ও ১০০ দান করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

এই তৃতীয়ভাগে যে একটা ইংরাজী Preface আছে, তাহা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব ছাত্র অসেচনকমূর্তি জলৎপ্রতিভ শ্রীমান্ সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, এম, এ, শাস্ত্রী (রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার) অনুবাদ করিয়া দিয়া আমার অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকটেও অতীব কৃতজ্ঞ রহিলাম !

এই পুস্তকের মূল্য ১।।০, উৎকৃষ্ট বাধাই ২০ টাকা। স্কুলের ছাত্রগণের পক্ষে যথাক্রমে ১।০ ও ১।৫। কেহ একত্র ১০ খান পুস্তক লইলে তিনি ২৫০ টাকা হারে কমিশন পাইবেন। ডাক মাণ্ডল স্বতন্ত্র দেয়।

ঋগ্বেদের সংস্কৃত প্রকৃতার্থবাহিনী টীকা পতাকা পত্রিকায় বাহির করিতে ছিলাম। এইক্ষণে উহা নাগরাকরে গ্রন্থাকারে বাহির করিব। উহাতে সাধারণ ও মুদগল ভাষ্যও বোদ্ধিত করিয়া দিব, তদ্বিন্ন সংস্কৃত বাঙ্গলা অনুবাদও থাকিবে।

কালমাহাত্ম্যে বঙ্গালসেনপ্রভৃতি রাজগণের জাতিটা প্রহেলিকায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। বাসনা যে বঙ্গালমোহমূল্যের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিয়া উক্ত প্রহেলিকার সারোদ্ধার করিব। অর্থসংগ্রহ হইলে বৈষ্ণবগ্রন্থকারদিগেরও সচিত্র জীবনী বাহির করিব। আশা করি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ ও বৈষ্ণব-মহাশয়গণ জীবনীর বস্ত্তসংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত করিবেন। বস্ত্তসমাহর্ত্তারা বিনা মূল্যে ৩ খানি করিয়া গ্রন্থ পাইবেন। বৈষ্ণবমাহিষ্যমোহমূল্যের বস্ত্তসংগ্রহ।

৪৫।৫, শিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

সারস্বতগেহ ।

শ্রীউমেশচন্দ্রদাশশর্মা ।

